পুরাণপ্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা ও বিষ্ণ্বর্থ-বৈদ্যনাথ
নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

তৃতীয় অংশ।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
সিমুলিয়া-হেদুয়া দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৭ সাল।

নির্ঘণ্ট।

তৃতীয়াংশ।

১ অধ্যায়।

২ অধ্যায়।

৩ অধ্যায়।

৪ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়।

৬ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়।

৮ অধ্যায়।

৯ অধ্যায়।

১০ অধ্যায়।

১১ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায়।

১৭ অধ্যায়।

১৮ অধ্যায়।

তৃতীয়াংশের নির্ঘণ্ট সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট পত্র।

চতুর্থ অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায় ৫১

চতুর্থ অংশ সমাপ্তি।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতা গুরুণা সম্যক্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ।
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ॥ ১॥
দেবাদীনাং তথা সৃষ্টির্ঋষীণামপি বর্ণিতা।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ॥ ২॥
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ত্বয়োদিতম্।
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যনুক্রমাৎ *॥ ৩॥
মন্বন্তরাধিপাংশ্চৈব শক্রদেবপুরোগমান্।
ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো!॥৪॥

মৈত্রেয় কহিলেন। আপনি আমার গুরু। আপনি আমার নিকট পৃথিবী সমুদ্র প্রভৃতির সন্নিবেশ, সূর্য্যাদির সংস্থান ও জ্যোতির্মণ্ডলের বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছেন।[১] দেব দানব প্রভৃতির সৃষ্টি, ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি, তির্য্যক্-যোনি-গত জীবগণের উৎপত্তি,।[২] ধ্রুবচরিত ও প্রহ্লাদচরিত, এ সমুদায়ও আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।[৩] এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, আপনি সমুদায় মন্বন্তর ও শক্র প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরাধিপের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলেন, আমি শ্রবণ করি।[৪]

---

*। শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ইতি বা পাঠনীয়ম্।

পরাশর উবাচ।

অতীতানাগতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥ ৫ ॥
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বো * মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৬ ॥
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ।
বৈবস্বতোঽয়ং যস্যৈতৎ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্ ॥ ৭ ॥
স্বায়ম্ভুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া।
দেবাস্তথর্ষয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥ ৮ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু।
মন্বন্তরাধিপান্ সম্যক্ দেবর্ষীংস্তৎসুতাংস্তথা ॥ ৯ ॥
পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে।

পরাশর কহিলেন। যে সকল মন্বন্তর গত হইয়াছে, যে সকল মন্বন্তর পরে উপস্থিত হইবে, সেই সমুদায় আমি তোমার নিকট যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫] প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি নামক মনু, চতুর্থ তামস নামে মনু, পঞ্চম রৈবতনামক মনু ও ষষ্ঠ চাক্ষুষ নামে মনু।[৬] এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে রবিসুত বৈবস্বতনামক সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে।[৭] কল্পের প্রথমে স্বায়ম্ভুবনামক যে প্রথম মনু হইয়াছিলেন, তদধিকারের বিষয় এবং তৎসময়ে যাঁহারা দেব ও ঋষি হইয়াছিলেন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি।[৮] অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর ও তৎকালীয় মন্বন্তরাধিপ দেবগণ, ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিবরণ বলিতেছি।[৯]

* স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বম্ ইতি অপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

বিপশ্চিচ্চৈব দেবেন্দ্রো* মৈত্রেয়াসীন্মহাবলঃ ॥ ১০ ॥
ঊর্জ্জঃ স্তম্বস্তথা প্রাণো † দত্তোলির্ঋষভস্তথা।
নিশ্বরশ্চোর্ব্বরীবাংশ্চ ‡ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ১১ ॥
চৈত্রকিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাঃ স্বারোচিষস্য তু।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ § ॥ ১২ ॥
তৃতীয়ে ত্বন্তরে ব্রহ্মন্¶ ঔত্তমির্নাম যো মনুঃ।
সুশান্তির্নাম তত্রেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাশ্চাসন্ প্রতর্দ্দনাঃ (॥)।
বশবর্ত্তিনশ্চ পঞ্চৈতে গণা দ্বাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে পারাবতগণ ও তুষিতগণ দেবতা ছিলেন এবং মহাবল বিপশ্চিৎ দেবরাজ হইয়াছিলেন।[১০] তৎকালে, ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্বর ও উর্ব্বরীবান্, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন।[১১] স্বারোচিষের পুত্রগণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ, প্রভৃতি। এই তোমার নিকট দ্বিতীয় মন্বন্তরের বিবরণ কহিলাম। এক্ষণে উৎকৃষ্ট (তৃতীয় মন্বন্তরের বিবরণ বলিতেছি) শ্রবণ কর।[১২] ব্রহ্মন্! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা হইয়াছিলেন।[১৩] সে সময়, সুধামগণ, সত্যগণ, শিবগণ, প্রতর্দ্দনগণ ও বশবর্ত্তিগণ এই পঞ্চগণ ছিলেন। এই পঞ্চগণ প্রত্যেকেই দ্বাদশাত্মক।[১৪] এই

---

* বিপশ্চিত্তত্র দেবেন্দ্রঃ ইতি ভিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ।

† ঊর্জ্জাস্তম্ভস্তথা প্রাণঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ নিরশ্চশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ অথবা নিশ্চলশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ ইতি পাঠ্যম্।

§ দ্বিতীয়মেতদ্ ব্যাখ্যাতম্ অন্তরং শৃণু চৌত্তমিম্ ইত্যপি পঠনীয়ম্।

¶ তৃতীয়েঽপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

॥ শিবাশ্চাসন্ প্রদর্শনা ইতি বা পাঠঃ।

বশিষ্ঠতনয়াস্তত্র সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্।
অজঃ পরশুদিব্যাদ্যাস্তস্যোত্তমিমনোঃ সুতাঃ ॥ ১৫ ॥
তামসস্যান্তরে দেবাঃ স্বরূপা হরয়স্তথা* ।
সত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব † সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥ ১৬ ॥
শিবিরিন্দ্রস্তথা চাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ ।
সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেষাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥ ১৭ ॥
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বনকস্তথা ‡ ।
পীবরশ্চর্ষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥ ১৮ ॥
নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জানুজঙ্ঘাদয়স্তথা ।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥ ১৯ ॥
পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় ! রৈবতো নাম নামতঃ ।

মন্বন্তরে বশিষ্ঠের সাতটী পুত্র সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। এই ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য প্রভৃতি।[১৫]

তামসনামক মন্বন্তর সময়ে হরিগণ স্বরূপগণ সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতিসংখ্য।[১৬] এই সময় শিবিনামক রাজা শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই তামস মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৭] জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর, ইঁহারা তৎকালে সপ্তর্ষি হন।[১৮] নর, খ্যাতি, শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন।[১৯]

* স্বরূপা হরয়স্তথা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† সুতপাশ্চ সুধিয়শ্চৈব ইতি বা পঠনীয়ম্।
‡ চৈত্রোঽগ্নির্বরদস্তথা ইতি বা পাঠঃ।

মনুর্বিভুশ্চ তত্রেন্দ্রো দেবাংশ্চৈবান্তরে শৃণু* ॥ ২০ ॥
অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ † ।
এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥ ২১ ॥
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্র ! তত্রাসন্ রৈবতেঽন্তরে ।
বলবন্ধুঃ সুসম্ভারুঃ ‡ সত্যকাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২৩ ॥
নরেন্দ্রাঃ সুমহাবীর্য্যা বভূবুর্মুনিসত্তম ! ॥ ২৪ ॥
স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয় ! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু ছিলেন। তৎকালে বিভু ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন এবং তখন যাঁহারা দেবগণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২০] অমিতাভগণ, ভূতরজোগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সুমেধোগণ, ইঁহারা দেবগণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশ দেবতা।[২১] হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি।[২২] রৈবত মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবন্ধু, সুসম্ভারু ও সত্যক প্রভৃতি।[২৩] মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইঁহারা মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন।[২৪] স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত, এই চারি জন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন।[২৫] রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া

* দেবাংশ্চৈবান্তরে শৃণু ইতি কোচৎ পঠন্তি।
† অমিতাভা ভূতরমা বৈকুণ্ঠাঃ সপ্তমেধস ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
‡ বলবন্ধুঃ সুসম্ভাব্যঃ ইতি বা পাঠঃ।

বিষ্ণুমারাধ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ব্রতঃ।
মন্বন্তরাধিপানেতান্ লব্ধবানাত্মবংশজান্॥ ২৬॥
ষষ্ঠে মন্বন্তরে চাসীচ্চাক্ষুষাখ্যস্তথা মনুঃ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রো দেবানপি নিবোধ মে॥ ২৭॥
আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাশ্চ পৃথুগাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতেঽপ্যষ্টকা গণাঃ *॥ ২৮॥
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষয়ঃ॥ ২৯॥
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্ন প্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ †।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্॥ ৩০॥
বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র! শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।

মন্বন্তরের অধিপতি এই সমুদায় সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।[২৬]

ষষ্ঠ মন্বন্তর কালে চাক্ষুষ নামে মনু হইয়াছিলেন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে মনোজব ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন, এবং যাঁহারা তখন দেবতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৭] আদ্যগণ, প্রসূতগণ, ভব্যগণ, পৃথুগগণ ও লেখগণ, এই মহানুভব পঞ্চগণ তখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আট আট ব্যক্তিতে এক এক গণ হইয়াছে।[২৮] তৎকালে সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন।[২৯] চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণের নাম উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি। ইঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন।[৩০]

বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। অধুনা সূর্য্যের পুত্র

* যে চৈতেঽত্যষ্টকা গণাঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

† প্রমুখাশ্চ মহাবলাঃ ইত্যপরপুস্তকস্থঃ পাঠঃ।

মনুঃ সংবর্ত্ততে* ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে ॥ ৩১ ॥
আদিত্য-বসু-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে!।
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয়! ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোঽথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্† ॥ ৩৩ ॥
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ ॥ ৩৪।
করুষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিষ্ণুশক্তিরনৌপম্যা সত্ত্বোদ্রিক্তা স্থিতৌ স্থিতা।
মন্বন্তরেষ্বশেষেষু দেবত্বেনাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছেন। ইনি অতীব দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান্।[৩১] মহামুনে! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। মৈত্রেয়! এইক্ষণে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন।[৩২] অধুনাতন সপ্তর্ষিগণের নাম—বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ।[৩৩] ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ,[৩৪] করুষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান্, বৈবস্বত মনুর এই নয়টী পুত্র। ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক।[৩৫] বিষ্ণুশক্তি, সত্ত্বোদ্রিক্ত ও অসীম। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই প্রত্যেক মন্বন্তরে দেবরূপে আবির্ভূত হন।[৩৬] এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকালে

* মহামতিঃ। মনুঃ স বর্ত্ততে ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† বিশ্বামিত্রভরদ্বাজৌ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽত্র চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

অংশেন তস্য যজ্ঞেঽসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
আকূত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেঽন্তরে ॥ ৩৭॥
ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেঽন্তরে।
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥
ঔত্তমে ত্বন্তরে চৈব* তুষিতস্তু পুনঃ স বৈ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৩৯ ॥
তামসস্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভিঃ সার্দ্ধং হরিরেব বভূব হ ॥ ৪০ ॥
রৈবতেঽপ্যন্তরে দেবঃ† সম্ভূত্যাং মানসোঽভবৎ।
সংভূতো রাজসৈঃ সার্দ্ধং‡ দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥ ৪১ ॥

বিষ্ণুর অংশে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই যজ্ঞই প্রথম মন্বন্তরকালে মানসদেব রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।[৩৭] অনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে উক্ত দুর্দ্ধর্ষ মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।[৩৮] তৎকালে তিনি তুষিত নামে বিখ্যাত হন। পরে যখন ঔত্তম মন্বন্তর উপস্থিত হয়, সে সময় ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন এবং তখন তিনি সত্য নামে বিখ্যাত হন।[৩৯] পরে যখন তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইল, তখন ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে পুনর্বার উৎপন্ন হইলেন।[৪০] এই দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি, রৈবত মন্বতর সময়ে রাজসগণের সহিত সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি মানস নামে বিখ্যাত হন।[৪১] চাক্ষুষ মন্বন্তরে উক্ত পুরুষোত্তম

* ঔত্তমে হ্যন্তরে চাপি ইতি বা পাঠ্যতাম্।
† রৈবতস্যান্তরে দেবঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।
‡ সম্ভূতো মানসৈঃ সার্দ্ধম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

চাক্ষুষে চান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ যজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪২ ॥
মন্বন্তরে তু সংপ্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজ!।
বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ ॥ ৪৩ ॥
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমন্বন্তরেষু বৈ।
সপ্তাথবাভবন্ বিপ্র *! যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥৪৫॥
যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাৎ স প্রোচ্যতে † বিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥৪৬॥
সর্ব্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ
সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ।

বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ পূর্ব্বক জন্মিলেন।[৪২]

ব্রহ্মন্! অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।[৪৩] সেই মহাত্মা ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক জয়করণপূর্ব্বক নিষ্কণ্টক করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন।[৪৪] ব্রহ্মন্! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা পালন করিয়াছেন।[৪৫] মহাত্মা বিষ্ণুর শক্তি সমুদায় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, এই কারণে যৌগিক বিষ্ণুনাম বিখ্যাত হইয়াছে, কারণ বিশ্‌ধাতুর অর্থ প্রবেশ।[৪৬] সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি,

* সপ্তস্বেবাভবন্ বিপ্র! ইতি বা পাঠনীয়ম্।
† তস্মাৎ সংপ্রোচ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রশ্চ যো যস্ত্রিদশেশভূতো
বিষ্ণোরশেষাস্তু বিভূতয়স্তাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সমুদায় মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র, ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর বিভূতি।৪৭

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

প্রোক্তান্যেতানি ভবতা সপ্ত মন্বন্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে! মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি * ॥ ১ ॥

পরাশর উবাচ ॥

সূর্য্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে! ॥ ২ ॥
অসহন্তী তু সা ভর্ত্তুস্তেজশ্ছায়াং যুযোজ বৈ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণেঽরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমার নিকট গত সপ্ত মন্বন্তর বিবরণ কহিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বর্ণন করুন।[১]

পরাশর কহিলেন। বিশ্বকর্ম্মার একটী কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যার নাম সংজ্ঞা। ভগবান্ সূর্য্য সংজ্ঞাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুনে! সূর্য্য হইতে সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত তিন পুত্রের মধ্যে প্রথটীর নাম শ্রাদ্ধদেব (মনু) দ্বিতীয়টীর নাম যম ও তৃতীয়টীর নাম যমী।[২] অনন্তর সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া (আপনার সদৃশ) ছায়ানাম্নী একটী কন্যার সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ ছায়াকে স্বামিশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং

---

* ভবিষ্যাণি চ বিপ্রর্ষে! ত্বং সমাখ্যাতুমর্হসি ইতি ভানে পাঠান্তর।

সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ চ্ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ ॥ ৪ ॥
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্যমসূর্য্যয়োঃ ॥ ৫ ॥
ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসংস্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্ ॥ ৬ ॥
বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।

তপস্যার্থ আরণ্যে গমন করিলেন।৩ দিবাকর ঐ ছায়ানাম্নী কন্যাকে সংজ্ঞা বোধ করিয়া তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয়টীর নাম সাবর্ণি (মনু)। কন্যাটীর নাম তপতী। (সংবরণনামক রাজা এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।) ৪

অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া (পাদপ্রহারোদ্যত যমকে) শাপ দিলেন (যে তোমার পা খসিয়া যাউক্) তখন (নির্দয়তা হেতু) যম ও সূর্য্য উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন (কারণ জননী কখন স্বীয় গর্ভসম্ভূত পুত্রের প্রতি এতদূর নির্দয় হইতে পারেন না)।৫

(তখন সূর্য্য নির্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সত্য করিয়া বল।) ছায়া কহিলেন, (আমি সংজ্ঞা নহি, আমার নাম ছায়া। সংজ্ঞা আমাকে আপনকার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন।) সূর্য্য (এই কথা শ্রবণ করিয়া) সমাধিদৃষ্টি দ্বারা দেখিলেন যে, সংজ্ঞা অরণ্যগমন পূর্ব্বক ঘোটকীরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন।৬ তখন দিবাকরও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার নামে বিখ্যাত

জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ ॥ ৭ ॥
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্ম্মা চকার হ ॥ ৮ ॥
ভ্রমিমারোপ্য সূর্য্যন্তু তস্য তেজোবিশাতনম্।
কৃতবানষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতয়তাব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥
যৎসূর্য্যাদ্বৈষ্ণবং তেজঃ শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
জাজ্বল্যমানমপতৎ তদ্ভূমৌ মুনিসত্তম! ॥ ১০ ॥
ত্বষ্টৈব তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চৈব রুদ্রস্য * শিবিকাং ধনদস্য চ ॥ ১১ ॥
শক্তিং গুহস্য দেবানামন্যেষাঞ্চ যদায়ুধম্।

হইলেন, তৃতীয়টী রেতের অবসানকালে জন্ম পরিগ্রহ করাতে রেবন্ত নাম ধারণ করিলেন।[৭] ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা (কন্যার ঈদৃশ ক্লেশ দেখিয়া) সূর্য্যের তেজের ন্যূনতা করিয়া দিলেন।[৮] তিনি সূর্য্যকে ধরিয়া ভ্রমি যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিতে লাগিলেন, পরন্তু সূর্য্যতেজের অষ্টমাংশ অক্ষয় বলিয়া যাহা আর চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না।[৯] মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব তেজ চাঁচিতে লাগিলেন, তাহা জ্বলিতে জ্বলিতে ভূতলে পতিত হইল।[১০] অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন[১১] এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কার্ত্তিকের শক্তি ও অন্যান্য সমুদায় দেবতার বিশেষ বিশেষ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।[১২]

* ত্রিশূলঞ্চৈব সর্ব্বস্য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তৎ সর্ব্বং তেজসা তেন বিশ্বকর্ম্মা ব্যবর্দ্ধয়ৎ॥ ১২॥
ছায়াসংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মনুঃ।
পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণিস্তেন চোচ্যতে*॥ ১৩॥
তস্য মন্বন্তরং হ্যেতৎ সাবর্ণকমথাষ্টমম্।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগ! ভবিষ্যং কথয়ামি তে॥ ১৪॥
সাবর্ণিস্তু মনুর্যোঽসৌ মৈত্রেয়! ভবিতা ততঃ।
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ†॥ ১৫॥
তেষাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ।
সপ্তর্ষীনপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যান্মুনিসত্তম!॥ ১৬॥
দীপ্তিমান্ গালবো রামঃ কৃপো দ্রৌণিস্তথাপরঃ।
মৎপুত্রস্তু তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ সপ্তমঃ॥ ১৭॥

আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট বলিয়াছি যে, ছায়ার গর্ভে দিবাকরের যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্র, জ্যেষ্ঠের সমান বর্ণ হওয়াতে, সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনিই অষ্টম মনু।[১৩] এই সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণক মন্বন্তর ও অষ্টম মন্বন্তর। মহাভাগ! ভাবী এই অষ্টম মন্বন্তরের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৪]

মৈত্রেয়! তাহার পর অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরের অবসান হইলে সাবর্ণি নামে মনু হইবেন। তৎকালে সুতপোগণ, অমিতাভগণ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন।[১৫] ইঁহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি দেবতা থাকিবেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! এ সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৬] দীপ্তিমান্ গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, মৎপুত্র বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ।[১৭] পাতাল-

* সাবর্ণিস্তেন কথ্যতে ইতি বা পাঠঃ।

† মুখ্যাশ্চাপি তথা সুরাঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

বিষ্ণুপ্রসাদাদনঘঃ পাতালান্তরগোচরঃ।
বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥ ১৮॥
বিরজাশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ নির্মোহাদ্যাস্তথাপরে।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরাঃ॥ ১৯॥
নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয়! ভবিতা মনুঃ।
পারা মরীচিগর্ভাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা॥ ২০॥
ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ।
তেষামিন্দ্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো দ্বিজ!॥ ২১॥
সবলো দ্যুতিমান্ ভব্যো বসুর্মেধা ধৃতিস্তথা*।
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তত্রৈতে চ মহর্ষয়ঃ॥ ২২॥
ধৃতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।
পৃথুশ্রবাদ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাত্মজাঃ॥ ২৩॥

তলবাসী বিরোচনতনয় নিষ্পাপ বলি, বিষ্ণুর কৃপায় এই সময় ইন্দ্রত্বপদ পাইবেন।[১৮] বিরজা আর্ব্বরীবান্ ও নির্মোহ প্রভৃতিরা, সাবর্ণ মনুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূপতি হইবেন।[১৯]

মৈত্রেয়! দক্ষসাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পারগণ মরীচিগর্ভগণ ও সুধর্ম্মগণ, এই ত্রিবিধ গণ[২০] তৎকালে দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। ব্রহ্মন্! এই সময় মহাবীর্য্যশালী অদ্ভুত, ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইবেন।[২১] এই মন্বন্তরে সবল, দ্যুতিমান্ ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য, ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন।[২২] ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি, ইঁহারা দক্ষসাবর্ণের পুত্র হইবেন।[২৩]

---

* হব্যো বসুর্মেধাতিথিস্তথা ইতি বা পঠনীয়ম্।

দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে! মনুঃ।
সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসঙ্খ্যাস্তথা সুরাঃ ॥ ২৪ ॥
তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তির্নাম মহাবলঃ।
সপ্তর্ষয়ো ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুষ্ব চ ॥ ২৫ ॥
হবিষ্মান্ সুকৃতিঃ সত্যো হ্যপাংমূর্ত্তিস্তথাপরঃ।
নাভাগোঽপ্রতিমৌজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥ ২৬ ॥
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ হরিসেনাদয়ো দশ *।
ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্তু রক্ষিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭ ॥
একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ।
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরতয়স্তথা ॥ ২৮ ॥
গণাস্ত্বেতে তদা মুখ্যা দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্।
একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ ॥ ২৯ ॥

মুনে! যিনি দশম মনু হইবেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মসাবর্ণি। এই সময় সুধামগণ ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণের সংখ্যা এক শত।[২৪] মহাবল পরাক্রান্ত শান্তি, দেবগণের রাজা হইবেন। এই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[২৫] হবিষ্মান্ সুকৃতি সত্য অপাংমূর্ত্তি নাভাগ অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু।[২৬] সুক্ষেত্র উত্তমৌজা ও হরিসেন প্রভৃতি ব্রহ্মসাবর্ণের দশটী পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন।[২৭]

ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। বিহঙ্গমগণ কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ[২৮] ইঁহারা তৎকালভাবী দেবগণের মধ্যে প্রধান হইবেন। এই সমুদায় দেবগণের মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশটী

* ভূরিসেনাদয়ো দশ ইতি পাঠান্তরম্।

নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ বপুষ্মান্ বিষ্ণুরারুণিঃ *।
হবিষ্মাননঘশ্চৈতে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা † ॥৩০॥
সর্ব্বগঃ সর্ব্বধর্ম্মা চ ‡ দেবানীকাদয়স্তথা।
ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য তনয়াঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥
রুদ্রপুত্রস্তু সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ।
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্ ॥ ৩২ ॥
হরিতা লোহিতা দেবাস্তথা সুমনসো দ্বিজ!।
সুকর্ম্মাণশ্চ তারাশ্চ § দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥ ৩৩ ॥
তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তিস্তপোরতিঃ।

করিয়া দেবতা থাকিবেন। এই সময় বৃষ ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইবেন।[২৯] এতন্মন্বন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ, ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন।[৩০] এই মনুর সন্তান সর্ব্বগ সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি ভূপতি হইবেন।[৩১]

অনন্তর সাবর্ণ নামে রুদ্রপুত্র দ্বাদশ মনু হইবেন। সে সময় ঋতধামা ইন্দ্রত্বপদ পাইবেন এবং যাঁহারা দেবতা হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৩২] ব্রহ্মন্! হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারগণ এই পঞ্চগণের মধ্যে প্রত্যেক গণেই দশ জন করিয়া দেবতা থাকিবেন।[৩৩] তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন

* বৃষ্ণিরারুণিঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† ভব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ

‡ সর্ব্বত্রগঃ সধর্ম্মাত্মা ইতি বা পাঠঃ।

§ সুকর্ম্মানঃ সুরাপাশ্চ ইতি অন্যে পঠন্তি।

তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তমস্তু তপোধনঃ ॥ ৩৪ ॥
দেববানুপদেবশ্চ * দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা।
মনোস্তস্য মহাবীর্য্যা ভবিষ্যন্তি সুতা নৃপাঃ † ॥ ৩৫ ॥
ত্রয়োদশো রৌব্যনামা ‡ ভবিষ্যতি মুনে! মনুঃ।
সূত্রামানঃ সুধর্ম্মাণঃ সুকর্ম্মাণস্তথাপরাঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে § দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ।
দিবস্পতির্মহাবীর্য্য ¶ স্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
নির্ম্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসুকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ ॥ ৩৮ ॥
সপ্তর্ষয়স্ত্বিমে তস্য পুত্ত্রানপি নিবোধ মে।

(ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন)।[৩৪] দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্রেরা পৃথিবীপতি হইয়া অতুলবিক্রমশালী হইবেন।[৩৫]

মুনে! যিনি ত্রয়োদশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম রৌব্য। এই সময়ে সূত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা হইবেন।[৩৬] এই সকল দেবগণের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন দেবতা থাকিবেন। যিনি ইঁহাদের ইন্দ্র হইবেন তাঁহার নাম দিবস্পতি।[৩৭] নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও মহর্ষি সুতপা।[৩৮] ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। যাঁহারা এই মনুর পুত্র হই-

---

* দেবশ্চানুপদেবশ্চ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য মহাবীর্য্যাঃ সুতা নৃপাঃ ইতি বা পঠ্যতাম।

‡ ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ইতি অন্যে পঠন্তি।

§ ত্রয়স্ত্রিংশদভেদাস্তে ইতি বা পাঠঃ।

¶ দেবস্যতি মহাবীর্য্যঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥
ভৌত্যশ্চতুর্দশশ্চাত্র মৈত্রেয়! ভবিতা মনুঃ।
শুচিরিন্দ্রঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষ্ব তান্ ॥ ৪০ ॥
চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা।
বচোবৃদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥ ৪১ ॥
অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রো মাগধোঽগ্নিধ্র এব চ *।
যুক্তস্তথা জিতশ্চান্যো মনুপুত্রানতঃ শৃণু † ॥ ৪২ ॥
উরুর্গভীরব্রধ্নাদ্যা মনোস্তস্য সুতা নৃপাঃ।
কথিতা মুনিশার্দ্দূল! পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্ ॥ ৪৩ ॥
চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।

বেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি। রৌব্য মন্বন্তরে এই সকল মনুপুত্রেরা ভূপাল হইবেন।[৩৯]

মৈত্রেয়! যিনি চতুর্দশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম ভৌত্য। এই চতুর্দশ মন্বন্তরে শুচি দেবরাজ হইবেন। এই সময় যে পঞ্চগণ দেবতা হইবেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪০] চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ, ইঁহারা দেবত্বপদ পাইবেন। এই মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি।[৪১] অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত। এই মন্বন্তরে যাঁহারা মনুপুত্র হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪২] মুনিশ্রেষ্ঠ! উরু, গভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি মনুপুত্রেরা পৃথিবী পালন করিবেন।[৪৩]

* মাগধো গৃধ্র এব চ ইতি অপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

† যুক্তস্তথাজিতশ্চান্যো মনুপুত্রান্ অতঃ শৃণু ইতি কেচিৎ পঠন্তি

প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ ॥ ৪৪ ॥
কৃতে কৃতে স্মৃতের্বিপ্র! প্রণেতা জায়তে মনুঃ।
দেবা যজ্ঞভুজস্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্তু তৎ ॥ ৪৫ ॥
ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবন্মন্বন্তরন্তু তৈঃ।
তদন্বয়োদ্ভবৈশ্চৈব তাবদ্ভূঃ পরিপাল্যতে ॥ ৪৬ ॥
মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ সুতাঃ।
মন্বন্তরে ভবন্ত্যেতে শক্রশ্চৈবাধিকারিণঃ * ॥ ৪৭ ॥
চতুর্দশভিরেতৈস্তু গতৈর্মন্বন্তরৈর্দ্বিজ!।
সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম!।

প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদবিপ্লব হইয়া থাকে, অর্থাৎ কলিযুগে বেদের লোপ হয় (পরে সত্যযুগপ্রারম্ভে) সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রচার করেন।[৪৪] বিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যযুগে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা হইয়া থাকেন, এবং এক এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞভাগী দেবতারা স্বর্গে বাস করেন।[৪৫] যাঁহারা মনুপুত্র, তাঁহারা সম্পূর্ণ এক মন্বন্তর কাল অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনুর বংশজাত তাঁহারাও তত কাল পৃথিবী পালন করেন।[৪৬] মনু সপ্তর্ষি দেবরাজ দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ, ইঁহারা প্রত্যেক মন্বন্তরে উৎপন্ন হন ও লয় পাইয়া থাকেন।[৪৭] ব্রহ্মন্! এইরূপ চতুর্দশ মন্বন্তর অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প হইয়া থাকে।[৪৮] অনন্তর ঐরূপ পরিমিত সময় রাত্রি হয়। সাধুশ্রেষ্ঠ! ঐ রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি সমুদ্রমধ্যে

---

* শক্রাদ্যাশ্চাধিকারিণঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেষাহাবম্বুসংপ্লবে* ॥ ৪৯ ॥
ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রস্থা ভগবানাদিকৃদ্বিভুঃ।
স্বমায়াসংস্থিতো বিপ্র! সর্ব্বভূতো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫০ ॥
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথা পূর্ব্বং তথা পুনঃ।
সৃষ্টিং করোত্যব্যয়াত্মা কল্পে কল্পে রজোগুণঃ ॥ ৫১ ॥
মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
সাত্ত্বিকোহংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম! ॥ ৫২ ॥
চতুর্যুগেহপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয়! তৎ শৃণু ॥ ৫৩ ॥
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫৪ ॥

শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন।[৪৯] ব্রহ্মন্! ভগবান্ আদি বিভু সর্ব্বভূতাত্মা জনার্দ্দন কল্পান্তে সমুদায় ত্রৈলোক্য সংহার করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন।[৫০] অব্যয়াত্মা ভগবান্ হরি প্রত্যেক কল্পারম্ভেই প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্বার সৃষ্টি করেন।[৫১] ব্রহ্মন্! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ, ইঁহারা বিষ্ণুর সাত্ত্বিক অংশ এবং ইঁহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন।[৫২] মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারি যুগে যেপ্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫৩] তিনি প্রথমতঃ সত্যযুগে সর্ব্বভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ ধারণপূর্ব্বক সকল প্রাণীকে পরম সত্য জ্ঞান দান করেন।[৫৪] ত্রেতাযুগে সেই প্রভু

* শেষাহাবম্বুসংপ্লবে ইতি বহবঃ পঠন্তি।

চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
বেদমেকং চতুর্ব্বেদং কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥ ৫৬ ॥
বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ* ॥ ৫৭ ॥
এবমেব জগৎ সর্ব্বং† পরিপাতি করোতি চ।
হন্তি চান্তেষ্বনন্তাত্মা নাস্ত্যস্মাদ্ব্যতিরেকি যৎ ॥ ৫৮ ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ‡ সর্ব্বভূতান্মহাত্মনঃ।

চক্রবর্ত্তিস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক দুষ্টগণের দণ্ড বিধান করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করেন।[৫৫] তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন এবং পুনর্বার উহা বহুল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।[৫৬] তিনি বেদ-ব্যাস রূপে এইপ্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অবসানে কল্কিরূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন।[৫৭] অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এই রূপে সমুদায় সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই।[৫৮] বিপ্র! বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালে যে কোন বস্তুর সত্তা দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই সেই সর্ব্বভূতস্বরূপ মহাত্মা বিষ্ণু হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এ কল্পেই হউক বা কল্পান্তরেই হউক সর্ব্ব-কালীয় সর্ব্ব ভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান

* মার্গে স্থাপয়িতুং প্রভুঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† এবমেতৎ জগৎ সর্ব্বম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং বা ইতি পাঠান্তরম্।

তদত্রান্যত্র বা বিপ্র! সদ্ভাবঃ কথিতস্তব ॥ ৫৯ ॥
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি কথিতানি ময়া তব।
মন্বন্তরাধিপাশ্চৈব* কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আছে, এই বিষয় তোমার নিকট কহিলাম।[৫৯] কোন্ মন্বন্তরে কোন্ ব্যক্তি মনু হন ও কোন্ ব্যক্তিই বা মন্বন্তরের অধিপতি হইয়া থাকেন, এ সমুদায়ও তোমার নিকট কথিত হইল, এক্ষণে তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছ, বল।[৬০]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

* মন্বন্তরাধিপাংশ্চৈব ইতি বা পঠনীয়ম্‌

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ।
বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ॥ ১॥
এতৎ তু শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মনা।
বেদব্যাসস্য রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে॥ ২॥
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহামুনে!।
তং তমাচক্ষ্ব ভগবন্! শাখাভেদাংশ্চ মে বদ॥ ৩॥

পরাশর উবাচ।

বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয়! শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ।
ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তম্॥ ৪॥

মৈত্রেয় কহিলেন। এই জগৎ যে বিষ্ণুস্বরূপ ও বিষ্ণুতেই যে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে এবং সেই বিষ্ণু হইতে ভিন্ন যে আর কোন পদার্থই নাই, তাহা পূর্ব্বে আপনকার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি,[১] পরন্তু ভগবান্ বেদব্যাস যে রূপে যুগে যুগে বেদ বিভাগ করেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।[২] ভগবন্ মহামুনে! যে যে-যুগে যিনি যিনি বেদব্যাস হন ও যেরূপ শাখায় বেদ বিভক্ত হয়, তাহা আমার নিকট বলুন।[৩]

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! বেদরূপ বৃক্ষের সহস্রটী ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে। সেই সমুদায় শাখার বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করা দুঃসাধ্য, অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪]

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে ! ।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ ৫ ॥
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥ ৬ ॥
যয়া স কুরুতে তন্বা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ।
বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ ॥ ৭ ॥
যস্মিন্ মন্বন্তরে যে যে ব্যাসাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে।
যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনে ! ॥ ৮ ॥
অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ * দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সত্তম !।
চতুর্দ্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

মহামুনে ! ব্যাসরূপী ভগবান্ বিষ্ণু জগতের হিতসাধনের জন্য প্রত্যেক দ্বাপর যুগে এক বেদ বহু অংশে বিভক্ত করেন।[৫] তিনি মনুষ্যের বীর্য্য তেজ ও বলের ন্যূনতা দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধনের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন।[৬] সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস।[৭] মুনে ! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হন ও যে রূপে তিনি বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮]

এই বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রত্যেক দ্বাপর যুগে মহর্ষিরা পুনঃপুন অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন।[৯] সাধুশ্রেষ্ঠ ! যে অষ্টাবিংশতিসংখ্য বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে

* বৈবস্বতেঽন্তরে তাস্মন্ ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে চ বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥
একাদশে তু ত্রিবৃষা ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো বপ্রী চাপি চতুর্দশে * ॥ ১৪ ॥
ত্রয্যারুণঃ † পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণজ্যোঽষ্টাদশে স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।
গৌতমাদুত্তমো ব্যাসো হর্য্যাত্মা যোঽভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥

প্রত্যেক দ্বাপর যুগে বেদকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন।[১০] প্রথম এই মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন।[১১] এইরূপ তৃতীয় দ্বাপরে উশনাঃ, চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা, ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু,[১২] সপ্তম দ্বাপরে ইন্দ্র, অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ, নবম দ্বাপরে সারস্বত, দশম দ্বাপরে ত্রিধামা,[১৩] একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃষা, দ্বাদশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশ দ্বাপরে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশ দ্বাপরে বপ্রী।[১৪] পঞ্চদশ দ্বাপরে ত্রয্যারুণ, ষোড়শ দ্বাপরে ধনঞ্জয়, সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋণজ্য।[১৫] ঊনবিংশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ, বিংশ দ্বাপরে গৌতম, এক-

* রত্রী চাপি চতুর্দশে ইতি বশাকরক্ষিতপুস্তকস্য পাঠঃ।
† ত্রয্যারুণিরিতি বা পঠনীয়ম্।

অথ হর্য্যাত্মনো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবান্বয়ঃ।
সোমশুষ্মায়নস্তস্মাৎ* তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥ ১৭॥
ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।
তস্মাদস্মৎপিতা শক্তির্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে!॥ ১৮॥
জাতূকর্ণোঽভবন্মত্তঃ† কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ॥ ১৯॥
একো বেদশ্চতুর্দ্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু‡।
ভবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি॥ ২০॥
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ।
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্।

বিংশ দ্বাপরে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা।[১৬] দ্বাবিংশ দ্বাপরে রাজশ্রবার বংশীয় বেণ, ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে সোমশুষ্মার পুত্র তৃণবিন্দু,[১৭] চতুর্বিংশ দ্বাপরে ভার্গবান্বয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মৎপিতা শক্তি, ষড়্বিংশ দ্বাপর যুগে আমি,[১৮] সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগে জাতূকর্ণ, অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি মহর্ষি প্রাচীন বেদব্যাস অর্থাৎ ইঁহারা পূর্ব্বে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন।[১৯] ইঁহারা প্রত্যেক দ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগ করেন। ভবিষ্য দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন।[২০]

এই অষ্টাবিংশ বেদব্যাস মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অতীত হইলে বেদাদির প্রকৃতি নিত্য একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কারমাত্র অবস্থিতি

---

* সোমঃ শুষ্মাপনস্তস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ।

† জাতুকর্ণো ভবেন্মত্ত ইতি বা পাঠান্তরম্।

‡ একো বেদশ্চতুর্দ্ধা বৈ কৃতো যৈর্দ্বাপরাদিষু ইতি অন্যে পঠন্তি।

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ২১ ॥
প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যৎ তৎ কারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২৩ ॥
অগাধাপারমক্ষয্যং জগৎসংমোহনালয়ম্।
সংপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥ ২৪ ॥
সাঙ্খ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনাম্।
যৎতদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্ম সাশ্বতম্ ॥ ২৫ ॥

করিবে। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু ও বেদাদির কারণতা হেতু এই ওঙ্কার ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[২১] ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক, প্রণবরূপ ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিতেছে। ওঙ্কারই ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব বেদস্বরূপ, অতএব ওঙ্কারস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার।[২২] যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ ও পরম গুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার।[২৩] তিনি অগাধ অর্থাৎ কালানুসারে আদ্যন্তরহিত, তিনি অপার অর্থাৎ সর্ব্বগত, তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি জগতের সম্মোহন অর্থাৎ তমোগুণের আশ্রয়, তিনি সংকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা জগতের ভোগ ও অপবর্গ রূপ প্রয়োজন সংসাধন করিতেছেন।[২৪] তিনি সাঙ্খ্যদর্শনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য জ্ঞানস্বরূপ, তিনি শম অর্থাৎ অন্তঃকরণ-ব্যাপারোপশম, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপারোপশম, তৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের গতি অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম-বিবেক-কারণ হইয়াছেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, তিনি অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম।[২৫] তিনি বিশ্বের আধার ও প্রকৃতি, তিনি স্বতঃ-

প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহাসত্ত্বঞ্চ শস্যতে।
অবিভাগং তথা শুক্লমক্ষরং বহুধাত্মকম্॥ ২৬॥
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।
যদ্রূপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ *॥ ২৭॥
এতদ্‌ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বভেদোঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ॥ ২৮॥
স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ম্ময়ঃ †।
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা ‡ স এবাত্মা শরীরিণাম্॥ ২৯॥
স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং §

সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত, তিনি গুহা অর্থাৎ হৃদয়-কন্দরে প্রকাশমান, তিনি অখণ্ড, তিনি দীপ্তিশালী ও মলিনতারহিত, তিনি ব্যয়শূন্য, বেদে তাঁহাকে নানা-উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।[২৬] পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেবের যে রূপ সেই পরম-ব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার করি।[২৭] এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম ভেদরহিত হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা ভেদত্রয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্ব্ব ভূতে অবস্থান করিতেছেন, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হন।[২৮] তিনি ঋক্‌বেদময়, তিনি সামবেদময়, তিনি যজুর্ব্বেদময়, তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সারস্বরূপ যে ওঙ্কার, তৎস্বরূপ, তিনি বেদবিভাগকারীদিগের আত্মাস্বরূপ, তিনি সমুদায় জীবের আত্মা স্বরূপ।[২৯] তিনি একমাত্র বেদময় হইয়াও বহুসঙ্খ্য-শাখাদি-

* পরমাত্মস্বরূপিণ ইতি বা পঠিতব্যম্।
† সর্ব্বাত্মা স যজুর্ম্ময় ইতি বা পাঠ্যম্।
‡ ঋগ্‌যজুঃসামাধস্বাত্মা ইতি বা পঠনীয়ম্।
§ স ভেদম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা,
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখাপ্রণেতা, তিনিই বেদের সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ও অনন্ত। ৩০

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংমিতঃ।
ততো দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বকামধুক্॥ ১॥
ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে॥
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥ ২॥
যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যস্তা ব্যাসৈস্তথা ময়া॥ ৩॥
তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম!।

পরাশর কহিলেন। ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত আদি বেদ এক-লক্ষ-শ্লোকাত্মক। এই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই চতুষ্পাদ বেদ হইতেই সমস্ত কামনাসিদ্ধিকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমুদায় দর্শ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।[১] এই অষ্টাবিংশতি-তম দ্বাপর যুগে মদীয়পুত্র প্রভাবশালী ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন।[২] সেই ধীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-নামক বেদব্যাস যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত বেদব্যাস মুনি-গণ এবং আমিও বেদ বিভাগ করিয়াছিলাম।[৩] দ্বিজোত্তম! এই প্রকারে বেদের শাখাভেদ হয় এবং সমস্ত চতুর্যুগের লোকেরা

চতুর্যুগেষ্বারচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্*।
কোঽন্যো হি ভুবি† মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৫ ॥
তেন ব্যস্তা যথা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
দ্বাপরে হ্যত্র মৈত্রেয়! তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥ ৭ ॥
ঋগ্বেদশ্রাবকং‡ পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥ ৮ ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥ ৯ ॥

তদনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।[৪] মৈত্রেয়! এক্ষণকার বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। তাহা না হইলে অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত প্রণয়ন করিতে পারে?[৫] মৈত্রেয়! বর্ত্তমান দ্বাপর যুগে মদীয় পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যে রূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৬]

বেদব্যাস ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন।[৭] সেই মহামুনি পৈলকে ঋক্‌বেদের, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদের[৮] এবং জৈমিনিকে সামবেদের শিষ্য করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তু সেই ধীমান্ বেদব্যাসের নিকট অথর্ব্ববেদের শিষ্য

* বিভুম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† কোঽন্যোঽস্তি ভুবি ইতি বা পঠঃ।
‡ ঋগ্বেদগ্রাহকম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ১০ ॥
এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥ ১২ ॥
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।

হইলেন।[৯] অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য করিলেন।[১০] পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ আধ্বর্য্যব-ক্রিয়া-প্রধান বেদ * একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগ করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র † হইল। তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি করিলেন।[১১] এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে তিনি যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋক্‌বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন।[১২] অনন্তর তিনি ঋক্ সমুদায় উদ্ধার করিয়া ঋক্‌বেদসংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা, ও গীতাত্মক সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদসংহিতা প্রণয়ন করিলেন।[১৩] মৈত্রেয়! তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বারা যথাবিধানে ব্রহ্মত্ব স্থাপন করেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের শান্তি পুষ্টিপ্রভৃতি সমুদায় দৈবকর্ম্ম ঐ অথর্ব্ববেদ দ্বারাই করাইলেন।[১৪]

* বায়ুপুরাণে কথিত আছে যে, যজুর্ব্বেদে যে সমুদায় শাখা আছে, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে। যাজন হেতু তাহার নাম যজুর্ব্বেদ হইয়াছে। ১১

† চারিজন ঋত্বিক্ ও চারিজন হোতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাম চাতুর্হোত্র। ১১

কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি ॥ ১৪ ॥
সোঽয়মেকো মহাবেদ-তরুস্তেন পৃথক্কৃতঃ।
চতুর্দ্ধা তু ততো জাতং* বেদপাদপকাননম্ ॥ ১৫ ॥
বিভেদ প্রথমং বিপ্র! পৈল-ঋগ্বেদ-পাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥ ১৬ ॥
চতুর্দ্ধা স বিভেদাথ বাস্কলির্দ্বিজ! সংহিতাম্।
বৌধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্তু শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥১৭॥
বৌধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্যাজ্ঞবল্ক্যপরাশরৌ ॥
প্রতিশাখাস্তু শাখায়াস্তস্যাস্তে † জগৃহুর্মুনে! ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রপ্রমতিরেকাংতু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।
মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং ‡ মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা ॥ ১৯ ॥

এই রূপে বেদরূপ মহাবৃক্ষ বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া বেদ-বৃক্ষের কানন রূপে বিস্তীর্ণ হইল।[১৫]

ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ পৈল ঋগ্বেদরূপ বৃক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।[১৬] দ্বিজ! মহামুনি বাস্কলিও গুরুর নিকট অধীত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগ করিয়া বৌধ্য প্রভৃতি শিষ্যগণকে দিলেন।[১৭] বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরনামক শিষ্যচতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রত্যেক প্রশাখা অধ্যয়ন করিলেন।[১৮]

মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় পুত্র মহাত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাই-

* চতুর্দ্ধাথ ততো জাতম্ ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ।
† শাখায়াস্তস্মাৎ তে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
‡ মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্যযৌ।
বেদমিত্রস্তু সাকল্পঃ* সংহিতাং তামধীতবান্॥ ২০॥
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ২১॥
মুদ্গালো গালবশ্চৈব† বাৎস্যঃ শালীয় এব চ।
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয়! সুমহামুনিঃ॥ ২২॥
সংহিতাত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূর্ণিরথেতরম্।
নিরুক্তমকরোৎতদ্বৎ চতুর্থং মুনিসত্তম!॥ ২৩॥
ক্রোঞ্চো বেতালিকস্তদ্বৎ‡ বলাকশ্চ মহামতিঃ।

লেন।[১৯] পৈল গৃহীত ঋগ্বেদসংহিতা এই রূপে শিষ্য প্রশিষ্যে ও পুত্রশিষ্যে সঞ্চারিত হইল। বেদমিত্রনামক সাকল্প, উক্ত ইন্দ্রপ্রমতির সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন।[২০] পরে তিনি ঐ শাখা হইতে পাঁচখানি সংহিতা করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করাইলেন। ইঁহার পঞ্চ শিষ্যের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২১] মুদ্গাল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহর্ষি বেদমিত্রের শিষ্য।[২২] ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋক্ বিভাগ করিয়া তিনটী সংহিতা করিলেন। পরে তিনি বেদ-শব্দ-নির্বচন-রূপ একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করেন।[২৩] ক্রোঞ্চ, বেতালিক ও মহামতি বলাক এই তিন মহর্ষি উক্ত সংহিতাত্রয় অধ্যয়ন করিলেন। যিনি চতুর্থ অর্থাৎ যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ-নামে বিখ্যাত হইলেন।

* বেদমিত্রস্তু শাকল্য ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ
† মুদ্গালো গোখলশ্চৈব ইতি বা পাঠঃ।
‡ কৌঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বৎ ইতি বা পাঠঃ।

নিরুক্তকৃচ্চতুর্থোঽভূৎ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৪ ॥
ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঽপ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম! ।
বাস্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতা কৃতবান্ দ্বিজ ! ॥ ২৫ ॥
শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ কথাজবঃ ।
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ* সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইনি বেদ ও বেদাঙ্গে উত্তম পারদর্শী ছিলেন।[২৪] ব্রহ্মন্! এই রূপে বেদবৃক্ষের শাখা হইতে প্রশাখা ও অনুশাখা নির্গত হইতে লাগিল।

দ্বিজ! বাস্কলিও অধীত ঋগ্বেদ হইতে অপর তিনটী সংহিতা করিলেন।[২৫] তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এই রূপে অনেক মহর্ষি অনেক প্রকারে বেদের সংহিতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।[২৬]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ শাখা-ভেদ-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ইত্যেতে বহ্বৃচঃ প্রোক্তা ইতি পাঠান্তরম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্মহামতিঃ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ॥ ১॥
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূৎ ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ॥
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা॥ ২॥
ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।

পরাশর কহিলেন। মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজুর্ব্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা* প্রকাশ করিলেন।[১] তিনি সেই সমুদায় শাখা ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে প্রদান করেন। শিষ্যগণও যথাক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাততনয় পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এই শিষ্য সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষা করিতেন।[২]

ব্রহ্মন্! (একদা ঋষিগণের একটী সমাজাধিবেশনের আবশ্যকতা হওয়াতে) সমুদায় ঋষি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে, মহামেরুনামক

* যজুর্ব্বেদের প্রধান শাখাই সপ্তবিংশতিসংখ্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে, আপস্তম্ব, অধ্বর্য্যুর একশত এক শাখা প্রকাশ করিয়াছেন॥ ১॥

তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োঽভূৎ কৃতো দ্বিজ!।
বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥ ৪ ॥
স্বস্রীয়ং বালকং সোঽথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ ॥ ৫ ॥
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ! ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা ॥ ৬ ॥
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্ ॥ ৭ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক! ॥ ৮ ॥

স্থানে প্রতিষ্ঠিত সমাজের অদ্যকার অধিবেশনে যে ঋষি উপস্থিত না হইবেন, তিনি সপ্ত রাত্রির মধ্যে ব্রহ্মহত্যাপাতকে পাতকী হইবেন। (অনন্তর সকল ঋষি সমাজে গমন করিলেন) কেবল একাকী বৈশম্পায়ন উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার এই নিয়ম অতিক্রম করা হইল।[৪] পরে তিনি ঐ শাপ বশত আপনার ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন।[৫] তখন তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আমার নিমিত্ত ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত-পাপ-নাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, বিচার করিও না[৬] এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইঁহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব।[৭] মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন (এই কথা শ্রবণ মাত্র) ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, রে ব্রাহ্মণাবমাননাকারিন্! তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, সমুদায় পরিত্যাগ কর।[৮]

নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যস্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্।
তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা* ॥ ৯ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ ভক্ত্যৈতৎ তে ময়োদিতম্।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ! † ॥ ১০ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥ ১১ ॥
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা ‡ তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ ॥ ১২ ॥

(তোমার এত দূর আস্পর্দ্ধা!) যে, তুমি এই সকল প্রধান ব্রাহ্মণকে নিস্তেজ বলিতেছ! যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এরূপ শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই।[৯] অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার প্রতি ভক্তি প্রযুক্তই আমি আপনাকে ঈদৃশ কথা কহিয়াছি। এক্ষণে আমারও আপনকার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনকার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই (উদ্গীরণ করিয়া দিতেছি) লউন।[১০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া রুধিরলিপ্ত সাকার যজুর্বেদ উদ্গীরণ করিয়া দিয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।[১১] যাজ্ঞবল্ক্য যখন যজুর্বেদ পরিত্যাগ করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা তিত্তির পক্ষী হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই জন্য উক্ত যজুর্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[১২]

---

* সমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা ইত্যপরে পঠন্তি।

† তন্ময়া তদিদং দ্বিজ! ইতি বা পাঠঃ।

‡ জগৃহুস্তিত্তিরীভূত্বা ইতি অন্যে পঠন্তি।

ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং* গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈঃ।
চরকাধ্বর্য্যবস্তে তু চরণান্মুনিসত্তম! † ॥ ১৩ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয়! প্রাণায়াম-পরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রয়তঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ ॥ ১৫ ॥
নমোঽগ্নীষোমভূতায় ‡ জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌযুম্নমুরু বিভ্রতে ॥ ১৬ ॥
কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি-কাল-জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মহত্যা-জনিত-পাপ-নাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, আচরণ হেতু তাঁহাদের অব-লম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে খ্যাত হইল।[১৩] মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্যও যজুর্ব্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়ামপূর্ব্বক প্রযত হইয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন।[১৪]

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন। মুক্তির দ্বারস্বরূপ শুক্লতেজাঃ সবি-তাকে নমস্কার। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ যাঁহার তেজঃস্বরূপ সেই ঋক্ যজুঃ ও সামময় সূর্য্যকে নমস্কার।[১৫] যিনি অগ্নীষোমীয় যাগস্বরূপ এবং আতপ বৃষ্টি দ্বারা জগতের কারণস্বরূপ, যিনি নিশাকরের পুষ্টিকর সুষুম্ননামক পরম তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নম-স্কার।[১৬] যিনি কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি কালজ্ঞানের কারণ, যিনি সকলের চিন্তনীয়, যিনি পরম অব্যয় ব্রহ্ম, সেই বিষ্ণুরূপী

* ব্রহ্মহত্যাব্রতং তীর্ণম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† চক্রুরধ্বর্য্যবস্তে তু চরণান্মুনিসত্তমাঃ ইতি বা পাঠঃ।
‡ নমোঽগ্নিসোমভূতায় ইত্যপরে পঠন্তি।

ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে ॥ ১৭ ॥
বিভর্ত্তি যঃ সুরগণান্ আপ্যায়েন্দুং স্বরশ্মিভিঃ।
সুধামৃতেন চ পিতৄন্ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ * ॥ ১৮ ॥
হিমাম্বুঘর্ম্মবৃষ্টীনাং কর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে ॥ ১৯ ॥
যো হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎপতিঃ।
সত্ত্বধামধরো দেবো † নমস্তস্মৈ বিবস্বতে ॥ ২০ ॥
সৎকর্ম্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্।
যস্মিন্ননুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে ‡ ॥ ২১ ॥
স্পৃষ্টো যদংশুভির্লোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোঽভিজায়তে।

দিবাকরকে নমস্কার।[১৭] যিনি স্বরশ্মি দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন, সেই তৃপ্তিকারী দিবাকরকে নমস্কার।[১৮] যিনি যথাসময়ে হিম বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন, যিনি সময় অনুসারে এ সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা সেই প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার।[১৯] যিনি একাকী এই জগতের তিমিরপুঞ্জ নিরাস করেন, যিনি সত্ত্বগুণাশ্রয় ও জগতের অধীশ্বর সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার।[২০] যিনি উদিত না হইলে মনুষ্যেরা (দিবাবিহিত) সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না, জলও শুচিতা-সম্পাদনের কারণ হয় না, সেই সর্ব্ব-বিধায়ক দেব দিবাকরকে নমস্কার।[২১] মানবগণ যাঁহার কিরণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ বিশু-

---

* নমোঽগ্নিসোমভূতায় পর্ব্বাসন্ধিকরায় চ, ইত্যাদিকঃ পাঠো বঙ্গাক্ষরাঙ্কিত-পুস্তক এব লভ্যতে।

† সত্যধামধরো দেব ইতি বা পঠিতব্যম্।

‡ নমো দেবায় শাশ্বতে ইতি বা পাঠঃ।

পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২২ ॥
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে।
আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥
হিরণ্ময়ো রথো যস্য * কেতবোঽমৃতধায়িনঃ।
বহন্তি, ভুবনালোকি-চক্ষুষং † তং নমাম্যহম্ ॥ ২৪ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতম্ ‡ ॥ ২৫ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্।
যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ ॥ ২৬ ॥

দ্ধাত্মা সেই ভাস্করকে নমস্কার।[২২] সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদি আদিত্যকে নমস্কার।[২৩] যাঁহার চক্ষুঃ সমুদায় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময় অর্থাৎ তেজোময়, যাঁহার অমৃতপায়ী বেদরূপ বাহন সর্ব্বদা ধাবমান হইতেছে, (যাঁহার কিরণ নিরন্তর জগতের রস আকর্ষণ করিতেছে) সেই মার্ত্তণ্ডকে নমস্কার।[২৪]

পরাশর কহিলেন। ভগবান্ রবি, যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপ নানাপ্রকার স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, (মহর্ষে! আমি তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে) অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।[২৫] তখন যাজ্ঞবল্ক্য সেই দিবাকরকে

* হিরণ্ময়ং রথং যস্য ইতি বা পঠনীয়ম্।
† বহন্তি ভুবনালোকে চক্ষুষন্তম্ ইতি বা পঠ্যতাম.
‡ ব্রিয়তামভিবাঞ্ছিতম্ ইতি অন্যে পঠন্তি।

পরাশর উবাচ।

এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ ॥ ২৭ ॥
যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম!।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্যতঃ ॥ ২৮ ॥
শাখাভেদাস্তু তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্।
কাণ্বাদ্যাস্তু মহাভাগ! যাজ্ঞবল্ক্যপ্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে বাজিশাখা নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, (ভগবন্!) আমার গুরুও যাহা জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, ঈদৃশ যজুর্বেদ আমাকে দান কর।[২৬]

পরাশর কহিলেন। ভগবান্ রবি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জ্ঞাত নহেন তাদৃশ অযাত-যাম-নামক* যজুর্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন।[২৭]

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণ এই অযাত-যাম-নামক যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বাজিরূপ-সূর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যায়িতা হেতু বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদ দান করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রভাকর স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।[২৮] মহাভাগ! এই বাজি-প্রোক্ত যজুর্বেদের কাণ্বপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে। এই সমুদায় শাখা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[২৯]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ বাজি-শাখা-প্রবর্ত্তন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* যাহা অন্য কেহ অভ্যাস করে নাই, তাহার নাম অযাতযাম॥ ২৭॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

সামবেদ-তরোঃ শাখাঃ ব্যাসশিষ্যঃ সজৈমিনিঃ ।
ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় ! বিভেদ শৃণু তন্মম ॥ ১ ॥
সুমন্তুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুকর্ম্মাস্যাপ্যভূৎ সুতঃ ।
অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥ ২ ॥
সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎসুতস্ততঃ ।
চকার তঞ্চ তৎচ্ছিষ্যৌ জগৃহাতে মহামতী ॥ ৩ ॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম ! * ।

পরাশর কহিলেন । মৈত্রেয় ! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখা বিভাগ করিয়াছেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর ।[১] জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ও সুকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন । মহামুনি এই দুই জনকে সামবেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করাইলেন ।[২] সুমন্তুপুত্র সুকর্ম্মা যে সামবেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তাহা ক্রমশঃ সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । ঐ সুকর্ম্মা প্রথমতঃ উত্তম বুদ্ধিমান্ দুই জন ছাত্র গ্রহণ করিলেন ।[৩] এই দুই জন ছাত্রের নাম কৌশল্য হিরণ্যনাভ

---

* পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম ইতি বশাকরক্ষিতপুস্তকস্য পাঠঃ ।

উদীচ্য-সামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪ ॥
হিরণ্যনাভাৎতাবত্যঃ সংহিতা যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
গৃহীতাস্তেঽপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ ॥ ৫ ॥
লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুসীদির্লাঙ্গলিস্তথা *।
পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যাস্তদ্ভেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥ ৬ ॥
হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ।
প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥ ৭ ॥
তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভির্বহুলীকৃতঃ ॥ ৮ ॥
অথর্ব্বাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯ ॥

ও পৌষ্পিঞ্জি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসঙ্খ্য শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে। ইঁহারা উদীচ্য সামগ নামে বিখ্যাত।[৪] এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের অপর পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা গ্রহণ করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য সামগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।[৫]

লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি, ইঁহারা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইঁহাদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা হইয়াছে এবং ইঁহাদের শিষ্যেরা বহুসঙ্খ্য সংহিতা করিয়াছেন।[৬] কৃতি নামে হিরণ্যনাভের এক জন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য ছিলেন। তিনি চতুর্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্বিংশতি সংহিতা বলেন।[৭] কৃতির এই সকল শিষ্য হইতেও সামবেদের অনেক শাখার বিস্তার হয়।[৮]

এক্ষণে অথর্ব্ববেদের শাখা সকল ব্যক্ত করি।[৯] অসীম-দীপ্তি-

* কুচো দির্লাঙ্গলিস্তথা ইতি পাঠান্তরম্

শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্ দ্বিধা।
কৃত্বাতু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্॥ ১০॥
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ * পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম!॥ ১১॥
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ! সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ॥ ১২॥
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকান্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে †॥১৩॥
সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ॥ ১৪॥
চতুর্থঃ স্যাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।

শালী মহর্ষি সুমন্তু, কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে দিলেন।[১০] মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ, ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য হন।[১১] পথ্যের তিনটী শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। পথ্য এই তিন শিষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ সংহিতাত্রয় দান করেন।[১২] শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটী শাখা বভ্রুকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করাইলেন।[১৩] সৈন্ধব অর্থাৎ সৈন্ধবায়ন-শিষ্য, মুঞ্জকেশ অর্থাৎ বভ্রুর শিষ্য, ইঁহারা স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই শাখায় বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা-

* সৌক্কায়নিরিতি কেচিৎ পঠন্তি।
† সৌধবায়নসংজ্ঞিনে ইতি বা পাঠঃ

শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ॥ ১৫॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥ ১৬॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥ ১৭॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ *।

কল্প,[১৪] আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প,† এই পাঁচ অংশ, সংহিতা-সমুদায়ের বিকল্পক ও অথর্ব্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১৫]

অনন্তর পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির ‡ সহিত পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন।[১৬] বেদব্যাসের অপর এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি সূতজাতীয় § ও রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত।॥ মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।[১৭] লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশ-

---

* সাংশপায়ন ইত্যপি পাঠঃ।

† নক্ষত্রকল্পে নক্ষত্রপূজার বিধি আছে। বেদকল্পে বৈতালিক ব্রহ্মত্ব প্রভৃতির বিবরণ রহিয়াছে। সংহিতাকল্পে সংহিতার বিবরণ আছে। আঙ্গিরসকল্পে অভিচার বিধি নিবদ্ধ রহিয়াছে। শান্তিকল্পে অশ্বগজাদির অষ্টাদশ মহাশান্ত্যাদি বিধি আছে॥ ১৫॥

‡ আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদির চরিত। উপাখ্যান অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ। গাথা অর্থাৎ যমগীতা পিতৃগীতা পৃথ্বী-গীতা প্রভৃতি। কল্পশুদ্ধি অর্থাৎ বারাহাদি কল্পনির্ণয়॥ ১৬॥

§ বায়ুপুরাণে সূতজাতির উৎপত্তিবিবরণ কথিত হইয়াছে যে, বেণপুত্র পৃথু-রাজার যজ্ঞে ইন্দ্রের আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূতজাতির উৎপত্তি হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূতজাতির উৎপত্তি হইয়াছে॥ ১৭॥

॥ যিনি মধুরবচনবিন্যাস দ্বারা শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ লোমাঞ্চ করিয়া দিতেন, তাঁহার যৌগিক নাম লোমহর্ষণ॥ ১৭॥

অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥ ১৮।
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥ ১৯ ॥
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে ! ॥ ২০।
আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥ ২১ ॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ২২ ॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্ ॥ ২৩ ॥

পায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি।[১৮] কাশ্যপ অর্থাৎ অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত মূল সংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন।[১৯] মুনে ! ঐ চারি সংহিতার সারোদ্ধার করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছি।[২০]

কথিত আছে, ব্রাহ্মপুরাণ সমুদায় পুরাণের আদি। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন, পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশসঙ্খ্য।[২১] তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বৈষ্ণবপুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শৈবপুরাণ বা শিবপুরাণ. পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম আগ্নেয় পুরাণ বা অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ,[২২] দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লৈঙ্গপুরাণ বা লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বারাহ পুরাণ বা বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কান্দ পুরাণ বা স্কন্দপুরাণ,[২৩] চতুর্দশ বামন

চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্॥ ২৪॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ * বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥ ২৫॥
যদেতৎ তব মৈত্রেয়! পুরাণং কথ্যতে ময়া।
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্॥ ২৬॥
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু।
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষ্বেব সত্তম!॥ ২৭॥
অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥ ২৮॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।

পুরাণ, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম পুরাণ বা কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মাৎস্যপুরাণ বা মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গারুড় পুরাণ বা গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।[২৪]

এই সমুদায় পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ বিষয় কথিত হইয়াছে।[২] মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট যে পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের পরেই প্রণীত হইয়াছে।[২৬] সাধো! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি বর্ণনে সমুদায় অংশেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে।[২৭] চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, † মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, বিদ্যা এই চতুর্দ্দশ প্রকার।[২৮] আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ

---

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

† শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ছন্দঃ। বেদাঙ্গ এই ছয়প্রকার।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥
ইতি শাখাঃ প্রসঙ্খ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ ।
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ।
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে দ্বিজ! ॥৩২॥
এতৎ তবোদিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
মৈত্রেয়! বেদসম্বদ্ধং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে শাখা-ভেদো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা, গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যাচতুষ্টয় লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়।[২৯] ঋষি তিনপ্রকার; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি।[৩০]

এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সঙ্খ্যা, শাখাভেদ, শাখা-কর্ত্তা ও শাখাভেদের কারণ বর্ণন করিলাম।[৩১] সমুদায় মন্বন্তরেই এই প্রকার বেদের শাখাভেদ হইয়া থাকে। প্রাজাপত্য শ্রুতি অর্থাৎ কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে বেদ ব্যক্ত করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র অর্থাৎ কোন্ শ্রুতি কোন্ সম্প্রদায়ের কোন্ সময়ে যে অবলম্বনীয় হইবে, তন্নিরূপণই শাখাভেদের কারণ হইয়াছে।[৩২] মৈত্রেয়! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদায় কহিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর, বল।[৩৩]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া দ্বিজ ! ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১ ॥
সপ্ত দ্বীপানি পাতালবীথ্যশ্চ * সুমহামুনে ! ।
সপ্ত লোকা যেঽন্তরস্থা † ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
স্থূলৈঃ সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা ।
স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥ ৩ ॥
অঙ্গুলস্যাষ্টভাগোঽপি ন সোঽস্তি মুনিসত্তম ! ।
ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ব্রহ্মন্! আমি আপনকার নিকট যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় যথাযথ বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।[১] মহর্ষে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল, বীথি, স্বর্গাদি সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদায় স্থানই[২] অল্পসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক সমাবৃত রহিয়াছে।[৩] মুনিশ্রেষ্ঠ! যেখানে প্রাণিগণ স্ব স্ব অদৃষ্টের ফল ভোগের নিমিত্ত বিচরণ না করে ঈদৃশ যবোদরমাত্র স্থানও

* পাতালবীথশ্চ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
† সপ্তলোকাশ্চ যেঽস্তস্থ ইতি অন্যে পঠন্তি ।

সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্! কিল।
আয়ুষোঽন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥৫॥
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু *।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥
সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ন ভবন্তি নরা যেন তৎ কর্ম্ম কথয়ামলম্ ॥ ৭ ॥

পরাশর উবাচ।

অয়মেব মুনে! প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা।
পৃষ্টঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুষ্ব মে ॥ ৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা সমাগতো বৎস! সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ।
স মামুবাচ পৃষ্টো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥ ৯ ॥

কোথাও নাই।[৪] ভগবন্! আয়ুঃশেষ হইলে এই সমুদায় প্রাণীই যমের অধীন হয়, পরে যমের আজ্ঞানুসারে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।[৫] পরে যখন তাহাদের পাপভোগ শেষ হয়, তখন তাহারা দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। শাস্ত্রে এই রূপই নিরূপিত আছে।[৬] অতএব কিরূপ নির্ম্মল কর্ম্ম করিলে মনুষ্যগণকে যমের বশতাপন্ন হইতে না হয়, আপনি (অনুগ্রহ করিয়া) বলুন, আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।[৭]

পরাশর কহিলেন। মুনে! মহাত্মা নকুল, পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।[৮]

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কলিঙ্গদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ আমার

* যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাঃ স্বপযোনিষু ইতি বা পাঠঃ।

তেনাখ্যাতমিদঞ্চেদম্ ইত্থঞ্চৈতদ্ভবিষ্যতি।
তথাচ তদভূদ্বৎস! যথোক্তং তেন ধীমতা॥ ১০॥
স পৃষ্টশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্ধধানবতা দ্বিজঃ।
যদ্‌যদাহ ন তদ্দৃষ্টম্ অন্যথা হি ময়া ক্বচিৎ॥ ১১॥
একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্‌ভবতোদিতম্।
প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্ব্বচঃ॥ ১২॥
জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো মম।
যমকিঙ্করয়োর্যোঽভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে॥ ১৩॥

কালিঙ্গ উবাচ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য * পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।

সখা ছিলেন। একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে [৯] তিনি কহিলেন, ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। ফলতঃ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল।[১০] দ্বিজ! আমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার জাতিস্মরতা বিষয়ে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ অন্যথা হইতে দেখি নাই।[১১] এক্ষণে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করাতে কালিঙ্গক ব্রাহ্মণ সেই মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন।[১২] একদা যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৩]

---

* স্বপুরুষমপি বীক্ষ্য ইতি বা পাঠঃ।

পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ ১৪ ॥
অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ ॥ ১৫ ॥
কটক-মুকুট-কর্ণিকাদিভেদৈঃ
কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুর-পশু-মনুজাদি-কল্পনাভিঃ
হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈকঃ ॥ ১৬ ॥
ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে
পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা।

কালিঙ্গ কহিলেন। যম পাশহস্ত স্বীয় দূতকে সমীপস্থ দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাপন্ন ব্যক্তিকে কখনই আনয়ন করিও না, কারণ আমি সমুদায় প্রেতের প্রভু, কিন্তু বৈষ্ণব প্রেতের প্রভু নহি।[১৪] অমরগণ কর্ত্তৃক পূজিত বিধাতা লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। হরিই আমার গুরু, আমি স্বাধীন নহি, কারণ হরি আমারও দণ্ড বিধান করিতে পারেন।[১৫] সুবর্ণ যেমন এক-রূপ হইয়াও বলয় মুকুট কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, একমাত্র হরি দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি সমুদায় কল্পিত রূপভেদে নানারূপ প্রতীয়-মান হন।[১৬] বায়ুর ধ্বংসসময়ে পৃথিবীর সহিত পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণু যেমন তাহাতে লীন হয়, তাহার ন্যায়, গুণক্ষোভ

সুরপশুমনুজাদয়স্তথান্তে
গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন ॥ ১৭ ॥
হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥ ১৮ ॥
ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী
যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো! সমস্তধাতু-
র্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোহস্য ভক্তঃ ॥ ১৯ ॥

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং তবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২০ ॥

দ্বারা উৎপন্ন দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি, গুণক্ষোভ-নিবৃত্তি-কালে সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হইয়া থাকে।[১৭] দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন, তাঁহার কোন পাপই থাকে না। অতএব ঈদৃশ পুণ্যাত্মাকে ঘৃতাভিষিক্ত হুতাশনের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।[১৮] পাশহস্ত যমকিঙ্কর ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিভো! কিরূপে কি রূপ ব্যক্তিকে, নিখিল বিধাতা হরির ভক্ত বলিয়া জানিতে পারিব?[১৯]

যম কহিলেন। যিনি নিজ বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বি-

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতেমলিনীকৃতোহস্তমোহে * ।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্ ॥ ২১ ॥
কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২২ ॥
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ক বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্ক চ মৎসরাদিদোষঃ ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ২৩ ॥

লিত না হন, যিনি নিজের প্রতি, সুহৃদ্বর্গের প্রতি ও বিপক্ষ পক্ষের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন, যিনি কাহারো কিছু হরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও সাতিশয় বিশুদ্ধ, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।[২০] যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা মলিন না হয়, যিনি মোহশূন্য মনে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে ধারণ করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।[২১] যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণবৎ জ্ঞান করেন, যিনি অনন্যচেতা হইয়া ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।[২২] স্ফটিক গিরির ন্যায় নির্ম্মল অর্থাৎ দোষ-স্পর্শ-শূন্য বিষ্ণু ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদি দোষ, এ উভয়ের অনেক

* মলিনীকৃতস্তমেনম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ *।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ২৪।
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ২৫ ॥
যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাম
অনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাং
ব্রজ ভট! দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্তর। হিমাংশু-কিরণ-সমূহে কখন অগ্নির উষ্ণতা থাকিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাৎসর্য্যযুক্ত মনে কখনই হরি অবস্থান করেন না, সুতরাং মৎসরী ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত বলা যায় না।[২৩] যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত, মাৎসর্য্যরহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, নিখিল প্রাণীর মিত্রস্বরূপ, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী, যাঁহার অভিমান ও মায়া নাই, তাঁহার অন্তঃকরণেই বাসুদেব বাস করেন।[২৪] সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে মনুষ্য সকলের নিকটেই সৌম্যমূর্ত্তি হয়। দেখ, রমণীয় শালবৃক্ষের চারা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে।[২৫] দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপ-রাশি ধ্বংস হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর অচ্যুতেই

* শুভচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে
হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা *
তদঘমঘবিঘাতকর্ত্তৃভিন্নং
ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে ॥ ২৭ ॥
হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতেহৃর্দি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥ ২৮ ॥
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।
ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং †

আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই, ঈদৃশ মনুষ্যের নিকটেও যাইও না।[২৬] শঙ্খ-খড়্গ-গদাধারী অব্যয় অনাদি ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহা হইলে অশেষ-পাপ-নাশক সেই ভগবান্ই সমুদায় পাপ ধ্বংস করেন, কারণ সূর্য্যে কখন অন্ধকার থাকিতে পারে না।[২৭]

যিনি পরধন হরণ করেন, যিনি জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হন, যিনি মিথ্যা কথা কহেন, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, যাঁহার মন নির্ম্মল নহে, অশুভ কার্য্যে যাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে অনন্ত বাস করেন না।[২৮] যিনি পরের সম্পদ সহ্য করিতে পারেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ কলুষিত, যিনি সাধুদিগের নিন্দা করেন, যে অসাধু ব্যক্তি যাগ করেন না, সাধুকে দান করিতে

* হরিরপি শঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা ইতি বা পাঠ।

† সন্তং মর্ত্ত্যঃ ইতি পাঠান্তরম।

মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য ॥ ২৯ ॥
পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপযাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং
তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥ ৩০ ॥
অশুভমতিরসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ
সততমনার্য্যবিশালসঙ্গমত্তঃ।
অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ
পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ৩১ ॥
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।

প্রবৃত্ত হন না, ঈদৃশ অধম ব্যক্তির মনে জনার্দ্দন বাস করেন না।[২৯] যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিমিত্ত, বন্ধুর নিমিত্ত, স্ত্রীর নিমিত্ত, পুত্র কন্যার নিমিত্ত, পিতামাতার নিমিত্ত বা ভৃত্যবর্গের নিমিত্ত শঠতা অবলম্বন করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করে, সেই নীচ-চেষ্টান্বিত ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, বিবেচনা করিবে *।[৩০] যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসৎ কার্য্যে রত থাকে, যে ব্যক্তি সতত অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল নীচ সংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইবার যত্ন করে, সেই পুরুষপশু বাসুদেবভক্ত নহে।[৩১]

ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। এই সমুদায়

---

* যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা ভৃত্য প্রভৃতির নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ধন লোভ করে, সেই অধম-চেষ্ট ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, বিবেচনা করিবে।[৩০] (কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন)।

ইতি মতিরচলা* ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ৩২ ॥
কমলনয়ন!† বাসুদেব! বিষ্ণো!
ধরণিধরাচ্যুত! শঙ্খচক্রপাণে!।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট! দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ৩৩ ॥
বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ৩৪ ॥

জগৎ এবং আমিও বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি যাহার এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞান হয়, ঈদৃশ মনুষ্যের নিকটেও যাইও না।[৩২]

হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমাকে পরিত্রাণ কর। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, তাঁহারা নিষ্পাপ, অতএব সে সকল ব্যক্তির নিকটে গমন করিও না।[৩৩] যে সৎপুরুষের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, তত দূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে তোমার ও আমার বল বীর্য্য প্রতিহত হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও যাইতে পারিব না, কারণ সেই ব্যক্তি আমাদের অধিকৃত নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার উপযুক্ত।[৩৪]

* ইতি মতিরমলা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† বিমলনয়ন! ইতি অন্যে পঠন্তি।

কালিঙ্গ উবাচ।

ইতি নিজভটশাসনায় দেবো
　রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধর্ম্মরাজঃ।
মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং
　কুরুবর! সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্॥ ৩৫॥

ভীষ্ম উবাচ।

নকুলৈতন্মমাখ্যাতং পূর্ব্বং তেন দ্বিজন্মনা।
কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা সুমহাত্মনা॥ ৩৬॥
ময়াপ্যেতদ্যথান্যায়ং সম্যগ্‌বৎস! তবোদিতম্।
যথা বিষ্ণুমৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে॥ ৩৭॥
কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ।
সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা॥ ৩৮॥

কালিঙ্গ কহিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ! দেব ধর্ম্মরাজ রবিতনয়, নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। যমদূতও আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিল। এক্ষণে আমি তোমার নিকট কহিলাম।[৩৫]

ভীষ্ম কহিলেন, নকুল! পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত মহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রীত মনে আমাকে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।[৩৬] বৎস! অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথাবিধানে তোমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে জানিবে, এই সংসার সাগরে বিষ্ণু ব্যতীত পরিত্রাণ নাই।[৩৭] যে যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সর্ব্বদা কেশবে আসক্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের যম, যম-কিঙ্কর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই।[৩৮]

পরাশর উবাচ।

এতন্মুনে! তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যৎ।
তৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে যমগীতা নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যমগীতা সমাপ্তা।

পরাশর কহিলেন। মুনে! এই তোমার নিকট যমগীতা কহিলাম। ইহা ব্যাসের প্রশ্নানুসারে কলিঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ব্যাসের নিকট কহিয়াছিলেন। এক্ষণে কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর, বল।৩৯

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

যমগীতা সমাপ্তা।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ ।
মামাখ্যাহি * জগন্নাথো বিষ্ণুরারাধ্যতে যথা ॥ ১ ॥
আরাধিতাচ্চ গোবিন্দাদারাধনপরৈর্নরৈঃ ।
যৎ প্রাপ্যতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে ! † ॥ ২ ॥

পরাশর উবাচ ।

যৎপৃচ্ছতি ভবানেতৎ সগরেণ মহাত্মনা ।
ঔর্ব্ব আহ যথা পৃষ্টস্তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ভগবন্ ! যাঁহারা সংসার-সাগরের পারে গমন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে কি রূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে, বলুন।[১] মহামুনে ! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি।[২]

পরাশর কহিলেন। তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, মহাত্মা সগর ঔর্ব্বকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে ঔর্ব্ব যেরূপ উত্তর করেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৩]

* সমাখ্যাহি ইত্যপরে পঠন্তি ।

† তচ্ছেচ্ছামি মহামুনে ! ইতি বা পাঠঃ ।

সগরঃ প্রণিপত্যেদমৌর্ব্বং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্।
বিষ্ণোরারাধনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম! ॥ ৪ ॥
ফলঞ্চারাধিতে বিষ্ণৌ যৎ পুংসামভিজায়তে।
স চাহ পৃষ্টো যত্তেন তস্মৈ মৈত্রেয়াখিলং শৃণু॥ ৫ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদম্ *।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্ ॥ ৬ ॥
যদ্যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে।
তৎ তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র! ভূরি স্বল্পমথাপি বা ॥ ৭ ॥
যৎ তু পৃচ্ছসি ভূপাল! কথমারাধ্যতে হি সঃ।
তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

সগর ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনি-শ্রেষ্ঠ! কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে?[৪] এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যের কি ফল হয়? মৈত্রেয়! ঔর্ব্ব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫]

ঔর্ব্ব কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে সমুদায় ঐহিক কামনা পূর্ণ হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং নির্বাণ মুক্তিও লাভ হইয়া থাকে।[৬] রাজেন্দ্র! যে যে ফল যে পরিমাণে কামনা করা যায়, তাহা অল্পই হউক্ আর অধিকই হউক্, অচ্যুতের আরাধনা করিলে অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৭] রাজন্! কি রূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারা যায়? এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমি সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮]

* স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদম্ অথবা স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্ ইতি বা পঠনীয়ম্

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে, পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥ ৯॥
যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ!।
ঘ্নংস্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ॥ ১০॥
তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণা॥ ১১॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে!।
স্বধর্ম্মতৎপরো বিষ্ণুম্ আরাধয়তি নান্যথা॥ ১২॥
পরাপবাদং পৈশুন্যম্ অনৃতঞ্চ ন ভাষতে।
অন্যোদ্বেগকরঞ্চাপি * তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥ ১৩॥

যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও আচার যথারীতি পালন করেন, তাঁহারই সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুর পরিতোষজনক অন্য পথ কিছুই নাই।[৯] যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুর যাজন করা হয়, যিনি জপ করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুরই জপ করা হয়, যিনি কোন জীব হিংসা করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুরই হিংসা করা হয়, কারণ বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়।[১০] অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলেই ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করা হইবে।[১১] রাজন্! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ইঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে রত থাকিলেই বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, সন্দেহ নাই।[১২] যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা খলতা না করেন, যিনি মিথ্যা কথা না কহেন, যিনি ঈদৃশ কোন কার্য্য না করেন যে, তদ্দ্বারা

* অনুদ্বেগকরঞ্চাপি ইত্যপরে পঠন্তি।

পরপত্নী-পরদ্রব্য পরহিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ! তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥ ১৪॥
ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোঽন্যাংশ্চ দেহিনঃ।
যো মনুষ্যো মনুষ্যেন্দ্র! তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥ ১৫ ॥
দেবদ্বিজগুরূণাং যো * শুশ্রূষাসু সদোদ্যতঃ।
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর! ॥ ১৬ ॥
যথাত্মনি চ পুত্রে চ সর্ব্বভূতেষু যস্তথা।
হিতকামো হরিস্তেন সর্ব্বদা তোষ্যতে সুখম্ ॥ ১৭ ॥
যস্য রাগাদিদোষেণ ন দুষ্টং নৃপ! মানসম্ †।
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপত্তম!।

কোন জীবের উদ্বেগ জন্মিতে পারে, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।[১৩] রাজন্! যিনি পরপত্নী-হরণে পরদ্রব্য-গ্রহণে বা পরহিংসা-করণে মতি না করেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।[১৪] যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদ্‌কে বিনষ্ট না করেন বা প্রহার না করেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।[১৫] রাজন্! যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর শুশ্রূষাতে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।[১৬] যিনি আপনার, পুত্রের ও সর্ব্ব ভূতের হিত কামনা সমান ভাবে করেন, তাঁহার প্রতি হরি সর্ব্বদাই উত্তমরূপ পরিতুষ্ট থাকেন।[১৭] রাজন্! যাঁহার হৃদয় রাগাদি দোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মনুষ্যের প্রতি বিষ্ণু সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট থাকেন।[১৮] ভূপাল!

---

* দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ইতি বা পঠ।
† ন তুষ্টং নৃপ! মানসম্ ইতি পাঠান্তরম্।

তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥ ১৯ ॥

সগর উবাচ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ।
তথৈবাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ * দ্বিজবর্য্য! ব্রবীহি তান ॥ ২০ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
ত্বমেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥ ২১ ॥
দানং দদ্যাৎ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ২২ ॥
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।

শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে রত থাকেন অর্থাৎ যে মনুষ্য স্বীয় বর্ণের ও স্বীয় আশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম অতিক্রম না করেন, বিষ্ণু তাঁহার প্রতিই পরিতুষ্ট হন, তাহার অন্যথা হয় না।[১৯]

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় বলুন।[২০]

ঔর্ব্ব কহিলেন। আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।[২১] ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-তর্পণাদিতে রত হইবে এবং অগ্নিপরিগ্রহ করিবে।[২২] ব্রাহ্মণজাতি জীবিকার নিমিত্ত কাহারো যাজন করিবে, কাহাকেও বা অধ্যয়ন করাইবে, গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার আবশ্যক হইলে

* বর্ণানাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু * ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥ ২৪ ॥
গ্রাবে রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব ! ॥ ২৫ ॥
দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব ! ॥ ২৬ ॥
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥ ২৭ ॥
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো যজ্ঞাদিকর্ম্মণাম্ ॥ ২৮ ॥

ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে।[২৩] ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে, কখন কাহারো অনিষ্টাচরণ করিবে না, কারণ সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারই ব্রাহ্মণের পরম ধন।[২৪] ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, পরকীয় রত্ন ও প্রস্তর সমান দেখিবে। রাজন্ ! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়।[২৫]

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য এই যে, ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দানাদি করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে এবং গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে।[২৬] যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবী রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান জীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবী পালন করাই প্রথম কল্প।[২৭] ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, কারণ পৃথিবীতে যে সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, রক্ষাকর্ত্তা

* মৈত্রী সমস্তসত্ত্বেষু ইতি বা পাঠঃ।

দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্রাজা * শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থাকরো নৃপঃ † ॥ ২৯ ॥
পাশুপাল্যং বণিজ্যঞ্চ ‡ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর!।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥ ৩০ ॥
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনাম্ অনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৩১ ॥
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃ কারূদ্ভবেন বা ॥ ৩২ ॥
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।

রাজা তদীয় ফলের অংশভাগী হইয়া থাকেন।[২৮] রাজা যদি বর্ণ সংস্থাপন পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তাহা হইলে আপনার অভীষ্ট স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া থাকেন।[২৯]

ভূপতে! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এই রূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা পশুপালনে নিযুক্ত থাকিবে, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে ও কৃষিকর্ম্ম করিবে।[৩০] অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই ত্রিতয়ও বৈশ্যের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও যথাবিধানে করিবে।[৩১]

শূদ্রের কর্ত্তব্য এই যে, দ্বিজগণের শুশ্রূষা করিবে, তাঁহাদের অধীন হইয়া থাকিবে। শুশ্রূষা-লব্ধ-বেতনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এ সমুদায়ের অভাবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারুকরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে।[৩২] এত-

* দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা অথবা দুষ্টানাং নাশনাদ্রাজা ইতি বা পঠনীয়ম্।

† বর্ণসংস্কারকো নৃপঃ ইতি বা পাঠঃ।

‡ বণিজ্যাঞ্চ অথবা বাণিজ্যঞ্চ ইতি বা পাঠঃ।

পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন [illegible] ॥ ৩৩ ॥
ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং * স্বদারেষু মহীয়তে! ॥ ৩৪ ॥
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা † ॥ ৩৫ ॥
মৈত্রস্পৃহা তথা তদ্বৎ অকার্পণ্যং নরেশ্বর!।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজ শুশ্রূষাদিলব্ধ ধন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সৎকার্য্যে রত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমুদায় নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিতেও প্রবৃত্ত হইবে।[৩৩]

মহীপতে! ভৃত্যাদির ভরণ পোষণের নিমিত্ত সমুদায় বর্ণেরই অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সকল জাতিরই ধর্ম্ম এই যে, ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করিবে।[৩৪] সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া (পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছা) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জনিত ক্লেশসহিষ্ণুতা) অনভিমানিতা (আত্মশ্রেষ্ঠতারূপ অভিমানশূন্যতা) সত্য (যথার্থ কথন ও যথার্থ ব্যবহার) শৌচ (মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি) অনায়াস (যাহাতে শরীর পীড়িত না হয়, এরূপ পরিমিত পরিশ্রম) মঙ্গল (মাঙ্গলিক বেশভূষা ও চিহ্ন ধারণ) প্রিয়বাদিতা (সকলের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ)[৩৫] মৈত্রী (সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার) অস্পৃহা (যাহাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তদ্ব্যতীত অধিক লোভ না করা) অকার্পণ্য (যথা-শক্তি দানাদি) অনসূয়া (পরগুণে দোষারোপ না করা) রাজন্!

* ঋতুকালেঽভিগমনম্ ইতি বা পাঠঃ।

† মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা ইতি পাঠান্তরম্।

আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষাম্ এতে সামান্যলক্ষণাঃ।
গুণাং স্তথাপদ্ধর্ম্মাংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু॥ ৩৭॥
ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্ম ন বৈ তয়োঃ॥ ৩৮॥
সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যম্ উভাভ্যামপি পার্থিব!।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্॥ ৩৯॥

এই সমুদায় সমস্ত বর্ণেরই গুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৩৬] এই গুণগুলি আশ্রম চতুষ্টয়েরই সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৩৭]

যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ প্রজাপালন শস্ত্র ধারণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্মে অর্থাৎ পশুপালন কৃষি বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাপি শূদ্রের ব্যবসায়ে অর্থাৎ দাসবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইবে না।[৩৮] রাজন্! যদি কোন রূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবে না কিন্তু বিপৎকালে উপায়ান্তর না থাকিলে অগত্যা তাহাও অবলম্বন করিতে পারিবে। যাহাতে চতুর্বর্ণের বৃত্তির পরস্পর সাঙ্কর্য্য না হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ থাকিবে।[৩৯]

---

* তদেবাপদি কর্ত্তব্যম্ ইত্যপরে পঠন্তি।

ইত্যেতে কথিতা রাজন্! বর্ণধর্ম্মা ময়া তব।
ধর্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যক্ ব্রুবতো মে নিশাময়॥ ৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে বর্ণ-
ধর্ম্মো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ভূপতে! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কহি-
লাম। এক্ষণে আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর ৪০

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ বর্ণ-ধর্ম্ম-নামক
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

নবমাধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥ ১॥
শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা॥ ২॥
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ! তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্॥ ৩॥
স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রতিকূলং ন সন্ত্যজেৎ॥ ৪॥

ঔর্ব্ব কহিলেন। রাজন্! বাল্যকালে যখন উপনয়ন হইবে তখন ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে বেদ অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাস করিবে।[১] সেখানে শুচি ও বিশুদ্ধাচার হইয়া গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং নিত্য প্রাজাপত্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বুদ্ধি স্থির করিয়া গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবে।[২] রাজন্! দুই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া অগ্নির উপাসনা ও সূর্য্যের উপাসনা করিতে থাকিবে এবং ঐ উপাসনার পর গুরুকে নমস্কার করিবে।[৩] নৃপ-শ্রেষ্ঠ! গুরু দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে হীন ব্যক্তির ন্যায় উপ-

তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ।
অনুজ্ঞাতশ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্গুরুণা ততঃ ॥ ৫ ॥
অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ।
সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্য কল্যং কল্যমুপানয়েৎ ॥ ৬ ॥
গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোঽনুজ্ঞামবাপ্য বৈ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ ॥ ৭ ॥
বিধিনাবাপ্তদারস্তু* ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা।
গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্ ভূপাল! শক্তিতঃ ॥ ৮ ॥
নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্।

বিষ্ট হইবে, কখন প্রতিকূলাচরণ করিবে না।[৪] গুরু যতটুকু বেদ অধ্যয়ন করাইবেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অনন্যচিত্তে ততটুকু অধ্যয়ন করিবে। গুরুর অনুজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবে।[৫]

স্নানের সময় আচার্য্য অগ্রে স্নান করিলে শিষ্য পশ্চাৎ স্নানে প্রবৃত্ত হইবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ জল পুষ্প আহরণ করিয়া গুরুকে প্রদান করিবে।[৬] শিষ্য এই রূপে আপনার অধ্যেতব্য বেদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।[৭]

রাজন্! (জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক) যথাবিধানে দারপরিগ্রহ করিবে। পরে স্বকর্ম্ম অর্থাৎ যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া যথাশক্তি সমুদায় গৃহস্থ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে।[৮] পিণ্ডদানাদিদ্বারা পিতৃগণকে, যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে, অন্নদ্বারা অতিথিগণকে স্বাধ্যায়দ্বারা

* বিধিনা চাপ্তদারস্তু ইতি বা পাঠঃ

অগ্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥ ৯ ॥
বলিকর্ম্মণা চ ভূতানি বাক্‌সত্যেনাখিলং জগৎ* ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্ম্মসমর্জ্জিতান্ ॥ ১০ ॥
ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাট্-ব্রহ্মচারিণঃ ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥ ১১ ॥
বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো ! ।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥ ১২ ॥
অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ংগৃহাশ্চ তে ।
তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ ॥ ১৩ ॥
তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ † ! ।

ঋষিগণকে, সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রজাপতিকে,[৯] বলিকর্ম্ম অর্থাৎ ভূতোপহার-প্রদান-দ্বারা ভূতগণকে, এবং সত্য বাক্য দ্বারা সমুদায় লোককে অর্চ্চিত করিবে। লোকে এইরূপ ব্যবহার করিলে স্বীয়-কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যলোকে গমন করে।[১০] যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের অবলম্বন, সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ।[১১] ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের নিমিত্ত অথবা পৃথিবী-দর্শনের নিমিত্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।[১২] ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আহার-আহরণে বিরত ও গৃহ-রহিত। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যেখানে উপস্থিত হন তাহাই তাঁহাদের আবাস। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ।[১৩] রাজন্ ! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে আগমন করিবে তখন গৃহস্থ, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মধুর বাক্য কহিবে

* বাক্‌সত্যেনাখিলং জনম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।
† বক্তব্যং মধুরং বচঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্ ॥ ১৪ ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা* পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চৈব গৃহে সতঃ।
পরিতাপোপঘাতৌ চ পারুষ্যঞ্চ ন শস্যতে ॥ ১৬ ॥
যস্তু সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তো † লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥ ১৭ ॥
বয়ঃপরিণতৌ রাজন্! কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য ‡ বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥১৮॥
পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।

এবং যথাশক্তি আহার আসন ও শয্যা প্রদান করিবে।[১৪] অতিথি যদি হতাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে, সে স্বীয় দুষ্কৃত প্রদানপূর্ব্বক গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করে।[১৫] অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় করিলে গৃহস্থের অখ্যাতি হয়।[১৬] যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম বিধি অনুসারে কার্য্য করেন, তিনি সমুদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম লোকে গমন করিয়া থাকেন।[১৭]

রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ সমুদায় গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা পত্নীর সহিত বনগমন করিবে।[১৮] ভূপাল! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটাধারী হইয়া, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র

* স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ ইতি বা পঠ্যতাম্।
† সর্ব্ববন্ধবিমুক্তোঽসৌ ইতি বা পঠিতব্যম্।
‡ পুত্রে স্বভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য ইতি পাঠান্তরম্।

ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্নৃপ ! ॥ ১৯ ॥
চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুর্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ।
তদ্বৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্তমস্য নরেশ্বর ! ॥ ২০ ॥
দেবতাভ্যর্চ্চনং হোমঃ সর্ব্বাভ্যাগতপূজনম্ ।
ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্তমস্য নরেশ্বর * ॥ ২১ ॥
বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চাস্য শস্যতে ।
তপস্যতশ্চ রাজেন্দ্র ! শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥ ২২ ॥
যস্ত্বেতাং নিহিতশ্চর্য্যাং † বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ ।
স দহত্যগ্নিবদ্ দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥২৩॥
চতুর্থশ্চাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ ।

আহারপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিবেন । এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের প্রতিই সাধু ব্যবহার ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।[১৯] চর্ম্ম, কাশ বা কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র করিবেন । নরেশ্বর ! এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করাও বনবাসীর পক্ষে প্রশস্ত ।[২০] রাজন্ ? দেবতা পূজা করা হোম করা অভ্যাগত ব্যক্তি সমুদায়ের যথাবিহিত পূজা করা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা দেবতোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য ।[২১] রাজেন্দ্র ! গাত্রে বন্য স্নেহ অর্থাৎ ইঙ্গুদী প্রভৃতির তৈল মাখিবে এবং শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে থাকিবে ।[২২] যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রণিহিতহৃদয়ে এইরূপ ব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্মদোষ সমুদায় দগ্ধ করিতে থাকেন এবং শাশ্বত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ।[২৩]

---

* তচ্চ ত্রিষবণস্নানং ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† যস্ত্বেতাং নিয়তশ্চর্য্যাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপার্হসি ॥ ২৪ ॥
পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ ! ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূতমৎসরঃ ॥ ২৫ ॥
ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে ! ।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥ ২৬ ॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥
একরাত্রস্থিতির্গ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্ যথা প্রীতির্দ্বেষো বাস্য ন জায়তে * ॥২৮॥

নৃপ ! পণ্ডিতেরা চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলিয়া থাকেন। এক্ষণে ভিক্ষুর আশ্রমের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৪] নরাধিপ ! বানপ্রস্থ-মুনি, পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যে মমতারহিত হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে।[২৫] অবনীপতে ! ভিক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় আরম্ভ অর্থাৎ বেদবিহিত যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন) এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার করিবেন।[২৬] বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিবেন ও সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।[২৭] কোন গ্রামে এক রাত্রির অধিক ও কোন নগরে পঞ্চ রাত্রির অধিক বাস করিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে মনের প্রীতি জন্মে ও দ্বেষহিংসাদির উদ্রেক না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন।[২৮] যে সময় গৃহস্থের পাকাদির

* দ্বেষো বা নাস্য জায়তে ইতি বা পাঠনীয়ম্।

প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে ।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্‌গৃহান্‌ ॥ ২৯ ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্প-মোহ-লোভাদয়শ্চ যে ।
তাংস্তু দোষান্‌ পরিত্যজ্য পরিব্রাট্‌ নির্ম্মমো ভবেৎ ॥৩০॥
অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ ।
ন তস্য সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥
কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি ।
বিপ্রস্তু ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভিঃ
চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্‌ ॥ ৩২ ॥
মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিঃ স্বসঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ ।

অগ্নি নির্বাণ হইবে, যে সময় সকলেই আহার করিবে, ঈদৃশ সময়ে প্রাণযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত ভিক্ষার উদ্দেশে প্রশস্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির গৃহে পর্য্যটন করিবে।[২৯] পরিব্রাট্‌ ব্যক্তি কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম হইবে।[৩০] যে মুনি সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, কোন প্রাণী হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।[৩১] যে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্রস্বরূপ স্বশরীরে সংস্থাপন করিয়া ভিক্ষান্নরূপ হব্য দ্বারা আত্মমুখে হোম করেন, তিনি সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য উত্তম লোকে গমন করিয়া থাকেন।[৩২] যে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মভিন্ন সমুদায় মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পমাত্র, এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মুক্তির সাধন চতুর্থ আশ্রমের

অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে যতিধর্ম্মো
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিন্ধন জ্যোতিঃস্বরূপ ও প্রশান্ত অর্থাৎ শোকমোহাদি-বিবর্জ্জিত শান্তির আশ্রয় ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।[৩৩]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ যতিধর্ম্ম-নামক
নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

দশমাধ্যায়ঃ।

সগর উবাচ।

কথিতঞ্চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্বর্ণ্যক্রিয়া তথা।
পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম! ॥ ১ ॥
নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ।
সমাখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ২ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকাশ্রিতম্।

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সমুদয় বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্ম্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।[১] ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি অবগত আছি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সমুদায় বিশেষ রূপে বলুন।[২]

ঔর্ব্ব কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার নিকট যে নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়াকলাপ-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক

নিত্য কর্ম্ম—প্রত্যবায়-পরিহারাদি-জন্য প্রতিদিন ক্রিয়মাণ সন্ধ্যাবন্দন শৌচ আচমনপ্রভৃতি। নৈমিত্তিক কর্ম্ম—গ্রহণকালাদিতে অবশ্যকর্ত্তব্য স্নান দান প্রভৃতি। কাম্য কর্ম্ম—স্বর্গভোগাদিরূপ-ফলজনক দান পূজা যাগ প্রভৃতি।২

তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বেকমনা নৃপ ! * ॥ ৩ ॥
জাতস্য জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ।
পুত্রস্য কুর্ব্বীত পিতা শ্রাদ্ধঞ্চাভ্যুদয়াত্মকম্ ॥ ৪ ॥
যুগ্মাংস্তু প্রাঙ্মুখান্ বিপ্রান্ ভোজয়েন্মনুজেশ্বর !।
যথাবৃত্তি তথা কুর্য্যাৎ দৈবং পিত্র্যং† দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৫ ॥
দধ্না যবৈঃ সবদরৈর্ম্মিশ্রান্ পিণ্ডান্ মুদা যুতঃ।
নান্দীমুখেভ্যস্তীর্থেন দদ্যাদ্দৈবেন পার্থিব ! ॥ ৬ ॥
প্রাজাপত্যেন বা সর্ব্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্।
কুর্ব্বীত তত্তথাঽশেষ-বৃদ্ধিকালেষু ‡ ভূপতে ! ॥ ৭ ॥
ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।

বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন।[৩] পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন।[৪] আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ-কালে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব মুখে বসাইয়া ব্যবহার ও কুলাচার অনুসারে দেবপক্ষের ও পিতৃ-পক্ষের শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।[৫] রাজন্ ! সন্তুষ্ট চিত্তে দধি যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা বা অঙ্গুলি-মূলদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে।[৬] অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলদ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিতে পারিবে। ভূপতে ! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকালেই প্রদক্ষিণ করা বিধেয়।[৭]

অনন্তর পুত্রোৎপত্তির দশম দিবসে পিতা নামকরণ করিবেন।

আদি পদ থাকাতে পিতাকেই গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হইবে।[৪]

* শৃণু চৈকমনা নৃপ ! ইতি বা পাঠঃ।

† যথাবিধি তথা কুর্য্যাৎ দৈবং পৈত্র্যম্ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ তথাশেষং বৃদ্ধিকালেষু ইতি বা পঠ্যতাম্।

দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্॥ ৮ ॥
শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৯ ॥
নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা।
নামঙ্গল্যং জুগুপ্সং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্॥ ১০ ॥
নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুর্ব্বক্ষরান্বিতম্।
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্॥ ১১ ॥
ততোঽনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবেশ্মনি।

(পুরুষের নাম) পুরুষ-বাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি থাকিবে।[৮] ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে বর্ম্মা ও বৈশ্য শূদ্রের নামের অন্তে গুপ্ত দাস প্রভৃতি বিন্যস্ত করা প্রশস্ত কল্প।[৯] অর্থহীন অপ্রশস্ত অপভ্রংশ-শব্দ-যুক্ত অমঙ্গল্য ও জুগুপ্সিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি বিষম না হয়।[১০] পিতা, অনতিদীর্ঘ অনতিহ্রস্ব অনতি-সংযুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট সুখোচ্চার্য্য কোমল অক্ষর যুক্ত নাম নির্দেশ করিবেন।[১১]

দুর্গাদাস শর্ম্মা এ স্থলে দাস শব্দটী পুরুষবাচক, দুর্গা কুলদেবতার নাম, শর্ম্মা এই পদ শেষে বিন্যস্ত হইয়াছে। অথবা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ শর্ম্মা ইত্যাদি স্থলে শ্রী এইটী দেবতার নাম প্রথমে থাকিল।৮

পূর্ব্বে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি নামেরই অংশ ছিল, যথা—সোম শর্ম্মা, বিষ্ণু শর্ম্মা, ইন্দ্র-বর্ম্মা, চন্দ্র গুপ্ত, শিব দাস ইত্যাদি। এক্ষণে ঐগুলি নাম হইতে পৃথক্ হইয়া উপাধিস্বরূপ হইয়াছে; যথা—সোমনাথ শর্ম্মা, ইন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা, চন্দ্রকুমার গুপ্ত, শিবনাথ দাস ইত্যাদি।৯

অর্থহীন—ছাতু, লাটু, ছকু, ছুনো, ধোপন প্রভৃতি। অপ্রশস্ত—দিগম্বর, রসিক-লাল প্রভৃতি। অপভ্রংশ-শব্দ-যুক্ত—বলাইচাঁদ, কানাইলাল, তিনকড়ি, মদের চাঁদ, গুয়ে, গোবরা ইত্যাদি। অমঙ্গল্য—ভূতনাথ, শ্মশানপতি, রাহু, শনি প্রভৃতি। জুগুপ্সিত—বালগোপাল, প্রাণনাথ ইত্যাদি। বিষম অক্ষর—মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।১০

যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যাপরিগ্রহম্॥ ১২ ॥
গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল ! কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কুর্য্যাৎ তৎপুত্রাদেরথাপি বা ॥ ১৪ ॥
বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বা যথেচ্ছয়া।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যান্মহীপতে ! ॥ ১৫ ॥
বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

অনন্তর বালক তৎপরবর্ত্তী সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক যথাবিধানে বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[১২] রাজন্! (গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক) কৃতবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার অভিলাষে দারপরিগ্রহ করিবে[১৩] অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহন করিবার সংকল্প করিয়া যাবজ্জীবন গুরুর বা গুরুপুত্রাদির সেবা করিতে থাকিবে।[১৪] কিংবা ঐরূপ সংকল্পপূর্ব্বক বনবাসী হইবে অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। মহীপতে! যিনি যেরূপ করুন্ পূর্ব্বে সংকল্প করিতে হইবে।[১৫]

যিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তিনি যে কন্যা বিবাহ করিবেন, তাহার বয়ঃক্রম আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ হইবে। অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা কন্যা

তৎপরবর্ত্তী সংস্কার—নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন।১২

মনু বলিয়াছেন যে, ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে, অথবা চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়সের সময় অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে; ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে ধর্ম্মহানি হয়। চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই বিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রেত।১৩

নাতিকেশামকেশাং বা নাতিকৃষ্ণাং ন পিঙ্গলাম্॥১৬॥
নিসর্গতো বিকলাঙ্গীমধিকাঙ্গীং চ নোদ্বহেৎ।
নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বা কুলজাং বাতিরোগিণীম্॥১৭॥
ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাট্টাং* ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ।
ন শ্মশ্রুব্যঞ্জনবতীং নচৈব পুরুষাকৃতিম্॥ ১৮ ॥
ন ঘর্ঘরস্বরাং ক্ষামবাক্যাং কাকস্বরাং ন চ †।
নানিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বৎ বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥১৯॥
যস্যাশ্চ লোমশে জঙ্ঘে গুল্‌ফৌ যস্যাস্তথোন্নতৌ।
গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যস্যা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ॥ ২০ ॥
নোদ্বহেৎ তাদৃশীং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যবিশারদঃ।

(বিবাহ করা বিধেয় নহে।)[১৬] স্বভাবতঃ গর্ব্ভাবস্থায় বিকলাঙ্গী অধিকাঙ্গী অবিশুদ্ধা অর্থাৎ মহাপতকাদি-জনিত-রোগ-লক্ষণাক্রান্তা রুগ্নশরীরা উৎকট-রোগবতী দুষ্কুল-সম্ভূতা (কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না।)[১৭] শূদ্রাদি কর্ত্তৃক পরিপালিতা কটুভাষিণী পিতা মাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী শ্মশ্রু-চিহ্ন-বিশিষ্টা পুরুষাকারা [১৮] ঘর্ঘরস্বরা স্বভাবতঃ অতিক্ষীণ-বচনা কাকস্বরা পক্ষ্মরহিতনয়না বহুপক্ষ্মদ্বারা সমাচ্ছাদিতনয়না ললনাকে বিবাহ করা অনুচিত।[১৯] যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমযুক্ত, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, এরূপ রমণীকে কখনই বিবাহ করিবে না।[২০] যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ; যাহার

* ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাং বা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† কাকুস্বরাং ন চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

কাকুস্বরা এরূপ পাঠে যে স্ত্রী কথা কহিবার সময় পূর্ব্ব-বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় লঘু উচ্চার্য্য কথা গুরু উচ্চারণ বা গুরু উচ্চার্য্য কথা লঘু উচ্চারণ করে তাহার নাম কাকুস্বরা।১৯

নাতিরুক্ষচ্ছবিং পাণ্ডুকরজামরুণেক্ষণাম্ ॥ ২১ ॥
আপীনহস্তপাদাঞ্চ ন কন্যামুদ্বহেদ্বুধঃ।
ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতভ্রুবম্ ॥ ২২ ॥
ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করালমুখীং নরঃ।
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীম্ ॥ ২৩ ॥
গৃহস্থস্তূদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায্যেন * বিধিনা নৃপ ! ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।

নয়ন রক্তবর্ণ ঈদৃশ কন্যাকে কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তির বিবাহ করা অকর্ত্তব্য।[২১] যাহার হস্ত পদ স্থূল, যাহার চক্ষু টেরা, যাহার শরীর অতিদীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিতেরা ঈদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না।[২২] যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ বিভীষণ, ঈদৃশ কন্যাকেও বিবাহ করা উচিত নহে।[২৩] রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়ানুগত বিধি অনুসারে মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে।[২৪] ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ, এই

* গৃহস্থ উদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন ইতি বা পঠনীয়ম্।

উপযুক্ত পাত্রে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।১ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে পুরোহিতকে দক্ষিণাস্বরূপ কন্যা দান করিলে দৈব বিবাহ বলা যায়।২ গোদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা দান করিলে আর্ষ বিবাহ হয়।৩ তোমরা উভয়ে একত্র ধর্ম্মাচরণ কর, এই বলিয়া কন্যা সমর্পণ করিলে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়।৪ শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করিলে আসুর বিবাহ হয়।৫ যুবা ও যুবতী নির্জ্জনে মিলিত হইয়া পরস্পর মনঃ সমর্পণ করিলে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া থাকে।৬ যুদ্ধে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিলে রাক্ষস বিবাহ বলা যায়।৭ স্ত্রী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।৮ দেবজ্ঞ বলেন, প্রথম চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ বিধেয়। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ করা কর্ত্তব্য। পৈশাচ বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও পাপাবহ।২৫

গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ২৫ ॥
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং তেনান্যং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥
সধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া*।
সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেষা সম্যগূঢ়া মহাফলম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

আটপ্রকার বিবাহ নির্দিষ্ট আছে।[২৫] এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া মহর্ষিরা বলিয়াছেন তদনুসারে দার পরিগ্রহ করিবে এবং পৈশাচ বিবাহ করা বিধেয় নহে।[২৬] এই রূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সহধর্ম্মচারিণী পত্নী পরিগ্রহ করিলে সেই বিবাহিতা নারী মহাফল প্রদান করে।[২৭]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

* স্বধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তথা ইতি বা পাঠঃ

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োহংশঃ।

একাদশাধ্যায়ঃ।

সগর উবাচ।

গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে!।
লোকাদস্মাৎ পরস্মাচ্চ যমাতিষ্ঠন্ন হীয়তে ॥ ১ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল! সদাচারস্য লক্ষণম্।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি।
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু, সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥
সপ্তর্ষয়োহথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে! ॥ ৩ ॥

সগর কহিলেন, মুনে! যাদৃশ অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ধর্ম্মহানি না হয়, গৃহস্থের তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।[১]

ঔর্ব্ব কহিলেন, মহারাজ! সদাচারের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সদা সদাচারশীল মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে পূজিত হন।[২] সৎ-শব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষস্পর্শ-পরিশূন্য তাঁহা-দিগকেই সাধু বলা যায়। সৎ অর্থাৎ সাধুদিগের যে আচার

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ।
বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মম্ অর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্॥ ৫॥
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা॥ ৬॥
পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ!।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ *॥ ৭॥
ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর!।
নৈঋ্ঋ্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥ ৮॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।

অর্থাৎ ব্যবহার তাহার নাম সদাচার।[৩] মহীপতে! সপ্তর্ষিগণ মনুগণ প্রজাপতিগণ, ইঁহারাই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা।[৪] রাজন্! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তসময়ে অন্তঃকরণ সুস্থ ও প্রশান্ত থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সময় জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থচিন্তা করিবে।[৫] ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কাম চিন্তা করাও কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কোনটীরই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপে হানি না হয়, এই জন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিবে।[৬] ভূপতে! যাহাতে ধর্ম্ম হানি হয়, ঈদৃশ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্মদ্বারা অসুখ হইতে পারে, যে ধর্ম্ম সমাজবিরুদ্ধ তাদৃশ ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে।[৭]

রাজন্! অতিপ্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গ্রামের নৈঋ্ঋত কোণে বাণ বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া অথবা যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দূরে মলত্যাগ করিবে।[৮] ফলতঃ বাসস্থান হইতে দূরতর প্রদেশে

---

* লোকবিক্রুষ্টমেব চ ইতি বা পঠিতব্যম্।

পূর্ব্বকালে প্রায় সমুদায় বালকেই প্রত্যূষে বাণশিক্ষা করিত। বাণের গতি ১৫০ হস্ত। বাস স্থান হইতে ১৫০ হস্ত দূরে শকৃৎ পরিত্যাগার্থ উপবিষ্ট হইলে বাণবিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।[৮]

পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৯ ॥
আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥ ১০ ॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ! ॥ ১১ ॥
নাপ্সু ন বাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ॥ ১২ ॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।

মল মূত্র পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যে স্থলে পদচিহ্ন থাকাতে (মনুষ্যের গতিবিধির পথ অনুভূত হয়) তাদৃশ স্থানে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।[৯] আত্মচ্ছায়ার উপর গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে, অথবা সূর্য্যাভিমুখে, প্রস্রাব ত্যাগ করা জ্ঞানী ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য নহে।[১০] পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হলাদি-দ্বারা কৃষ্ট ভূমিতে শস্যযুক্ত ক্ষেত্রে গোষ্ঠ ও গোপ্রচারস্থানে জন-সমাজে পথিমধ্যে নদ্যাদির গর্ভে তীর্থস্থানে[১১] জলমধ্যে জলা-শয়ের তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য।[১২] রাজন্ ! যদি কোন ব্যাঘাত না জন্মে তাহা হইলে পণ্ডিতেরা দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া

কৃষ্ট ভূমিতে মূত্র ত্যাগ করিলে ভূমধ্যস্থিত বৃশ্চিকাদি নির্গত হইয়া দংশন করিতে পারে, শস্যের বীজ নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা।১১

জলাশয় প্রভৃতিতে মলমূত্রত্যাগ করিলে জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতে পারে।১২

ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত অধিকার করিয়া বাস করেন। আদিম নিবাসী অসভ্যেরা কতক বন্দী হয়, কতক-গুলি পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে মহা-রণ্যে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত আর্য্য জাতির বসতি বিস্তার হও-

কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥ ১৩ ॥
তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥ ১৪ ॥
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা *।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ১৫ ॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ †।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনম্ ॥ ১৬ ॥
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭ ॥

মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন।[১৩] মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইয়া বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া (পুরীষোৎসর্গ করিবে) কিন্তু সে স্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, তাহার মধ্যে কথাও কহিবে না।[১৪] অনন্তর (হস্তমৃত্তিকার জন্য) বল্মীক মূষিকমৃত্তিকা আর্দ্র মৃত্তিকা শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয় নহে।[১৫] কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকাও পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত সমুদায় মৃত্তিকাই শৌচসাধন হইতে পারে।[১৬] লিঙ্গে একবার গুহ্যদেশে তিনবার বাম হস্তে দশবার

য়াতে হিমালয় অবধি বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যে মুনিগণ তপস্যা করিতেন। আদিম অসভ্যেরা (রাক্ষসেরা) মধ্যে মধ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে রাত্রিকালে আসিয়া মুনিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিত। তাহাতেই তাহারা নিশাচর নামে বিখ্যাত হয়। রাত্রিকালে বনমধ্যে দক্ষিণমুখ হইয়া মলত্যাগার্থ বসিলে রাত্রিচরদিগের আগমন জানিয়া সাবধান হইতে পারা যায়। দিবাভাগে নিশাচরের ভয় নাই, কিন্তু রাজারা উত্তরদিক্ হইতে মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতেন। দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া বসিলে দূর হইতে দেখিয়া সাবধান হইতে পারা যায়।[১৩]

* মৃদং নান্তর্জ্জলাং তথা ইতি বা পাঠঃ।
† হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব: ইতি পাঠান্তরম্।

অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥১৯॥
শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥ ২০ ॥
আচান্তশ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্।
আদর্শাঞ্জনমাঙ্গল্যদূর্ব্বাদ্যালভনানি চ ॥ ২১ ॥
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্।
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজেচ্চ পৃথিবীপতে! ॥ ২২ ॥
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থা পাকসংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ।

উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দিলে শৌচ সমাধান হয়।[১৭] অনন্তর গন্ধশূন্য ফেনশূন্য বুদ্বুদশূন্য নির্ম্মল সলিল দ্বারা আচমন করিবে (পরন্তু আচমনের পূর্ব্বে) সমাহিত হইয়া পুনর্বার মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক[১৮] পাদ শৌচ সম্পাদন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে। পরে তিন বার কুল্‌কুচো করিয়া দুই বার মুখমার্জ্জন করিবে।[১৯] তৎপরে মস্তকের সমুদায় স্থান, ইন্দ্রিয় সমুদায়, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়, এই সমুদায় স্থান ক্রমশঃ সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে।[২০] এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক (প্রাতঃস্নান করিয়া) কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। আদর্শদ্বারা ও চক্ষুতে অঞ্জনলেপন ও সর্ব্ব শরীরে যথাস্থানে দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য বিন্যাস করিবে।[২১]

ভূপতে! এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বজাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে।[২২] সোমসংস্থা (অগ্নি-

ধনে যতো মনুষ্যাণাং* যতেতাতো ধনার্জ্জনে ॥ ২৩॥
নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ ॥ ২৪ ॥
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে † ॥ ২৫ ॥
শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
তেষামেব হি তীর্থেন কুর্ব্বীত সুসমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥
ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবর্জ্জয়েৎ।
ঋষীণাং যথা ন্যায়ং সকৃচ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥ ২৭ ॥
পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।

ষ্টোম প্রভৃতি) হবিঃসংস্থা (অগ্ন্যাধেয় প্রভৃতি) পাকসংস্থা (অষ্টকা প্রভৃতি) এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্মই ধন হইতে সম্পন্ন হয় সুতরাং ধনোপার্জ্জনার্থ যত্ন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।[২৩] (অনন্তর মধ্যাহ্ন কালে) নিত্যক্রিয়ার নিমিত্ত নদী নদ তড়াগ অথবা দেবখাতে কিংবা পর্ব্বতপ্রস্রবণে স্নান করা বিধেয়।[২৪] (যে দেশে এতৎসমুদায় না থাকিবে সেখানে) কূপ হইতে জল তুলিয়া কূপপ্রান্তভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক স্নান করিবে। (যদি এ সুবিধাও না ঘটে, বা পীড়া হয়, তাহা হইলে মন্ত্রস্নান দ্বারা শুচি হইবে।)[২৫] মধ্যাহ্ন স্নান হইলে পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া তত্তত্তীর্থে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিবে।[২৬] দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করা কর্ত্তব্য।[২৭] ভূপতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য তিনবার

* ধনাপত্যে মনুষ্যাণাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† অথবা ভুবি সম্ভবে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্॥ ২৮॥
মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যঞ্চান্যৎ শৃণুষ্ব মে॥ ২৯॥
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথা নৃপ।
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে॥ ৩০॥
ইদঞ্চাপি জপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া নৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ॥ ৩১॥
দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ॥ ৩২॥
জলেচরা ভূমিলয়া বায়্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়ান্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ॥ ৩৩॥

জল প্রদান করিবে। পিতামহ প্রপিতামহ[২৮] মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে তর্জ্জনী মূল দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।[২৯] মাত্রে ইদম্ (ইহা মাতার) প্রমাত্রে ইদম্ (ইহা প্রমাতার) বৃদ্ধপ্রমাত্রে ইদম্ (ইহা বৃদ্ধ প্রমাতার) গুরুপত্ন্যৈ ইদম্ (ইহা গুরুপত্নীর) গুরবে ইদম্ (ইহা গুরুর) মাতুলমিত্রায় ইদম্ (ইহা মাতুলমিত্রগণের) ভূভুজে ইদম্ (ইহা রাজার)[৩০] এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অভিলষিত বন্ধু বান্ধবকে জল প্রদান করিবে। পরে সমুদায় প্রাণীর উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে[৩১] (তাহার মন্ত্র এই) দেবগণ অসুরগণ যক্ষগণ নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ গুহ্যকগণ সিদ্ধগণ কুষ্মাণ্ডগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ[৩২] জলজন্তুগণ ভূতলস্থ কীটাদিগণ পবনাশন প্রাণিগণ, ইহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন।[৩৩] যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে বিবিধ যাতনা

নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪ ॥
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৫ ॥
যত্র ক্বচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্।
ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥ ৩৬ ॥
কাম্যোদকপ্রদানান্তে ময়ৈতৎ কথিতং নৃপ।
যদ্দত্ত্বা প্রীণয়ত্যেতন্মনুষ্যঃ সকলং জগৎ ॥ ৩৭ ॥
জগদাপ্যায়নোদ্ভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ।
দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৩৮ ॥
আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।

ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির উদ্দেশে আমি জল প্রদান করিতেছি।[৩৪] যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার দত্ত জল প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।[৩৫] যিনি যে কোন স্থানে অবস্থান করুন, যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে মদ্দত্ত এই সতিলোদক অক্ষয় তৃপ্তিজনক হউক।[৩৬]

রাজন্! কাম্যোদক প্রদানের পর যাহা বলিতেছি, তাহা দান করিলে মনুষ্য সমুদায় জগৎ প্রীত করিতে পারেন।[৩৭] বিশেষতঃ সমুদায় জগৎ পরিতৃপ্ত করাতে নির্ম্মল পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করেন। ভূপতে! পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদান করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া[৩৮] আচমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥ ৩৯ ॥
ততো গৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুরপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশ্চ নিবেদনৈঃ ॥ ৪০ ॥
অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মণে ততঃ।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাদাহুতিমাদরাৎ ॥ ৪১ ॥
গুহ্যেভ্যঃ কাশ্যপায়াথ ততোঽনুমতয়ে ক্রমাৎ।
তচ্ছেষং প্রণিকেঽদ্ভ্যোঽথ* পর্জ্জন্যায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥৪২॥
দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ।
গৃহস্য পুরুষব্যাঘ্র! দিগ্‌দেবানপি মে শৃণু ॥ ৪৩ ॥
ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে।

করিবে। (মন্ত্র) যিনি ব্রহ্মের ন্যায় দীপ্তিশালী, যিনি বিষ্ণু হইতে তেজঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি জগতের উৎপাদক, যিনি ঐহিক কর্ম্ম সমুদায়ের কারণ, সেই বিশুদ্ধ বিবস্বান্ সবিতাকে প্রদান করি।[৩৯] অনন্তর গৃহ দেবতা ও ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে। এই পূজাতে প্রথমতঃ জলাভিষেক পরে পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি নিবেদন করিতে হইবে।[৪০] পরে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সমাধান করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পরে প্রজাপতিকে আদরপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে।[৪১] তৎপরে গুহ্য কাশ্যপ ও অনুমতিকে ক্রমশ জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্ট, জলাধার-সন্নিধিতে জলেতে ও মেঘেতে নিক্ষেপ করিবে।[৪২] পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বারের উভয় পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিতে হইবে। পরে দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[৪৩] গৃহের পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রকে, দক্ষিণ দিকে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে ইন্দুকে হুতশেষ অন্নরূপ বলি প্রদান করিবে।[৪৪] পূর্ব্ব

* তচ্ছেষং মনিকেঽদ্ভ্যোঽথ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

প্রাচ্যাদিষু বুধো দদ্যাৎ হুতশেষান্নকং বলিম্ * ॥ ৪৪ ॥
প্রাগুত্তরে চ দিগ্‌ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ †।
নির্ব্বপেদ্ বৈশ্বদেবঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাদতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥
বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তাসু ততো দিশাম্।
ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্ বলিম্ ॥ ৪৬ ॥
বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন্ পিতৄন্।
যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশ্য ‡ বলিং দদ্যান্নরেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥
ততোঽন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ।
দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥ ৪৯ ॥

উত্তর দিকে ধন্বন্তরি-বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিয়া তৎপরবর্ত্তী কর্ম্ম অর্থাৎ গৃহদেবতা-বলি প্রদানানন্তর কর্ত্তব্য তদিতর দেবতার বলি প্রদান করিবে।[৪৫] রাজন্! অনন্তর বায়ুকোণে বায়ুকে, সমস্ত দিকে ব্রহ্ম অন্তরিক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিয়া[৪৬] বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূতপতিগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিতে হইবে।[৪৭] অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন গ্রহণ করিয়া সমাহিত চিত্তে পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করেন।[৪৮] (তাহার মন্ত্র এই)—দেবগণ, মনুষ্যগণ. পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগ-

* হুতশেষাদিকং বলিম্ ইতি বা পঠিতব্যম্।
† ধন্বন্তরিবলিং বপেৎ ইতি পাঠান্তরম্।
‡ যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশঃ ইতি বা পাঠঃ।

পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু ॥ ৫০ ॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ
নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু * ॥ ৫১ ॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতৎ
অহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতম্
অন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥ ৫২ ॥

গণ, দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদ্দত্ত অন্ন প্রত্যাশা করে তাহারা[৪৯] এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মপাশে বদ্ধ ও ক্ষুধার্ত্ত আছে, আমি তাহাদের সকলের নিমিত্ত এই অন্ন প্রদান করিলাম, ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন।[৫০] যাঁহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, পাকাদিদ্বারা অন্ন প্রস্তুত করিবার উপায় নাই এবং খাদ্য দ্রব্যও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্ত ও মুদিত হউন।[৫১] জগতীতলস্থ নিখিল প্রাণী, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ণুময়; কারণ বিষ্ণু ভিন্ন কোন বস্তুরই বিদ্যমানতা নাই। এই যুক্তি অনুসারে সমুদায় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমি

* প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ ইতি বা পঠ্যতাম্।

চতুর্দশো ভূতগুণো য এষ
তত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসংঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং*
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥ ৫৩॥
ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ॥ ৫৪॥
শ্বচণ্ডালবিহঙ্গানাং ভুবি দদ্যাৎ ততো নরঃ।
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রা ভুবি মানবাঃ॥ ৫৫॥
ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গণে।
অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া॥ ৫৬॥

সমুদায় জীব স্বরূপ হইতেছি, অতএব আমি সমুদায় জীবগণের পুষ্টির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলাম।[৫২] চতুর্দশপ্রকার জীবের অন্তর্গত সমুদায় জীবকেই আমি তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই প্রমুদিত হউন।[৫৩] গৃহস্থ ব্যক্তি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ভূতগণের উপকারের জন্য পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রয়।[৫৪] অনন্তর কুক্কুর, চাণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন মনুষ্য পতিত ও অপাত্র আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে।[৫৫] পরে অতিথি-গ্রহণের জন্য, গোদোহন করিতে যত সময় অতীত হয়, তত ক্ষণ অর্থাৎ এক ঘটিকার চতুর্থাংশ-কালমাত্র অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান

---

* ময়া নিসৃষ্টম্ ইতি বা পঠিতব্যম্।

চতুর্দ্দশ প্রকার জীব—দেবতা আট প্রকার, তির্য্যক্ যোনি পাঁচ প্রকার, মনুষ্য এক প্রকার। অথবা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার ভূত। অথবা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত চতুর্দ্দশ প্রকার জীব।৫৩

অতিথিং তত্র সংপ্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা।
তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ॥ ৫৭ ॥
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েদ্ গৃহী॥ ৫৮ ॥
অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্।
পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্॥ ৫৯ ॥
অকিঞ্চনমসংবন্ধম্ অন্যদেশাৎ সমাগতম্ *।
অসংপূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ॥ ৬০ ॥
স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী॥ ৬১ ॥

থাকিবে।[৫৬] যদি অতিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা আসনপ্রদান দ্বারা পাদপ্রক্ষালন দ্বারা[৫৭] শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন দান দ্বারা প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে।[৫৮]

যাঁহার কুল ও নাম পরিজ্ঞাত নহে, যিনি দেশান্তর হইতে সমাগত হইয়াছেন, ঈদৃশ অতিথির পূজা করিবে, পরন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করা বিধেয় নহে।[৫৯] যিনি অন্য দেশ হইতে উপাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহার কিছুমাত্র পাথেয় নাই, ঈদৃশ ব্যক্তি যদি অতিথি হইয়া ভোজনাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেবা না করিয়া অগ্রে ভোজন করিলে গৃহস্থকে নিরয়গামী হইতে হয়।[৬০] গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র শাখা কুল বিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ না করিয়া হিরণ্যগর্ভ-বোধে তাঁহার অতিথিসৎকার করিবে।[৬১]

* অকিঞ্চনমসংবন্ধম্ অন্যদেশাদুপাগতম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

পিত্রর্থঞ্চাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েন্নৃপ!।
তদ্দেশ্যং বিদিতাচারসংভূতিং পঞ্চযজ্ঞিয়ম্ ॥ ৬২ ॥
অন্নাগ্রঞ্চ সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পিতম্।
নিবাপভূতং ভূপাল! শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
দদ্যাচ্চ ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণাম্।
ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্ * বিভবে সত্যবারিতম্॥ ৬৪ ॥
ইত্যেতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাগুক্তা ভিক্ষবশ্চ যে।
চতুরঃ পূজয়ন্নেতান্ নৃযজ্ঞর্ণাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে † ।

রাজন্! অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অন্য একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণটী পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও তদ্দেশীয় হইবে। ইঁহার আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকিবে।[৬২] রাজন্! হন্ত এই মন্ত্রদ্বারা রচিত পৃথক্ স্থাপিত অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।[৬৩] বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রূপে তিনপ্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাট্ ও ব্রহ্মচারীদিগকে অনিবারিত রূপে দান করিবে।[৬৪] শেষোক্ত এই তিনপ্রকার অতিথি ও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারিপ্রকার অতিথির যথাবিহিত সৎকার করিলে নৃযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।[৬৫] যে অতিথি হতাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সে আপনার পাপপুঞ্জ গৃহস্থকে প্রদান করিয়া

* ইচ্ছয়া চ বুধো দদ্যাৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† গৃহাদ্ যাত্যন্যতোমুখঃ ইতি বা পাঠঃ।

অজ্ঞাত-কুলশীল অতিথি এক প্রকার। পিতৃতর্পণোদ্দেশে পরিজ্ঞাত দেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় প্রকার অতিথি। হন্তকারোপলক্ষিত শ্রোত্রিয় তৃতীয় প্রকার অতিথি। পরিব্রাট্ ব্রহ্মচারি প্রভৃতি ভিক্ষাজীবীরা চতুর্থ প্রকার অতিথি।[৬৫]

স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥
ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে* ভুঞ্জতেঽন্নং নরেশ্বর! ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ।
স কেবলমঘং ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে ত্বতিথিং বিনা ॥৬৮॥
ততঃ সুবাসিনী-দুঃখি-গর্ব্ভিণী-বৃদ্ধ-বালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥ ৬৯ ॥
অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্ক্তে হি দুষ্কৃতম্†।
মৃতশ্চ নরকং গত্বা‡ শ্লেষ্মভুগ্ জায়তে নরঃ ॥ ৭০ ॥
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূযশোণিতম্।

গৃহস্থের পুণ্যরাশি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে।[৬৬] রাজন্! ধাতা প্রজাপতি ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য ও বসুগণ, ইঁহারা অতিথিশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্ন ভোজন করেন।[৬৭] অতএব অতিথি-সৎকার-বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথি-নিরপেক্ষ হইয়া একাকী ভোজন করে, তাহার কেবল পাপরাশি উদরস্থ করা হয়।[৬৮] অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, সুবাসিনী গর্ব্ভিণী দুঃখার্ত্ত বালক বৃদ্ধ, ইহাদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে।[৬৯] যে গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তিকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অগ্রে ভোজন করে, তাহার দুষ্কৃত ভোজন করা হয় এবং পরকালে নিরয়গামী হইয়া তাহাকে শ্লেষ্মভোগী হইতে হয়।[৭০] যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, তাহার মল ভক্ষণ করা

---

* প্রবিশ্যাতিথিমেতে বৈ ইতি বা পঠ্যতাম্।

† ভুঙ্ক্তেঽতিদুষ্কৃতম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ মৃতশ্চ নরকং প্রাপ্য ইতি পাঠান্তরম্।

যে কন্যা বিবাহিতা হইয়াও পিতৃগৃহে বাস করে তাহাকে সুবাসিনী বলে।৬৯

অসংস্কৃতান্নভুঙ্ মূত্রং বালাদিপ্রথমং শকৃৎ ॥ ৭১ ॥
তস্মাচ্ছৃণুষ্ব রাজেন্দ্র! যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী।
ভুঞ্জতশ্চ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ৭২ ॥
ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্তথা নৃপ!।
ভবত্যনিষ্টশান্তিশ্চ * বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥ ৭৩ ॥
স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রয়তো গৃহী ॥ ৭৪ ॥
কৃতজাপ্যো হুতে বহ্নৌ † শুদ্ধবস্ত্রধরো নৃপ!।
দত্ত্বাঽতিথিভ্যো বিপ্রেভ্যো গুরুভ্যঃ সংশ্রিতায় চ ॥৭৫॥

হয়; যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার রক্ত ও পূয় পান করা হয়, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, তাহার মূত্র খাওয়া হয়, যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতিকে আহার না করাইয়া অগ্রে আহার করে, তাহার বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয়।[৭১] রাজেন্দ্র! যে রূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও যেরূপ ভোজন করিলে পাপস্পর্শ না হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৭২] এরূপ আহারে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্টশান্তি, ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়।[৭৩] গৃহস্থ ব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক প্রয়ত হইয়া ভোজন করিবে।[৭৪] প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জপ ও হোম সমাপন করিয়া অতিথিগণকে ব্রাহ্মণগণকে গুরুগণকে ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে;[৭৫] পরে

* ভবত্যরিষ্টশান্তিশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

† কৃতজপ্যো হুতে বহ্নৌ ইতি বা পাঠ্যম্।

শত্রুপক্ষের অভিচার হয় অর্থাৎ শত্রুপক্ষ ধ্বংস হয়।[৭৩]

পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর!।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ! ॥ ৭৬ ॥
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমনা নৃপ! ॥ ৭৭ ॥
অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ।
ন কুৎসিতাহৃতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥ ৭৮ ॥
দত্ত্বা তু ভুক্তং শিষ্যেভ্যঃ * ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ! ॥ ৭৯ ॥
নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর!।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥ ৮০ ॥

পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ-বদন হইয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনন্যচিত্তে ভোজন করিবে; পরন্তু একবস্ত্রধারী আর্দ্রপাণি বা আর্দ্রপদ হইয়া বিদিক্‌মুখে ভোজন করা বিধেয় নহে।[৭৭] অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদকদ্বারা প্রোক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কুৎসিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত, ঘৃণিত বা অসংস্কৃত অন্ন গ্রহণ করা বিধেয় নহে।[৭৮] এই অন্নের কিয়দংশ শিষ্যগণকে ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া অকুপিত মনে এবং প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবে।[৭৯] আসন্দীর উপরি সং-স্থাপিত পাত্রে অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে অযোগ্য স্থানে বা সন্ধ্যাকাল প্রভৃতি অসময়ে ভোজন করিবে না। অগ্নিকে অগ্রভাগ না দিয়াও ভোজন করা বিধেয় নহে।[৮০] রাজন্! অন্ন প্রশস্ত ও মন্ত্রদ্বারা

* দত্ত্বা ভুঞ্জীত শিষ্টেভ্যঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

অগ্নিকোণ, নৈঋর্ত কোণ, বায়ুকোণ, ঈশানকোণ, এই চারিটী বিদিক্।[৭৭]
আসন্দী — কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিপদী (টেপায়া); চতুষ্পদী (মেজ) প্রভৃতি।[৮০]

মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ন চ পর্য্যুষিতং নৃপ!।
অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শুষ্কশাকাৎ তথৈব চ * ॥ ৮১ ॥
তদ্বদ্ বাদরিকেভ্যশ্চ গুড়পক্কেভ্য এব চ।
ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর!॥ ৮২ ॥
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে!।
মধ্বম্লদধিসর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ॥ ৮৩ ॥
অশ্নীয়াৎ তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥ ৮৪ ॥
প্রাগ্‌দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ † মধ্যে চ কঠিনাশনম্।
পুনরন্তে দ্রবাশী চ বলারোগ্যেন মুঞ্চতি ॥ ৮৫ ॥

অভিমন্ত্রিত হইবে। পর্য্যুষিত হইলে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ফল মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে ভোজন করিবে না, কিন্তু শক্তু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য শুষ্ক হইলেও ভোজন করা যাইতে পারে।[৮১] অপক্ক লেহ্য প্রভৃতি বা বদরিকাবিকার এবং গুড়পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষ্য করা অনুচিত। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ বস্তুও (ঘোল প্রভৃতি) কখন ভক্ষণ করা উচিত নহে।[৮২] জগতীপতে! বিবেকী ব্যক্তি, মধু অম্ল দধি ঘৃত ও শক্তু ব্যতীত আর কোন বস্তু নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না।[৮৩] ভোজনকালে অন্ন ব্যতীত অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করা অনুচিত। প্রথমতঃ মধুর রস, মধ্যে লবণ ও অম্ল রস, শেষে কটু তিক্ত প্রভৃতি রস আহার করিবে।[৮৪] যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন দ্রব্য, শেষে পুনর্ব্বার দ্রব দ্রব্য আহার করে, তাহার বল ও আরোগ্য পরিহীন হয় না।[৮৫] এই রূপে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে।

* শুষ্কশাকাদিকং তথা ইতি বা পঠনীয়ম্।
† পুরুষোঽশ্নং বৈ ইতি বা পাঠঃ।

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥ ৮৬ ॥
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥ ৮৭ ॥
স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানাস্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥ ৮৮ ॥
অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশং নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্ ॥ ৮৯ ॥
অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ।
ভবত্যেতৎ পরিণতৌ মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥ ৯০ ॥

ভোজনকালে বাগ্যত হইয়া থাকিবে, কোন প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করিবে না। ভোজনারম্ভকালে মহামৌন অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণাদির পরিতোষের জন্য পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে।৮৬

ভোজনাবসানে আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া যথা-বিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনর্বার আচমন করিবে।৮৭ অনন্তর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিবে।৮৮ (পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে) বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্ন জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক, তাহাতে আমার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে থাকুক।৮৯ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু, এ সমুদায়ের বলাধান হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়

মহামৌন অর্থাৎ মুখে কথা কহিবে না, সঙ্কেতদ্বারাও কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে না। প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চ গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিবে।৮৬

প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা ।
অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥ ৯১ ॥
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্ * ।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং
যচ্ছত্বরোগো † মম চাস্তু দেহে ॥ ৯২ ॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতৎ
আরোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ ৯৩ ॥
বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা ।
সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥ ৯৪ ॥

রূপে পরিণত হইতে থাকুক, আমারও সুখ অব্যাহত হউক্।[৯০] এই অন্ন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর হউক্, আমিও অব্যাঘাতে সুখ লাভ করি।[৯১] আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি তাহা, আগস্ত্যসম্বন্ধি অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হউক এবং আমি তৎপরিণতিসম্ভূত সুখও লাভ করি, আমার শরীরও নীরোগ হউক।[৯২] যেমন একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত দেহ ও সমস্ত আত্মার প্রধান এবং আমার উপাস্য সেইরূপ সেই সত্য অনুসারে আমার এই সমুদায় ভুক্ত অন্ন পরিণামে আরোগ্যদায়ক হউক।[৯৩] যেমন বিষ্ণু ভোক্তা ও অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম, তাহার ন্যায় সেই সত্য অনুসারে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক।[৯৪]

---

* জরয়ত্বশেষম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।
† যচ্ছত্বরোগো মম ইতি বা পাঠঃ ।

ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃষ্য তথোদরম্ *।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ॥ ৯৫॥
সচ্ছাস্ত্রাদিবিনোদেন সন্মার্গাদ্যবিরোধিনা।
দিনং নয়েৎ ততঃ সন্ধ্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ॥ ৯৬॥
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদ্ যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব॥ ৯৭॥
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥ ৯৮॥
সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্।
অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ নরঃ †॥ ৯৯॥

গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জ্জন করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিক্লেশসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।[৯৫] সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনাদ্বারা (কাব্য নাটক অলঙ্কার পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা) অথবা সৎপথের অবিরোধী ক্রীড়াদ্বারা দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবে। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে।[৯৬]

রাজন্! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনা আরম্ভের সময় যথাবিধি আচমন করিতে হইবে।[৯৭] ভূপতে! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ, চিত্তভ্রম, পীড়া, অনিষ্টাশঙ্কা, এই কয়েকটী প্রতিবন্ধক ব্যতীত অন্য সকল দিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে।[৯৮] যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সূর্য্যোদয়কালে বা সূর্য্যাস্তসময়ে শয়ন করিয়া

* পরিমার্জ্জ্য তথোদরম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ইতি বা পঠিতব্যম্।

তস্মাদনুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে!।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্॥ ১০০ ॥
উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং ন পূর্ব্বাং ন চ পশ্চিমাম্।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ!॥ ১০১ ॥
পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে!।
বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ॥ ১০২ ॥
তত্রাপি শ্বপচাদিভ্যস্তথৈবান্নাপবর্জ্জনম্।
অতিথিঞ্চাগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্ বুধঃ॥ ১০৩ ॥
পাদশৌচাসনপ্রহ্বস্বাগতোক্ত্যা চ পূজনম্।
ততশ্চান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব!॥ ১০৪ ॥
দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ!।

থাকেন, তিনি পাতকী হন।[৯৯] মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ ব্যক্তি, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে।[১০০] রাজন্! যে সকল দুরাত্মা পূর্ব্বসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়।[১০১] অবনীপতে! সায়ংকালে পত্নীদ্বারা অন্ন পাক করাইয়া বৈশ্বদেবকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র ব্যতিরেকে পুনর্বার বলি প্রদান করিবে।[১০২] এ সময়েও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চণ্ডাল প্রভৃতি অকিঞ্চন ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়ংকালে অতিথি অভ্যাগত হয়, তাহা হইলে, যথাশক্তি তাহার পূজা করা কর্ত্তব্য।[১০৩] (সায়ংকালে অতিথি অভ্যাগত হইলে) পাদোদকপ্রদানদ্বারা আসনদান দ্বারা নম্রতাপ্রকাশ দ্বারা কুশলপ্রশ্ন দ্বারা অন্নপ্রদান দ্বারা শয়নার্থ শয্যাদান দ্বারা তাহার পূজা করিবে[১০৪]

তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে ॥ ১০৫॥
তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র! সূর্য্যোঢ়মতিথিং নরঃ।
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০৬ ॥
অন্নশাকাম্বুদানেন স্বশক্ত্যা প্রীণয়েৎ পুমান্।
শয়নপ্রস্তরমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্ ॥ ১০৭ ॥
কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী।
গচ্ছেদস্ফুটিতাং শয্যামপি * দারুময়ীং নৃপ! ॥ ১০৮ ॥
নাবিশালাং নবাভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্ † ॥ ১০৯ ॥

রাজন্! দিবাভাগে অতিথি সমাগত হইয়া বিমুখ হইলে যে পরিমাণে পাতক হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাতক হইয়া থাকে।[১০৫] রাজেন্দ্র! এই কারণে সূর্য্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে যথাশক্তি পূজা করিবে। রাত্রিকালে উপস্থিত অতিথির পূজা হইলে সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়।[১০৬] গৃহস্থ ব্যক্তি দুঃস্থ হইলে ভোজনার্থ শাক অন্ন ও জল প্রদান দ্বারা এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা যথাশক্তি অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে।[১০৭]

রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালীন আহারাবসানে পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া ছিদ্ররহিত গজদন্তময় পর্য্যঙ্কে অথবা কাষ্ঠময় পর্য্যঙ্কে শয়নার্থ গমন করিবে।[১০৮] এই পর্য্যঙ্ক বৃহৎ না হয়, ভগ্ন না হয়, বন্ধুর না হয়, কীটপূর্ণ (ছারপোকাযুক্ত) না হয় এবং উহার শয্যা ছিন্ন মলিন ও অনাবৃত না হয়। ঈদৃশ শয্যায় শয়ন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।[১০৯] শয়নকালে পূর্ব্ব দিকে বা দক্ষিণ দিকে

* গচ্ছেৎ শয্যামস্ফুটিতানপি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† অধিতিষ্ঠেদনাবৃতাম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ!।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদম্॥ ১১০ ॥
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে!।
পুন্নাম্ন্যক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু॥ ১১১ ॥
নাস্নাতাস্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্।
নানিষ্ঠাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্ব্ভিণীম্॥ ১১২॥
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্।

মস্তক করা প্রশস্ত। পশ্চিমশিরা বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে।[১১০] অবনীপতে! ঋতুকালে স্বপত্নী-তে গমন করা প্রশস্ত হইতেছে। পুংনামক নক্ষত্রে যুগ্ম রাত্রিতে শুভ সময়ে ঋতু কালের শেষ অংশে গমন করা কর্ত্তব্য।[১১১] পত্নী যদি অস্নাতা হয় অর্থাৎ যদি তাহার ঋতুস্নান না হইয়া থাকে এবং যদি পীড়িতা বা রজস্বলা হয় অথবা যদি সে কামার্ত্তা না হইয়া থাকে কিংবা যদি তাহার অপবাদ ঘটিয়া থাকে, অথবা যদি সেই পত্নী কুপিতা বা গর্ব্ভিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে গমন করা অকর্ত্তব্য।[১১২] যে কামিনী অনুকূলা নহে, যে কামিনী অন্য পুরুষে আসক্তা, যে কামিনী অকামা, যে কামিনী পরস্ত্রী, যে কামিনী ক্ষুধার্ত্তা, যে কামিনী অধিক ভোজন করি-য়াছে, তাহাতে গমন করা উচিত নহে এবং আপনিও যদি প্রতি-

---

পুংনামক নক্ষত্র দশটী, যথা অশ্বিনী কৃত্তিকা রোহিণী পুনর্ব্বসু পুষ্যা হস্তা অনু-রাধা শ্রবণা পূর্ব্বভাদ্রপদ্ ও উত্তরভাদ্রপদ্। ভগবতী গীতায় কথিত হইয়াছে যে, "ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেঽহনি তদ্দিনাৎ। আষোড়শদিনং রাজন্! ঋতুকাল উদাহৃতঃ॥ নারী চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নাতা হইয়া থাকে। সেই চতুর্থ দিন অবধি ষোল দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। এই ষোড়শ দিনের মধ্যে শেষ অংশে গমন করিলে সন্তান বলিষ্ঠ হয় ও প্রায়ই গর্ভ নষ্ট হয় না।

ভগবতী গীতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, ঋতুকালের অযুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা জন্মে, যুগ্ম রাত্রিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, অতএব যুগ্ম রাত্রিতে গমন করাই পুত্রার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ১১১

ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ ॥ ১১৩ ॥
স্নাতঃ স্রগ্‌গন্ধধৃক্ প্রীতো ন ধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা *।
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥ ১১৪ ॥
চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র! রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১১৫ ॥
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং নৃপ! ॥ ১১৬ ॥
অশেষপর্ব্বস্বেতেষু তস্মাৎ সংযমিভির্বুধৈঃ।
ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ ॥ ১১৭ ॥
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবর্ষিদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ † ॥ ১১৮ ॥

কূল, অন্য রমণীতে আসক্ত, অকাম, পরপুরুষ, ক্ষুধার্ত্ত বা অতিভুক্ত হয়, তাহা হইলেও স্ত্রীগমন করা অকর্ত্তব্য।[১১৩] স্নাত মাল্যধারী গন্ধদ্রব্যধারী প্রীত সকাম ও সানুরাগ হইয়া পত্নীগমন করিবে, ক্ষুধিত বা চিন্তান্বিত হইয়া গমন করা অবিধেয়।[১১৪] রাজেন্দ্র! চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই কয়েকটীকে পর্ব্ব বলে।[১১৫] যে ব্যক্তি এই সকল পর্ব্ব দিবসে তৈলমর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহাকে বিণ্মূত্র-ভোজন-নামক নরকে গমন করিতে হয়।[১১৬] জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সমুদায় পর্ব্বদিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংশাস্ত্র অনুশীলন, দেবপূজা যাগ ধ্যান ও জপ করিবেন।[১১৭] গো-ছাগাদি যোনিতে অযোনিতে (মুখ হস্তাদিতে) দেবালয়ে ব্রাহ্মণের আলয়ে গুরুর আলয়ে অথবা ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা (বৃষ্য বাজিকরণ রসায়ন প্রভৃতি দ্বারা) স্ত্রী-

---

* ক্ষীতো ন ধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা ইতি পাঠান্তরম্।
† ব্যবায়ী নাশ্রয়ে ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

চৈত্যচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে! ॥ ১১৯ ॥
প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল! সন্ধ্যয়োঃ।
গচ্ছেদ্ব্যবায়ং মতিমান্নমূত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥ ১২০ ॥
পর্ব্বস্বভিগমোঽধন্যো দিবা পাপপ্রদো নৃপ!।
ভুবি রোগাবহো* নৃণাম প্রশস্তো জলাশয়ে ॥ ১২১ ॥
পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥ ১২২ ॥
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।
পরদারগতিঃ পুংসাম্ উভয়ত্রাপি ভীতিদা † ॥ ১২৩ ॥

পুরুষ ব্যবহার করিবে না।[১১৮] ভূপতে! মান্য প্রধান বৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করা বিধেয় নহে।[১১৯] রাজন্! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পর্ব্বদিবসে, প্রত্যূষে, সন্ধ্যাকালে অথবা মল মূত্র-যুক্ত হইয়া স্ত্রীসহবাস করিবে না।[১২০] পর্ব্বদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে পাপ হইয়া থাকে, ভূতলে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে খ্যাতিলোপ হয়।[১২১] বাক্যদ্বারা বা মনোদ্বারাও কখন পর-স্ত্রীগমন করিবে না, কারণ পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয় অর্থাৎ পরস্ত্রীগামী লম্পট কৃমি কীট প্রভৃতি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে।[১২২] পরস্ত্রীগমন ইহলোকে ও পরলোকে ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে কারণ ইহলোকে ঈদৃশ ব্যক্তির আয়ুঃক্ষয় হয়, ও পরলোকে সে নরক গমন করে।[১২৩] জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সমুদায়

---

* ভুবি রোগপ্রদঃ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

† উভয়ত্রাপি সীদতি ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু নরো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে গৃহস্থধর্ম্মো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষহীনা সকামা পত্নীতে ঋতুকালে বা অন্য সময় ইচ্ছানুসারে গমন করিবে।[১২৪]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ গৃহস্থ-ধর্ম্ম-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োহংশঃ ।

দ্বাদশাধ্যায়ঃ ।

ঔর্ব্ব উবাচ ।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধ-বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেৎ তথা ॥ ১ ॥
সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ * ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রয়তো নরঃ ॥ ২ ॥
প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্ ।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যা বিভৃত্যাচ্চ নরঃ সদা ॥ ৩ ॥
কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নাল্পমপ্যাপ্রিয়ং বদেৎ ।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥

ঔর্ব কহিলেন । গৃহস্থ ব্যক্তি, দেবতা গো ব্রাহ্মণ সিদ্ধপুরুষ বৃদ্ধ আচার্য্য ও অগ্নি ইঁহাদিগের পূজা করিবে এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যা দেবীকেও নমস্কার করিতে হইবে ।[১] গৃহস্থ, সর্ব্বদা প্রয়ত হইয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্রযুগল, প্রশস্ত মহৌষধি ও গরুড় রত্ন ধারণ করিবে ।[২] কেশগুলি সর্ব্বদা তৈলাদিদ্বারা চিক্কণ ও পরিষ্কার রাখিবে । গন্ধদ্রব্য যুক্ত মনোহর বেশধারণ করিবে । উত্তম শুক্ল পুষ্প ধারণ করাও কর্ত্তব্য ।[৩] কখন কিছুমাত্র পরদ্রব্য হরণ করিবে না, কাহাকে কিছু মাত্র অপ্রিয় কথা কহিবে না । মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করাও উচিত নহে । অন্যের দোষ কীর্ত্তন করাও

---

* প্রশস্তাশ্চ মহৌষধীঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

নান্যস্ত্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ! ।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥
বিদ্বিষ্ট-পতিতোন্মত্ত-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ * ।
বন্ধকী-বন্ধকীভর্ত্তৃ ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥ ৬ ॥
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে নরেশ্বর ।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥ ৮ ॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্ ।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনুচিত।[৪] পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্ত্রী দেখিয়া লোভ প্রকাশ করিবে না, কাহারো সহিত শত্রুতাও করিবে না। জীর্ণ বা ভগ্ন যানে অরোহণ অথবা নদীতীরস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ার উপবেশন করাও কর্ত্তব্য নহে।[৫] পণ্ডিত ব্যক্তি, সহজ শত্রুর সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, যাহার অধিক শত্রু ঈদৃশ লোকের সহিত, কুদেশ-স্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্যা ও তাহার উপপতির সহিত, যাহারা অল্পমাত্র লাভে ন্যায়পথ পরিত্যাগ করে তাদৃশ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির সহিত, মিথ্যা বাদীর সহিত[৬] অতিব্যয়শীল মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ লোকের সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবে না, একপথেও চলিবে না।[৭] রাজন্! নদীজলের বেগ মগ্ন হইলে (ভাঁটা পড়িলে) স্নান করা অনুচিত। গৃহে আগুন লাগিলে সেই প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিবে না।[৮] দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করাও অবি-

* বহুবৈরাতিসঙ্কটে ইতি পাঠান্তরম্।

নোচ্চৈর্হসেৎ * সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ॥ ১০॥
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ †।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো।
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ঞ্চৈব সূর্য্যঞ্চাস্তমনোদয়ে॥ ১১॥
ন হুংকুর্য্যাচ্ছবঞ্চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ॥ ১২॥
চতুষ্পথান্ চৈত্যতরূন্ শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা॥ ১৩॥
পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছয়াং নাতিক্রমেদ্ বুধঃ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন গৃহে বসেৎ॥ ১৪॥

ধেয়। মুখ আবৃত না করিয়া জৃম্ভাত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। উচ্চৈঃস্বরে শ্বাস ও কাশ পরিত্যাগ করিবে না।[৯] অতি উচ্চ হাস্য ও শব্দপূর্ব্বক বায়ুপরিত্যাগ করিবে না। নখবাদ্য বা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। নখদ্বারা ভূমিতে লিখিবে না।[১০] শ্মশ্রু চর্ব্বণ বা লোষ্ট্রমর্দ্দন করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। প্রভো! অপবিত্র হইয়া সূর্য্য প্রভৃতি প্রশস্ত জ্যোতিঃপদার্থ দর্শন করিবে না।[১১] উলঙ্গপরস্ত্রী দর্শন ও উদয়াস্তের সময় দিবাকর দর্শন করা অবিধেয়। শব দর্শন করিয়া বা শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিবে না, কারণ, শবগন্ধ সোমের অংশ।[১২] রাত্রিকালে চতুষ্পথ চৈত্য বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুষ্ট কামিনী, এ সমুদায়ের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।[১৩] পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ, ইঁহাদিগের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। শূন্য গৃহে

* নোচ্চৈর্হসেৎ ইতি বা পঠ্যতাম্।
† ন শ্মশ্রু প্রক্ষিপল্লোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ ইতি অন্যে পঠন্তি।

কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য-বহ্নিভস্মতুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫॥
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিৎ ন জিহ্মান্ রোচয়েদ্ বুধঃ।
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ॥ ১৬॥
অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর॥ ১৭॥
দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র! পুরোবাতাতপৌ তথা॥ ১৮॥
ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো নচৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১৯॥
হোমদেবার্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা।

বাস করা বা একাকী জনশূন্য অরণ্যে গমন করা অনুচিত।[১৪] কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি পদদ্বারা স্পর্শ করিবে না।[১৫] অনার্য্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, কুটিল লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। হিংস্র জন্তুর সমীপবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। নিদ্রা ভঙ্গের পর অধিক ক্ষণ শয্যায় থাকিবে না।[১৬] অধিক ক্ষণ শয়ন, অধিক ক্ষণ নিদ্রা, অধিক ক্ষণ জাগরণ, অধিক ক্ষণ অবস্থান, অধিক ক্ষণ উপবেশন, অধিক ক্ষণ ব্যায়াম ও অধিক ক্ষণ স্ত্রীসংসর্গ করিবে না।[১৭] রাজেন্দ্র! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দংষ্ট্রীর ও শৃঙ্গীর সমীপবর্ত্তী হইবে না। সম্মুখবায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে।[১৮] উলঙ্গ হইয়া স্নান ও আচমন করিবে না, নিদ্রাও যাইবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করা বিহিত নহে।[১৯] হোম দেবপূজা প্রভৃতি ক্রিয়াতে, আচমনে, পুণ্যাহ বাচনে ও জপ কার্য্যে একবস্ত্র হইয়া

নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥ ২০ ॥
নাসমঞ্জসশীলৈস্তু সহাসীত কদাচন।
সদ্বৃত্তসন্নিকর্ষো হি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে ॥ ২১ ॥
বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ *।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে ॥ ২২ ॥
নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ †।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢ়ব্যা বৈরেণার্থাগমং ত্যজেৎ ॥ ২৩ ॥
স্নাতো নাঙ্গানি নির্ম্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ।

প্রবৃত্ত হইবে না।[২০] স্বার্থপর ব্যক্তির সহিত কখনই একত্র অব-স্থান করিবে না। ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সুশীল ব্যক্তির সংসর্গ প্রশংসনীয়।[২১] জ্ঞানী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। রাজন্! বিবাদ ও বিবাহ সমকক্ষ লোকের সহিত করাই কথঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ।[২২] বস্তুতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারো সহিত বিবাদ করিবে না, বৃথা শত্রুতা করাও অনুচিত। অল্প ক্ষতিও সহ্য করিবে, তথাপি কাহারো সহিত শত্রুতা করিয়া ধনোপার্জ্জন করা বিধি বিহিত নহে।[২৩] স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা বা হস্তদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। কেশ ঝাড়াও উচিত নহে। স্নানের পর উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে না। পদদ্বারা পদ আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিয়া অবস্থান করিবে না। গুরু লোকের সম্মুখে বিনয়ান্বিত হইয়া

---

* নাপরৈশ্চ সদা বুধঃ ইতি বা পঠিতব্যম্।
† শুষ্কবৈরঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ।

বীরাসনং গুরোরগ্রে * ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥
অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ॥ ২৬ ॥
সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখম্।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবন-বিন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ২৭ ॥
তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎ তদ্বৎ পন্থানং নাঽবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিন্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৮ ॥
শ্লেষ্মসিংহানকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে † ॥ ২৯ ॥
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ বুধঃ।
ন চৈবের্ষ্যুর্ভবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৩০ ॥

থাকিবে, উচ্চাসনে বসিবে না।[২৫] দেবাগার চতুষ্পথ মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়কে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিবে না।[২৬] জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, চন্দ্র অগ্নি সূর্য্য জল বায়ু পূজ্য ব্যক্তি, এতৎসমুদায়ের অভি-মুখে নিষ্ঠীবন বা মুত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না।[২৭] দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিবে না, পথেও প্রস্রাব করা কর্ত্তব্য নহে। শ্লেষ্ম মল মুত্র রক্ত, এ সমুদায় কখনই লঙ্ঘন করিবে না।[২৮] আহা-রের সময় শ্লেষ্ম ত্যাগ করা বা হাঁচা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ দেবপূজা মাঙ্গলিক কার্য্য জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে বা মহাজনসমীপে শ্লেষ্ম ত্যাগ করিবে না হাঁচিবেও না।[২৯] স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাও করিবে না। স্ত্রীলোকের প্রতি

* নোচ্চাসনং গুরোরগ্রে ইতি পাঠান্তরম্।
† ন মহাজনৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

মাঙ্গল্য-পুষ্প-রত্নাজ্য-পূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেদ্গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নৃপ * ॥ ৩১ ॥
চতুষ্পথান্ নমস্কুর্য্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ।
দীনানভ্যুদ্ধরেৎ সাধূন্ উপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥ ৩২ ॥
দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিণ্ডোদকপ্রদঃ।
সৎকর্ত্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ॥৩৩॥
হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাত্মা যোঽভিভাবতে †।
স যাতি লোকানাহ্লাদ-হেতুভূতান্ নৃপাক্ষয়ান্ ॥ ৩৪॥
ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাযুক্ত আস্তিকো বিনয়ান্বিতঃ।
বিদ্যাভিজনবৃদ্ধানাং যাতি লোকাননুত্তমান্ ॥ ৩৫ ॥

ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না, তাহাদের প্রতি কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্বও প্রদর্শন করিবে না।[৩০] সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি, মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ঘৃত, পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়কে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না।[৩১] চতুষ্পথ দেখিলে নমস্কার, যথাকালে হোম, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্ সুশীল ব্যক্তির সম্মান করিবে।[৩২] যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজা করেন, যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকেন, যিনি অতিথিসৎকার করেন, তিনি পর-লোকে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন।[৩৩] যিনি বিজিতেন্দ্রিয়, যিনি যথা-সময়ে মিত বাক্য হিত বাক্য ও প্রিয় বাক্য বলেন, তিনি দেহাব-সানে প্রীতিদায়ক অক্ষয় লোকে গমন করেন।[৩৪] যিনি ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাবান্ আস্তিক ও বিনীত, তিনি সৎকুলসম্ভূত বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাপ্য উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[৩৫] সূর্য্যগ্রহণ

* সদাচারে পরো নরঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† যো হি ভাষতে ইত্যন্যে পঠন্তি।

অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বাশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা॥ ৩৬॥
শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসনকৃৎ সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্॥ ৩৭॥
বর্ষাতপাদিকে চ্ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ॥ ৩৮॥
নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্দূরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্॥ ৩৯॥
দোষহেতূনশেষাংস্তু বশ্যাত্মা যো নিরস্যতি।
তস্য ধর্ম্মার্থকামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে॥ ৪০॥

কালে চন্দ্রগ্রহণ কালে পর্ব্বদিবসে অশৌচ সময়ে ও অকালে মেঘ গর্জ্জন হইলে, ইত্যাদি সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না।[৩৬] যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও মাৎসর্য্যবিহীন, যে সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল বলিতে হইবে।[৩৭] যিনি শরীর রক্ষা করিতে অভিলাষী, তিনি বর্ষার সময় ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন, রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং যখন যেখানে গমন করুন, কখনই পাদুকাবিহীন হইয়া যাইবেন না।[৩৮] পার্শ্ব বা ঊর্দ্ধ বা দূরবর্ত্তর প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। গমন কালে সম্মুখবর্ত্তী চারি হস্ত ভূমি দেখিতে দেখিতে যাইবেন।[৩৯] যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ও অন্যান্য দোষের মূল পরিহার করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের ব্যাঘাত হয় না।[৪০] কোন ব্যক্তি অনিষ্টাচরণ

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪১ ॥
যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে।
সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃতা মহী ॥ ৪২ ॥
তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্।
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

করিলে যিনি তাহার প্রত্যপকার না করিয়া মঙ্গলের চেষ্টা করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে যিনি তাহাকে প্রিয় ও হিত বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং সেই বন্ধুতানিবন্ধন যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দ্রবীভূত হইয়া আছে, মুক্তি তাঁহার হস্তগত বলিতে হইবে।[৪১] যে ব্যক্তি সদা সদাচার-পরায়ণ, যে ব্যক্তি বীতরাগ ও মিথ্যা মায়ার বশীভূত নহেন, যিনি কাম ক্রোধ ও লোভকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহার সত্য দ্বারাই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে।[৪২] অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবেন। সত্যই সর্ব্ব সাধারণকে প্রীত করে, পরন্তু যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারো অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌন অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।[৪৩] যে স্থলে প্রিয় বাক্য বলিলে হিতজনক ও যুক্তিসঙ্গত না হয়, সে স্থলে প্রিয় বাক্য কহিবে না, কারণ হিত বাক্য যদিও সাতিশয় অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাও বলা শ্রেয়ঃ।[৪৪] যে কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে প্রাণিগণের

* পাপেঽপ্যপাপঃ পুরুষেঽপ্যভিধত্তে ইতি বা পাঠঃ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে সদাচারো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

উপকারজনক হয়, মতিমান্ ব্যক্তি সেই কার্য্যেই মনোদ্বারা বাক্যদ্বারা ও ব্যবহারদ্বারা প্রবৃত্ত হইবেন।[৪৫]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ সদাচার-নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

সচেলস্য পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে।
জাতকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ * শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ॥ ১॥
যুগ্মান্ দৈবাংশ্চ পিত্র্যাংশ্চ সম্যক্ সব্যক্রমাদ্ দ্বিজান্।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ॥ ২॥
দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ॥ ৩॥
নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।

ঔর্ব্ব কহিলেন। পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা যদি সন্নিহিত থকেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্রেই স্নান করিবেন। পরে পুত্রের জাতকর্ম্ম ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[১] তিনি পূর্ব্বে উৎপন্ন অন্য পুত্রের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তন্মনা হইয়া বাম দিক্ হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবেন ও ভোজন করাইবেন।[২] রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাঙ্মুখ ও উত্তরমুখ হইয়া দধি আতপতণ্ডুল ও কুল-দ্বারা নির্ম্মিত পিণ্ড, দেবতীর্থদ্বারা বা প্রজাপতি তীর্থদ্বারা প্রদান করিবেন।[৩] ভূপতে! এই শ্রাদ্ধদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত

* জাতকর্ম্ম তথা কুর্য্যাৎ ইতি বা পঠ্যতাম্।

প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু ॥ ৪ ॥
কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥ ৫ ॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রয়তো গৃহী ॥ ৬ ॥
পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেশসমাসতঃ।
শ্রূয়তামবনীপাল! প্রেতকর্ম্মক্রিয়াবিধিঃ ॥ ৭ ॥
প্রেতদেহং শুভৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্।
দগ্ধ্বা গ্রামাদ্বহিঃ স্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে ॥ ৮ ॥
যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়েতি বাদিনঃ।
দক্ষিণাভিমুখা দদ্যুর্ব্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্ ॥ ৯ ॥

থাকেন অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সমুদায় অভ্যুদয়-কার্য্যেই এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবেন।[৪] কন্যার বিবাহ কালে, পুত্রের বিবাহ কালে, নূতন গৃহপ্রবেশকালে, বালকের নামকরণ সময়ে, চূড়াকর্ম্ম সময়ে।[৫] সীমন্তোন্নয়ন কালে, পুত্রমুখ দর্শন সময়ে এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে গৃহস্থ ব্যক্তি পবিত্র হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন।[৬] ভূপতে! পূর্ব্বে প্রাচীন মতানুসারে সঙ্ক্ষেপে পিতৃপূজার ক্রম বলিয়াছি, এক্ষণে প্রেত কর্ম্মের বিধান (বলিতেছি) শ্রবণ করুন।[৭]

(কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বন্ধুগণ) সেই মৃতদেহ স্নান করাইয়া মাল্যদ্বারা বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বস্ত্রের সহিত জলাশয়ে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া[৮] দক্ষিণমুখ হইয়া 'যত্র তত্র স্থিতায় অমুকায় এতৎ' (যে কোন স্থানে থাকুন, অমুককে এই জল দিলাম) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে।[৯] (যদি দিবাভাগে দাহ হয় তাহা হইলে)

প্রবিষ্টাশ্চ সমং গোভির্গ্রামং নক্ষত্রদর্শনে।
কটধর্ম্মাংস্ততঃ কুর্য্যুর্ভূমৌ প্রস্তরশায়িনঃ * ॥ ১০ ॥
দাতব্যোঽনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব।
দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যম্ অমাংসং মনুজর্ষভ ! ॥১১॥
দিনানি তাবদিচ্ছাতঃ কর্ত্তব্যং বিপ্রভোজনম্।
প্রেতস্তৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা ॥ ১২ ॥
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ † সপ্তমে নবমে তথা।
বস্ত্রত্যাগং বহিঃ স্নানং কৃত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্॥১৩॥
ততোঽনু বন্ধুবর্গস্তু ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্।
চতুর্থেঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং ভস্মাস্থিচয়নং নৃপ ॥ ১৪ ॥

গোপ্রবেশ সময়ে অর্থাৎ সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে ভূমিতে তৃণ শয্যায় শয়ান থাকিয়া (প্রতিদিন) প্রেতকৃত্য করণে প্রবৃত্ত হইবে।[১০] রাজন্! (যে পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে সেই পর্য্যন্ত প্রতিদিন) প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটী পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে। মহাত্মন্! দিবাভাগে একবার মাত্র মাংসবর্জ্জিত অন্ন ভোজন করিবে।[১১] এই অশৌচের কএক দিন ইচ্ছানুসারে সপিণ্ড ও সমানোদক জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইবে, কারণ বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইয়াথাকে।[১২] অশৌচের প্রথম তৃতীয় সপ্তম ও নবম দিবসে বস্ত্রত্যাগ ও বহির্দ্দেশে স্নান করিয়া প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান করিবেন।[১৩] তাহার পরেই তাঁহার বন্ধুগণকে ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিতে হইবে। রাজন্! অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও

* ভূমৌ প্রস্তরশায়িন ইতি পাঠান্তরম।

† প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে বা ইতি বা পাঠ্যতাম।

তদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
যোগ্যাঃ সর্ব্বক্রিয়াণান্তু সমানসলিলাস্তথা॥ ১৫ ॥
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদন্যত্র পার্থিব!।
শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতা॥ ১৬ ॥
বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ মুনৌ মৃতে।
সদ্যঃশৌচং তথেচ্ছাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু॥ ১৭ ॥
মৃতবন্ধোর্দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে॥ ১৮ ॥
বিপ্রস্যৈতদ্, দ্বাদশাহং রাজন্যস্যাপ্যশৌচকম্।

অস্থি চয়ন করা বিধেয়।[১৪] অনন্তর সপিণ্ডদিগের অঙ্গস্পর্শ করিবে। যাঁহারা সমানোদক তাঁহারা অশৌচের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিতে পারেন[১৫] কিন্তু তাঁহারা স্রক্ চন্দন প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পারিবেন না। ঐ সময় শয্যা আসন প্রভৃতি ভোগ বিষয়ে তাঁহারা এবং সপিণ্ডগণও অধিকারী। ভস্ম ও অস্থি চয়নের পর স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।[১৬]

বালক মৃত হইলে, দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে, পতিত ব্যক্তি মরিলে, গুরু স্বর্গারোহণ করিলে, কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, জল অগ্নি বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণের পরক্ষণেই অশৌচ নিবৃত্তি হয়।[১৭] যাহার মৃতাশৌচ হয়, দশ দিবস পর্য্যন্ত তাহার গোত্রের অন্ন ভোজন করা বিধেয় নহে। অশৌচ কালের মধ্যে দান প্রতিগ্রহ যজ্ঞ অধ্যয়ন, এ সমুদায় কর্ম্ম করিবে না।[১৮] ব্রাহ্মণের যেরূপ অশৌচ হয়, কহিলাম। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, শূদ্রের এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে।[১৯]

অৰ্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥
অযুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজানাদ্যে ততো দিনে।
দদ্যাদ্ দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতায়োচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ২০ ॥
বার্য্যায়ুধপ্রতোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজভোজনাৎ।
প্রষ্টব্যোঽনন্তরং বর্ণৈঃ শুদ্ধ্যেরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ ॥২১॥
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
তান্ কুর্ব্বীত পুমান্ জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা ॥ ২২ ॥
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্।
আহ্বানাদিক্রিয়াদৈবনিযোগরহিতংহি তৎ ॥ ২৩ ॥
একোঽর্ঘস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্।
প্রেতায় পিণ্ডো দাতব্যো ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু ॥ ২৪ ॥
প্রশ্নশ্চ তত্রাভিরতির্যজমানৈর্দ্বিজন্মনাম্।

অনন্তর অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে তিনটী বা পাঁচটী যত ইচ্ছা অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের সমীপে দর্ভের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে।[২০] পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে, ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে, বৈশ্য প্রতোদকে, শূদ্র যষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধ হইবেন।[২১] অনন্তর চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি তাহার অনুষ্ঠান করিবেন এবং স্ব ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[২২] পরে প্রতিমাসে মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ মন্ত্রণ নাই।[২৩] এই মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটী অর্ঘ্য ও একটী পবিত্র দান করিবে। পরে অযুগ্ম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া প্রেতোদ্দেশে পিণ্ড দান করিবে।[২৪] অনন্তর যজমান

অক্ষয্যমমুকস্যেতি বক্তব্যং বিরতৌ তথা ॥ ২৫ ॥
একোদ্দিষ্টময়ো ধর্ম্ম ইত্থমাবৎসরাৎ স্মৃতঃ।
সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র! তচ্ছৃণু ॥ ২৬ ॥
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব!।
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং* তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥
পাত্রং প্রেতস্য তত্রৈকং পাত্রত্রয়যুতং তথা।
সেচয়েৎ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপ! ত্রিষু ॥ ২৮ ॥
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে!।
শ্রাদ্ধধর্ম্মৈরশেষৈস্তু তৎপূর্ব্বানর্চ্চয়েৎ পিতৄন্ ॥ ২৯ ॥
পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ †।
সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ! জায়তে ॥ ৩০ ॥

'অভিরম্যতাম্' এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণেরা 'অভিরতাঃ স্মঃ' এই উত্তর করিবেন। পরে ব্রাহ্মণেরা 'অমুকস্য অক্ষয্যমিদমুপতিষ্ঠতাম্' এই বাক্য বলিবেন।[২৫] এইরূপ এক বৎসর প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট করিবে। রাজন্! এক বৎসর অতীত হইলে যে সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[২৬] ভূপতে! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্দিষ্ট বিধানানুসারে করিতে হইবে। ইহাতে তিল গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটী পাত্র স্থাপন করিবে।[২৭] এই পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একপাত্র প্রেতের ও তিন পাত্র পিতৃলোকের। অনন্তর প্রেত-পাত্রস্থ জলাদিদ্বারা পিতৃপাত্রত্রয় সিক্ত করিবে।[২৮] মহীপতে! পরে সেই প্রেত পিতৃভাবাপন্ন হইলে স্বধাকারাদি দ্বারা তদবধি ঊর্দ্ধ্বতন তিন পুরুষের অর্চ্চনা করিবে।[২৯] রাজন্! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র বা অন্য কোন সপিণ্ডতনয় সপিণ্ডী-

---

* বলিগন্ধোদকৈর্যুক্তম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† বন্ধুর্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা॥ ৩১॥
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ!।
সংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য বা ক্রিয়া *॥ ৩২॥
উৎসন্নবন্ধু-ঋকথানাং কারয়েদবনীপতিঃ।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ॥৩৩॥
ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়া হ্যেতাস্তাসাং ভেদং শৃণুষ্ব মে।
আদাহ-বার্য্যায়ুধাদি-স্পর্শাদ্যন্তাস্তু যাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩৪॥
তাঃ পূর্ব্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞিতাঃ।
প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু॥ ৩৫॥
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ।

করণে অধিকারী হইবে।[৩০] যদি কোন সপিণ্ডসন্ততি না থাকে, তাহা হইলে, সমানোদকসন্তান, তদভাবে মাতামহসপিণ্ড, তদভাবে মাতামহসমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে।[৩১] যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই উচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্ত্রীলোক তাহার কার্য্য করিতে পারিবে। তদভাবে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ি প্রভৃতি প্রেতকৃত্য করিবে।[৩২] যাহার বন্ধু ও উত্তরাধিকারী নাই, রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন।[৩৩] এই তিন-প্রকার ঔর্দ্ধ্ব-দেহিক ক্রিয়ার ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দাহ অবধি বারি আয়ুধ প্রভৃতি স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া[৩৪] তাহার নাম আদ্য ক্রিয়া। মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের নাম মধ্যক্রিয়া। প্রেত, পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর[৩৫] যে সকল শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম অন্তিমক্রিয়া। পিতা মাতা সপিণ্ড সমানো-

* প্রেতস্য যা ক্রিয়া ইতি বা পঠিতব্যম্

পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈস্তু সমানসলিলৈস্তথা ॥ ৩৬ ॥
তৎসংঘান্তর্গতৈশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥৩৭ ॥
দৌহিত্রৈর্বা নরশ্রেষ্ঠ! কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা।
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজন্! একোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব!।
যদা যদা চ কর্ত্তব্যা বিধিনা যেন বানঘ! ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে প্রেতৌর্দ্ধদেহিকং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

দক[৩৬] শিষ্য গুরু সহাধ্যায়ী বন্ধু রাজা বা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারী, ইহারা পূর্ব্ব ক্রিয়া করিবে, পরন্তু পুত্রপৌত্রাদি ব্যতীত অন্য কেহ অন্তিম ক্রিয়া করিতে পারে না।[৩৭] পুত্রাদি না থাকিলে. দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয়ও ঐ অন্তিমক্রিয়া করিতে পারে। রাজন্! প্রতিবৎসর মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অন্তিম ক্রিয়া করিবে;[৩৮] রাজন্! যাহাকে অন্তিম ক্রিয়া বলা যায়, তাহা যে যে সময় যে যে বিধানানুসারে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[৩৯]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ প্রেতৌর্দ্ধদেহিক-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-সূর্য্যাগ্নিবসুমারুতান্।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্ ॥ ১ ॥
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞকম্ *।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্ব্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥ ২ ॥
মাসি মাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং নরেশ্বর!।
তথাষ্টকাসু কুর্ব্বীত কাম্যান্ কালান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ৩ ॥
শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্।

ঔর্ব্ব কহিলেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসুগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, ঋষিগণ, পক্ষিগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, সরীসৃপগণ, পিতৃগণ ও অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ পরিতৃপ্ত হন।[২] রাজন্! প্রতিমাসে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে এই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে কাম্য শ্রাদ্ধের কাল বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[৩] যখন শ্রাদ্ধের উপযুক্ত দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাইবে,

---

* যচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞতম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

অগ্রহায়ণ মাসের পরবর্ত্তী তিনটী কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা বলে ৩

শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেঽয়নে তথা ॥ ৪ ॥
বিষুবে চৈব সংপ্রাপ্তে গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ।
সমস্তেষ্বেব ভূপাল! রাশিষ্বর্কে চ গচ্ছতি ॥ ৫ ॥
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥ ৬ ॥
অমাবাস্যা যদা মৈত্র! বিশাখাস্বাতিযোগিনী।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকীম্‌॥ ৭ ॥
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চর্ক্ষে পুনর্ব্বসৌ।
দ্বাদশাব্দং তদা তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরোঽর্চিতাঃ ॥ ৮ ॥
বাসবাজৈকপাদৃক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্‌।
বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৯ ॥

কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন (ইচ্ছানুসারে) শ্রাদ্ধ করিবে।[৪] বিশেষতঃ বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্রগ্রহণকালে প্রত্যেক সংক্রান্তিদিবসে[৫] গ্রহ নক্ষত্র দূষিত হইলে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে।[৬] যে সময় অমাবস্যা তিথিতে অনুরাধা, বিশাখা ও স্বাতী নক্ষত্রের যোগ হয়, সে সময় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন।[৭] যে সময় অমাবস্যা তিথিতে পুষ্যা, আর্দ্রা বা পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগ হয়, তৎকালে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন।[৮] যিনি দেবগণেরও পিতৃগণের তৃপ্তি জন্মাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে অমাবস্যা তিথিতে জ্যেষ্ঠা,

উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ও বিষুব সংক্রান্তি পৃথক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে শ্রাদ্ধ করিলে সমধিক ফল হয়। ৪। ৫

ধান্য ও যব ব্যতীত অন্য নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে; কারণ ধান্য ও যব নূতন আসিলে নিত্যশ্রাদ্ধ (নবান্ন) করিতে হয়। ৬

নবস্বৃক্ষেষ্বমাবস্যা যদৈতেষ্ববনীপতে! ।
তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্ ॥ ১০ ॥
গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাত্মনে।
পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় শ্রদ্ধয়াবনতায় চ * ॥ ১১ ॥
বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া
নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১২ ॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-
রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা নক্ষত্রের যোগ অতীব দুর্লভ।[৯] অবনী-পতে! অমাবস্যার সময় পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রের যোগ হইলে যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, পিতৃলোক সাতিশয় তৃপ্ত হন, পরন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিন শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের সমধিক তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[১০] যখন পিতৃভক্ত শ্রদ্ধা-বনত মহাত্মা পুরূরবা সনৎকুমারের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলেন যে[১১] বৈশাখ মাসের শুক্ল-পক্ষের তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসের পূর্ণিমা[১২] এই চারি মাসের চারিটী তিথি যুগাদ্যা। পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বলিয়াছেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিলে অনন্ত ফল হয়।[১৩] বৈশাখ মাসের

---

* প্রশ্রয়াবনতায় চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

রত্নগর্ভ ও শ্রীধরস্বামী উভয়েই ব্যাখ্যা করেন যে, মাঘ মাসের পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যা তিথি যুগাদ্যা। ইহাতে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়। আমি সরল ভাবে যেরূপ বুঝিলাম, অনুবাদ করিলাম। পঞ্জিকাতেও মাঘী পূর্ণিমাকে যুগাদ্যা বলে।১২

চন্দ্রক্ষয়ো মাধবমাসি যত্র
দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ ।
মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়স্তথৈব
চ্ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥ ১৪ ॥
উপসংপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ
ত্রিষ্বষ্টকাস্বপায়নদ্বয়ে চ ।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্ব্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ১৫ ॥
মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচিৎ
উপৈতি যোগং যদি বারুণেন ।
ঋক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং
নহ্যল্পপুণ্যৈর্নৃপ ! লভ্যতেঽসৌ ॥ ১৬ ॥
কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্

অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুবসংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরের আদ্য তিথি, ছায়াগত ব্যতিপাতযোগ,[১৪] চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তিনটী অষ্টকা, উত্তরায়ণকাল ও দক্ষিণায়নকাল, এই সকল সময় যে ব্যক্তি বিশুদ্ধাচার হইয়া পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করিবার ফল হয়। পিতৃগণ এই গোপনীয় বিষয় বলেন।[১৫] যদি কদাচিৎ মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহা পিতৃগণের পক্ষে পরম উৎকৃষ্ট সময়। রাজন্! ঈদৃশ যোগ পাওয়া অল্প পুণ্যের কর্ম্ম নহে।[১৬] রাজন্! ঐ মাঘমাসের অমাবস্যা দিবসে যদি

ভবন্তি ভূপাল! তদা পিতৃভ্যঃ।
দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্ম্মনুষ্যৈঃ॥ ১৭॥
তত্রৈব চেদ্ভাদ্রপদাস্তু পূর্ব্বাঃ
কালে তদা যৎ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ।
শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন
যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি॥ ১৮॥
গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা।
অত্রাবগাহ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণাং দুরিতং নিহন্তি॥ ১৯॥
গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সদৈব
বর্ষামঘাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ।
মাঘাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈঃ

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে, সেই দিবস কুলজ মনুষ্যেরা অন্ন জল প্রদান করিলে, পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন।[১৭] ঐ মাঘ মাসের অমাবস্যাতে যদি পূর্ব্বভাদ্রপৎ নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে, পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সম্পূর্ণ এক যুগ পরিতৃপ্ত হইয়া নিদ্রা যান।[১৮] গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যের মধ্যবর্ত্তী গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া আদরপূর্ব্বক পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে সমুদায় পাপক্ষয় হয়।[১৯] পিতৃলোক সর্ব্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি (অপর পক্ষের মঘা-ত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ-জনিত তৃপ্তি) লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মাঘমাসের

যাস্যামি তৃপ্তিং* তনয়াদিদত্তৈঃ ॥ ২০ ॥
চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ
নৃণাং প্রয়চ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥ ২১ ॥
পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাংশ্চ শৃণুষ্ব মে।
শ্রুত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাত্মনা।† ॥ ২২ ॥
অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্বপিষ্যতি ‡ ॥ ২৩ ॥
রত্নবস্ত্রমহীযানসর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥ ২৪ ॥

অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুভ তীর্থসলিলদ্বারা পরিতৃপ্ত হইব।[২০] (শ্রাদ্ধকালে) বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল,' কথিত বিধি, যথোক্ত পাত্র ও পরম ভক্তি, এই সমুদায় হইতে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।[২১] এ স্থলে কতকগুলি পিতৃ-গীতা শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি এই পিতৃগীতা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন।[২২]

যিনি বিত্তশাঠ্য না করিয়া আমাদিগকে পিণ্ডদান করেন, এরূপ ধন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, (তাহা হইলে আমরা কৃতকৃত্য হই।)[২৩] সেই সন্তানের যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে, তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য দান করি-

* যাস্যামতৃপ্তিম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† তত্র ভৃতাত্মনা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ পিণ্ডান্ নির্বাপয়িষ্যতি ইতি বা পঠিতব্যম্।

অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ॥ ২৫॥
অসমর্থোঽন্নদানস্য ধান্যমানং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপি দক্ষিণাম্॥ ২৬॥
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্ভূপ! দাস্যতি॥ ২৭॥
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি॥ ২৮॥
যতঃ কুতশ্চিৎ সংপ্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স দাস্যতি *॥ ২৯॥

বেন।[২৪] যদি তাদৃশ বিষয় বিভব না থাকে, তাহা হইলে, যথা-কালে ভক্তিনম্র হইয়া যথাশক্তি অন্নদ্বারা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইবে।[২৫] যদি অন্নদানেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে স্বশক্তি অনুসারে আম ধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবে।[২৬] রাজন্! যদি কোন ব্যক্তি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, করাগ্রদ্বারা কতকগুলি তিল গ্রহণ করিয়া কোন প্রধান ব্রাহ্মণকে নমস্কারপূর্ব্বক দান করিবে।[২৭] অথবা ভক্তিনম্র হইয়া সাতটী বা আটটী তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।[২৮] অথবা যদি ইহা-তেও অপারগ হয়, তাহা হইলে, যে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক তৃণ সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির উদ্দেশে গাভীকে প্রদান করিবে।[২৯] যদি কিছুরই সঙ্গতি না হয়, তাহা

* শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রদাস্যতি ইতি বা পঠনীয়ম্।

যতগুলি তৃণদ্বারা একটী গাভীর একটী দিন তৃপ্তি হয়, তাহাকে গবাহ্নিক বলে।২৯

সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৃন্ নতোঽস্মি।
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ
ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥ ৩১ ॥
ঔর্ব্ব উবাচ।
ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্।
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব ! ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে শ্রাদ্ধকল্পো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

হইলে, বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কক্ষামূল প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্থাৎ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আদিত্যপ্রভৃতি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে,[৩০] আমার (সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি) বিত্ত নাই, (ধান্য তিল যব প্রভৃতি) ধন নাই, আমার পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তুও নাই, অতএব আমি পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি। আমার একমাত্র ভক্তিদ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হউন, আমি এই বাহুদ্বয় আকাশে নিক্ষেপ করিলাম।[৩১]

ঔর্ব্ব কহিলেন, রাজন্! ধন থাকিলে কি করিতে হইবে, ধন না থাকিলেই বা কিরূপ করিতে হইবে, তাহা এই পিতৃগণ বলিয়াছেন। যিনি উক্তরূপ করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করা হয়।[৩২]

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ শ্রাদ্ধকল্প-নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কক্ষামূল--বগল। কক্ষামূলপ্রদর্শন নির্ধনতার চিহ্ন। ৩০

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে যদ্গুণাংস্তান্ নিবোধ মে।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ১॥
বেদবিৎ শ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ।
ঋত্বিক্ স্বস্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা॥ ২॥

ঔর্ব্ব কহিলেন। শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ. ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী হইবেন।[১] এই ব্রাহ্মণের বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠসামগ হওয়া আবশ্যক। ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর,[২] মাতুল,

---

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়ের পরিত্যাজ্য বিষয় ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে কথিত হইতেছে। বেদের অন্তর্গত দ্বিতীয় কঠীকস্থ তিন অনুবাকের নাম ত্রিণাচিকেত। যাঁহারা তাহা অধ্যয়ন ও তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেও ত্রিণাচিকেত বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ, মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি তিনটী ঋকবেদের মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নাম ত্রিমধু। যিনি ব্রহ্মমেতন্মাম্ ইত্যাদি অনুবাকত্রয় পাঠ করেন, তিনি ত্রিসুপর্ণ। যিনি. শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ছন্দোগ্রন্থ, এই ছয় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী বলা যায়।১

যিনি বেদার্থবিচারে সমর্থ তাঁহাকে বেদবিৎ বলা যায়। যিনি বেদোক্ত সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রোত্রিয়। যিনি যোগাভ্যাস করেন, তিনি যোগী। ঋক্-বেদের অন্তর্গত মূর্দ্ধানং দিব ইত্যাদি সামগানের নাম জ্যেষ্ঠসাম। যিনি তাহা গান করিতে পারেন, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠসামগ বলা যায়।২

মাতুলোঽথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাগ্ন্যভিরতস্তথা।
শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ ॥ ৩ ॥
এতান্ নিয়োজয়েৎ শ্রাদ্ধে পূর্ব্বোক্তান্ প্রথমং নৃপ !।
ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুষ্ট্যর্থমনুকল্পেষ্বনন্তরান্ ॥ ৪ ॥
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ।
কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্ঝঃ সোমবিক্রয়ী ॥ ৫ ॥
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকস্তদ্বৎ ভৃতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥ ৬ ॥
পরপূর্ব্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ।

তপোনিরত, আহবনীয়াদি-পঞ্চাগ্নি-নিরত, শিষ্ট, সম্বন্ধী, অথবা মাতাপিতার প্রতি অনুরক্ত ব্রাহ্মণ,[৩] এই সমুদায় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত (জ্যেষ্ঠসামগ পর্য্যন্ত) ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করাই মুখ্য কল্প। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, অনুকল্প-স্বরূপ শেষোক্ত ব্রাহ্মণ (নিয়োগ) করিবে।[৪] মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, (অধিকারী হইয়াও) অগ্নিত্যাগী ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী,[৫] সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, যাঁহার উপর মহাপাতকিত্ব-দোষের আরোপ হইয়াছে, চৌর, পিশুন, গ্রামযাজক, যিনি বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপন বা অধ্যয়ন করেন,[৬] যিনি পরপূর্ব্বাপতি, যিনি মাতাপিতা পরিত্যাগ করেন, যিনি শূদ্রসন্তান প্রতি-

---

যাঁহার নখ কুৎসিত তাঁহার নাম কুনখী। যাঁহার দন্ত স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহাকে শ্যাবদন্ত বলা যায়। অবিবাহিতা নারীর নাম কন্যা। যিনি সোমলতা বিক্রয় করেন, তিনি সোমবিক্রয়ী।৫

যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরের দোষকীর্ত্তন করে, তাহার নাম পিশুন। গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব জাতির নিকট সংগৃহীত ধনে যে পূজা হয়, যিনি তাহার পৌরোহিত্য করেন, তিনি গ্রামযাজক।৬

বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলীপতিরেব চ।
তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্॥ ৭॥
প্রথমেঽহ্নি বুধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন্ নিমন্ত্রয়েৎ।
কথয়েচ্চ তদৈবৈষাং নিয়োগান্ পৈত্র্যদৈবিকান্* ॥৮॥
ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীন্ আয়াসঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
যজমানো ন কুর্বীত দোষস্তত্র মহানয়ম্॥ ৯॥
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা তু ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৄন্॥ ১০॥
তস্মাৎ প্রথমমত্রোক্তং দ্বিজাগ্র্যাণাং নিমন্ত্রণম্।

পালন করেন, যিনি শূদ্রাণীর ভর্ত্তা, যিনি দেবলক। এই সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না।[৭]

বিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন। ঐ নিমন্ত্রণ-কালে তিনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ বা পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ তাহা বলিয়া দিবেন।[৮] শ্রাদ্ধের দিবস যজমান, ও ব্রাহ্মণ, ক্রোধ, স্ত্রীসহবাস এবং শারীরিক পরিশ্রম করিবে না, কারণ তাহাতে মহাদোষ ঘটিয়া থাকে।[৯] পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পর দিন শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বা ভোজন করাইয়া স্ত্রীসহবাস করিলে, তাঁহার পিতৃগণ রেতঃকুণ্ডে নিমগ্ন হন।[১০] এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন প্রধান ব্রাহ্মণকে

* পিতৃদৈবিকান্ ইতি বা পঠ্যতাম্।

যে কন্যা একবার অন্যকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল, সেই কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, তাঁহাকে পরপূর্ব্বাপতি বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ বেতন গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর দেবপূজা করেন, তাঁহার নাম দেবলক। তিনি হব্য কব্যাদিতে রহিত হইয়া থাকেন।৭

অথবা নিমন্ত্রণ কালে এই বলিয়া দিবেন যে, আপনি শুচি ও অক্রোধ হইয়া ভোজন করিবেন।৮

অনিমন্ত্র্য দ্বিজান্ গেহম্ আগতান্ ভোজয়েদ্ যতীন্ ॥১১॥
পাদশৌচাদিনা গেহম্ আগতান্ পূজয়েদ্ দ্বিজান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তান্ আসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ১২ ॥
পিতৃণামযুজো যুগ্মান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্।
দেবানামেকমেকং বা পিতৃণাঞ্চ নিয়োজয়েৎ * ॥ ১৩ ॥
তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্।
কুর্ব্বীত ভক্তিসম্পন্নস্তন্ত্রং বা বৈশ্বদৈবিকম্ ॥ ১৪ ॥
প্রাঙমুখান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াত্মকান্।
পিতৃপৈতামহানাঞ্চ † ভোজয়েচ্চাপ্যুদঙ্মুখান ॥ ১৫ ॥

নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। অনিমন্ত্রিত সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ যদি গৃহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, শ্রাদ্ধে তাঁহাকেও ভোজন করাইতে পারিবে।[১১]

ব্রাহ্মণ, গৃহে আগমন করিবামাত্র পাদ-প্রক্ষালন-প্রভৃতি-দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণ আচমনপূর্ব্বক পবিত্র-পাণি হইলে তাঁহাকে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে।[১২] পিতৃ-পক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, যে কয়েকটী পারে, নিযুক্ত করিবে। অথবা পিতৃপক্ষে একটী ও দেবপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ বসাইবে।[১৩] এইরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ-শ্রাদ্ধ করিবে। অথবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটীমাত্র বিশ্ব-দেব কল্পনা করিবে।[১৪] পিতৃগণের ও মাতামহগণের দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইবে।[১৫] রাজন্!

* পিতৃণাঞ্চ বিশেষয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।
† পিতৃমাতামহানাঞ্চ ইতি বা পাঠঃ।

পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহুঃ শ্রাদ্ধস্য করণং নৃপ!।
একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ॥ ১৬॥
বিষ্টরার্থং কুশান্ দত্ত্বা সংপূজ্যার্ঘ্যবিধানতঃ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া॥ ১৭॥
যবাম্বুনা তু দেবানাং কুর্য্যাদর্ঘ্যং বিধানবিৎ*।
স্রগ্‌গন্ধধূপদীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি॥ ১৮॥
পিতৄণামপসব্যং তৎ সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিধাকৃতান্॥ ১৯॥
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৄণান্তু কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ।
তিলাম্বুনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং নৃপ!॥ ২০॥

কোন কোন মহর্ষি বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কেহ বা বলেন, একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ হইতে পারে।[১৬]

বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের নিমিত্ত কুশ প্রদান করিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহনে প্রবৃত্ত হইবে।[১৭] পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যব-সহিত উদকদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাঁহাদিগকে মাল্য গন্ধ ধূপ দীপ দান করিবে।[১৮] অনন্তর বাম দিকে পিতৃগণকেও তৎসমুদায় প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া দুই ভাগে দর্ভ প্রদান করিবে।[১৯] অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি, (উশন্তস্ত্বা ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিবে। রাজন্! পরে বাম দিকে সতিলোদকদ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।[২০]

* বিধানতঃ ইতি বা পাঠঃ।

কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং নৃপাধ্বগম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥ ২১ ॥
যোগিনো বিবিধৈরূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাদভ্যর্চ্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রাতিথিং বুধঃ *।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি নরেন্দ্রাপূজিতোঽতিথিঃ † ॥২৩॥
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জমন্নং ততোঽনলে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিঃকৃত্বঃ পুরুষর্ষভ! ॥ ২৪ ॥
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্যা তদনন্তরম্।

এই সময় যদি যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া যথা-সাধ্য তাঁহার পূজা করিবে।[২১] যোগীরা লোকের উপকার-সাধনের উদ্দেশে নানারূপ ধারণপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারা দুঃসাধ্য।[২২] রাজেন্দ্র! এই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রাদ্ধসময়ে অভ্যাগত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন। যদি সে সময় অতিথির পূজা না হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধেরও ফল হয় না।[২৩] পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন রহিত ও লবণ রহিত অন্নদ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।[২৪] রাজন্! তন্মধ্যে 'অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা' কব্যবাহ অগ্নিকে প্রদান করিতেছি, এই বলিয়া প্রথম আহুতি, 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' পিতৃমান্ সোমকে প্রদান

* শ্রাদ্ধকালেঽতিথিং বুধঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† কালেঽন্যাপূজিতোঽতিথিঃ ইত্যন্যো পঠন্তি।

বৈবস্বতায় চৈবান্যা তৃতীয়া দীয়তে ততঃ ॥ ২৫ ॥
হুতাবশিষ্টমল্পাল্পং পিত্রপাত্রেষু নির্বপেৎ।
ততোঽন্নং মিষ্টমত্যর্থমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ * ॥ ২৬ ॥
দত্ত্বা জুষধ্বমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্।
ভোক্তব্যং তৈশ্চ তচ্চিত্তৈর্মৌনিভিঃ সুমুখৈঃ সুখম্ ॥ ২৭ ॥
অক্রুধ্যতা চাত্বরতা দেয়ং তেনাপি ভক্তিতঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণং তিলৈঃ ॥ ২৮ ॥
কৃত্বা ধ্যেয়াঃ স্বপিতরস্ত এব দ্বিজসত্তমাঃ।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্বদ্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥

করিতেছি, এই বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি, 'বৈবস্বতায় স্বাহা' যমকে প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে।[২৫] তৎপরে হুতাবশিষ্ট লইয়া অল্প অল্প পিতৃপাত্র সমুদায়ে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত মিষ্ট অন্ন (ব্রাহ্মণদিগকে)[২৬] দান করিয়া কোমল ভাবে বলিবে যে, 'ইচ্ছাতো জুষধ্বম্' যথেচ্ছ রূপে ভোজন করুন। ব্রাহ্মণেরাও তদ্গতচিত্ত ও মৌনী হইয়া প্রসন্ন মুখে ভোজন করিবেন।[২৭] শ্রাদ্ধকর্ত্তাও ক্রোধহীন ও ত্বরাহীন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক (ভক্ষ্য-দ্রব্য) প্রদান করিতে থাকিবেন। অনন্তর রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ ও ভূমিতে তিল আস্তীর্ণ[২৮] করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ ভাবনা করিবে। (পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।)

আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইঁহারা ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হউন।[২৯] আমার পিতা পিতামহ ও প্র-

* অভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ ইতি বা পঠ্যতাম্।

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্বগ্নি-হোমাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ॥ ৩১ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু মে ভক্ত্যা যন্ময়ৈতদিহাকৃতম্ ॥ ৩২ ॥

মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য
পিতা তথা তস্য পিতা তথান্যঃ *।
বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়ান্তু
তৃপ্তিং প্রণশ্যন্তু চ যাতুধানাঃ ॥ ৩৩ ॥
যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে ॥ ৩৪ ॥

পিতামহ, ইঁহারা অগ্নি ও হোমদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া পরিতৃপ্ত হউন।[৩০] আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইঁহারা ভূতলে মদ্দত্ত পিণ্ডদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।[৩১] এই শ্রাদ্ধে আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছি তদ্বিষয়ে, আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইঁহারা (একমাত্র) আমার ভক্তিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।[৩২] আমার মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ, এবং বিশ্বদেবগণ, ইঁহারা পরম তৃপ্তি লাভ করুন, নিশাচরগণ প্রনষ্ট হউক্।[৩৩] এখানে সমস্ত হব্য-কব্য-ভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর

* তথা পিতা তিস্য পতা চ যোঽন্যঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নং বিপ্রেষু ভূতলে *।
দদ্যাচ্চাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৩৫ ॥
সুতৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সর্ব্বেণান্নেন ভূতলে।
সতিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সম্যগ্ দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩৬ ॥
পিতৃতীর্থেন সতিলাঁন্ দদ্যাদথ জলাঞ্জলীন্।
মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেন নির্ব্বপেৎ ॥ ৩৭ ॥
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।
অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব হি ॥ ৩৮ ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদিপূজিতম্।
স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ৩৯ ॥

হরি (সন্নিহিত আছেন)। সেই ঈশ্বরের সন্নিধানহেতু ক্ষণকাল-মধ্যেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুক।[৩৪]

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে কতকগুলি অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে এক এক গণ্ডূষ জল দিতে হইবে।[৩৫] পরে উত্তম পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে সমাহিত হইয়া তিল ও ব্যঞ্জনাদিসহিত উত্তম অন্নদ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দান করিবে।[৩৬] তৎপরে পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। মাতামহদিগকেও সেই পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ড দান করিবে।[৩৭] এই সকল কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে প্রথমতঃ জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিষ্কৃত স্থানে[৩৮] ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকট দক্ষিণাগ্র কুশসমূহ বিস্তার করিয়া স্বীয় পিতাকে পুষ্প ধূপ

* তৃপ্তেষ্বেতেষ্ববকিরেদন্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।
পিতৃতীর্থ অর্থাৎ হস্তাগ্র।[৩৭]

পিতামহায় চৈবান্যৎ তৎপিত্রে চ তথাপরম্।
দর্ভমূলে লেপভুজঃ প্রীণয়েল্লেপঘর্ষণৈঃ ॥ ৪০ ॥
পিণ্ডৈর্মাতামহাংস্তদ্বদ্গন্ধমাল্যাদিসংযুতৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাচ্চাচমনং ততঃ * ॥ ৪১ ॥
পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা † তন্মনস্কো নরেশ্বর!।
সুস্বধেত্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥ ৪২ ॥
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্।
প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তেন ইতীরয়েৎ ‡ ॥ ৪৩ ॥
তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।
পশ্চাদ্বিসর্জ্জয়েদ্দেবান্ পূর্ব্বং পৈত্র্যান্ মহামতে! ॥ ৪৪॥

দীপ প্রভৃতিদ্বারা অর্চ্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে।[৩৯] তৎপরে পিতামহকে একটী ও প্রপিতামহকে একটী (পিণ্ড দিবে)। অনন্তর হস্তে লিপ্ত অন্ন ঘর্ষণ করিয়া দিয়া লেপভোগী পিতৃগণকে প্রীত করিবে।[৪০] পরে এইরূপে গন্ধমাল্যপ্রভৃতি-সংযুক্ত পিণ্ডদ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আচমনীয় জল প্রদান করিতে হইবে।[৪১] রাজন্! তৎপরে তন্মনা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সুস্বধা এই আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে।[৪২] অনন্তর দক্ষিণা-প্রদান হইলে বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিতে হইবে যে, ইহাদ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট ইহার উত্তরও লইতে হইবে।[৪৩] মহামতে! ব্রাহ্মণেরা তথাস্তু এই কথা বলিলে তাঁহাদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে পশ্চাৎ দেব-

* দদ্যাদাচমনং ততঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।
† পৈত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা ইতি বা পঠিতব্যম্।
‡ ইতীরয়ন্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ।
ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বদ্বিসর্জ্জনে॥ ৪৫॥
আপাদশৌচনাৎ পূর্ব্বং কুর্য্যাদ্দেবদ্বিজন্মসু।
বিসর্জ্জনন্তু প্রথমং পৈত্রমাতামহেষু বৈ॥ ৪৬॥
বিসর্জ্জয়েৎ প্রীতিবচঃ সংমানাভ্যর্চ্চিতাংস্ততঃ।
নিবর্ত্তেতাভ্যনুজ্ঞাত আদ্বারান্তাদনুব্রজেৎ॥ ৪৭॥
ততস্তু বৈশ্বদেবাখ্যাং* কুর্য্যান্নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।
ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পূজ্য-ভৃত্যবন্ধুভিরাত্মনঃ†॥ ৪৮॥

পক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে।[৪৪] দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার সময়ও এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জ্জন বিষয়ে (পিতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় ক্রম জানিবে।)[৪৫] (ইহার তাৎপর্য্য এই যে) কি পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ কি মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ, উভয় স্থলেই অগ্রে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণের পাদ শৌচপ্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন (ও দক্ষিণাদান) পূর্ব্বে করিতে হইবে।[৪৬]

অনন্তর প্রীতিবাক্য প্রয়োগ ও সম্মানপূর্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণের বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।[৪৭] তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেবনামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। পরে সংযতচিত্ত হইয়া মান্য ব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্যপ্রভৃতির সহিত একত্র ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে।[৪৮]

* ততশ্চ বৈশ্বদেবাখ্যাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† ভৃত্যবন্ধুভিরাত্মবান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পৈত্র্যং মাতামহং তথা।
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সর্ব্বকামান্‌ পিতামহাঃ * ॥ ৪৯ ॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ।
রজতস্য তথাদানং কথাসন্দর্শনাদিকম্॥ ৫০ ॥
বর্জ্যানি কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা।
ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র! ত্রয়মেতন্ন শস্যতে॥ ৫১ ॥
বিশ্বেদেবাঃ স পিতরস্তথা মাতামহা নৃপ!।
কুলঞ্চাপ্যায়তে পুংসাং সর্ব্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বতাম্॥৫২ ॥
সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারশ্চ চন্দ্রমাঃ।

পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন, কারণ পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা আপ্যায়িত হইলে সমুদায় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন।[৪৯] শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র, কুতপ, তিল, এই তিনটী অতীব পবিত্র। রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত কথা শ্রবণ এতৎসমুদায়ও পবিত্রতাজনক।[৫০] রাজেন্দ্র! যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করেন। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য প্রশংসনীয় নহে।[৫১] মহারাজ! যিনি সমুদায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার প্রতি বিশ্বদেবগণ পিতৃগণ মাতামহগণ ও তদ্বংশীয় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।[৫২] ভূপতে! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্রের আধার যোগ, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে

---

* সর্ব্বকামং পিতামহাঃ ইতি বা পঠ্যতাম্।

অমাবস্যার দিন গাভী তৃণ ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দৌহিত্র। অথবা দৌহিত্র কন্যার পুত্র। কেহ কেহ বলেন, দৌহিত্র শব্দের অর্থ খড়্গপাত্র। ছাগলোমজাত সালের নাম কুতপ; অথবা কুতপ শব্দের অর্থ দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত। ৫০

শ্রেষ্ঠযোগিনিয়োগস্তু তস্মাদ্‌ ভূপাল! শস্যতে॥ ৫৩॥
সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ।
সর্ব্বান্‌ ভোক্তৄংস্তারয়তি যজমানং তথা নৃপ!॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে শ্রাদ্ধ-
কল্পো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নিয়োগ করা প্রশস্ত।[৫৩] রাজন্‌! সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এক-জনমাত্র যোগী থাকেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তাকে এবং যজমানকে উদ্ধার করেন।[৫৪]

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-শ্রাদ্ধকল্প-নামক পঞ্চদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ঔর্ব্ব উবাচ।

হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈ-রৌরবৈর্গবয়েন চ॥ ১॥
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ॥ ২॥

"ঔর্ব্ব কহিলেন, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য দিলে দুই মাস, শশমাংস দিলে তিন মাস, পক্ষিমাংস দিলে চারি মাস, শূকরমাংস দিলে পাঁচ মাস, ছাগমাংস দিলে ছয় মাস, এণনামক হরিণমাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস দিলে আট মাস, গবয়মাংস দিলে নয় মাস,[১] মেষমাংস দিলে দশ মাস, গোমাংস দিলে এগার মাস, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণস-মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোকের তৃপ্তির আর শেষ নাই।[২] রাজন্! গণ্ডা-

---

গব্য-শব্দ থাকাতে কেহ কেহ গোমাংস না বলিয়া পায়স অর্থ করেন। এ অর্থ অযৌক্তিক; কারণ পায়স বা দুগ্ধ কখন মাংসমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন গবয়মাংস শূকরমাংস ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, তখন গোমাংস ভক্ষণে বাধা কি? ফলতঃ কলির পূর্ব্বে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। মহাভারতে ষোড়শ-রাজিক-স্থলে কথিত আছে, রন্তিদেব প্রতিদিন দুই সহস্র গো-হত্যা করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। বশিষ্ঠ বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলে তাঁহাকে একটী বৎসতরী ভোজনার্থ দেওয়া হয়। জনমেজয়ও

খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর ! ॥ ৩ ॥
গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে !।
সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥ ৪ ॥
প্রসান্তিকাঃ সনীবারাঃ * শ্যামাকা দ্বিবিধাস্তথা।
বনৌষধীপ্রধানাস্তু শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষর্ষভ ! ॥ ৫ ॥
যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুদ্গা গোধূমা ব্রীহয়স্তিলাঃ।
নিষ্পাবাঃ কোবিদারাশ্চ সর্ষপাশ্চাত্র শোভনাঃ ॥ ৬ ॥
অকৃতাগ্রয়ণং যচ্চ ধান্যজাতং নরেশ্বর !।

রের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও যার পর নাই তৃপ্তিদায়ক।[৩] ভূপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে (পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়াতে) তাহার জন্ম সার্থক হয়। তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন।[৪] পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবধান্য, নীবারধান্য, শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুইপ্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বন্যৌষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযোগী।[৫] যব, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গ, গোধূম, ব্রীহি, তিল, শিম্বী, কোবিদার ও সর্ষপ, এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধের উপযোগী।[৬]

---

* প্রসাতিকাঃ সনীবারা ইতি বা পাঠঃ।

বেদব্যাসকে একটী বৎস ভোজনার্থ দিয়াছিলেন, বেদব্যাস দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই রূপ গোমাংস ভক্ষণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।২

বাধ্রীণস—জীববিশেষ। স্মৃতিকারেরা বলেন, জলপানের সময় যাহার কর্ণদ্বয় জলে মগ্ন হয়, বার্দ্ধক্য বশতঃ যাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় ক্ষীণ হইয়াছে, যাহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, ঈদৃশ প্রাচীন অজাপতিকে যাজ্ঞিকেরা বাধ্রীণস বলিয়া থাকেন। বেদে আছে, যে পক্ষীর গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ ও পক্ষ সমুদায় শ্বেতবর্ণ, ঈদৃশ পক্ষীকে বাধ্রীণস বলা যায়।২

দেবধান্য—আরণ্য-ব্রীহিসদৃশ, দেধান।৫
শিম্বী—শিম্। কোবিদার—চমরিক-নামক ফলবিশেষ।৬

রাজমাসানণূংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥
অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
গান্ধারকং করম্ভাণি লবণান্যৌষরাণি চ ॥ ৮ ॥
আরক্তাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ।
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে ॥ ৯ ॥
নক্তাহৃতং ন চোৎসৃষ্টং তৃপ্যতে ন চ যত্র গৌঃ।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু শ্রাদ্ধযোগ্যং ন পার্থিব! ॥ ১০ ॥
ক্ষীরমেকশফানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ।
মার্গঞ্চ মাহিষঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥
ষণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডালপাষণ্ডোন্মত্তরোগিভিঃ।

রাজন্! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, অকৃষ্ণ মাস, সূক্ষ্ম শারী ধান্য ও মসূর-দ্বিদল, এ সমুদায় (শ্রাদ্ধে) পরিত্যাগ করিবে।[৭] অলাবু, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার, করম্ভ, ঊষর-ভূমিজাত লবণ[৮] স্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, যে লবণ মিশ্রিত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় ও যে বস্তু লোকে নিন্দিত, শ্রাদ্ধকালে এ সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।[৯] রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত কূপাদির জল, গোগণ যে জল তৃপ্তিপূর্ব্বক পান না করে, এবং দুর্গন্ধজল ও ফেনিল জল, এ সমুদায় শ্রাদ্ধযোগ্য নহে।[১০] একশফ জন্তুর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, এ সমুদায় শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।[১১] ষণ্ড, অপবিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত,

---

অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য — নবশস্যাগম হইলে সাগ্নি ব্রাহ্মণেরা যাহাদ্বারা যাগ না করেন।৭

গৃঞ্জন—হরিৎবর্ণ মূলক। গান্ধার—এক প্রকার শাক অথবা কাঞ্জিক। করম্ভ—অবিকসিত লাজ অথবা এক প্রকার শাক।৮

একশফ—যাহাদের খুর যোড়া, অশ্ব প্রভৃতি।১১

ক্লকবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশূকরৈঃ ॥ ১২ ॥
উদক্যা সূতকাশৌচি-মৃতহারৈশ্চ বীক্ষিতে।
শ্রাদ্ধে সুরা ন পিতরো ভুঞ্জতে পুরুষর্ষভ ! ॥ ১৩ ॥
তস্মাৎ পরিশ্রিতে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
উর্ব্ব্যাং চ তিলবিক্ষেপাদ্ যাতুধানান্ নিবারয়েৎ ॥১৪ ॥
ন পূতি নৈবোপপন্নং কেশকীটাদিভির্নৃপ ! ।
নচৈবাভিষবৈর্মিশ্রমন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥ ১৫ ॥
শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দত্তং পিতৃভ্যো নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥ ১৬ ॥
শ্রূয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে ! ।
ইক্ষ্বাকোর্মনুপুত্রস্য কলাপোপবনে পুরা ॥ ১৭ ॥

চিররোগী, কুক্কুট, কুক্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রামশূকর,[১২] রজস্বলা নারী, জননাশৌচবিশিষ্ট, মরণাশৌচবিশিষ্ট, মৃতহারক, ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না।[১৩] অতএব উত্তম পরিবৃত স্থানে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে। ভূমিতে তিল নিক্ষেপ করিয়া নিশাচরগণকে নিরাকৃত করিবে।[১৪]

শ্রাদ্ধের অন্ন দুর্গন্ধি, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও পর্য্যুষিত না হয়।[১৫] শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নামগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক পিতৃগণকে (নির্দোষ) অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহার হইয়াছেন, অন্নও তদ্রূপে পরিণত হয়।[১৬] মহীপতে! শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে (হিমালয়-পার্শ্ব-স্থিত) কলাপনামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন যে,[১৭] আমাদের বংশে

ষণ্ড—নপুংসক। অপবিদ্ধ—উৎপত্তির পরেই মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। পাষণ্ড—বৈদিককর্ম্ম-পরিত্যাগী।১২

মৃতহারক—শবনির্হরণ-বৃত্তি অর্থাৎ মুদ্দোফরাস্।১৩

অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গগামিনঃ *।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ ॥ ১৮ ॥
অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ † যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ১৯ ॥
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং ‡ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে আচার-কীর্ত্তনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সৎপথবর্ত্তী এমত কোন পুত্র জন্মে যে, যে পুত্র গয়ায় গমন করিয়া আদরপূর্ব্বক আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে।[১৮] আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মায় যে, সে ব্যক্তি, আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে ঘৃত-মধু-সংযুক্ত পায়স প্রদান করে।[১৯] (আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র উৎপন্ন হয় যে,) গৌরী কন্যা বিবাহ করে বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে অথবা যথাবিধি দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।[২০]

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-আচার-কীর্ত্তন-নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* সন্মার্গশীলিন ইতি বা পঠনীয়ম্।
† অপি নঃ স কুলে জায়াদ্ ইতি বা পঠ্যতাম্।
‡ গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ ভার্য্যাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার নাম গৌরী, নবম বর্ষীয়া কন্যার নাম রোহিণী, দশম বর্ষীয়া কন্যার নাম কন্যা, তাহার পর রজস্বলা বলা যায়। গৌরী কন্যা দান করিলে স্বর্গগমন করে, রোহিণী কন্যা সম্প্রদান করিলে বৈকুণ্ঠে যায়, কন্যাদান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, রজস্বলা সম্প্রদান করিলে রৌরব নরকে গমন করে। ২০

যাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুরবর্ণ, ক্ষুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম নীল বৃষ। ২০

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যাহ ভগবানৌর্ব্বঃ সগরায় মহাত্মনে।
সদাচারান্ পুরা সম্যক্ মৈত্রেয়! পরিপৃচ্ছতে॥ ১॥
ময়াপ্যেতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ! *।
সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং কশ্চিন্নাপ্নোতি শোভনম্॥ ২॥

মৈত্রেয় উবাচ।

ষণ্ডাপবিদ্ধপ্রমুখা বিদিতা ভগবন্! মম।
উদক্যাদ্যাশ্চ যে সর্ব্বে, নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! পূর্ব্বে মহাত্মা সগর সদাচারের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ ঔর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বলিয়াছিলেন।[১] ব্রহ্মন্! আমিও তোমার নিকট সমুদায় কহিলাম। কোন ব্যক্তি সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।[২]

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! ক্লীব কাহাকে বলে, অপবিদ্ধ কাহাকে বলে, উদকী (রজস্বলা স্ত্রী) কাহাকে বলে, ইত্যাদি সমুদায় আমি অবগত আছি, পরন্তু নগ্ন কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি[৩] কাহার নাম নগ্ন?

* ভবতো দ্বিজ! ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

কো নগ্নঃ কিং সমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং নরো লভেৎ।
নগ্নস্বরূপমিচ্ছামি যথাবদ্গদিতং ত্বয়া ॥ ৪ ॥

পরাশর উবাচ।

ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্দ্বিজ!।
এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজসংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্ঝিতায়াম্ অতস্তস্যামসংশয়ম্ ॥ ৬ ॥
ইদঞ্চ শ্রূয়তামন্যদ্ভীষ্মায় সুমহাত্মনে।
কথয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥ ৭ ॥
ময়াপি তস্য গদতঃ শ্রুতমেতন্মহাত্মনঃ।
নগ্নসম্বন্ধি মৈত্রেয়! যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥ ৮ ॥
দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং দিব্যমব্দং পুরা দ্বিজ!।

মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে নগ্ন এই উপনাম প্রাপ্ত হয়? নগ্নের লক্ষণই বা কি? এসমুদায় আপনি যথাবিধানে বলুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।[৪]

পরাশর কহিলেন, দ্বিজ! ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ, এই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয়, সমুদায় বর্ণের আবৃতিস্বরূপ। যে ব্যক্তি মোহ-বশত এই ত্রয়ীরূপ বৃত্তি পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীকে নগ্ন বলা যায়।[৫] ব্রহ্মন্! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ স্বরূপ, অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন হয়, সন্দেহ নাই।[৬] আমার পিতামহ ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ, মহাত্মা ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।[৭] মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নগ্ন বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন বলেন, তখন শুনিয়াছি।[৮]

তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈত্যৈর্হ্লাদ-পুরোগমৈঃ ॥ ৯ ॥
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং গত্বাতপ্যন্ত বৈ তপঃ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় জগুশ্চেমং স্তবং তথা ॥ ১০ ॥

দেবা উচুঃ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ১১ ॥
যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
তথাপ্যরাতিবিধ্বংস-ধ্বস্তবীর্য্যা ভবার্থিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈব গোচরে* ॥১৩॥

ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে এক সময় দিব্য এক বৎসরপর্য্যন্ত দেবগণের ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন [৯] অনন্তর (পরাজিত দেবগণ) ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর কূলে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।[১০]

দেবগণ কহিলেন, আমরা লোকনাথ বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিব, তদ্দ্বারা সেই অনাদি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন।[১১] যে মহাত্মা হইতে সমুদায় প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে সকলেই লয়প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে?[১২] ঈশ্বর! যদিও আপনকার তত্ত্ব স্তুতিবাক্যেরও অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাভব দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আপনকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত

* নেশ! গোচরে ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ।

অনৈকান্তিকত্ব—যে উদ্দেশে যাগাদি করা যায় যদি তাহার ফললাভে সংশয় থাকে তাহা হইলে সেই ফলকে অনৈকান্তিক বলা যায়।১০

ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্॥ ১৪॥
একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ॥ ১৫॥
তত্রেশ! তব যৎ পূর্ব্বং ত্বন্নাভিকমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥ ১৬॥
শক্রার্করুদ্রবস্বশ্বিমরুৎসোমাদিভেদবৎ *।
বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ॥ ১৭॥
দম্ভপ্রায়সমম্বোধি তিতিক্ষাদমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ! তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ॥ ১৮॥
নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যস্তিমিততেজসি।

হইলাম।[১৩] আপনি পৃথিবী, আপনি সলিল, আপনি অগ্নি, আপনি বায়ু, আপনি আকাশ, আপনি (মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামক) সমুদায় অন্তঃকরণ, আপনি প্রকৃতি, আপনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ স্বরূপ।[১৪] ভূতাত্মন্! আপনকার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ও কাল বিভেদ করিতেছে[১৫] ঈশ্বর! সৃষ্টিসাধনের নিমিত্ত আপনকার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ। আপনিই সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপ। আমরা হিরণ্যগর্ভরূপী আপনাকে নমস্কার করি।[১৬] আমরা ইন্দ্র সূর্য্য রুদ্র বসু অগ্নি মরুৎ সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই আপনি সমুদায় দেবতাস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।[১৭] গোবিন্দ! আপনকার যে মূর্ত্তি দম্ভময় বিবেকশূন্য ক্ষমা ও দান্তভা-বিবর্জ্জিত, সেই দৈত্যস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।[১৮] যাহাদের হৃদয়রূপ

* বস্বগ্নিমরুৎসোমাদিভেদবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ ॥১৯॥
ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম! ॥ ২০ ॥
স্বর্গস্থধর্ম্মি-সদ্ধর্ম্মফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন! ॥ ২১ ॥
হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২২ ॥
অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে *।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ † ॥ ২৩ ॥

নাড়ী, সমধিক জ্ঞানের আধার নহে সুতরাং যাহাদের তেজ স্তিমিতপ্রায়, যাহারা শব্দ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় লোভে আক্রান্ত, তাদৃশ যক্ষরূপী আপনাকে নমস্কার।[১৯] পুরুষোত্তম! আপনকার যে রূপ ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার, যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময়, আপনি সেই নিশাচরাত্মক হইতেছেন, আপনাকে নমস্কার।[২০] জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকদিগের যাগাদি উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ যে অদৃষ্ট, তাহা আপনকারই রূপভেদ হইতেছে, অতএব সেই অদৃষ্টকে নমস্কার।[২১] যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রীতিময়, তাদৃশ সিদ্ধগণ আপনকারই রূপ হইতেছে, আপনি সিদ্ধস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।[২২] হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাহারা ক্রূর, যাহারা উপভোগে পরিতৃপ্ত হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্বগণ আপনকারই স্বরূপ হইতেছে, অতএব আপনি নাগাত্মক, আপনাকে নমস্কার।[২৩] আপনকার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত,

---

* উপভোগসহং হরে! ইতি পাঠান্তরম্।
† তস্মৈ নাগাত্মনে নমঃ ইতি বা পাঠ্যম্।

অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকল্মষম্।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ * ॥ ২৪ ॥
ভক্ষয়ত্যথ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্।
ত্বদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫ ॥
সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ।
নৃত্যত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ২৬ ॥
প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্ †।
জনার্দ্দন! নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ‡ ॥ ২৭ ॥
অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব।
উন্মার্গগামি সর্ব্বাত্মন্! তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৮ ॥

দোষস্পর্শ-পরিশূন্য ও পাপরহিত, সেই ঋষিরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে নমস্কার করি।[২৪] পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনকার যে মূর্ত্তি, কল্পান্তে অবারিত রূপে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করে, সেই কালরূপী আপনাকে নমস্কার করি।[২৫] আপনকার যে মূর্ত্তি, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষ রূপে ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে নৃত্য করেন, আপনি সেই রুদ্রমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার।[২৬] জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আপনি সেই মনুষ্যস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।[২৭] সর্ব্বাত্মন্! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধবিশিষ্ট, যাহারা তমোময় ও উন্মার্গগামী,

* বিষ্ণুরূপাত্মনে নমঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† কারণাত্মকম্ ইত্যন্যে পঠন্তি।
‡ তদ্রূপায় নরাত্মনে ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

নৃত্যত্যন্তে চ এই স্থলে যদি ন তৃপ্যতি চ এইরূপ পাঠ থাকে তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, আপনকার যে মূর্ত্তি, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহ নিঃশেষরূপে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত না হন, আপনকার সেই রুদ্র মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।[২৬]

যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।
বৃক্ষাদিভেদৈর্যদ্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ॥ ২৯॥
তির্য্যঙ্মানুষদেবাদিব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ।
রূপং তবাদেঃ সর্ব্বস্য তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ৩০॥
প্রধানবুদ্ধ্যাদিময়াদশেষাৎ
যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্।
রূপং তবাদ্যং ন যদন্যতুল্যং
তস্মৈ নমঃ কারণকারণায়॥ ৩১॥
শুক্লাদি-দীর্ঘাদি-ঘনাদি-হীনম্
অগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্।

আপনি সেই পশুমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার।[২৮] আপনকার যে মূর্ত্তি জগতের সিদ্ধিবিধায়ক-যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ, যাহা বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন, আপনি সেই উদ্ভিদাত্মক, আপনাকে নমস্কার।[২৯] আপনি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্ মানুষ দেব প্রভৃতি এবং আকাশ শব্দ প্রভৃতি সমুদায়ই আপনকার মূর্ত্তি, সুতরাং আপনি সর্ব্বস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।[৩০] পরমাত্মন্! আপনকার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি প্রপঞ্চাত্মক অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ, আপনকার যে মূর্ত্তি সকলের আদি, অন্য কোন মূর্ত্তিই যাহার সদৃশ নহে, সেই কারণ-কারণ (পরম ব্রহ্ম) মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।[৩১] ভগবন্! আপনকার যে মূর্ত্তি, শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তি হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ-বিহীন, যে মূর্ত্তি ঘনতা তরলতা প্রভৃতি গুণ-বিরহিত, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও

অষ্টাবিংশতিপ্রকার বধ, ইন্দ্রিয়বধ একাদশপ্রকার, তুষ্টিবধ নয়প্রকার, সিদ্ধিবধ আটপ্রকার। ২৮

শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং
রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম ॥ ৩২ ॥
যন্নঃ শরীরেষু যদন্যদেহে-
ষ্বশেষজন্তুষ্বজমব্যয়ং যৎ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি
ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥ ৩৩ ॥
সকলমিদমজস্য যস্য রূপং
পরমপদাত্মবতঃ * সনাতনস্য।
তমনিধনমশেষবীজভূতং
প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥ ৩৪ ॥

পরাশর উবাচ।

স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তু † দদৃশুঃ পরমেশ্বরম্।

অতিপবিত্র, মহর্ষিরা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই (পরব্রহ্ম) মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।[৩২] যিনি আমাদের শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই, আপনি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।[৩৩] যিনি উৎপত্তিরহিত, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপ-ভেদমাত্র, পরম পদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি সমুদায় জগতের বীজস্বরূপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি।[৩৪]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দেবগণ এইরূপ স্তব করিয়া শঙ্খ-

---

* পরমপরাত্মবতঃ ইতি বা পঠ্যতাম্।
† স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥ ৩৫ ॥
তমূচুঃ সকলা দেবাঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।
প্রসীদ দেব দৈত্যেভ্যস্ত্রাহীতি শরণার্থিনঃ * ॥ ৩৬ ॥
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ ।
হৃতং নো ব্রহ্মণোঽপ্যাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরমেশ্বর ॥ ৩৭ ॥
যদ্যপ্যশেষভূতস্য বয়ং তে চ তবাংশকাঃ ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ ॥ ৩৮ ॥
স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ ।
ন শক্যাস্তেঽরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
তমুপায়মমেয়াত্মন্ † অস্মাকং দাতুমর্হসি ।

চক্র-গদা-পাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন।[৩৫] পরে সমুদায় দেবতাই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, নাথ! প্রসন্ন হউন; আমরা শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা করুন।[৩৬] পরমেশ্বর! হ্রাদপ্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ অতিক্রম করিয়া আমাদের অধিকৃত ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে।[৩৭] যদিও আপনি অশেষ জীবস্বরূপ ও অমরা আপনকারই অংশমাত্র, তথাপি আমরা মায়াবলে জগতীস্থ সমুদায় বস্তু পরস্পর পৃথক্ দেখিতেছি।[৩৮] আমাদের শত্রুগণ (হ্রাদ প্রভৃতি) স্বস্ববর্ণধর্ম্মে অভিরত, বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না।[৩৯] অপরিমেয়স্বরূপ ভগবন্! যাহাতে আমরা সেই সমু-

* প্রসীদ নাথ! ইতি বা পাঠ্যম্।
† তমুপায়মশেষং ত্বম্ ইতি বা পঠনীয়ম্

যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্! ক্ষমাঃ ॥ ৪০ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ।
তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ * প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥৪১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
স্থিতৌ স্থিতস্য মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপন্থিনঃ।
ব্রহ্মণো যেঽধিকারস্য দেবদৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥ ৪৩ ॥
তদ্গাচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা মায়ামোহোঽয়মগ্রতঃ।
গচ্ছন্নদ্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ ॥ ৪৪ ॥

দায় অসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, আপনি আমাদের পক্ষে এরূপ কোন উপায় করিয়া দিউন।[৪০]

পরাশর কহিলেন। দেবগণ এই কথা বলিলে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন এবং (এই বাক্য) কহিলেন।[৪১]

শ্রীভগবান্ কহিলেন। এই মায়ামোহ, সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিলে পরে তাহারা বেদবহিষ্কৃত হইলে তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে।[৪২] দেবগণ! যাহাতে সৃষ্টিরক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা প্রভৃতি ব্রহ্মার অধিকারের প্রতিকূলাচরণ করে, তাহারা সকলে আমারই বধ্য।[৪৩] দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না; এই মায়ামোহ তোমাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ইহা হইতে তোমাদের উপকার হইবে।[৪৪]

* সমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রণিপত্যৈনং যযুর্দেবা যথাগতম্।
মায়ামোহোঽপি তৈঃ সার্দ্ধং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে মায়া-
মোহোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর কহিলেন। বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। মায়ামোহও তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল।[৪৫]

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-সপ্তদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

তৃতীয়োঽংশঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তপস্যভিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো মহাসুরান্।
মৈত্রেয় দদৃশে গত্বা নর্ম্মদাতীরসংশ্রয়ান্॥ ১॥
ততো দিগম্বরো মুণ্ডো * বর্হিপত্রধরো! দ্বিজ।
মায়ামোহোঽসুরান্ শ্লক্ষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

মায়ামোহ উবাচ।

ভো দৈত্যপতয়ো ব্রূত যদর্থং তপ্যতে তপঃ।
ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! অনন্তর মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট গমন করিয়া দেখিল যে, তাহারা নর্ম্মদাতীর আশ্রয়পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে।[১] ব্রহ্মন্! পরে সেই মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিত-মস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মনোহর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল।[২]

মায়ামোহ কহিল, অহে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কিজন্য তপস্যা করিতেছ, বল। এই তপোনুষ্ঠানদ্বারা তোমরা ঐহিক ফল কামনা কর? বা পারলৌকিক ফল প্রত্যাশা কর?[৩]

---

* ততো দিগম্বরো মুক্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

অসুরা ঊচুঃ।

পারত্র্যফললাভায় তপশ্চর্য্যা মহামতে!।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিং বা তেঽত্র বিবক্ষিতম্॥ ৪॥

মায়ামোহ উবাচ।

কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্॥ ৫॥
ধর্ম্মোবিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বে যূয়ং মহাবলাঃ॥ ৬॥

পরাশর উবাচ।

এবংপ্রকারৈর্বহুভির্যুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ॥ ৭॥

অসুরগণ কহিলেন, মহামতে! আমরা পারত্রিক-ফল-লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ বিষয়ে যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, বল।[৪]

মায়ামোহ কহিল, যদি তোমরা মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার উপদেশানুসারে চল এবং আমি যে ধর্ম্ম (বলিব) তাহা মান্য কর। এরূপ করিলে তোমাদের পক্ষে মুক্তি-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।[৫] এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযুক্ত। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহা ইচ্ছা কর, পাইতে পারিবে। তোমরা সকলেই মহাবল। তোমরা এই ধর্ম্মই মান্য কর।[৬]

পরাশর কহিলেন। এই রূপে মায়ামোহ বিবিধ-যুক্তি-প্রদর্শন-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বাক্যসমূহে (বিমোহিত করিয়া) দৈত্যগণকে

ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সংপ্রযচ্ছতি ॥ ৮ ॥
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো নচাপ্যয়ম্।
কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটন্ত্বিদম্।
দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহুবাসসাম্ ॥ ৯ ॥
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা।
তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাস্ত্যাজিতা দ্বিজ! ॥ ১০ ॥
অর্হথেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্! ॥ ১১॥
ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
কারিতাস্তন্ময়া হ্যাসংস্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ * ॥১২॥

বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করিল।[৭] এইটী ধর্ম্ম, এইটী অধর্ম্ম, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, এইটী মুক্তির কারণ, এরূপ করিলে মুক্তিলাভ হয় না,[৮] এই কার্য্য অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য্য, এইটী দুষ্কর্ম্ম, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এইরূপই হইবে, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম,[৯] এইরূপ অনেকপ্রকার বলিয়া অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।[১০] মায়ামোহ দৈত্যদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম (অর্হত) মান্য কর। এই হেতু যাহারা এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[১১] মায়ামোহ, এই রূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল। অসুরগণও মায়া-মোহময় হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে

* তথান্যে চ প্রবোধিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ *।
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্ত্রয়ী ॥১৩॥
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্মায়ামোহোঽজ্ঞিতেক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্ ॥ ১৪ ॥

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদি-দুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥ ১৫ ॥
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ †।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্ ‡ ॥ ১৬ ॥

লাগিল।[১২] (যাহারা মায়ামোহময় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল) তাহারাও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর ব্যক্তিদিগকে, অপর ব্যক্তিরা আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য লোককে অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।[১৩]

অনন্তর মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক নয়নে অঞ্জন লেপন করিয়া অন্য অসুরদিগের নিকট গমন করিল এবং মৃদু মধুর ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে কহিল।[১৪]

মায়ামোহ কহিল, অসুরগণ! যদি তোমরা নির্ব্বাণ মুক্তি বা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে কোন ফলোদয় হইবে না, জানিবে।[১৫] এই সমুদায় জগৎ বিজ্ঞান-ময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্যে উত্তমরূপ প্রণিধান কর। এ বিষয়ে বুধগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে,[১৬] এই জগৎ অনাধার।

---

* তৈরন্যে চ তথা চ তৈঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† অশেষমবগচ্ছত ইতি বা পঠনীয়ম্।
‡ বুধৈরেব মিহোদিতম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

এই স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রদর্শিত হইতেছে। ১৬

জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্ *।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥ ১৭ ॥

পরাশর উবাচ।

এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন্।
মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজম্ ॥ ১৮ ॥
নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতম্ †।
তথা তথা চ তদ্ধর্ম্মং ‡ তত্যজুস্তে যথা যথা ॥ ১৯ ॥
তেঽপ্যন্যেষাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ।
মৈত্রেয়! তত্যজুর্ধর্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরম্ ॥ ২০ ॥
অন্যানপ্যন্যপাষণ্ডপ্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ!।

ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা ভ্রান্তিজ্ঞানময় ও রাগাদি দোষে সাতিশয় দূষিত।[১৭]

পরাশর কহিলেন। মায়ামোহ, "এবং বুধ্যত, এবং বুধ্যধ্বম্, এবং বুধ্যত" এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ অবগত হও, এইরূপ বুঝিয়া রাখ, কথা বলিয়া দানবগণকে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।[১৮] মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল যে, তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১৯] (যাহারা স্বধর্ম্মপরিত্যাগী হইল) তাহারা অন্যের নিকট কহিল। অন্যেও অপরের নিকট কহিতে আরম্ভ করিল। মৈত্রেয়! দৈত্যেরা এই রূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত পরম ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইল।[২০] ব্রহ্মন্! সাতিশয় মোহজনক মায়ামোহ, অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া

* ভ্রান্তিজ্ঞানাশ্রতৎপরম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† মুক্তিযোজিতম্ ইতি বা পাঠঃ।
‡ তথা তথা বদন্ ধর্ম্মম্ ইতি পাঠান্তরম্।

দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোঽতিমোহকৃৎ ॥২১॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাম্॥২২ ॥
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ!।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যে চ দ্বিজন্মনাম্॥ ২৩॥
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্॥ ২৪ ॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥ ২৫॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।

অন্যান্য দৈত্যগণকেও মোহিত করিল।[২১] এই রূপে মায়ামোহ-কর্ত্তৃক মোহিত অসুরগণ, অল্প কালের মধ্যেই বেদবিষয়ক সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল।[২২] দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন দৈত্য, যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল।[২৩] (তাহারা এইরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিতে লাগিল যে) যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, যাহাতে পরপীড়া হয়, ঈদৃশ কার্য্য ধর্ম্মজনক, এই বাক্য কখনই যুক্তিসহ হইতে পারে না। ঘৃত অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, ইহা বালকের বাক্য।[২৪] অনেক যজ্ঞদ্বারা দেবতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শমী কাষ্ঠ প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ কারণ পশুরা কোমল-পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে।[২৫] যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে যদি সেই পশু স্বর্গ লাভ করে, তাহা হইলে, যজমান কি জন্য

স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে ॥ ২৬ ॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাদ্ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ ॥ ২৭ ॥
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ *।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং † রোচতাং যন্ময়েরিতম্ ॥২৮॥
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২৯ ॥
মায়ামোহেন তে দৈত্যাঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥ ৩০ ॥

আপনার পিতাকে বলিদান না করেন ?[২৬] শ্রাদ্ধকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য (মৃত) ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাসগত ব্যক্তির নিকট কি জন্য (পুত্রাদিদত্ত অন্ন) উপস্থিত না হয়?[২৭] (ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাগাদি-বিষয়ক সমুদায় বাক্য যুক্তিহীন।) ইহা কেবল লোকের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমি যাহা কহিলাম, তাহা তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।[২৮] অসুরগণ! (যদি বল আপ্ত বাক্যই প্রমাণ; এ কথাও অগ্রাহ্য, কারণ) আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা আমি বা অন্য ব্যক্তি, সকলেরই উচিত যে, যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করে।[২৯] মায়ামোহ, এই রূপে অসুরগণকে নানাপ্রকারে ঈদৃশ বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আর বেদে শ্রদ্ধা করিল না।[৩০]

* অবগম্য ততোঽত্র বঃ ইতি পাঠান্তরম্।
† উপেক্ষা শ্রেয়সী ইতি বা পঠ্যতাম্।

ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্‌যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ৩১॥
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্দ্বিজ!।
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ॥ ৩২॥
স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্‌ যঃ প্রথমং দ্বিজ!।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্ব্বং নেশুর্নষ্টে চ তত্র তে॥ ৩৩॥
ততো মৈত্রেয়! তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবন্‌ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈর্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা॥ ৩৪॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড়্‌ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে॥ ৩৫॥
যস্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।

এই রূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে দেবগণ পরমযত্নপূর্ব্বক উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধকরণার্থ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।[৩১] ব্রহ্মন্! অনন্তর পুনর্বার দেবাসুরের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবতারা (তখন অনায়াসে) সৎপথপরিপন্থী অসুরগণকে বিনাশ করিলেন।[৩২] পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষা পাইত। এক্ষণে তাহাদের সেই ধর্ম্মরূপ কবচ পরিত্যক্ত হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল।[৩৩]

মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাদিগকে নগ্ন বলা যায়, কারণ তাহারা অন্যায়পথবর্ত্তী হইয়া বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে।[৩৪] ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাট্‌, এই চতুর্বিধ ব্যক্তির চতুর্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই।[৩৫] মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগের পর বানপ্রস্থ বা

পরিব্রাড়্ বাপি মৈত্রেয়! স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ ॥ ৩৬ ॥
নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র! তস্য হানিরহর্নিশম্।
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥ ৩৭ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি।
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয়! মানবঃ ॥ ৩৮ ॥
সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥ ৩৯॥
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামতে!।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥ ৪০॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেশ্মনি।
প্রয়ান্ত্যনর্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ * ॥ ৪১ ॥

পরিব্রাট না হয়, সেই পাপাত্মাকে নগ্ন বলা যায়।[৩৬] ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি শক্তি থাকিতে একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্ম্মের হানি হয়।[৩৭] মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে মনুষ্য এক পক্ষ নিত্যক্রিয়া না করে, সেই ব্যক্তি উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।[৩৮] এক বৎসরকাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা সাধুদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।[৩৯] মহামতে! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে পারা যায়। কিন্তু সেই পাপাত্মার শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না।[৪০] এই পৃথিবীমধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ পিতৃগণ ও ভূতগণ, অর্চ্চিত না হওয়াতে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিগমন করেন,

* ন তস্মাৎ পাপ কৃন্নরঃ ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ।

দেবাদিনিশ্বাসহতং শরীরং যস্য বেশ্ম চ।
ন তেন সঙ্করং কুর্য্যাৎ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ * ॥ ৪২ ॥
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্যাঞ্চৈব কুর্ব্বতঃ †।
জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ! বৎসরম্ ॥ ৪৩ ॥
অথ ভুঙ্‌ক্তে গৃহে তস্য করোত্যাস্যাং তথাসনে ‡।
শেতে চাপ্যেকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্য যোঽতিথীন্।
ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥৪৫॥
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতো মুখম্।
যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা হইতে আর পাতকী নাই।[৪১] যাহার শরীর ও গৃহ, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের দীর্ঘনিশ্বাসদ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সংসর্গ করিবে না।[৪২] যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার পাতকীর সহিত একবৎসরকাল সম্ভাষণ, কুশল প্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে, সে তাহার সদৃশ হয়।[৪৩] যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, যে ব্যক্তি তাহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হয়, যে ব্যক্তি তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ পাতকী হয়।[৪৪]

যে ব্যক্তি দেবগণের, পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের অর্চনা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে ব্যক্তির পাতক ভোজন করা হয়। ঈদৃশ মনুষ্যের নিষ্কৃতি নাই।[৪৫] ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণ-চতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হয় অথবা যদি হীনবৃত্তি

* গৃহান্নসপরিচ্ছদৈঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† সাহাস্যং চৈব কুর্ব্বতঃ ইত্যন্যে পঠন্তি।
‡ করোত্যাসাং তথাসনে ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্তসঙ্করঃ।
তত্রাস্যা সাধুবৃত্তীনামুপঘাতায় জায়তে ॥ ৪৭ ॥
অনভ্যর্চ্য ঋষীন্ দেবান্ পিতৃন্ ভূতাতিথীংস্তথা *।
যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য সম্ভাষাৎ পতন্তি নরকে নরাঃ ॥৪৮॥
তস্মাদেতান্ নরো নগ্নাংস্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥ ৪৯ ॥
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কৃতং যত্নাৎ দেবান্ পিতৃপিতামহান্।
ন প্রীণয়ন্তি তচ্ছ্রাদ্ধং যদেভিরবলোকিতম্ ॥ ৫০ ॥
শ্রূয়তে চ পুরা খ্যাতো রাজা শতধনুর্ভুবি।
পত্নী চ শৈব্যা তস্যাভূদতিধর্ম্মপরায়ণা ॥ ৫১ ॥

অবলম্বন করে, তাহা হইলে, নগ্ন এই উপাধি প্রাপ্ত হয়।[৪৬] মৈত্রেয় ! এক গৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অবস্থান করে, তাহা হইলে, সেই একত্রাবস্থান হইতে সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সাধু চরিতের উপঘাত হইয়া থাকে।[৪৭] যে ব্যক্তি, ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে অর্চ্চিত না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সংভাষণদ্বারা লোকে নিরয়গামী হয়।[৪৮] অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদপরিত্যাগদ্বারা দূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি করিবেন না, তাহাদিগকে স্পর্শও করিবেন না।[৪৯] শ্রদ্ধাবান্ লোকে যখন যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, তখন যদি ইহারা অবলোকন করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধদ্বারা দেবগণ ও পিতৃপিতামহগণ প্রীত হন না।[৫০]

শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে শতধনুনামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা। শৈব্যা সাতিশয়

* অনভ্যর্চ্চ্যর্ষিদেবাংস্তু পিতৃভূতাতিথীংস্তথা ইতি পাঠান্তরম্।

পতিব্রতা মহাভাগা সত্যশৌচদয়ান্বিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ * ॥ ৫২ ॥
স তু রাজা তয়া সার্দ্ধং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
আরাধয়ামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৫৩ ॥
হোমৈর্জপৈস্তথা দানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ।
পূজাভিশ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥ ৫৪ ॥
একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে।
ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥ ৫৫ ॥
পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সংমুখং দ্বিজ!।
চাপাচার্য্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥
অস্তস্তদ্গৌরবাৎ তেন সহালাপমথাকরোৎ।

ধর্ম্মপরায়ণা [৫১] পতিব্রতা মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা দয়াপরতন্ত্রা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন।[৫২] সেই রাজা, পত্নীর সহিত পরম সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক দেবদেব বিভু জনার্দ্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫৩] তিনি প্রতিদিন তন্মনা হইয়া ভক্তি সহকারে হোমদ্বারা জপদ্বারা দানদ্বারা উপবাসদ্বারা ও পূজাদ্বারা (বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি কখন) অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না।[৫৪] একদা তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে কার্ত্তিকী (পূর্ণিমাতে) উপবাস করিয়া একত্র হইয়া ভাগীরথীসলিলে স্নানপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া[৫৫] সম্মুখবর্ত্তী সমাগত কোন পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন। দ্বিজ! এই পাষণ্ড, মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা ছিল।[৫৬] রাজা সেই গৌরব হেতু সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরন্তু তাঁহার পত্নী

* সম্পান্না সম্পান্না বিনয়েন চ ইতি বা পঠ্যতাম্।

নতু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী যতব্রতা * ॥ ৫৭ ॥
উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্ দৃষ্টে দদর্শ চ ॥ ৫৮ ॥
সমাগম্য যথান্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি।
বিষ্ণোঃ পূজাদিকং সর্ব্বং কৃতবন্তৌ দ্বিজোত্তম! ॥৫৯ ॥
কালেন গচ্ছতা রাজা মমারাসৌ সপত্নজিৎ।
অন্বারুরোহ তং দেবী চিতাস্থং ভূপতিং পতিম্ ॥ ৬০ ॥
স তু তেনাপচারেণ শ্বা জজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
উপোষিতেন পাষণ্ডসম্ভাষো যঃ কৃতোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥
সাপি জাতিস্মরা জজ্ঞে কাশীরাজসুতা শুভা।
সর্ব্ববিজ্ঞানসংপূর্ণা সর্ব্বলক্ষণপূজিতা ॥ ৬২ ॥
তাং পিতা দাতুকামোঽভূৎ বরায় বিনিবারিতঃ।

পতিব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্‌যতা হইয়া থাকিলেন।[৫৭] তিনি উপোষিতা ছিলেন, বিবেচনা করিয়া (কথা কহিলেন না এবং) সেই পাষণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সূর্য্য দর্শন করিলেন।[৫৮]

দ্বিজোত্তম! অনন্তর সেই দম্পতি, যথারীতি সমাগত হইয়া বিধানানুসারে বিষ্ণুর পূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।[৫৯] কিছু কাল পরে শত্রুবিজয়ী ভূপাল কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। দেবীও সেই ভূপতির চিতায় অন্বারূঢ় হইলেন।[৬০] রাজা উপোষিত হইয়া যে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়া ছিলেন, সেই (নগ্ন-সংসর্গ-জনিত পাপদ্বারা কুক্কুরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন।[৬১] তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতা রূপে জন্মিলেন। ইনি সর্ব্ব-বিজ্ঞান-সম্পন্না সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্তা শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন।[৬২] অনন্তর কাশীরাজ, কোন বরে কন্যা সম্প্রদান

* তস্য পত্নী পতিব্রতা ইতি বা পঠ্যতাম্।

তয়ৈব তন্ব্যা বিরতো বিবাহারম্ভতো নৃপঃ॥ ৬৩ ॥
ততঃ সা দিব্যয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা শ্বানং নিজং পতিম্।
বৈদিশাখ্যং পুরং গত্বা তদবস্থং দদর্শ তম্॥ ৬ ॥
তং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগং শ্বানং ভূতং পতিং তথা।
দদৌ তস্মৈ বরাহারং সৎকারপ্রবণং শুভম্ * ॥ ৬৫ ॥
ভুঞ্জন্ দত্তং তয়া সোঽন্নমতিমিষ্টমভীপ্সিতম্।
শ্বজাতিললিতং কুর্ব্বন্ বহু চাটু চকার বৈ॥ ৬৬ ॥
অতীব ব্রীড়িতা বালা কুর্ব্বতা চাটু তেন সা।
প্রণামপূর্ব্বমাহেদংদয়িতং তং কুযোনিজম্॥ ৬৭ ॥

করিতে অভিলাষী হইলে ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের আয়োজন করিতে নিষেধ করিলেন। (কন্যার প্রার্থনাশ্রবণে রাজাও তাঁহার বিবাহানুষ্ঠানে) বিরত হইলেন।[৬৩] কাশীরাজদুহিতা দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি সারমেয় হইয়া বিদিশা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া তদবস্থ ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন।[৬৪] তিনি মহাভাগ ভর্ত্তাকে তাদৃশ কুক্কুর হইতে দেখিয়া সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন।[৬৫] তাঁহার ভর্ত্তাও তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিলষিত অতিমিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে শ্ব-জাতি সুলভ ভঙ্গী দ্বারা অশেষ চাটুকারিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।[৬৬] স্বামী চাটুকারিতা প্রকাশ করাতে বালা কাশীরাজদুহিতা অতীব লজ্জিতা হইলেন। তিনি কুযোনিজাত ভর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।[৬৭]

* সংস্কার প্রবণং শুভম্ ইতি বা পঠ্যতাম্।

পত্ন্যুবাচ।

স্মর্য্যতাং তন্মহারাজ! দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া।
যেন শ্বযোনিমাপন্নো মম চাটুকরো ভবান্॥ ৬৮॥
পাবণ্ডিনং সমাভাষ্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্।
প্রাপ্তোঽসি কুৎসিতাং যোনিং কিং ন স্মরসি তৎপ্রভো॥৬৯

পরাশর উবাচ।

তয়ৈবং স্মারিতে তত্র পূর্ব্বজাতিকৃতে তদা।
দধ্যৌ চিরমথাবাপ নির্ব্বেদমতিদুর্ল্লভম্॥ ৭০॥
নির্ব্বিণ্নচিত্তঃ স ততো নির্গম্য নগরাৎ ততঃ।
মরুপ্রপতনং কৃত্বা শার্গালীং যোনিমাগতঃ॥ ৭১॥

কাশীরাজদুহিতা কহিলেন, মহারাজ! আপনি গুরুর সখা বলিয়া সদ্ভাবহেতু যে প্রীতি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করুন। সেই কারণে আপনি শ্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট চাটুকারিতা প্রকাশ করিতেছেন।[৬৮] প্রভো! আপনি তীর্থস্নানের পর পাষণ্ডকে দেখিয়া যে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কুৎসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কি আপনকার স্মরণ হয় না?[৬৯]

পরাশর কহিলেন। কাশীরাজদুহিতা এইরূপ স্মরণ করিয়া দিলে কুকুর, পূর্ব্ব জন্মের নিমিত্ত অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল পরে সেই কুকুর, অতিদুর্লভ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল।[৭০] অনন্তর সেই কুকুর নির্ব্বিণ্ন-হৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করাতে শৃগাল যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিল।[৭১] পরে দ্বিতীয়

তত্ত্বজ্ঞান আপদ্ বা ঈর্ষ্যাদি হেতু আপনার প্রতি যে অবমাননা হয় তাহার নাম নির্ব্বেদ।৭০

নির্ব্বিণ্ন—নির্ব্বেদযুক্ত। ৭১

সাপি দ্বিতীয়ে সংপ্রাপ্তে বর্ষে দিব্যেন চক্ষুষা।
জ্ঞাত্বা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং গিরিম্ ॥১২
তত্রাপি দৃষ্ট্বা তং প্রাহ শার্গালীং যোনিমাগতম্।
ভর্ত্তারমতিচার্ব্বঙ্গী তনয়া পৃথিবীপতেঃ * ॥ ১৩ ॥

পত্ন্যুবাচ।

অপি স্মরসি রাজেন্দ্র শ্বযোনিস্থস্য বন্ময়া।
প্রোক্তং তে পূর্ব্বচরিতং পাষণ্ডালাপসংশ্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥
পুনস্তয়োক্তস্তজ্জ্ঞাত্বা সত্যং সত্যবতাং বরঃ।
কাননে স নিরাহারস্তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥ ১৫ ॥
ভূয়স্ততো বৃকং জাতং গত্বা তং নির্জ্জনে বনে।

সংসর উপস্থিত হইলে কাশীরাজ দুহিতা দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি শৃগাল যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তখন তিনি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত কোলাহল পর্ব্বতে গমন করিলেন।[১২] রমণীয়াকৃতি সেই রাজকুমারী সেখানে উপস্থিত হইয়া শৃগাল যোনি প্রাপ্ত ভর্ত্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন।[১৩]

কাশীরাজতনয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্বজন্মে আপনি যে কুক্কুর যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সে সময় আমি যে আপনকার নিকট পাষণ্ডের সহিত আলাপ বিষয়ক পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয়? [১৪]

পরাশর কহিলেন। পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সমুদায় অবগত হইয়া অনাহারে সেই কানন মধ্যেই (শৃগাল-) দেহ পরিত্যাগ করিলেন।[১৫] অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার বৃক হইয়া জন্মিলেন। তখন অনিন্দিতা কাশীরাজ-

* তনয়া পৃথিবীক্ষিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

স্মারয়ামাস ভর্ত্তারং পূর্ব্ববৃত্তমনিন্দিতা ॥ ৭৬ ॥
ন ত্বং বৃকো মহাভাগ! রাজা শতধনুর্ভবান্।
শ্বা ভূত্বা ত্বং শৃগালোঽভূর্বৃকত্বং সাম্প্রতং গতঃ ॥৭৭॥

পরাশর উবাচ।

স্মারিতেন যদা ত্যক্তস্তেনাত্মা গৃধ্রতাং গতঃ।
অবাপ সা পুনশ্চৈনং বোধয়ামাস ভাবিনী * ॥ ৭৮ ॥
নরেন্দ্র! স্মর্য্যতামাত্মা হ্যলং তে গৃধ্রচেষ্টয়া।
পাষণ্ডালাপজাতোঽয়ং দোষো যদ্গৃধ্রতাং গতঃ ॥৭৯॥
ততঃ কাকত্বমাপন্নং সমনন্তরজন্মনি।
উবাচ তন্বী ভর্ত্তারমুপলভ্যাত্মযোগতঃ ॥ ৮০ ॥

তনয়া নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃকরূপী ভর্ত্তাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলেন।[৭৬] (ও কহিলেন,) মহাভাগ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্ব্বে কুক্কুর, পরে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন।[৭৭] কাশীরাজ-দুহিতা এই কথা স্মরণ করিয়া দিলে রাজা, বৃকদেহ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে তিনি গৃধ্র হইয়া জন্মিলেন। সদ্ভাববতী রাজকুমারী পুনর্ব্বার গৃধ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।[৭৮] (ও কহিলেন) রাজন্! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে? তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। আপনি পাষণ্ডালাপ জনিত পাপে ঈদৃশ গৃধ্র হইয়াছেন।[৭৯] পরে (রাজা গৃধ্র শরীর পরিত্যাগ করিয়া) কাকযোনি প্রাপ্ত হইলেন। তন্বী কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরূপ ভর্ত্তাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন [৮০] প্রভো! পূর্ব্বে সমুদায়

* শ্রাবয়ামাস ভাবিনী ইতি বা পঠনীয়ম।

অশেষা ভূভৃতঃ পূর্ব্বং বশ্যা যস্মৈ বলিং দদুঃ।
স ত্বং কাকত্বমাপন্নো জাতোঽদ্য বলিভুক্‌প্রভো!॥৮১
পরাশর উবাচ।
এবমেব চ কাকত্বে স্মারিতঃ স পুরাতনম্।
তত্যাজ ভূপতিঃ প্রাণান্ ময়ূরত্বমবাপ চ॥ ৮২॥
ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ * চকারানুগতং শুভা।
দত্তৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদ্যৈস্তৃপ্তং তজ্জাতিভোজনৈঃ †॥৮৩
ততস্তু জনকো রাজা বাজিমেধং মহাক্রতুম্।
চকার তস্যাবভৃথে স্নাপয়ামাস তং তদা॥ ৮৪॥
সস্নৌ স্বয়ঞ্চ তন্বঙ্গী স্মারয়ামাস চাপি তম্।

রাজা বশীভূত হইয়া যাঁহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ হইলেন।[৮১]

পরাশর কহিলেন। কাশীরাজতনয়া কাকরূপী ভর্ত্তাকে এইরূপ পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া ময়ূর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন।[৮২] সুন্দরী বালা কাশীরাজনন্দিনী (ভর্ত্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া) প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদানদ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক আনুগত্য করিতে লাগিলেন।[৮৩]

অনন্তর জনক নামক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে সেই ময়ূরটীকে স্নান করাইলেন।[৮৪] কাশীরাজ-নন্দিনীও (সেই ময়ূরের সহিত) স্নান করিয়া, রাজা কিরূপে কুক্কুর

---

* ময়ূরত্বে ততঃ সা বৈ ইতি পাঠান্তরম্।
† বালা তজ্জাতিভোজনৈঃ ইতি বা পাঠান্তরম্।

বলিশব্দে পূজা ও উপহার বুঝায়। ৮১

যথাসৌ শ্বশৃগালাদ্যা যোনী-র্জগ্রাহ পার্থিবঃ ॥ ৮৫ ॥
স্মৃতজন্মক্রমঃ সোঽথ তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ।
জজ্ঞে চ জনকস্যৈব পুত্রোঽসৌ সুমহাত্মনঃ ॥ ৮৬ ॥
ততঃ সা পিতরং তন্বী বিবাহার্থমচোদয়ৎ ।
স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ৮৭ ॥
স্বয়ংবরে কৃতে সা তং সংপ্রাপ্তং পতিমাত্মনঃ ।
বরয়ামাস ভূয়োঽপি ভর্ত্তৃভাবেন ভাবিনী ॥ ৮৮ ॥
বুভুজে চ তয়া সার্দ্ধং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেষু চকার বৈ ॥ ৮৯ ॥
ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ দদৌ দানানি চার্থিনাম্ ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস যুযুধে চ সহারিভিঃ ॥ ৯০ ॥

শৃগাল প্রভৃতি হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াদিলেন।[৮৫] ময়ূরতাপ্রাপ্ত রাজাও যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন।[৮৬]

অনন্তর কৃশাঙ্গী কাশীরাজদুহিতা পিতার নিকট বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ংবর সভার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।[৮৭] যখন স্বয়ংবর সভা হইল, তখন সুহৃদয়া রাজকন্যা, স্বীয় ভর্ত্তাকে উপস্থিত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃভাবে বরণ করিলেন।[৮৮] জনক রাজার পুত্রও কাশী-রাজ-তনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে জনক রাজার মৃত্যু হইলে তিনি বিদেহ দেশে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।[৮৯] তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাচকগণকে বহুসঙ্খ্য ধন দান করিতে লাগিলেন। তিনি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম ও

রাজ্যং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং * পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্।
তত্যাজ স প্রিয়ান্ প্রাণান্ † সংগ্রামে ধর্ম্মতো নৃপঃ ॥৯১॥
ততশ্চিতাস্থং তং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা শুভেক্ষণা।
অন্বারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্ব্বং মুদা সতী ॥ ৯২ ॥
ততোঽবাপ তয়া সার্দ্ধং রাজপুত্র্যা স পার্থিবঃ।
ঐন্দ্রানতীত্য বৈ লোকান্ লোকান্ কামদুহোঽক্ষয়ান্ ॥৯৩॥
স্বর্গাক্ষয়ত্বমতুলং দাম্পত্যমতিদুর্ল্লভম্।
প্রাপ্তং পুণ্যফলং প্রাপ্য সংশুদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম! ‡ ॥৯৪॥
এষ পাষণ্ডসম্ভাষ-দোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ!।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৯৫ ॥

(কাশীরাজ-দুহিতাতে) পুত্র উৎপাদন করিলেন।[৯০] তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন ও পৃথিবী পালন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন।[৯১] সুলোচনা সতী রাজকন্যা, প্রীত মনে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার যথাবিধানে মৃত পতির চিতায় আরোহণ করিলেন।[৯২] অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত, ইন্দ্রলোক অতিক্রম পূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন।[৯৩] দ্বিজোত্তম! তিনি (অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান পূর্ব্বক) পরিশুদ্ধ হইয়া তুলনারহিত অক্ষয় স্বর্গ, অতি দুর্লভ দাম্পত্যসুখ ও পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদায় পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হন।[৯৪]

ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম।[৯৫] অতএব

* রাজ্যং কৃত্বা যথান্যায়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† তত্যাজাশু প্রিয়ান্ প্রাণান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
‡ সংসিদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম: ইতি বা পাঠঃ।

তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥৯৬॥
ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান্ নরঃ ॥ ৯৭ ॥
কিং পুনর্যৈস্তু সংত্যক্তা ত্রয়ী সর্ব্বাত্মনা দ্বিজ ।।
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্বেদবাদবিরোধিভিঃ ॥ ৯৮ ॥
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্-বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

পাষণ্ড পাপাত্মাদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ যে সময় কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে বা যজ্ঞে দীক্ষিত থাকিবে, (তৎকালে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য।[৯৬] যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করিলেও সূর্য্য দর্শন করিবেন।[৯৭] বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদবিরোধী যে সকল পাপাত্মা, সর্ব্বতোভাবে বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, (তাহাদিগকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।)[৯৮] পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ বিড়াল-ব্রতী শঠ হৈতুক ও বকবৃত্তি, এই সকল মনুষ্যকে বাক্যদ্বারাও অর্চ্চনা

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাহার নাম পাষণ্ড। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহার নাম বিকর্ম্মস্থ। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করিয়া গোপনে পাপানুষ্ঠান করে, তাহার নাম বিড়ালব্রতী। যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, পরোক্ষে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্মের অনুরোধ রাখে না, তাহাকে শঠ বলা যায়। যে ব্যক্তি হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক সংকর্ম্মে সন্দেহ করে, তাহাকে হৈতুক বলা যায়। যে ব্যক্তির নীচদৃষ্টি ও সুবিধা পাইলে যে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট করে, যে ব্যক্তি নিয়ত স্বার্থ সাধনেই তৎপর ও শঠ এবং যে ব্যক্তি কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক

দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ * সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈস্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০০॥
এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকাঃ।
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি॥ ১০১॥
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা ন হ্যেতানালপেদ্ বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্॥ ১০২॥
পুংসাং জটাধরণমৌণ্ড্যবতাং † বৃথৈব
মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্।

করিবে না।[৯৯] যখন দুরাচার পাষাণ্ডদিগকে (দর্শন বা স্পর্শ করিলে পাপস্পর্শ হয়, তখন) সেই সমস্ত পাপীর সহিত একত্র উপবেশন বা অন্য কোন সম্পর্ক রাখা সুদূর পরাহত হইতেছে, অতএব ঈদৃশ মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।[১০০]

নগ্ন কাহাকে বলা যায়, তাহা এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে এক দিনের পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে।[১০১] এই পাপাত্মাদিগকেই পাষণ্ড বলা যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি, ইহাদের সহিত আলাপও করিবেন না। ইহাদের সহিত কথা কহিলে সেই দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়।[১০২] যাহারা বৃথা ভোজন করে অর্থাৎ যাহারা দেব পূজা অতিথিসেবা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মে বিমুখ হইয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হয়, যাহারা বাহ্য শৌচ ও আন্তরিক

* দূরালাপস্তু সংসর্গ ইতি পাঠান্তরম্।
† জটাধরণ মৌঢ্যবতাম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

লোকের নিকট আপনাকে বিনীতের ন্যায় প্রকাশ করে, ঈদৃশ পাপাত্মাকে বকবৃত্তি বলা যায়। ৯৯

তোয়প্রদান-পিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং
সম্ভাষণাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি॥১০৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েঽংশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়াংশঃ।

শৌচ হইতে পরাঙ্মুখ, যাহারা তর্পণ বা পিতৃশ্রাদ্ধ না করে, যাহারা বৃথা জটাধারণ বা বৃথা মস্তকমুণ্ডন করিয়া থাকে, ঈদৃশ মনুষ্যের সহিত সম্ভাষণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। ১০৩

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্! যন্নরৈঃ কার্য্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতৈঃ।
তন্মহ্যং গুরুণাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকম্॥ ১ ॥
বর্ণধর্ম্মাস্তথাখ্যাতা ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু বৈ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রব্রূহি মে গুরো!॥২॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাম্ অয়মনেক-যজ্বি-বীর-শূর-ভূপালালঙ্কৃতো ব্রহ্মাদির্মানবো বংশঃ।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার গুরু। যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সৎকর্ম্ম-নিরত মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তৎসমুদায় আপনি আমার নিকট কহিলেন।[১] গুরো! আপনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি রাজগণের বংশাবলী শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি (কৃপা করিয়া) বলুন।[২]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! শ্রবণ কর। ব্রহ্মা হইতে মানব-বংশ (বিস্তীর্ণ হইয়াছে।) অনেক যাগশীল শূর বীর ভূপাল, এই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এ বিষয়ে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি

তথা চোচ্যতে।

ব্রহ্মাদ্যং যো মনোর্ব্বংশম্ অহন্যহনি সংস্মরেৎ।
তস্য বংশসমুচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

তদস্য বংশানুপূর্ব্বীমশেষপাপপ্রক্ষালনায় মৈত্রেয়ৈতাং শৃণু। তদ্যথা সকলজগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃসামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়স্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্বভূব ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ, দক্ষস্যাপ্যদিতিরদিতের্বিবস্বান্ বিবস্বতো মনুর্মনোরিক্ষ্বাকু-নৃগ-ধৃষ্ট-শর্য্যাতি-নরিষ্যন্ত-প্রাংশু-নাভাগ-নেদিষ্ট-করূষ-পৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

ইষ্টিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার ॥ ৬ ॥

প্রতিদিন ব্রহ্মা অবধি সমস্ত মনুবংশ স্মরণ করে, কখনই তাহার বংশ লোপ হয় না।[৩] মৈত্রেয়! এক্ষণে অশেষ পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই বংশের উৎপত্তি ক্রম (বলিতেছি) শ্রবণ কর। যথা——

প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি সকল জগতের আদি কারণ। ইঁহার আদিভূত কোন (দৃষ্ট) কারণ নাই। ইনি ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব বেদময়। ইনিই বিষ্ণুময় ভগবান্ ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি।[৪]

ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকু জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইক্ষ্বাকু হইতে ক্রমশঃ নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র, এই সকল পুত্র উৎপন্ন হইল।[৫] পূর্ব্বে মনু, পুত্র কামনায় মৈত্রা-

তত্রাপহৃতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব ॥ ৭ ॥

সৈব চ মিত্রাবরুণ-প্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রী সতী সোমসূনোর্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম ॥ ৮ ॥

সানুরাগশ্চ তস্যাং বুধঃ পুরূরবসমাত্মজমুৎপাদয়ামাস ॥ ৯ ॥

জাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভিরিষ্টিময় ঋঙ্ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়োঽথর্ব্বময়ঃ সর্ব্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়োঽকিঞ্চিন্ময়ো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষস্বরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বমভিলষদ্ভির্যথাবদিষ্টঃ ॥ ১০ ॥

তৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নোঽভবৎ ॥ ১১ ॥

বরুণ নামক যাগ করিয়াছিলেন।[৬] (মনু-পত্নীর প্রার্থনানুসারে) হোতার সঙ্কল্প হেতু সেই পুত্রেষ্টি বিকল হওয়াতে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল।[৭] মৈত্রেয়! মনুর সেই ইলা নাম্নী কন্যা, মৈত্রাবরুণের অনুগ্রহে সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইলেন। ঐ সুদ্যুম্ন মহাদেবের কোপে শাপগ্রস্ত হইয়া পুনর্বার স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদা তিনি সুধাংশুনন্দন বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতেছেন[৮] (এমত সময় বুধ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া) তাঁহাতে অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন।[৯] পুরূরবা উৎপন্ন হইলে অমিততেজা মহর্ষিরা, সুদ্যুম্নের পুনর্ব্বার পুরুষত্ব-কামনায় যজ্ঞময় ঋঙ্ময় যজুর্ম্ময় সামময় অথর্ব্বময় মনোময় জ্ঞানময় সর্ব্বময় বস্তুত অকিঞ্চিন্ময় যজ্ঞস্বরূপ ভগবানের উদ্দেশে যাগ করিতে লাগিলেন।[১০] যজ্ঞেশ্বর হরির অনুগ্রহে ইলা পুনর্ব্বার সুদ্যুম্ন হইলেন।[১১]

তস্যাপ্যুৎকল-গয়-বিনতসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকত্বাৎ রাজ্যভাগং ন লেভে ॥ ১২ ॥

তৎপিত্রা তু বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তম্। তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ। পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥ ১৩ ॥

করুষাৎ কারুষা* মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ ॥ ১৪ ॥

নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ ॥ ১৫ ॥

তস্মাদ্ভলন্দনঃ পুত্রোঽভবৎ। ভলন্দনাদ্ বৎসপ্রি-রুদারকীর্ত্তিঃ, বৎসপ্রেঃ প্রাংশুরভবৎ, প্রজানিশ্চ প্রাংশোরেকোঽভবৎ, ততশ্চ খনিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ,† ক্ষুপাচ্চ

সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিনটী পুত্র হইল। ইনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগী হইলেন না।[১২] পরন্তু তাঁহার পিতা, বশিষ্ঠের অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করিলেন। ইনিও পুরূরবা নামক পুত্রকে ঐ নগর দিলেন। পৃষধ্র, গুরুর গোহত্যা করিয়া শূদ্র হইলেন। করুষ হইতে কারুষ নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইল।[১৪] নেদিষ্ট-পুত্র নাভাগ, (কর্ম্মদ্বারা) বৈশ্য হইলেন।[১৫]

নাভাগের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম ভলন্দন। ভলন্দন হইতে উদারকীর্ত্তি বৎসপ্রি জন্মগ্রহণ করিলেন। বৎসপ্রির একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম প্রাংশু। প্রাংশুর একটী পুত্র হইল, তাহার নাম প্রজানি। পরে প্রজানি হইতে খনিত্র, খনিত্র হইতে ক্ষুপ, ক্ষুপ হইতে অতিবল পরাক্রম অবিবিংশ, জন্মিলেন। অবি-

* করূষাৎ কারুষা ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

† তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ চক্ষুপাত্তত ইতি বা পাঠঃ

অতিবলপরাক্রমোঽবিবিংশোঽভবৎ। ততো বিবিংশঃ, তস্মাচ্চ খনীনেত্রঃ, ততশ্চাতিবিভূতিঃ, অতিবিভূতের্ভূরিবলপরাক্রমঃ করন্ধমঃ পুত্রোঽভবৎ, তস্মাদপ্যবিক্ষিঃ, অবিক্ষেরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুত্তোঽভবৎ ॥ ১৬ ॥

যস্যেমাবদ্যাপি শ্লোকৌ গীয়েতে।—

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞস্তথা কস্যাভবদ্ভুবি।
সর্ব্বং হিরণ্ময়ং যস্য যজ্ঞবস্ত্বতিশোভনম্ ॥
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্যাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ১৭ ॥

মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী নরিষ্যন্তনামানং পুত্রমবাপ। তস্মাচ্চ দমঃ, দমস্য পুত্রো রাজ্যবর্দ্ধনো যজ্ঞে। রাজ্যবর্দ্ধনাৎ

বিংশ হইতে বিবিংশ, পরে বিবিংশ হইতে খনীনেত্র, খনীনেত্র হইতে অতিবিভূতি, অতিবিভূতি হইতে মহাবল পরাক্রমশালী করন্ধম নামক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিল। করন্ধম হইতে অবিক্ষি, অবিক্ষি হইতে মহাবলশালী মরুত্ত নামক পুত্র উৎপন্ন হইল।[১৬] এই মরুত্তের এই শ্লোক অদ্যাপি সকলে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

এই পৃথিবীমধ্যে মরুত্ত যে রূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাঁহার সমুদায় যজ্ঞীয় বস্তুই হিরণ্ময় ও সাতিশয় রমণীয় ছিল। তাঁহার যজ্ঞে দেবরাজ সোমপান করিয়া, ব্রাহ্মণেরা (অসীম) দক্ষিণা পাইয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তদীয় যজ্ঞে মরুদ্গণ পরিবেশনকর্ত্তা ও অন্যান্য দেবতারা সদস্য হইয়াছিলেন।[১৭]

মরুত্ত, রাজ-চক্রবর্ত্তী হইলেন। নরিষ্যন্ত নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। নরিষ্যন্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন, রাজ্য

সুধৃতিরভূৎ। ততশ্চ নরঃ, তস্মাচ্চ কেবলঃ, কেবলাদ্ বন্ধুমান্, বন্ধুমতো বেগবান্, বেগবতো বুধঃ, ততঃ তৃণবিন্দুঃ, তস্যাপ্যেকা কন্যা ইলিবিলা নাম। তঞ্চালম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুং ভেজে। তস্যামস্য বিশালো জজ্ঞে, যঃ পুরীং বৈশালীং নাম নির্ম্মমে। হেমচন্দ্রশ্চ বিশালস্য পুত্রোঽভবৎ। তস্মাচ্চ সুচন্দ্রঃ, তত্তনয়ো ধূম্রাশ্বঃ, তস্যাপি সৃঞ্জয়োঽভূৎ। সৃঞ্জয়াৎ সহদেবঃ, ততঃ কৃশাশ্বো নাম পুত্রোঽভূৎ। সোমদত্তঃ কৃশাশ্বাৎ জজ্ঞে। যো দশাশ্বমেধানাজহার। তৎপুত্রশ্চ জনমেজয়ঃ, জনমেজয়াৎ সুমতিঃ। এতে বৈশালকা ভূভৃতঃ ॥ ১৮ ॥

বর্দ্ধনের পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র নর, নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্র বন্ধুমান্, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান্, বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দুর একটী কন্যা হইয়াছিল, ঐ কন্যার নাম ইলিবিলা। অলম্বুষা নামে পরম সুন্দরী অপ্সরা, ঐ তৃণবিন্দুর সহিত সহবাস করিলেন। তাহাতে বিশাল নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। রাজা বিশাল, বৈশালী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

বিশালের একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্রের নাম সুচন্দ্র। সুচন্দ্র হইতে ধূম্রাশ্ব, ধূমাশ্ব হইতে সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয় হইতে সহদেব, সহদেব হইতে কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে সোমদত্ত, উৎপন্ন হইলেন। এই সোমদত্ত দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। সোম দত্তের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র সুমতি, (এই সমস্ত রাজা বৈশালী নগরীতে রাজত্ব করেন) এবং ইঁহারা বিশালবংশীয় বলিয়া বৈশাল নামে বিখ্যাত হন।[১৮] এ বিষয়ে একটী শ্লোক পঠিত হইয়াথাকে,যথা।—

শ্লোকোঽপ্যত্র গীয়তে,—

তৃণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তোঽতিধার্ম্মিকাঃ ॥ ১৯ ॥

শর্য্যাতেঃ কন্যা সুকন্যা নামাভবৎ। যামুপযেমে চ্যবনঃ।

আনর্ত্তশ্চ নাম ধার্ম্মিকঃ শর্য্যাতিপুত্রোঽভবৎ। আনর্ত্তস্যাপি রেবতো নাম পুত্রো জজ্ঞে। যোঽসাবানর্ত্তবিষয়ং বুভুজে, পুরীঞ্চ কুশস্থলীমধ্যুবাস। রেবতস্যাপি রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃশতজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তস্য চ রেবতী নাম কন্যা। তামাদায় কস্যেয়মর্হতীতি ভগবন্তমব্জযোনিং প্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং জগাম।

তৃণবিন্দুর প্রসাদে বৈশাল ভূপতিগণ, দীর্ঘায়ুঃ মহাত্মা বীর্য্যশালী ও অতিধার্ম্মিক হইয়াছিলেন।১৯

শর্য্যাতির একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যার নাম সুকন্যা। চ্যবন, এই সুকন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর শর্য্যাতি হইতে আনর্ত্ত নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। আনর্ত্ত অতিধার্ম্মিক ছিলেন। আনর্ত্তের একটী পুত্র জন্মে, তাহার নাম রেবত। রেবত, কুশস্থলী নামে নগরীতে অধিষ্ঠান করিয়া আনর্ত্ত-নামক রাজ্য ভোগ করেন।

রেবতের একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে জেষ্ঠ পুত্রের নাম রৈবত ও ককুদ্মী। ইনি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। রৈবতের একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম রেবতী।

রৈবত, ঐ কন্যাকে কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মলোকে ভগবান্ পদ্মযোনির নিকট গমন করিলেন। এই সময় হাহা

তাবচ্চ ব্রহ্মণোঽন্তিকে হাহা-হূহূ-সংজ্ঞাভ্যাং গন্ধর্ব্বাভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্ব্বমগীয়ত ॥ ২০ ॥

তাবচ্চ ত্রিমার্গপরিবর্ত্তৈরনেকযুগপরিবৃত্তি তিষ্ঠন্নপি রৈবতকঃ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তমিব মেনে ॥ ২১ ॥

গীতাবসানে ভগবন্তমব্জযোনিং প্রণম্য রৈবতকঃ কন্যাযোগ্যং বরমপৃচ্ছৎ। তঞ্চাহ ভগবান্, কথয়, যোঽভিমতস্তে বর ইতি। পুনশ্চ প্রণম্য ভগবতে যথাভিমতান্ আত্মনঃ স বরান্ কথয়ামাস, ক এষাং ভগবতোঽভিমতঃ, কস্মৈ কন্যামিমাং প্রযচ্ছামীতি। ততঃ কিঞ্চিদবনতশিরাঃ সস্মিতো ভগবানব্জযোনিরাহ ॥ ২২ ॥

হূহূ নামে গন্ধর্ব্বদ্বয় ব্রহ্মার সমীপে অতি মধুর স্বরে দিব্য গান্ধর্ব্ব গান করিতেছিলেন।[২০] ঐ গানে ষড়্জ মধ্যম ও গান্ধার স্বর এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল যে, রৈবতক, সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যতক্ষণ শুনিতেছিলেন, তাহার মধ্যে কত যুগ পরিবর্ত্ত হইয়া গেল, তথাপি তিনি সেই গত অনেক যুগকে মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ করিলেন।[২১]

যখন সঙ্গীত নিবৃত্তি হইল, তখন রৈবত, ভগবান্ পদ্মযোনিকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন, কোন্ বরে কন্যা দান করা তোমার অভিপ্রেত? রৈবত পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক, কোন্ কোন্ বরে সমর্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই সকল পাত্রের মধ্যে কোন্টী আপনকার অভিমত? কাহাকে কন্যা দান করি। অনন্তর ভগবান্ পিতামহ, কিঞ্চিৎ অবনত মস্তক হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন।[২২] তুমি

যে এতে ভবতোঽভিমতাঃ, নৈতেষাং সাম্প্রতম-পত্যাপত্যসন্ততিরপ্যবনীতলেঽস্তি। বহূনি হি তবাত্রৈ-তদ্গান্ধর্ব্বং শৃণ্বতশ্চতুর্যুগান্যতীতানি। সাম্প্রতং ভূ-তলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম, আ-সন্নো হি তৎকলিঃ, অন্যস্মৈ কন্যারত্নমিদং ভবতৈকা-কিনা দেয়ম্॥ ২৩॥

ভবতোঽপি মিত্রমন্ত্রিভৃত্যকলত্রবন্ধুবলকোষাদয়ঃ সমস্তাঃ কালেনৈতেনাত্যন্তমতীতাঃ॥ ২৪॥

পুনরপ্যুৎপন্নসাধ্বসঃ স রাজা ভগবন্তং প্রণম্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্! এবমবস্থিতে মমেয়ং কস্মৈ দেয়েতি। ততঃ স ভগবান্ কিঞ্চিদবনতকন্ধরং কৃতাঞ্জলিভূতং সপ্তলোক-গুরুরব্জযোনিরাহ॥ ২৫॥

যাহাদের নামোল্লেখ করিতেছ, এক্ষণে তাহাদের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে তাহাদের বংশীয় কোন ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই। তুমি যে সময় এই স্থানে গান্ধর্ব্ব গান শ্রবণ করিতেছিলে, তাহার মধ্যে বহুসংখ্য চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে। অধুনা পৃথিবীতে অষ্টা-বিংশতিতম মনুর চতুর্যুগ অতীত প্রায় হইয়াছে। অধুনা কলি-যুগ চলিতেছে। (এক্ষণে তোমার বন্ধু বান্ধব কেহই নাই) এখন তুমি একাকীই অন্য কোন ব্যক্তিকে এই কন্যারত্ন সম্প্রদান কর।[২৩] বহুকাল হইল তোমার বন্ধু বান্ধব মন্ত্রী ভৃত্য কলত্র সৈন্য কোষ এতৎসমুদায়ই অতীত হইয়াছে।[২৪]

অনন্তর সেই রাজা সশঙ্ক হইয়া পুনর্ব্বার ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যখন ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তখন এক্ষণে কোন্ ব্যক্তিকে এই কন্যা সম্প্র-

ব্রহ্মোবাচ।

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য
বিষ্ণো বয়ং সর্ব্বগতস্য ধাতুঃ।
ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং
ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য ॥ ২৬ ॥
কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো
ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্ত্তে-
রনামরূপস্য সনাতনস্য ॥ ২৭ ॥
যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য
ভূতঃপ্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো
যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ ॥ ২৮ ॥

দান করা কর্ত্তব্য? তখন সপ্তলোক-গুরু ভগবান্ পদ্মযোনি, কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান ও কিঞ্চিৎ অবনত-মস্তক রৈবতককে কহিতে লাগিলেন।[২৫]

ব্রহ্মা কহিলেন। যিনি জন্মরহিত, আমরা যাঁহার আদি মধ্য বা অন্ত জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহি, যিনি সর্ব্বগত ও সকলের বিধাতা, যিনি পরমেশ্বর, আমরা যাঁহার তত্ত্ব, অসাধারণ ধর্ম্ম বা অসাধারণ ক্ষমতা অবগত নহি,[২৬] কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কাল দ্বারা যাঁহার বিভূতির পরিণাম হয় না। যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। সমস্ত বস্তুই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি সনাতন, যাঁহার নাম বা রূপ নাই,[২৭] যে অব্যয় পুরুষের অনুগ্রহে আমি জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, রুদ্র ক্রোধ পূর্ব্বক সংহার করেন ও মধ্যে বিষ্ণু নামক পরমপুরুষ রক্ষা

মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ
স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্বরূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং
ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্ ॥ ২৯ ॥
শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্বং
অর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি।
পাকায় যোঽগ্নিত্বমুপেত্য লোকান্
বিভর্ত্তি পৃথ্বীবপুরব্যয়াত্মা ॥ ৩০ ॥
চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী
লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী।
দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্তু
সর্ব্বাবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥ ৩১ ॥

করিতেছেন,[২৮] যিনি জন্মরহিত, যিনি মদীয় রূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, যিনি পুরুষোত্তম স্বরূপে সমুদায় পালন করিয়া থাকেন, যিনি রুদ্র রূপে বিশ্বসংহার করেন, যিনি অনন্তরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন,[২৯] যিনি ইন্দ্রাদি রূপে সৃষ্টি রক্ষা করেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য রূপে অন্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকেন, যিনি পাকের নিমিত্ত অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া লোক সকল প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি পৃথিবী-মূর্ত্তি (হইয়া সকলকে ধারণ করেন) যিনি অব্যয়,[৩০] যিনি বায়ুরূপ হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন, যিনি জলরূপে সকলের তৃপ্তি উৎপাদন করেন, যিনি জগতের অবস্থানের নিমিত্ত আকাশরূপী হইয়া সমুদায় পদার্থকে স্থান প্রদান করিতেছেন,[৩১] যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আপনাকে আপনিই সৃষ্টি করেন, যে দেবতা, পালনকর্ত্তা হইয়া আপনাকে আপনি পালন করিয়া-

যঃ সৃজ্যতে সর্গকৃদাত্মনৈব
যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ।
বিশ্বাত্মনঃ সংহ্রিয়তেহন্তকারী
পৃথক্ ন যস্যাস্য চ যোহব্যয়াত্মা॥ ৩২॥
যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাদ্যো
যশ্চাশ্রিতোহস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভূঃ।
স সর্ব্বভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং
স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেহবতীর্ণঃ॥ ৩৩॥
কুশস্থলী যা তব ভূপ! রম্যা
পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সংপ্রতি তত্র চাস্তে
স কেশবাংশো বলদেবনামা॥ ৩৪॥
তস্মৈ ত্বমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র।

থাকেন, যিনি অন্তকারী হইয়া বিশ্বরূপ আপনাকেই সংহার করেন, যিনি অব্যয়, যাঁহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তুই নাই।[৩২] রাজন্! যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি স্বয়ংই জগৎ, যিনি এই জগতের আদি, যিনি এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁহা হইতে সমুদায় প্রাণী উৎপন্ন হয়, সেই বিষ্ণুই স্বীয় অংশদ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।[৩৩] ভূপতে! পূর্ব্ব কালে কুশস্থলী নামে অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় যে তোমার পুরী ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে দ্বারকা নামে পুরী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিষ্ণুর অংশ বলদেব সেই দ্বারকা-পুরীতে অবস্থান করিতেছেন।[৩৪] রাজেন্দ্র! সেই মায়ামনুষ্য বলদেবকে এই কন্যা সম্প্রদান কর। এই কন্যা তাঁহার ভার্য্যা

প্রযচ্ছ মায়ামনুজায় জায়াম্।
শ্লাঘ্যো বরোঽহসৌ তনয়া তবেয়ং
স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ ॥ ৩৫ ॥

পরাশর উবাচ।

ইতীরিতোঽসৌ কমলোদ্ভবেন
ভুবং সমাসাদ্য পতিঃ প্রজানাম্।
দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষানশেষান্
অত্যোজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্য্যান্ ॥ ৩৬ ॥
কুশস্থলীং তাঞ্চ পুরীমুপেত্য
দৃষ্ট্বান্যরূপাং প্রদদৌ স্বকন্যাম্।
সীরধ্বজায় স্ফটিকাচলাভ-
বক্ষস্থলায়াতুলধীর্নরেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥
উচ্চপ্রমাণামতি তামবেক্ষ্য
স্বলাঙ্গলাগ্রেণ স তালকেতুঃ।

হইবে, তিনিই এক্ষণে শ্লাঘ্য বর। এই কন্যা স্ত্রীরত্নস্বরূপ, এই উভয়ের যোগ হইলে উত্তম সুসদৃশ হইবে।[৩৫]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর রাজা, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং দেখিলেন যে, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই হ্রস্বাকার, তেজোহীন, অল্প সামর্থ্য-বিশিষ্ট ও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন।[৩৬] তখন অসীম জ্ঞানশালী ভূপাল, কুশস্থলী নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজ পুরী অন্যবিধ দর্শন করিয়া স্ফটিকময় পর্ব্বতের ন্যায় বক্ষঃস্থল বিশিষ্ট বলদেবকে কন্যা প্রদান করিলেন।[৩৭] বলদেব, সেই কন্যাকে অতিদীর্ঘাঙ্গী দেখিয়া আপনার লাঙ্গলাগ্র দ্বারা নত করিয়া (তৎকালীয় মানবীর

বিনাময়ামাস ততশ্চ সাপি
বভূব সদ্যো বনিতা যথান্যা ॥ ৩৮ ॥
তাং রেবতীং রৈবতভূপকন্যাং
সীরায়ুধোঽসৌ বিধিনোপযেমে।
দত্ত্বা চ কন্যাং স নৃপো জগাম
হিমাচলং বৈ তপসে ধৃতাত্মা ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে রাজবংশ-
বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ন্যায় খর্ব্বাকৃতি করিয়া) লইলেন। কন্যাও তৎক্ষণাৎ (তৎকালীয়) অন্যান্য রমণীর ন্যায় হইল।[৩৮] অনন্তর হলধর, রৈবত রাজকন্যা রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। রাজা রৈবতও কন্যা সম্প্রদানের পর হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া সংযতাত্মা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।[৩৯]

বিষ্ণুপুরাণ-চতুর্থাংশ-রাজবংশবর্ণন নামক প্রথম
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যাবচ্চ ব্রহ্মলোকাৎ ককুদ্মী রৈবতো নাম্যাভ্যেতি, তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসাঃ তাম্ অস্য পুরীং কুশস্থলীং জঘ্নুঃ॥ ১॥

তাবচ্চাস্য ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাৎ দিশো ভেজে। তদন্বয়াশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বদিক্ষু অভবন্। ধৃষ্টস্যাপি ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং সমভবৎ। নভাগস্যাত্মজো নাভাগঃ তস্যাম্বরীশো হম্বরীষস্যাপি বিরূপোঽভবৎ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বো জজ্ঞে। ততশ্চ রথীতরঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

পরাশর কহিলেন। রৈবত ককুদ্মী যে সময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পুণ্যজন-নামক রাক্ষসগণ, কুশস্থলী নামে তদীয় পুরী ধ্বংস করে।[১] তাঁহার শত ভ্রাতা তৎকালে পুণ্যজন-দিগের ভয়ে নানাদেশে পলায়ন করিয়াছিল। এই কারণে সকল-দিকেই তদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের বাস হইয়াছিল। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক নামে ক্ষত্রিয়বংশ উৎপন্ন হইল। নভাগের পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র বিরূপ। বিরূপ হইতে পৃষদশ্ব, পৃষদশ্ব হইতে রথীতর উৎপন্ন হইলেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, রথীতর বংশীয়েরা যদিও ক্ষত্রিয়বংশীয়, তথাপি

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥ ২॥

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে। তস্য পুত্রশতপ্রবরা বিকুক্ষি-নিমি-দণ্ডাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ শকুনি-প্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রাঃ উত্তরাপথরক্ষিতারো বভূবুঃ। চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণাপথে ভূপালাঃ॥ ৩॥

স চ ইক্ষ্বাকুরষ্টকায়াম্ উৎপাদ্য শ্রাদ্ধার্হমাংসমানয়েতি বিকুক্ষিমাজ্ঞাপয়ামাস॥ ৫॥

স তথেতি গৃহীতাজ্ঞো বনমভ্যেত্যানেকান্ মৃগান্ হত্বা অতিশ্রান্তোঽতিক্ষুৎপরিতো বিকুক্ষিরেকং শশম-

(অঙ্গিরা, অনপত্যা রথীতর-ভার্য্যাতে সন্তান উৎপাদন করাতে) অঙ্গিরা হইতে তাঁহারা ক্ষত্রসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেন।[২]

মনু এক দিন হাঁচিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার নাসিকা হইতে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু হইতে এক শত একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই সমুদায় পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড, এই তিনটী পুত্র প্রধান। এই একাধিক শত পুত্রের মধ্যে উক্ত তিন পুত্র ও শকুনি প্রভৃতি পঞ্চশৎ পুত্র, উত্তরাপথে রাজা হইলেন। অবশিষ্ট অষ্টচত্বারিংশৎ-সঙ্খ্য পুত্র, দক্ষিণাপথে রাজ্য সংস্থাপন করিলেন।[৩]

একদা ইক্ষ্বাকু, অষ্টকাশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিকুক্ষি নামক পুত্রকে আজ্ঞা করিলেন যে (তুমি পাশাদির সাহায্য ব্যতীত) স্বয়ং মৃগবধ করিয়া শ্রাদ্ধোপযোগী মাংস আনয়ন কর।[৫] বিকুক্ষি তথাস্তু বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বহুসঙ্খ্য মৃগবধ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া

ভক্ষয়ৎ শেষঞ্চ মাংসমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। ইক্ষ্বাকুণাপি ইক্ষ্বাকুকুলাচার্য্যস্তৎপ্রোক্ষণায় বশিষ্ঠঃ প্রচোদিতঃ প্রাহ, অলমনেনামেধ্যেনামিষেণ। দুরাত্মনানেন তে পুত্রেণ এতন্মাংসমুপহতং, যতোঽনেন শশকো ভক্ষিতঃ। ততশ্চাসৌ বিকুক্ষিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপ, পিত্রাপি চ পরিত্যক্তঃ। পিতর্য্যুপরতে চাখিলামেতাং পৃথ্বীং ধর্ম্মতঃ শশাস। শশাদস্য চ পরঞ্জয়ো নাম পুত্রোঽভবৎ॥ ৬॥

ইদঞ্চান্যৎ, পুরা হি ত্রেতায়াং দৈবাসুরমতীব ভীষণং যুদ্ধমাসীৎ। তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতাঃ,

একটী শশক ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর তিনি অবশিষ্ট মাংস আনয়ন করিয়া পিতার নিকট নিবেদন করেন। ইক্ষ্বাকুও সেই মাংস লইয়া প্রোক্ষণের নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু কুলাচার্য্য বশিষ্ঠের নিকট সমর্পণ করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে কোন কার্য্য হইবে না, কারণ এই দুরাত্মা ত্বদীয় পুত্র হইতে এই মাংস উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। তোমার এই পুত্র একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে বিকুক্ষি, শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন এবং তাঁহার পিতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর কিছু কাল পরে ইক্ষ্বাকু পরলোক গমন করিলে শশাদ, ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। শশাদের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম পরঞ্জয়।৬

পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে অসুরগণের সহিত দেবগণের অতীব ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহাতে অসীম বলশালী অসুরেরা দেবগণকে পরাজয় করিল। দেবতারা পরাজিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর

ভগবন্তং বিষ্ণুমারাধয়াঞ্চক্রুঃ। প্রসন্নশ্চ দেবানামনাদি-নিধনঃ সকলজগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ, জ্ঞাতমেব ময়া যুষ্মাভির্যদভিলষিতং, তদর্থমিদং শ্রূয়তাম্॥ ৮ ॥

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্য চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ ক্ষত্রিয়-বর্য্যঃ। তচ্ছরীরেঽহমংশেন স্বয়মেবাবতীর্য্য তান্ অশেষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তদ্ভবদ্ভিঃ পরঞ্জয়োঽসুরবধার্থায় ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য ইতি। এতৎ শ্রুত্বা প্রণম্য ভগবন্তং বিষ্ণুমমরাঃ পরঞ্জয়সকাশমাজগ্মুঃ॥ ৯ ॥

উচুশ্চৈনম্, ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়বর্য্য! অস্মাভিরভ্যর্থি-তেন ভবতা অস্মাকমরাতিবধোদ্যতানাং সাহায়কং কৃতমিচ্ছামঃ॥ ১০ ॥

আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদায় জগতের একমাত্র গতি অনাদি অনন্ত দেব নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমাদের যাহা অভিপ্রেত, তাহা আমি অবগত আছি। তদ্বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮] শশাদ নামক রাজর্ষির পুত্রের নাম পরঞ্জয়। তিনি এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি স্বীয় অংশদ্বারা তদীয় শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় অসুর বধ করিব। অত-এব পরঞ্জয় যাহাতে অসুর বধের নিমিত্ত যুদ্ধারম্ভ করেন, তদ্বিষয়ে তোমরা যত্নবান্ হও।

দেবগণ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া রাজা পরঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন,[৯] এবং কহিলেন, অহে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা শত্রু সংহারের উদ্যোগ করিতেছি, এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি শত্রু বিজয় বিষয়ে আমাদের সাহায্য কর।[১০] আমরা তোমার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি, আমা-

তদ্ভবতা অস্মাকমভ্যাগতানাং প্রণয়ভঙ্গো ন কার্য্যঃ। ইত্যুক্তঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ, সকলত্রৈলোক্যনাথো যোঽয়ং যুষ্মাকমিন্দ্রঃ শতক্রতুঃ, অস্য যদ্যহং স্কন্ধমারূঢ়ো যুষ্মদ-রাতিভিঃ সহ যোৎস্যে, তদাহং ভবতাং সহায়ঃ। ইত্যা-কর্ণ্য সমস্তদেবৈরিন্দ্রেণ চ বাঢ়মিত্যেবমন্বীপ্সিতম্ ॥১১॥

ততশ্চ শতক্রতোর্বৃষভরূপধারিণঃ ককুৎস্থো হর্ষসম-ন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানেব অসুরান্ নিজঘান। যতশ্চ বৃষভককুৎস্থেন রাজ্ঞা নিসূদিতমসুরবলম্, ততশ্চাসৌ ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপ ॥ ১২ ॥

দের সহিত প্রণয় ভঙ্গ করা তোমার উচিত কার্য্য হইতেছে না। দেবগণ এই কথা বলিলে পুরঞ্জয় উত্তর করিলেন, যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, যিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত, তিনি যদ্যপি আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া (সংগ্রাম ভূমিতে লইয়া যান) তাহা হইলে আমি আপনাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং আপনাদের সহায় হইতে পারি। সমুদায় দেবগণ ও ইন্দ্র, এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন।[১১]

অনন্তর শতক্রতু বৃষভ রূপ ধারণ করিলেন। পুরঞ্জয় তাঁহার ককুৎস্থ হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে দেবাসুরের সংগ্রাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজোদ্বারা পরি-বর্দ্ধিততেজা হইয়া সমস্ত অসুর বিনাশ করিলেন। তিনি বৃষ-ভের ককুৎস্থ হইয়া অসুর বল সংহার করাতে ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইলেন।[১২] ককুৎস্থের পুত্র অনেনাঃ। অনেনা হইতে পৃথু,

ককুৎস্থস্যাপ্যনেনাঃ পুত্ত্রোঽভূৎ। অনেনসঃ পৃথুঃ, পৃথোর্ব্বিশ্বগশ্বঃ, তস্য চাদ্রোঽভূৎ, অদ্রস্য যুবনাশ্বঃ * তস্য শ্রাবস্তঃ, যঃ শ্রাবস্তীং পুরীং নিবেশয়ামাসঃ। শ্রাবস্তস্য বৃহদশ্বস্তস্যাপি কুবলয়াশ্বঃ † যোঽসাবুতঙ্কস্য মহর্ষেরপকারিণং ধুন্ধুনামানমসুরং বৈষ্ণবেন তেজসাপ্যায়িতঃ পুত্ত্রসহস্রৈরেকবিংশতিভিঃ পরিবৃতো জঘান, ধুন্ধুমারসংজ্ঞামবাপ। তস্য চ সমস্তা এব পুত্ত্রা ধুন্ধুমুখনিঃশ্বাসাগ্নিনা বিপ্লুষ্টা বিনেশুঃ॥ ১২॥

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশেষিতাঃ। দৃঢ়াশ্বাৎ বার্য্যশ্বঃ, ‡ তস্মাৎনিকুম্ভঃ, নিকুম্ভাৎ সংহতাশ্বঃ,

পৃথু হইতে বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্ব হইতে আদ্র, আদ্র হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত উৎপন্ন হইলেন। এই শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী নাম্নী পুরী সংস্থাপিত করেন। শ্রাবস্তের পুত্ত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্ত্র কুবলয়াশ্ব। কুবলয়াশ্ব, বিষ্ণুতেজোদ্বারা প্রবৃদ্ধতেজা হইয়া মহর্ষি উতঙ্কের অপকারী ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ধুন্ধু বিনাশ কালে তিনি এক বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। ইনি, ধুন্ধু বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার প্রায় সমুদায় পুত্র, ধুন্ধুর ফুৎকারোত্থিত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল পরন্তু কেবল দৃঢ়াশ্ব চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব, এই তিনটীমাত্র পুত্র অবশিষ্ট রহিল।

দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যাশ্ব, বার্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র

---

* তস্য চার্দ্রোঽভূৎ, আর্দ্রস্য যুবনাশ্বঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† কুবলাশ্বঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

‡ দৃঢ়াশ্বৎ হর্য্যশ্বঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

ততশ্চ কৃশাশ্বঃ, তস্মাৎ প্রসেনজিৎ, ততো যুবনাশ্বোঽভবৎ। তস্য চাপুত্রস্যাতিনির্ব্বেদাৎ মুনীনামাশ্রমমণ্ডলে নিবসতঃ কৃপালুভিস্তৈর্ম্মুনিভিরপত্যোৎপাদনায় ইষ্টিঃ কৃতা। তস্যাঞ্চ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং মন্ত্রপূতজলপূর্ণকলসং বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ সুষুপুঃ॥ ১৩॥

তেষু চ সুপ্তেষু অতীব তৃট্‌পরীতঃ স ভূপালস্তমাশ্রমং বিবেশ, সুপ্তাংশ্চ তানৃষীন্ নৈবোত্থাপয়ামাস॥ ১৪॥

তচ্চ কলসজলম্ অপরিমেয়মাহাত্ম্যং মন্ত্রপূতং পপৌ। প্রবুদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ, কেনৈতন্মন্ত্রপূতং বারি

সংহতাশ্ব, সংহতাশ্ব হইতে কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে যুবনাশ্ব উৎপন্ন হইলেন। যুবনাশ্বের পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে তিনি নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রমমণ্ডলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা মুনিগণ কৃপালুহৃদয় হইয়া তাঁহার সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত পুত্রেষ্টির অনুষ্ঠান করিলেন। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যাগ সমাপ্ত হইল। তখন মুনিগণ মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলস বেদিমধ্যে সংস্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন।[১৩]

যখন মুনিগণ নিদ্রিত হইলেন, তখন রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, ঋষিগণ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। তখন তিনি ঋষিদিগকে উত্থাপিত না করিয়া সেই মন্ত্রপূত অসীমমাহাত্ম্য-যুক্ত কলসস্থ জল পান করিলেন।[১৪]

অনন্তর (প্রাতঃকালে) যখন ঋষিগণ প্রবুদ্ধ হইলেন, তখন তাঁহারা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ ব্যক্তি এই মন্ত্রপূত জল পান করিল? এই জল পান করিলে রাজা যুবনা-

পীতম্? অত্র হি পীতে রাজ্ঞোঽস্য যুবনাশ্বস্য পত্নী মহাবলপরাক্রমং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ইত্যাকর্ণ্য স রাজা, অজানতা ময়া পীতম্ ইত্যাহ ॥ ১৫ ॥

গর্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেঽভবৎ। ক্রমেণ চ ববৃধে। প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপতের্নির্ভিদ্য নিশ্চক্রাম, ন চাসৌ রাজা মমার ॥ ১৬ ॥

জাতো নামৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ ॥১৭॥

অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ, মাময়ং ধাস্যতীতি। ততো মান্ধাতা নামতোঽভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেবরাজেন ন্যস্তা, তাং পপৌ। তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য

রাজার পত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, আমি না জানিয়াই ইহা পান করিয়াছি।[১৫] কিছু দিন পরে রাজা যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। গর্ভ, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যখন প্রসব সময় উপস্থিত হইল, তখন রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া সন্তান নিঃসৃত হইল কিন্তু তাহাতে রাজার মৃত্যু হইল না।[১৬] পুত্র জন্মিবামাত্র ঋষিগণ কহিলেন, এই পুত্র কাহার স্তন বা কি পান করিবেক।[১৭] এই সময় দেবরাজ আসিয়া কহিলেন "অয়ং মাং ধাতা" আমি ইহাকে পান করাইব। ইহাতেই ঐ বালক মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ, বালকের মুখে স্বীয় তর্জ্জনী অর্পণ করিলেন। বালক তাহা পান করিতে লাগিলেন। পরে মান্ধাতা ঐ অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, যে

পীত্বা চাহ্নৈব ব্যবর্দ্ধত। স তু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্ত-দ্বীপাং মহীং বুভুজে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ।

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

মান্ধাতা চ শশবিন্দুদুহিতরং বিন্দুমতীমুপযেমে, পুরুকুৎসম্ অম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ তস্যামপত্যত্রয়মুৎপাদয়ামাস। পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্য নৃপতের্বভূবুঃ।

বহ্বৃচশ্চ সৌভরির্নাম ঋষিরন্তর্জলে দ্বাদশাব্দং কালমুবাস ॥ ১৯ ॥

তত্র চান্তর্জলে সংমদনামাতিবহুপ্রজোঽতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ। তস্য পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ

স্থলে সূর্য্য উদিত হন ও যে স্থলে সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তন্মধ্যবর্ত্তী সমুদায় স্থানই যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতার অধিকৃত বলিয়া কথিত আছে।[১৮]

এই মান্ধাতা, রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিলেন। তিনি বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ, এই তিনটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পঞ্চাশটী কন্যা উৎপন্ন হইল।

এই সময় সৌভরি নামে কোন ঋগ্বেদী ঋষি (তপস্যার্থ) দ্বাদশ বৎসর জল মধ্যে বাস করিতেছিলেন।[১৯] (ঋষি যে জলে তপস্যা করিতেছিলেন) সেই জলে সংমদ নামক একটী প্রকাণ্ড মৎস্যরাজ অবস্থান করিত। তাহার অনেক গুলি সন্তানসন্ততি ছিল। ঐ মৎস্যরাজের পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ, তাহার পার্শ্বে পৃষ্ঠে বক্ষঃস্থলে পুচ্ছে ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্র তাহার সহিত

পৃষ্ঠতোঽগ্রতো বক্ষঃপুচ্ছশিরসাঞ্চোপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব সহাহর্নিশমতিনির্বৃতা রেমিরে। স চাপি তৎস্পর্শোপচীয়মানহর্ষপ্রকর্ষো বহুপ্রকারং তস্যর্ষেঃ পশ্যতঃ তৈরাত্মজ-পৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহানুদিবসং বহুপ্রকারং রেমে। অথান্তর্জলাবস্থিতঃ স সৌভরিরৈকাগ্রতাসমাধানমপহায়ানুদিনং * তং তস্য মৎস্যস্যাত্মজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহাতিরমণীয়ং ললিতমবেক্ষ্যাচিন্তয়ৎ ॥ ২০ ॥

অহো! ধন্যোঽয়ম্ ঈদৃশমপি অনভিমতং যোন্যন্তরমবাপ্য এভিরাত্মজপৌত্রাদিভিঃ সহ রমমাণোঽতীবাস্মাকং স্পৃহামুৎপাদয়তি, বয়মপ্যেবং † পুত্রাদিভিঃ

[illegible] সুখে ক্রীড়া করিত। তাহাদের স্পর্শে মৎস্যরাজেরও সুমহান্ আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকিত। সেই মহর্ষি সৌভরির সম্মুখেই মৎস্যরাজ প্রতিদিন পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদির সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করিত।

অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরি, তপস্যায় একাগ্ররূপে চিত্ত সমাহিত রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি প্রতিদিন ঐ মৎস্যরাজের, পুত্রপৌত্র দৌহিত্রাদির সহিত অতি মনোহর ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,[২০] এই মৎস্যই ধন্য! এই মৎস্য ঈদৃশ অনভিমত মীন যোনিতে উৎপন্ন হইয়াও এই সকল পুত্র পৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করাতে আমারও লোভ জন্মাইয়া দিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমিও পুত্র পৌত্রাদির সহিত এইরূপে ক্রীড়া করি। মহর্ষি এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া

* অপাস্য সোঽনুদিবসম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† অস্মাংস্পৃহামুৎপাদয়তি, অপি চ বয়মপ্যেবম্ ইতি বা পঠ্যতাম।

সহ রময়িষ্যামঃ *। ইত্যেবমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জলান্নিষ্ক্রম্য নির্বেষ্টুকামঃ কন্যার্থং মান্ধাতারং রাজানমগচ্ছৎ। ২১ ॥

অথাগমনশ্রবণসমনন্তরং চোত্থায় তেন রাজ্ঞা সম্যক্ অর্ঘ্যাদিনা পূজিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ সৌভরিরুবাচ।

নির্বেষ্টুকামোঽস্মি নরেন্দ্র! কন্যাং
প্রযচ্ছ মে মা প্রণয়ং বিভাঙ্ক্ষীঃ।
ন হ্যর্থিনঃ কার্য্যবশাভ্যুপেতাঃ
ককুৎস্থগোত্রে বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২২ ॥
অন্যেঽপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং
ক্ষ্মাপাল! যেষাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ।

সেই জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। পরে তিনি উপভোগ কামনায় কন্যা প্রার্থনার অভিলাষে রাজা মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন।[২১]

রাজা যখন শুনিলেন যে, মহর্ষি সৌভরি তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে সৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া রাজাকে কহিলেন। নরেন্দ্র! আমি বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমাকে একটী কন্যা প্রদান করুন। আমার প্রণয় ভঙ্গ করিবেন না। (আমরা অবগত আছি) ককুৎস্থ গোত্রে কোন কার্য্যের নিমিত্ত কোন যাচক উপস্থিত হইলে কখনই বিমুখ হইয়া যায় না।[২২] ভূপাল! এই পৃথিবীতে অন্যান্য বহু-সংখ্য রাজা আছেন। তাঁহাদের প্রভূত সন্তানও আছে পরন্তু আপনা-

* রমিষ্যাম ইতি রময়িষ্যামহে ইতি বা পাঠঃ।

কিন্ত্বর্থিনামর্থিতদানদীক্ষাকৃত-
ব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং তে॥ ২৩॥
শতার্দ্ধসঙ্খ্যাস্তব সন্তি কন্যাঃ
তাসাং মমৈকাং নৃপতে! প্রযচ্ছ।
যৎ প্রার্থনাভঙ্গভয়াদ্বিভেমি
তস্মাদহং রাজবরাতিদুঃখাৎ॥ ২৪॥

পরাশর উবাচ। ইতি ঋষিবচনমাকর্ণ্য স রাজা জরা-জর্জ্জরিতদেহং তম্ ঋষিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাতরস্তস্মাচ্চ ভগবতঃ শাপতো বিভ্যৎ কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং দধ্যৌ॥

ঋষিরুবাচ।

নরেন্দ্র! কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তাম্ *

দের এই ককুৎস্থ বংশীয়েরাই যাচকদিগের প্রার্থিত বস্তু দানে দীক্ষিত এবং একমাত্র আপনারাই এই শ্লাঘ্য ব্রত ধারণ করিয়া আছেন।[২৩] ভূপতে! আপনকার পঞ্চাশটী কন্যা আছে। আপনি তাহাদের মধ্যে একটী আমাকে দান করুন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমার মনে প্রার্থনা ভঙ্গের ভয় হইতেছে। প্রার্থনাভঙ্গ অতীব দুঃখ-জনক (এজন্য আমি একটীর অধিক কন্যা প্রার্থনা করিতে পারিলাম না।)[২৪]

পরাশর কহিলেন। রাজা, ঋষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জরাজর্জ্জরিত-কলেবর দেখিয়া (কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত হইয়াও) প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে সেই ভগবান্ মহর্ষি শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

* নরেন্দ্র! কস্মাৎ ত্বমুপৈষি চিন্তাম্ ইতি বা পাঠঃ।

অশক্যমুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ।
যাবশ্যদেয়া তনয়া তয়ৈব
কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্? ॥ ২৫ ॥

পরাশর উবাচ।

অথ তস্য শাপভীতঃ সপ্রশ্রয়মুবাচাসৌ রাজা ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! অস্মৎকুলস্থিতিরিয়ং য এব কন্যায়া অভিরুচিতোঽভিজনবান্ বরস্তস্মৈ কন্যা প্রদীয়তে। ভগবদ্যাচ্ঞা চাস্মন্মনোরথানামপ্যগোচরবর্ত্তিনী কথমপ্যেষা সংজাতা, তদেবমবস্থিতে ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্ম ইতি, তন্ময়া চিন্ত্যত * ইত্যভিহিতে তেন ভূভুজা মুনির-

ঋষি কহিলেন। ভূপতে! আপনি কিজন্য চিন্তিত হইতেছেন? আমি আপনাকে কোন অসাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ করি নাই। আপনকার কন্যা অবশ্যই কোন না কোন পাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে। যাহা অবশ্য দান করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে দিয়া যদি চরিতার্থ হন, তাহা হইলে আপনকার কি লাভ না হইল?[২৫]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর রাজা সেই মহর্ষির শাপে ভীত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, (রাজা কহিলেন) ভগবন্! আমাদের বংশের এই নিয়ম আছে যে, কন্যা যে কোন কুলশীলসম্পন্ন বরকে মনোনীত করিবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব। আপনি যে কন্যা প্রার্থনা করিবেন, তাহা আমাদের মনোরথেরও অগোচর। পরন্তু যে কোন কারণে আপনি এক্ষণে যাচ্ঞা করিতেছেন। ঈদৃশ অবস্থায় আমি যে কি করিব? তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারি-

---

* ইত্যেতন্ময়া চিন্ত্যত ইতি বা পঠনীয়ম্।

চিন্তয়ৎ। অহো! অয়মন্যোঽস্মৎপ্রত্যাখ্যানোপায়ঃ। বৃদ্ধোঽয়ম্ অনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিমুত কন্যানামিতি। অমুনা সঞ্চিন্ত্যৈবমভিহিতম্॥ ২৬॥

এবমস্তু তথা করিষ্যামীতি সংচিন্ত্য মান্ধাতারম্ উবাচ॥ ২৭॥

যদ্যেবং তদাদিশ্যতামস্মাকং প্রবেশায় কন্যান্তঃপুরবর্ষধরঃ *॥ ২৮॥

যদি কন্যৈব কাচিন্মামভিলষতি তদাহং দারপরিগ্রহং † করিষ্যামীতি, অন্যথা চেৎ, তদলমস্মাকং এতেনা-

তেছি না।' এই জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দেখিতেছি, এইটি আমাকে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায়! (ইনি বিবেচনা করিয়াছেন) এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, ইনি কন্যাদের মনোনীত হওয়া দূরে থাকুক্ স্ত্রীলোক মাত্রেই ইঁহাকে মনোনীত করিবে না। এইরূপ ভাবিয়াই রাজা আমাকে এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন।[২৬] তখন সৌভরি চিন্তা করিয়া, এক্ষণে স্বীকার করা যাউক, ইহাতে এইরূপ প্রতীকার করিব, এই প্রকার (মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিয়া) মান্ধাতাকে কহিলেন।[২৭] যদি এইরূপ (আপনকার কুলাচার থাকে) তাহা হইলে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত কন্যান্তঃপুরের কঞ্চুকীকে আজ্ঞা করুন।[২৮] যদি আপনকার কোন কন্যা আমাকে মনোনীত করেন, তাহা হইলে আমি দার পরিগ্রহ করিব, যদি মনোনীত না করেন, তাহা হইলে আমারও যৌবন অতিক্রম

---

* অস্মাকং কন্যান্তঃপুরপ্রবেশায় বর্ষবরঃ ইত্যপি পাঠঃ।

† দারসংগ্রহম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ভীতকালারম্ভেণ, ইত্যুক্ত্বা বিররাম। ততশ্চ মান্ধাত্রা মুনিশাপশঙ্কিতেন কন্যান্তঃপুরবর্ষধরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ। কন্যান্তঃপুরং প্রবিশন্নেব ভগবানখিলসিদ্ধগন্ধর্ব্বমনুষ্যেভ্যোঽতিশয়েন কমনীয়ং রূপমকরোৎ। প্রবেশ্য চ তম্ ঋষিমন্তঃপুরবর্ষধরঃ* তাঃ কন্যকাঃ প্রাহ, ভবতীনাং জনয়িতা মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ কন্যার্থী সমভ্যাগতঃ, ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতং, যদ্যস্মৎকন্যকা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি, তৎকন্যায়াশ্ছন্দে নাহং পরিপন্থানং করিষ্যামি, ইত্যাকর্ণ্য সর্ব্বা এব

করিয়া বৃদ্ধক্যাবস্থায় এ উদ্যোগের আর আবশ্যকতা নাই। ঋষি এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মান্ধাতা মুনিশাপভয়ে ভীত হইয়া কন্যান্তঃপুরের কঞ্চুকীর প্রতি আদেশ করিলেন। ভগবান্ সৌভরি, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতে সমুদায় সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্য হইতেও সাতিশয় রমণীয় রূপ ধারণ করিলেন। অন্তঃপুরস্থ কঞ্চুকী, সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া রাজকন্যাদিগকে কহিল, আপনাদের পিতা মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন যে, এই ব্রহ্মর্ষি, কন্যা প্রার্থনায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ইঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার স্বাধীন-ভাবের পরিপন্থী হইব না। (অতএব যদ্যপি তোমাদের মধ্যে কাহারো অভিরুচি হয়, এই ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।) রাজকন্যারা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই

* যত্র বর্ষধরশব্দস্তত্রৈব বর্ষবরশব্দঃ পুস্তকান্তরে লভ্যতে।

তাঃ কন্যকাঃ সানুরাগাঃ সমন্মথাঃ করেণব ইবেভযূথ-পতিং তম্ ঋষিমহমহমিকয়া বরয়াম্বভূবুঃ, উচুশ্চ ॥ ২৯ ॥

অলং ভগিন্যোঽহমিমং বৃণোমি
বৃতো ময়া, নৈব তবানুরূপঃ।
মমৈব ভর্ত্তা বিধিনৈষ সৃষ্টঃ
সৃষ্টাহমস্যোপশমং প্রয়াহি ॥ ৩০ ॥

বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং
গৃহং বিশন্নেব বিহন্যসে কিম্ ?।
ময়া ময়েতি ক্ষিতিপাত্মজানাং
তদর্থমত্যর্থকলির্বভূব ॥ ৩১ ॥

সানুরাগা ও সকামা হইল। করেণুগণ যেমন যূথপতিকে বেষ্টন করে, তাহার ন্যায় রাজকন্যারা সকলেই, আমি অগ্রে আমি অগ্রে এই কথা বলিয়া সেই ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিলেন।[২৯] তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা কেন (চেষ্টা কর,) আমি ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিতেছি। আমি পূর্ব্বে মনে মনে ইহাঁকে বরণ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধাতা ইঁহাকেই আমার ভর্ত্তা-স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আমিও ইহার ভার্য্যাস্বরূপ নির্ম্মিতা হইয়াছি। অতএব তোমরা ক্ষান্ত হও।[৩০] (কেহ বলিলেন।) আমিই ইহাঁকে প্রথমতঃ বরণ করিয়াছি। (কেহ কহিলেন) ইনি যখন গৃহে প্রবিষ্ট হন, তখনই আমি ইঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম, তোমরা কেন এক্ষণে ব্যাঘাত করিতেছ। এইরূপ রাজকন্যারা সকলেই আমি বরণ করিয়াছি, আমি বরণ করিয়াছি, এই কথা বলাতে তজ্জন্য সাতিশয় বিবাদ হইতে লাগিল।[৩১] এইরূপে

যদা তু সর্ব্বাভিরতীব হার্দ্দাৎ
ধৃতঃ স কন্যাভিরনিন্দ্যকীর্ত্তিঃ।
তদা স কন্যাধিকৃতো নৃপায়
যথাবদাচষ্ট বিনম্রমূর্ত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

তদবগমাৎ, কিমেতৎ? কথয় কিং করোমীতি কিং ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথমপি রাজানুমেনে। কৃতানুরূপবিবাহশ্চ মহর্ষিঃ সকলা এব তাঃ কন্যকাঃ স্বমাশ্রমমনয়ৎ। তত্র চাশেষশিল্পিশিল্পপ্রণেতারং বিধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় সকলকন্যানামে-

যখন সমুদায় রাজকন্যাই সেই যশোভাজন মহর্ষিকে সাতিশয় প্রীতি সহকারে বরণ করিতে লাগিলেন, তখন কন্যান্তঃপুরে অধিকৃত কঞ্চুকী রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক অবনত-মস্তক হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।[৩২] রাজা (কঞ্চুকীর প্রমুখাৎ) সমুদায় অবগত হইয়া আকুল চিত্তে (বলিতে লাগিলেন,) এ কি! এক্ষণে আমি কি করি, বল। আমি তখন কিরূপ বলিয়াছিলাম? (রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া) অনিচ্ছা পূর্ব্বক যথাকথঞ্চিৎ (সেই ঋষিকে বরণ করিতে কন্যাগণের প্রতি) অনুমতি প্রদান করিলেন।

এইরূপে মহর্ষির মনোমত বিবাহ হইল। পরে তিনি সেই সমুদায় রাজকন্যাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদায় শিল্পজীবিদিগের শিল্পবিদ্যার প্রবর্ত্তক দ্বিতীয় বিধাতা স্বরূপ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন যে রাজকন্যাদিগের প্রত্যেকের এক একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দাও। প্রত্যেক অট্টালিকাতে পরম রমণীয় শয্যা, পরম রমণীয় আসন ও পরম রমণীয় পরিচ্ছদ থাকিবে। (অট্টালিকার

কৈকস্যাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজ-কূজৎকলহংস-কারণ্ডবাদি-বিহঙ্গমাভিরাম-জলাশয়াঃ সোপবনাঃ সাবকাশাঃ সাধু-শয্যাসনপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়ন্তামিত্যাদিদেশ ॥৩৩॥

তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিল্পাবিশেষাচার্য্যস্ত্বষ্টা দর্শিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তস্তেষু গৃহেষ্বন-পায়ানন্দনামা মহানিধিরাসাঞ্চক্রে ॥ ৩৫ ॥

ততোঽনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদ্যুপভোগৈরাগতানু-গতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্ষিতীশদুহিতরো ভোজয়ামাসুঃ ॥ ৩৬ ॥

একদা তু দুহিতৃস্নেহাকৃষ্টহৃদয়ঃ স মহীপতিরতি-

সন্নিধানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারার্থ) যেন প্রশস্ত স্থান থাকে। প্রত্যেক অট্টালিকার নিকট উপবন থাকিবে। তাহাতে প্রফুল্ল কমলদ্বারা ও সুমধুর ধ্বনিকারী কলহংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গম দ্বারা সুশোভিত জলাশয় থাকিবে।[৩৩] অনন্তর অশেষ শিল্প বিশেষা-চার্য্য বিশ্বকর্ম্মা, (সৌভরির আদেশানুসারে) সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন।[৩৪] পরে অনপায়ানন্দ নামে মহানিধি, পর-মর্ষি সৌভরির আজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত অট্টালিকায় অবস্থান করিতে লাগিল।[৩৫]

অনন্তর রাজকন্যারা সেই সমুদায় অট্টালিকাতে (অবস্থান পূর্ব্বক) অভ্যাগত অতিথিগণকে এবং অনুগত ভৃত্যগণকে দিবা-রাত্র অনবরত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি দ্বারা ভোজন করাইতে লাগিলেন।[৩৬] একদা ভূপাল, কন্যা স্নেহে আকৃষ্টহৃদয়, হইয়া, কন্যারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, কি সুখে

দুঃখিতাস্তাঃ সুখিতা বা ইতি বিচিন্ত্য তস্য মহর্ষেরাশ্রমমুপেত্য স্ফুরদংশুমালাং স্ফটিকময়ীং প্রাসাদমালামতিরম্যোপবনজলাশয়াং দদর্শ ॥ ৩৭ ॥

প্রবিশ্য চৈকং প্রাসাদমাত্মজাং পরিষ্বজ্য কৃতাসনপরিগ্রহঃ প্রবৃত্তস্নেহনয়নাম্বুগর্ভনয়নোঽব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

অপ্যত্র বৎসে ! ভবত্যাঃ সুখম্ উত কিঞ্চিদসুখম্ ? অপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত সংস্মর্য্যতেঽস্মদ্গৃহবাসস্য ?

ইত্যুক্তা তত্তনয়া পিতরমাহ, তাত ! অতিশয়রমণীয়ঃ প্রাসাদোঽত্র, অতিমনোজ্ঞমুপবনমতিকলবাক্য-বিহগাভিরুতাঃ প্রোৎফুল্ল-পদ্মাকরজলাশয়াঃ,

আছে, (তাহা জানিবার নিমিত্ত) চিন্তাকুল হইয়া সেই মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, স্ফটিকময়ী প্রাসাদমালা শোভা পাইতেছে। তাহার কিরণমালায় চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল হইয়াছে। অট্টালিকাসমুদায়ের নিকট রমণীয় উপবন ও রমণীয় জলাশয় শোভা বিস্তার করিতেছে।[৩৭]

তখন ভূপাল, একটী অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়, সমুদিত স্নেহ-সলিলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন,[৩৮] বৎসে ! তুমি ত সুখে আছ ? না তোমার কোন অসুখ আছে ? মহর্ষি ত তোমার প্রতি স্নেহ করেন ? পূর্ব্বে যে আমার গৃহে বাস করিতে, তাহা ত তুমি স্মরণ করিয়া থাক ? রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তদীয় কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, পিতঃ ! এই পরম রমণীয় প্রাসাদ, এই অতিমনোহর উপবন, এই সকল সুমধুরধ্বনিকারী বিহগগণ-সুশোভিত, প্রফুল্ল কমল বিরাজিত জলাশয়,

মনোঽনুকূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগোপভোগো মৃদুনি শয়নানি, সর্ব্বসম্পৎসমবেতমেতদ্‌গার্হস্থ্যং, তথাপি কেন বা জন্মভূমির্ন স্মর্য্যতে ? ত্বৎপ্রসাদাদিদমশেষমতিশোভনম্॥ ৩৭ ॥

কিন্তু এতৎ মমৈকং দুঃখকারণং যদস্মদ্ভর্ত্তাঽস্মদ্‌গেহান্ন নিঃসরতি, মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা সমীপবর্ত্তী নান্যাসাং মদ্ভগিনীনাম্, এবঞ্চ মম সহোদরা দুঃখিতাঃ, ইত্যেবমতিদুঃখকারণম্, ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয়ং প্রাসাদম্‌উপেত্য স্বতনয়াং পরিষজ্যোপবিষ্টস্তথৈব পৃষ্টবান্।

এই সমুদায় মনোজ্ঞ ভক্ষ্য ভোজ্য অনুলেপন বসন ভূষণ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু. এই সমুদায় কোমল শয্যা (দেখিতেছেন। পৃথিবীতে যে সমুদায় সুখসামগ্রী ও) সম্পদ্ আছে, এখানে তাহার কিছুরই অভাব নাই। (আমি যদিও এতদূর সুখসাধন ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি) তথাপি কোন্ ব্যক্তি জন্মভূমির জন্য উৎকণ্ঠিত না হয়। আপনকার অনুগ্রহে আমার এতৎসমুদায়ই যার পর নাই উত্তম হইয়াছে।[৩৭] পরন্তু আমার একটী দুঃখের কারণ এই যে, আমার স্বামী, আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। তিনি কেবল আমাতেই সাতিশয় স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকেন। তিনি আমার আর আর সহোদরা ভগিনীর নিকট যান না। ইহাতে আমার ভগিনীরা দুঃখিতা আছেন। এই বিষয়টীই কেবল আমার সাতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে।

রাজা কন্যার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় প্রাসাদে গমন করিলেন। সেখানেও তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই রাজদুহিতাও সেই-

তয়াপি তথৈব, সর্ব্বমেতৎ প্রাসাদাদ্যুপভোগসুখমা-খ্যাতং, মমৈব কেবলং পার্শ্ববর্ত্তী নান্যাসামস্মদ্ভগিনী-নামিত্যেবমাদি শ্রুত্বা সমস্তপ্রাসাদেষু রাজা প্রবিবেশ, তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছৎ তাভিশ্চ তথৈবাভিহিতঃ পরিতোষবিস্ময়নির্ভরবিবশহৃদয়ো ভগবন্তং সৌভরি-মেকান্তাবস্থিতমুপেত্য কৃতপূজোঽব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

দৃষ্টস্তে ভগবন্! সুমহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবো নৈবং-বিধমন্যস্য কস্যচিদস্মাভির্বিভূতিবিলসিতমুপলক্ষিতম্, কিয়দেতদ্ভগবংস্তপসঃ ফলমিত্যভিপূজ্য তম্ ঋষিং তত্রৈব তেন ঋষিবর্য্যেণ সহ কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং বুভুজে স্বপুরঞ্চ জগাম ॥ ৪১ ॥

রূপ সমুদায় অট্টালিকা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সুখভোগ বর্ণন করিলেন এবং (দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, আমার স্বামী) সর্ব্বদা কেবল আমারই সমীপবর্ত্তী থাকেন। তিনি আমার অন্যান্য ভগিনীদিগের নিকট গমন করেন না। রাজা ঈদৃশ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রাসাদে গমন পূর্ব্বক প্রত্যেক কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যারা সকলেই সেইরূপ কহিলেন।

অনন্তর রাজা সাতিশয় পরিতোষ ও বিস্ময়দ্বারা আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া একান্তে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং (যথা বিধানে) পূজা করিয়া কহিলেন, " ভগবন্! আপন-কার অসাধারণ তপঃসিদ্ধি-প্রভাব দর্শন করিলাম। আমরা এই ভূমণ্ডলে অন্য কোন ব্যক্তিরই ঈদৃশ বিভূতি অবলোকন করি নাই। ইহা যে আপনকার কত তপস্যার ফল (বলিতে পারি না।) রাজা এই বাক্য বলিয়া মহর্ষির পূজা করিলেন। অনন্তর কিছু দিন তিনি

কালেন গচ্ছতা তস্য রাজতনয়াসু তাসু পুত্রশতং সার্দ্ধমভবৎ। তদনুদিনানুরূঢ়স্নেহঃ স তত্রাতীব মমতাকৃষ্ট-হৃদয়োঽভবৎ ॥ ৪২ ॥

অপ্যেতেঽস্মৎপুত্রাঃ কলভাষিণঃ পদ্ভ্যাং গচ্ছেয়ুঃ, অপ্যেতে যৌবনিনো ভবেয়ুঃ, অপি কৃতদারানেতান্ পশ্যেয়ম্ অপ্যেতেষাং পুত্রা ভবেয়ুঃ, অথ তৎপুত্রান্ পুত্রসমন্বিতান্ পশ্যেয়ম্, এবমাদিমনোরথমনুদিনকালসম্পাত্তিবৃত্তিমবেত্যৈতৎ সঞ্চিন্তয়ামাস ॥ ৪৩ ॥ অহো মে মোহস্যাতিবিস্তারঃ!

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি

সেই মহর্ষির সহিত অভিলষিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।[৪১]

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে সেই সমুদায় রাজকন্যার গর্ভে মহর্ষির একশত পঞ্চাশটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই সমুদায় পুত্র কলত্রের প্রতি, দিন দিন তাঁহার স্নেহ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি স্ত্রীপুত্রাদির মমতায় অতীব আকৃষ্ট-হৃদয় হইলেন।[৪২] কবে আমার এই পুত্রগুলি মধুর বাক্যে কথা কহিতে শিখিবে, কবে ইহারা পদ দ্বারা গমনাগমন করিতে পারিবে, কবে ইহারা যৌবনপথে পদার্পণ করিবে, কবে ইহাদের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিব, কবে ইহাদের পুত্র হইবে, কবে আমি এই সমুদায় পুত্রকে পুত্রসমন্বিত হইতে দেখিব, এইরূপে প্রতিদিন যাহাতে সুদীর্ঘ কাল পরিবর্ত্তিত হয়, তাদৃশ অভিলাষ করিয়া এই সমুদায় চিন্তা করিতেন।[৪৩]

অহো! মহামোহের কি দুর্নিবার ক্ষমতা! দশ সহস্র বৎসর

বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥ ৪৫ ॥
পদ্ভ্যাং গতা যৌবনিনশ্চ জাতা
দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ।
দৃষ্টাঃ সুতাস্তত্তনয়প্রসূতিং
দ্রষ্টুং পুনর্বাঞ্ছতি মেঽন্তরাত্মা ॥ ৪৫ ॥
দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎ প্রসূতিং
মনোরথো মে ভবিতা ততোঽন্যঃ।
পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য ॥ ৪৬ ॥
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাম্
অন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ।

বা লক্ষ বৎসর অতীত হইলেও মনোরথ পরিসমাপ্ত হয় না। এক একটী মনোরথ পূর্ণ হইবামাত্র আবার নূতন নূতন অন্য মনোরথের উৎপত্তি হইয়া থাকে।[৪৪] আমার পুত্রেরা পদদ্বারা গমনাগমন করিতে শিখিল, তাহারা যৌবনপথে অবতীর্ণ হইল, তাহাদের বিবাহ দিলাম, সন্তান হইল, পৌত্রমুখ দর্শন করিলাম, এক্ষণে আবার আমার অন্তরাত্মা পৌত্রের সন্তানাদি অবলোকন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।[৪৫] যদিও এখন আমি পৌত্রের পুত্রাদি দর্শন করি, তাহা হইলে আমার মনোরথ অন্য দিকে ধাবমান হইবে অর্থাৎ তখন আমার এরূপ অন্তঃকরণ হইবে যে, পৌত্রের পৌত্রাদি দর্শন করিলে চরিতার্থ হই। অতএব কিছুতে মনোরথ পরিতৃপ্ত হয় না।[৪৬] আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না

মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি ॥ ৪৭ ॥
স মে সমাধির্জলবাসমিত্র-
মৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।
পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং
পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥ ৪৮ ॥
দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম
শতার্দ্ধসঙ্খ্যং তদিদং প্রসূতম্।
পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং
সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ ॥ ৪৯ ॥
সুতাত্মজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ
ভূয়োভূয়শ্চ তেষাং স্বপরিগ্রহেণ।

হয়, সে পর্য্যন্ত মনোরথের নিবৃত্তি নাই। যে ব্যক্তি মনোরথের অধীন ও অনুবর্ত্তী, তাহার মন কখনই পরমাত্মাতে আসক্ত হয় না।[৪৭] আমি যে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলাম, জলবাসী মদীয় মিত্র সেই মৎস্যের সহবাসেই সেই বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইল। সেই মৎস্যের সংসর্গেই আমার এই সংসার পরিগ্রহ হইয়াছে এবং সংসার পরিগ্রহ হইতেই আমার নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যের অভিলাষ হইতেছে।[৪৮] একটী শরীর ধারণ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করাই অশেষ দুঃখের কারণ। পরন্তু আমি রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটী শরীর বৃদ্ধি করিলাম। পরে সেই রাজকন্যাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হওয়াতে সেই দুঃখজনক শরীর বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।[৪৯] এক্ষণে পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি দ্বারা এবং তাহাদের পরিণীত পত্নী দ্বারা আমার মমতার আকর অতি-

বিস্তারমেষ্যত্যতিদুঃখহেতুঃ
পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥ ৫০ ॥
চীর্ণং তপো যত্তু জলাশ্রয়েণ
তস্যর্দ্ধিরেষা তপসোঽন্তরায়ঃ।
মৎস্যস্য সঙ্গাদভবচ্চ যো মে
সুতাদিরাগো মুষিতোঽস্মি তেন ॥ ৫১ ॥
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥
অহং চরিষ্যামি তথাত্মনোঽর্থে
পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিঃ।
যথা হি ভূয়ঃ পরিহীনদোষো

দুঃখের কারণ পরিজনবর্গ ক্রমশঃ সমধিক বিস্তীর্ণ হইতেছে।[৫০] আমি পূর্ব্বে জলগর্ভ আশ্রয় পূর্ব্বক যে তপস্যা করিয়াছিলাম, এই সমুদায় সম্পত্তিই সেই তপস্যার অন্তরায় হইয়াছে। পূর্ব্বে মৎস্যের সংসর্গে আমার যে পুত্রাদি উৎপাদনে ও তৎসহবাসে কালযাপনে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, আমি তাহাতেই প্রতারিত হইলাম।[৫১] যতিদিগের পক্ষে নিঃসঙ্গতাই মুক্তির আকর, কারণ অন্যের সংসর্গে অশেষ দোষের উৎপত্তি হয়। যাঁহাদের অল্পমাত্র সিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, যে সকল যোগী নিয়ত যোগযুক্ত থাকেন, তাঁহারাও সঙ্গদোষে অধঃপতিত হন।[৫২]

এক্ষণে যদিও আমার বুদ্ধি, পরিগ্রহ-রূপ গ্রাহ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি আমি আত্মার নিমিত্ত যত্নবান্ হইব এবং পুনর্ব্বার

জনস্য দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী ॥ ৫৩ ॥

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
অণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণম্।
সিতাসিতঞ্চেশ্বরমীশ্বরাণাম্
আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুম্ ॥ ৫৪ ॥

তস্মিন্নশেষৌজসি সর্ব্বরূপি-
ণ্যব্যক্তবিস্পষ্টতনাবনন্তে।
মমাচলং চিত্তমপেতদোষং
সদাস্তু বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

সমস্তভূতাদমলাদনন্তাৎ
সর্ব্বেশ্বরাদন্যদনাদিমধ্যাৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিৎ তমহং গুরূণাং

যাহাতে পরিজন-দুঃখে দুঃখিত হইতে না হয়, ও আমার সমুদায় দোষ সংশোধন হইয়া যায়, আমি তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব।[৫৩] যিনি সকলের বিধাতা, যিনি অচিন্ত্যরূপ, যিনি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি জীবরূপে বদ্ধ ও ঈশ্বর রূপে মুক্ত, যিনি ঈশ্বর হইতেও ঈশ্বর, আমি তপস্যা দ্বারা সেই বিষ্ণুর আরাধনা করিব।[৫৪] আমার মন বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত অশেষ দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বরূপী অব্যক্ত ও ব্যক্তমূর্ত্তি অনন্ত বিষ্ণুতে সর্ব্বদাই স্থির ভাবে অবস্থান করুক।[৫৫] যিনি সমস্ত জীব-স্বরূপ, যিনি নির্ম্মল ও অনন্ত, যিনি সকলের ঈশ্বর, যাঁহার আদি মধ্য (বা অন্ত) নাই, যাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই,

পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিষ্ণুম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যিনি গুরুদিগেরও পরম গুরু, আমি সেই বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।৫৩

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যাত্মনমাত্মনৈবাভিধায়াসৌ সৌভরিরপহায় পুত্রগৃহাসনপরিবর্হাদিকমশেষমর্থজাতং সকলভার্য্যাসমবেতো বনং প্রবিবেশ। তত্রাপ্যনুদিনং বৈখানসনিষ্পাদ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং নিষ্পাদ্য ক্ষয়িতসকলপাপঃ পরিপক্কমনোবৃত্তিরাত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষুরভবৎ ॥ ১ ॥

ভগবত্যাসজ্যাখিলং কর্ম্মকলাপমজমবিকারমমরণাদিধর্ম্মমবাপ পরং পরবতামচ্যুতপদম্ ॥ ২ ॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর সৌভরি, আপনা আপনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া পুত্র গৃহ আসন পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া বনগমন করিলেন। তিনি সেই বনে অবস্থান পূর্ব্বক বৈখানস মুনিদিগের কর্ত্তব্য সমুদায় ক্রিয়াকলাপ নিষ্পাদন করিয়া স্বীয় সমুদায় পাপক্ষয় করিলেন। পরে তাঁহার মনোবৃত্তি যখন পরিপক্ক ও রাগাদিশূন্য হইল, তখন তিনি আপনাতে অগ্ন্যাধান করিয়া ভিক্ষু হইলেন।[১] তিনি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমুদায় কর্ম্মকলাপ সমর্পণ করিয়া জন্মরহিত বিকাররহিত মরণাদি ধর্ম্মরহিত ইন্দ্রিয়ের অগোচর অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হইলেন।[২] মান্ধাতার দুহিতৃ-

ইত্যেতন্মান্ধাতুর্দুহিতৃসম্বন্ধাদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩ ॥

যশ্চৈতৎ সৌভরিচরিতমনুস্মরতি পঠতি শৃণোত্যবধারয়তি, তস্যাষ্টৌ জন্মান্যসম্মতিরসদ্ধর্ম্মো বা মনসোঽসন্মার্গাচরণমশেষহেয়েষু বা মমত্বং ন ভবতীতি, অতো মান্ধাতুঃ পুত্রসন্ততিরভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অম্বরীষস্য মান্ধাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃ পুত্রোঽভূৎ। তস্মাৎ হরিতঃ যতোঽঙ্গিরসো হারীতাঃ ॥ ৫ ॥

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্ব্বাঃ ষট্‌কোটিসঙ্খ্যাস্তৈরশেষাণি নাগকুলানি অপহৃতপ্রধানরত্নাধিপত্যান্যক্রিয়ন্ত ॥ ৬ ॥

তৈশ্চ গন্ধর্ব্ববীর্য্যাবধূতৈরুরগেশ্বরৈর্ভগবান্ অশেষ-

সম্বন্ধে এই উপাখ্যান কহিলাম। যিনি এই সৌভরিচরিত স্মরণ করেন, পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অবধারণ করেন, তাঁহার অষ্ট জন্ম, অসম্মান, অসদ্ধর্ম্ম, সমুদায় হেয় বস্তুর প্রতি মমতা বা অন্তঃকরণের অসৎপথে গমন, এ সমুদায় ঘটে না। অতঃপর মান্ধাতার পুত্র সন্ততি বর্ণন করিতেছি।

মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। এই হরিত হইতে আঙ্গিরস হারীত বংশ বিখ্যাত হইয়াছে।*

মৌনেয় নামক ছয় কোটি গন্ধর্ব্ব, রসাতলে অবস্থান পূর্ব্বক নাগগণের সমস্ত প্রধান রত্ন ও সমুদায় আধিপত্য হরণ করিয়াছিল।* প্রধান প্রধান নাগগণ, গন্ধর্ব্ববলে পরাভূত হইয়া অশেষ দেবগণের ও ঈশ্বর ক্ষীরোদসলিলশায়ী ভগবান্ (বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল।) স্তব শ্রবণে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ

দেবেশস্তবশ্রবণান্মীলিতোন্তিন্নপুণ্ডরীকনয়নো জলশ-য়নো নিদ্রাবসানাদ্বিবুদ্ধঃ প্রণিপত্যাভিহিতো ভগবন্! অপ্যস্মাকমেতেভ্যো গন্ধর্ব্বেভ্যো ভয়মুপশমমেষ্যতী-ত্যাহ ভগবাননাদিপুরুষঃ পুরুষোত্তমো যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসনামা পুত্রস্তমহমনুপ্রবিশ্যৈতানশেষ-দুষ্টগন্ধর্ব্বানুপশমং নয়িষ্যামি ॥ ৭ ॥

ইত্যাকর্ণ্য ভগবতে কৃতপ্রণামাঃ পুনর্নাগলোকমা-গতাঃ পন্নগপতয়ো নর্ম্মদাঞ্চ পুরুকুৎসানয়নায় চোদয়া-মাসুঃ ॥ ৮ ॥

সা চৈনং রসাতলে নীতবতী। রসাতলগতশ্চাসৌ ভগবত্তেজসাপ্যায়িতাত্মবীর্য্যঃ সকলগন্ধর্ব্বান্ জঘান, পুনশ্চ স্বভবনমাজগাম। সকলপন্নগপতয়শ্চ নর্ম্মদায়ৈ

হইলে তদীয় পুণ্ডরীক নয়ন উন্মীলিত হইল। নাগগণ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিল, ভগবন্! গন্ধর্ব্বগণ হইতে আমাদের যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে তাহার উপশম হইতে পারে? অনাদিপুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তম কহিলেন, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পুরুকুৎস নামে যে পুত্র আছে, আমি তদীয় শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিব। [৭] নাগ-রাজগণ, এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া নাগলোকে প্রত্যাগমন করিল। পরে তাহারা পুরুকুৎসকে (নাগ-লোকে) আনয়ন করিবার নিমিত্ত (ভগিনী) নর্ম্মদাকে নিযুক্ত করিল (ও কহিল ভগিনি!) [৮] তুমি যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতার পুরু-কুৎস নামক পুত্রকে অপহরণ পূর্ব্বক আনয়ন কর। নর্ম্মদা পুরুকুৎ-সকে রসাতলে লইয়া গেলেন। পুরুকুৎস রসাতলে গমন করিলে

বরং দদুঃ। যস্তেহনুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি তস্য সর্পবিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৯ ॥

অত্র শ্লোকঃ।

নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি।
নমোঽস্তু নর্ম্মদে! তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পতঃ ॥

ইত্যুচ্চার্য্যাহর্নিশমন্ধকারপ্রবেশে বা ন সর্পৈর্দশ্যতে ॥১০॥

ন চাপি কৃতানুস্মরণভুজো বিষমপি সুভুক্তমুপঘাতায় ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

পুরুকুৎসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন ভবিষ্যতীত্যুরগপতয়ো বরং দদুঃ ॥ ১২ ॥

ভগবানের তেজোদ্বারা তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি সমুদায় গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিলেন। [৯] পরে তিনি স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন। নাগরাজেরা তখন ভগিনীকে বর প্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি তোমার স্মরণ ও নামগ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় বা বিষভয় থাকিবে না। নর্ম্মদার নাম গ্রহণ ও নাম স্মরণ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, "প্রাতঃকালে নর্ম্মদাকে করি নমস্কার। নিশাকালে নমস্কার করি পুনর্ব্বার॥ নর্ম্মদে! প্রণাম করি সর্ব্বদা তোমাকে। বিষ সর্প হতে ত্রাণ কর মা আমাকে।" দিবাভাগে রাত্রিকালে অথবা কোন অন্ধকারময় স্থানে গমন কালে এই শ্লোক উচ্চারণ করিলে সর্প, দংশন করে না। [১০] ভোজনকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যদি বিষও ভক্ষণ করে, তথাপি কোন হানি হয় না। [১১] অনন্তর নাগরাজেরা পুরুকুৎসকেও একটী বর দিলেন যে, তোমার কখন বংশলোপ হইবে না। [১২]

পুরুকুৎসো নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুমজীজনৎ। ত্রসদস্যু-সুতঃ সম্ভূতঃ, ততোঽনরণ্যস্তং রাবণো দিগ্বিজয়ে জঘান। অনরণ্যস্য পৃষদশ্বঃ পৃষদশ্বস্য হর্য্যশ্বঃ পুত্রোঽভবৎ। ততশ্চ সুমনাঃ, তস্যাপি ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বনস্ত্র্যয্যারুণঃ ॥১২॥

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। যোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ, চণ্ডালতামুপগতশ্চ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ ॥১৩॥

পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারোপিতঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ। তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ

পুরুকুৎস হইতে নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যু নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত, সম্ভূতের পুত্র অনরণ্য। রাবণ দিগ্বিজয়ের সময় তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র সুমনা, সুমনার পুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, [১২] ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। এই সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। ইনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক সময় দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে এই ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্রের পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণের নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থিত বটবৃক্ষে প্রতিদিন মাংস বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন, চাণ্ডালের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না, বিবেচনা করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে দান করিতেন না। [১৩] অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছিলেন। [১৪] ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র,

হরিতঃ, হরিতাচ্চঞ্চুঃ, চঞ্চোর্ব্বিজয়সুদেবৌ। রুরুকো বিজয়াৎ রুরুকস্য চ বৃকস্ততো বাহুঃ। যোঽসৌ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতোঽন্তর্ব্বত্ন্যা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥১৫॥

তস্যাশ্চ সপত্ন্যা গর্ভস্তম্ভনায় গরো দত্তঃ। তেনাস্যা গর্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্থৌ। স চ বাহুর্বৃদ্ধভাবাদৌর্ব্বাশ্রমসমীপে মমার ॥ ১৬ ॥

সা তস্য ভার্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানুমরণকৃত-নিশ্চয়াভূৎ। অথৈনামতীতানাগতবর্ত্তমানকালবেদী ভগবানৌর্ব্বঃ স্বস্মাদাশ্রমান্নির্য্যায়াব্রবীৎ, অলমেতে-

হরিশ্চন্দ্র হইতে রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্ব হইতে হরিত, হরিত হইতে চঞ্চু, চঞ্চু হইতে বিজয় ও সুদেব, বিজয় হইতে রুরুক, রুরুক হইতে বৃক, বৃক হইতে বাহু উৎপন্ন হইলেন। এই বাহু হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গর্ভিণী মহিষীর সহিত বনপ্রবেশ করেন ॥ [১৫] এই রাজমহিষীর গর্ভস্তম্ভনের নিমিত্ত তাঁহার সপত্নী গর (ঔষধ) প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহাতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার গর্ভ থাকিল, (সন্তান হইল না।) অনন্তর বাহু, বৃদ্ধাবস্থা হেতু ঔর্ব্ব নামক মহর্ষির আশ্রমের সন্নিধানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। [১৬]

অনন্তর বাহুর ভার্য্যা চিতা নির্ম্মাণ করিয়া ভর্ত্তাকে চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক সহমরণার্থ কৃতনিশ্চয়া হইলেন। তদনন্তর বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ কালত্রয় বেত্তা ভগবান্ ঔর্ব্ব, স্বীয় আশ্রম

---

* র'হরিতি পাঠান্তরম্ ॥

নাসদ্‌গ্রহেণ। অখিলভূমণ্ডলপতিরতিবীর্য্যপরাক্রমো-ঽনেকযজ্ঞকৃদরাতিপক্ষক্ষয়কর্ত্তা তবোদরে চক্রবর্ত্তী তিষ্ঠতি। মৈবং মৈবং সাহসাধ্যবসায়িনী ভবতী ভবতু, ইত্যুক্তা চ সা তস্মাদনুমরণনির্ব্বন্ধাৎ বিররাম॥ ১৭॥

তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয়দিনান্তরে চ সহৈব তেন গরেণাতিতেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্যৌর্ব্বো জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার। কৃতোপনয়নঞ্চৈনমৌর্ব্বো বেদান্ শাস্ত্রান্যশেষাণি অস্ত্রঞ্চাগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস। উৎপন্ন-

হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ঈদৃশ অসদনুষ্ঠান করিও না। যিনি অখণ্ড ভূমণ্ডলের অধিপতি হইবেন, যিনি বহুসংখ্য যাগানুষ্ঠান করিবেন, যিনি অসীম বীর্য্য ও অসীম পরাক্রমশালী হইবেন, যিনি সমুদায় শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিবেন, তাদৃশ রাজচক্রবর্ত্তী তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। ঈদৃশ সাহস করিও না, ঈদৃশ অধ্যবসায় হইতে বিরতা হও। ভগবান্ ঔর্ব্ব এই কথা বলিলে বাহুমহিষী সেই সহমরণ নির্ব্বন্ধ হইতে বিরতা হইলেন। ১৭

অনন্তর ভগবান্ ঔর্ব্ব, ঐ রাজমহিষীকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। কিছু দিন পরে সেই গরের (বিষৌষধের) সহিত অতি তেজস্বী বালক ভূমিষ্ঠ হইল। ঔর্ব্ব ঐ বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সগর এই নাম রাখিলেন। পরে সগরের উপনয়ন হইলে ঔর্ব্ব তাঁহাকে সমুদায় বেদ ও সমুদায় শস্ত্র এবং ভার্গব নামক আগ্নেয়াস্ত্র শিখাইলেন। সগরের যখন বুদ্ধিপরিণত হইল, তখন এক দিবস তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা

বুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ।* অম্ব! কথমত্র বয়ম্? ক বা তাতঃ? তাতোঽস্মাকং কঃ? ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতঃ তন্মাতা সর্ব্বমবোচৎ। ততঃ পিতৃরাজ্যহরণামর্ষিতো হৈহয়তালজঙ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রায়শশ্চ হৈহয়ান্ জঘান। শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা† হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ॥ ১৮॥

অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ ॥১৯॥

করিলেন, মাতঃ! আমরা কিরূপে এখানে অবস্থান করিতেছি, আমার পিতা কে? তিনি কোথায় আছেন? সগর এইরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মাতা সমুদায় বিবরণ কহিলেন।

অনন্তর সগর অমর্ষান্বিত হইয়া পিতৃরাজ্য-প্রত্যাহরণার্থ হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতির বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তিনি প্রথমতঃ হৈহয়দিগকে উন্মূলিতপ্রায় করিলেন। পরে যখন শক যবন কাম্বোজ পারদ ও পহ্লবগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহারা তদীয় কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল।[১৮] অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! ইহারা জীবন্মৃত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যকতা নাই।[১৯] তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি

* উৎপন্নবুদ্ধিঃ স্বমাতরমপৃচ্ছৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† পল্লবা ইতি বা পঠনীয়ম্।

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ ॥ ২০॥

স তথেতি তদগুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্, নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজসংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম, (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে।) ২০ সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করিয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন। এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিতকেশধারী এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়া হীন করেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। (বিজয়ী) সগরও নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাবল কোথাও প্রতিহত হয় নাই। ২১

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঽংশঃ ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

কশ্যপদুহিতা সুমতির্বিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্ ॥ ১ ॥

তাভ্যাঞ্চাপত্যার্থমারাধিত ঔর্ব্বঃ পরমেণ সমাধিনা বরমদাৎ ॥ ২ ॥

একা বংশধরমেকং পুত্রম্, অপরা ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি জনয়িষ্যতীতি যস্যা যদভিমতং, তদিচ্ছয়া গৃহ্যতাম্। ইত্যুক্তে কেশিনী, পুত্রমেকং, সুমতিঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং বব্রে । তথেতি চ ঋষিণাভিহিতে অল্পৈরে-

পরাশর কহিলেন। সগরের দুইটী মহিষী ছিলেন। একটী কশ্যপের কন্যা সুমতি, আর একটী বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী। [১] সন্তানের নিমিত্ত এই দুই মহিষী ঔর্ব্বের আরাধনা করিলে, ঔর্ব্ব পরম যোগবলে বর প্রদান করিলেন যে, [২] তোমাদের দুই জনের মধ্যে এক জন ষষ্টি সহস্র পুত্র ও এক জন একটীমাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। ইহার মধ্যে যিনি যে বর চাও, ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ কর। মহর্ষি এই কথা বলিলে সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্র ও কেশিনী

বাহোভিরেকৈকমসমঞ্জসং নাম বংশধরং পুত্রমসূত কেশিনী। বিনতাতনয়ায়াস্তু সুমত্যাঃ ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণ্যভবন্। তস্মাদসমঞ্জসোহংশুমান্ নাম কুমারো জজ্ঞে ॥ ৩ ॥

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপবৃত্তঃ। পিতা চাস্যাচিন্তয়ৎ অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যতীতি। অথ তত্রাপি বয়স্যতীতে তচ্চরিতমেবৈনং পিতা তত্যাজ ॥ ৪ ॥

তান্যপি ষষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জসশ্চরিতমনুচক্রুঃ ॥ ৫ ॥

ততশ্চাসমঞ্জসশ্চরিতানুকারিভিঃ সাগরৈরপধ্বস্তযজ্ঞাদিসন্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যাময়মসং-

একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। অল্প দিন পরে কেশিনী অসমঞ্জা নামে একটী বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতার কন্যা সুমতিরও ষষ্টি সহস্র পুত্র হইল। অসমঞ্জার একটী সন্তান হইল, তাহার নাম অংশুমান্।[৩]

অসমঞ্জা বাল্যকাল অবধি সাতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সগর, বিবেচনা করিতেন যে, বাল্যকাল অতীত হইলেই তাঁহার বুদ্ধির পরিণতি ও জ্ঞান হইবে। অসমঞ্জা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখনও তাঁহার চরিত্র পূর্ব্ববৎ থাকাতে সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।[৪] সগরের অপর ষষ্টি সহস্র পুত্রেরও অসমঞ্জার ন্যায় চরিত্র হইল।[৫] অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকারী সগরতনয়গণ, পৃথিবীতে যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় সৎকর্ম্ম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা, সকল বিদ্যাময় দোষস্পর্শ-

স্পৃষ্টমশেষদোষৈর্ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্যাংশভূতং কপিলর্ষিং প্রণম্য তদর্থমূচুঃ ॥ ৬ ॥

ভগবন্! এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসশ্চরিতমনুগম্যতে, কথমেবমেভিরনুসরদ্ভির্জগদ্ভবিষ্যতীত্যার্ত্তজগৎপরিত্রাণায়* চ ভগবতোঽত্র শরীরগ্রহণম্, ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্, অল্পৈরেব দিনৈরেতে বিনঙ্ক্ষ্যতি ইত্যুক্তবান্॥ ৭ ॥

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেভে। তত্র চ তৎপুত্রৈরধিষ্ঠিতমস্যাশ্বং কোঽপ্যপহৃত্য ভুবো বিবরং প্রবিবেশ ॥ ৮ ॥

ততশ্চাশ্বান্বেষণায় তনয়ান্ যুযোজ। ততস্তত্তনয়া-

পরিশূন্য ভগবান্ পুরুষোত্তমের অংশ মহর্ষি কপিলকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এই সমুদায় সগরতনয় অসমঞ্জার চরিত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। এই রাজকুমারেরা ঈদৃশ কুমার্গানুসারী হইলে কিরূপে পৃথিবী রক্ষা হইবে। আর্ত্ত জনের পরিত্রাণের নিমিত্তই এই ভূমণ্ডলে আপনি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভগবান্ কপিল, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, (দুরন্ত সগরতনয়েরা) অল্প দিবসের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে॥ ৭

কিছু দিন পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সগরতনয়েরা অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। কোন ব্যক্তি সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। ৮ তখন সগর অশ্ব অন্বেষণের নিমিত্ত পুত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সগরতনয়েরা অশ্বখুর চিহ্নের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্বন্ধাতিশয় সহকারে

* আর্ত্তজনপরিত্রাণায় ইতি পাঠান্তরম্।

শ্চাশ্বখুরপদবীমনুসরন্তোঽতিনির্ব্বন্ধেন বসুধাতলমেকৈকো যোজনং যোজনমবনেশ্চখান ॥ ৯ ॥

পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তমবনীপতিনন্দনাস্তে দদৃশুঃ। নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপঘনে শরৎকালেঽর্কমিব তেজোভিরনবরতমূর্দ্ধমধশ্চাশেষদিশশ্চোদ্ভাসয়মানং কপিলর্ষিমপশ্যন্ ॥ ১০ ॥

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্মদপকারী যজ্ঞবিঘাতকর্ত্তা হয়হর্ত্তা হন্যতাং হন্যতামিত্যধাবন্। ততশ্চ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎপরিবর্ত্তিতলোচনেন বিলোকিতাঃ স্বশরীরসমুত্থেনাগ্নিনা দহ্যমানা বিনেশুঃ ॥ ১১ ॥

প্রত্যেকেই বসুধাতলের এক এক যোজন খনন করিলেন (ও তাঁহারা পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন।) [৯] তখন রাজনন্দনেরা দেখিতে পাইলেন যে, পাতালতলে অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার অনতিদূরে দেখেন যে, ভগবান্ মহর্ষি কপিল, শরৎকালীন মেঘসম্পর্কবিরহিত দিবাকরের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা অনবরত ঊর্দ্ধ অধঃ ও সমুদায় দিক্ দ্যোতমান করিতেছেন। [১০] অনন্তর সগরতনয়েরা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া, এই দুরাত্মাই আমাদের অপকারী, এই দুরাত্মাই আমাদের যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতেছে, এই দুরাত্মা আমাদের অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, ইহাকে মারিয়া ফেল, ইহাকে বধ কর, এই বলিয়া ধাবমান হইলেন। তখন ভগবান্ কপিল, লোচনদ্বয় ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তদীয় শরীর-সম্ভূত অগ্নিদ্বারা সগরতনয়েরা দগ্ধ ও বিনষ্ট হইল। [১১]

সগরোঽপ্যনুগম্যাশ্বানুসারি তৎ পুত্রবলমশেষং পরমর্ষিকপিলতেজসা দগ্ধমংশুমন্তমসমঞ্জসঃ পুত্রমশ্বানয়নায় চোদয়ামাস ॥ ১২ ॥

স তু সগরতনয়খাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য ভক্তিনম্রস্তথা তথা চ তুষ্টাব। যথৈনং ভগবানাহ, গচ্ছৈনং পিতামহায়াশ্বং প্রাপয়, বরং বৃণীষ্ব চ। পুত্র! পৌত্রশ্চ তে স্বর্গাদ্গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ॥ ১৩ ॥

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামস্মৎপিতৃণাং স্বর্গায় স্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং ভগবান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥ ১৪ ॥

তঞ্চাহ ভগবান্, উক্তমেবৈতন্ময়া পৌত্রাস্তে ত্রি-

অনন্তর সগর যখন জানিতে পারিলেন যে, অশ্বের অনুযায়ী তদীয় সমুদায় পুত্র ও সৈন্যসামন্ত মহর্ষি কপিলের তেজোদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, তখন তিনি অসমঞ্জার পুত্রকে অশ্বানয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। [১২] অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্, সগরতনয়গণকর্ত্তৃক নিখাত পথ দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিকট গমন পূর্ব্বক ভক্তিনম্র হইয়া এরূপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ কপিল, (পরিতুষ্ট হইয়া) তাঁহাকে কহিলেন, এই অশ্ব লইয়া গিয়া তোমার পিতামহকে দাও এবং আমার নিকট বর লও। বৎস! তোমার পৌত্র দেবলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। [১৩] অনন্তর অংশুমান্ কহিলেন, ভগবন্! আমার পিতৃগণ ব্রহ্মদণ্ডে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্তির অযোগ্য, এক্ষণে তাঁহাদের স্বর্গ লাভের নিমিত্ত আমাকে স্বর্গপ্রাপ্তিজনক বর প্রদান করুন। [১৪] ভগবান্ কপিল কহিলেন, এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে ভূম-

দিবাদ্গঙ্গাং ভুবমানয়িষ্যতীতি। তদম্ভসা সংস্পৃষ্টেষ্বস্থি-ভস্মস্বেতে স্বর্গমারোক্ষ্যন্তি। ভগবদ্বিষ্ণুপাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতজলস্য হি তন্মাহাত্ম্যং, যন্ন কেবলমভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষূপকারকমনভিসংহিতমপ্যপেত প্রাণ-স্যাস্থিচর্ম্মস্নায়ুকেশাদ্যুৎসৃষ্টং শরীরজং যত্তপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তীত্যুক্তঃ প্রণম্য চ ভগবতে অশ্বমাদায় পিতামহযজ্ঞমাজগাম॥ ১৫ ॥

সগরোঽপ্যশ্বমাদায় তং যজ্ঞং সমাপয়ামাস, সাগরং চাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কল্পয়ামাস॥ ১৬ ॥

তস্যাপ্যংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোঽভবৎ। দিলীপ-

ভূলে আনয়ন করিবে। এই সকল অস্থিভস্ম সেই গঙ্গাজল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সগরতনয়েরা স্বর্গ গমন করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনির্গত সলিলের ঈদৃশ মাহাত্ম্য যে, অভিসন্ধি পূর্ব্বক স্নানাদি করিলেই যে কেবল স্বর্গলাভ হয়, এরূপ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তির গঙ্গাজল স্পর্শাদিবিষয়ে কোন অভিসন্ধি নাই, ঈদৃশ মৃত ব্যক্তির অস্থি চর্ম্ম স্নায়ু কেশ প্রভৃতি শরীরের কোন অবয়ব যদীয় গর্ভে পতিত হইলেও শরীর তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করে। ভগবান্ কপিল এইরূপ বলিলে অংশুমান্ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পিতামহের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন॥[১৫]

অনন্তর সগর অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তিনি পুত্রগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনার্থে (তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিখাত) সাগরকে পুত্র কল্পনা করেন।[১৬]

অংশুমানের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম দিলীপ। দিলী-পের পুত্র ভগীরথ। ইনি স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আন-

স্যাপি ভগীরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গাং স্বর্গাদিহানীয় ভাগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥ ১৭ ॥

ভগীরথাৎ শ্রুতঃ, তস্যাপি নাভাগঃ, ততোঽপ্যম্বরীষঃ, তস্মাৎ সিন্ধুদ্বীপঃ, তস্যাপ্যযুতাশ্বঃ, তৎপুত্র ঋতুপর্ণো নলসহায়োঽক্ষহৃদয়জ্ঞোঽভূৎ ॥ ১৮ ॥

ঋতুপর্ণপুত্রঃ সর্ব্বকামঃ,তত্তনয়ঃ সুদাসঃ, সুদাসাৎ সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥ ১৯ ॥

যোঽসাবটব্যাং মৃগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ ॥২০॥

তাভ্যাঞ্চ তদ্বনমপমৃগং কৃতম্ ॥ ২১ ॥

স চৈকং তয়োর্ব্বাণেন জঘান ॥ ২২ ॥

ম্রিয়মাণশ্চাসাবতিভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো রাক্ষসোঽভবৎ ॥ ২৩ ॥

য়ন করিয়া ভাগীরথী নাম প্রদান করিলেন।[১৭] ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুত হইতে নাভাগ, নাভাগ হইতে অম্বরীষ, অম্বরীষ হইতে সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতাশ্ব, অযুতাশ্ব হইতে ঋতুপর্ণ উৎপন্ন হইলেন। এই ঋতুপর্ণ নলরাজার সহায় ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ ছিলেন।[১৮] ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, সর্ব্বকামের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস বা মিত্রসহ।

একদা এই মিত্রসহ, মৃগয়ার্থ বনগমন করিয়া দুইটী ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন।[২০] এই দুইটী ব্যাঘ্র হইতে সেই বন মৃগশূন্য হইয়াছিল।[২১] মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের মধ্যে একটীকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[২২] বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্র মরিবার সময় করালবদন ভীষণা-

দ্বিতীয়োঽপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীত্যুক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং জগাম ॥ ২৪ ॥

কালেন গচ্ছতা স সৌদাসো যজ্ঞমযজৎ। পরিনিষ্ঠিতযজ্ঞে চাচার্য্যবশিষ্ঠে নিষ্ক্রান্তে তদ্রক্ষো বশিষ্ঠরূপমাস্থায়, যজ্ঞাবসানে মম সমাংশং ভোজনং দেয়ং তৎ সংস্ক্রিয়তাং ক্ষণাদিহাগমিষ্যামীত্যুক্ত্বা নিষ্ক্রান্তঃ ॥২৫॥

ভূয়শ্চ সূদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংসং সংস্কৃত্য রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। অসাবপি হিরণ্যপাত্রস্থিতং মাংসমাদায় বশিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥

আগতায় চ বশিষ্ঠায় নিবেদিতবান্। স চাচিন্তয়ৎ,

কৃতি রাক্ষস হইল। [২৩] দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, আমি তোমাকে প্রতিফল প্রদান করিব, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। [২৪]

কিছুকাল গত হইলে এক সময় সৌদাস যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। আচার্য্য বশিষ্ঠ যজ্ঞসমাপনানন্তর যজ্ঞ স্থল হইতে গমন করিলে ঐ রাক্ষস বশিষ্ঠ রূপ ধারণ করিয়া (আগমন পূর্ব্বক) কহিল যে, এক্ষণে যজ্ঞ শেষ হইয়াছে, অদ্য আহারের সময় আমাকে মাংস দিতে হইবে, তুমি মাংস প্রস্তুত কর, আমি ক্ষণকাল পরেই এখানে আগমন করিতেছি। (বশিষ্ঠরূপধারী রাক্ষস) এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। [২৫]

ঐ রাক্ষস পুনর্ব্বার সূদবেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজাজ্ঞানুসারে মনুষ্যের মাংস পাক করিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিল। রাজাও হিরণ্ময় পাত্রস্থিত মাংস গ্রহণ করিয়া বশিষ্ঠের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলেন। [২৬] অনন্তর যখন বশিষ্ঠ আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে সেই মাংস নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ চিন্তা করিতে

অহো রাজ্ঞোঽস্য দৌঃশীল্যম্! যেনৈতন্মাংসমস্মাকং প্রযচ্ছতি। কিমেতদ্দ্রব্যজাতমিতি ধ্যানপরোঽভূৎ, অপশ্যচ্চ তন্মানুষমাংসম্। ততশ্চ ক্রোধকলুষীকৃতচেতা রাজানং প্রতি শাপমুৎসসর্জ্জ, যস্মাদভোজ্যমস্মদ্বিধানাং তপস্বিনাম্ অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহ্যং দদাতি, তস্মাত্তবৈবাত্র লোলুপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৭ ॥

অনন্তরঞ্চ তেনাপি, ভগবতৈবাভিহিতোঽস্মীত্যুক্তঃ, কিং কিং? ময়ৈবাভিহিতম্? ইতি পুনরপি সমাধৌ তস্থৌ ॥ ২৮ ॥

সমাধিবিজ্ঞানাবগতার্থশ্চাস্যানুগ্রহং চকার, নাত্যন্তমেতৎ, দ্বাদশাব্দং ভবতো ভোজনং ভবিষ্যতীতি ॥২৯॥

লাগিলেন, অহো! রাজার কি দুঃশীলতা যে, আমাকে মাংস প্রদান করিতেছে! পরে তিনি উহা কোন্ জীবের মাংস, (ইহা জানিবার নিমিত্ত) ধ্যানপরায়ণ হইলেন, এবং জানিতে পারিলেন যে তাহা মনুষ্যমাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধে কলুষিতহৃদয় হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, এই মাংস অস্মদ্বিধ তপস্বিগণের যে অখাদ্য তাহা তুমি জ্ঞাত থাকিয়াও যখন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার মনই ইহাতে লোলুপ হইবে, (তুমি রাক্ষস হইবে)।[২৭]

অনন্তর রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনিই ত (মাংস প্রদান করিতে) আজ্ঞা করিয়াছেন। কি? আমিই আজ্ঞা করিয়াছি? এই বলিয়া মুনি পুনর্ব্বার সমাধি অবলম্বন করিলেন।[২৮] মহর্ষি যখন যোগবলে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তিনি রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া (কহিলেন যে) চিরকাল

অসাবপি তু প্রগৃহ্যোদকাঞ্জলিং মুনিশাপপ্রদানায়োদ্যতো ভগবানস্মদ্গুরুঃ, নার্হস্যেবং কুলদেবতাভূতমাচার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ শস্যাম্বুদরক্ষার্থং তচ্ছাপাম্বু নোর্ব্ব্যাং নাকাশে চিক্ষেপ তেনৈব স্বপাদৌ সিষেচ ॥ ৩০ ॥

তেন ক্রোধশৃতেনাম্ভসা দগ্ধচ্ছায়ৌ তৎপাদৌ কল্মাষতামুপগতৌ ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ স কল্মাষপাদসংজ্ঞামবাপ, বশিষ্ঠশাপাচ্চ ষষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমুপেত্যাটব্যাং পর্য্যটন্ অনেকশো মানুষানভক্ষয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তোমাকে পিশিতাশন হইয়া থাকিতে হইবে না, কেবল দ্বাদশ বৎসরমাত্র নরমাংসভোজী হইয়া থাকিবে। [২৯] অনন্তর রাজাও সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষিকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজমহিষী মদয়ন্তী অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন যে, এই ভগবান্ মহর্ষি আমাদের গুরু, আচার্য্য ও কুলদেবতাস্বরূপ, ইঁহাকে শাপ প্রদান করা উচিত হইতেছে না। তখন রাজা, সেই শাপ প্রদানার্থ গৃহীত জল শস্য নষ্ট হইবার ভয়ে পৃথিবীতে এবং জল নষ্ট হইবার আশঙ্কায় আকাশে নিক্ষেপ না করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পদদ্বয় সিক্ত করিলেন। [৩০] সেই ক্রোধাশ্রিত জলদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। [৩১] এই অবধি তিনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। বশিষ্ঠশাপ হেতু তিনি প্রত্যেক তৃতীয় রজনীতে রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুসংখ্য মনুষ্য ভক্ষণ করিতেন। [৩২]

একদা তু কঞ্চিম্মুনিমৃতুকালে ভার্য্যয়া সহ সঙ্গতং দদর্শ ॥ ৩৩ ॥

তয়োশ্চ তমতিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য ত্রাসাৎ প্রধাবিতয়োর্দম্পত্যোর্ব্রাহ্মণং জগ্রাহ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সা ব্রাহ্মণী বহুশস্তং যাচিতবতী, প্রসীদেক্ষ্বাকু-কুলতিলকভূতস্ত্বং মহারাজ-মিত্রসহো ন রাক্ষসঃ। নার্হসি স্ত্রীধর্ম্মসুখাভিজ্ঞো ময্যকৃতার্থায়ামিমং মদ্ভর্ত্তারমত্তুমি-ত্যেবং বহুপ্রকারং তস্যাং বিলপন্ত্যাং ব্যাঘ্রঃ পশুমিব তং ব্রাহ্মণমভক্ষয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

একদা তিনি (রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভার্য্যার সহিত সঙ্গত কোন মুনিকে দেখিতে পাইলেন। [৩৩] সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী, তাঁহাকে অতিভীষণ রাক্ষসাকার দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কল্মাষপাদ, (পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া) ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। [৩৪] অনন্তর ব্রাহ্মণী পুনঃপুন স্বীয় ভর্ত্তাকে যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, (ও কহিলেন) মহারাজ! প্রসন্ন হউন। আপনি ইক্ষ্বাকুলের ভূষণস্বরূপ। আপনি রাক্ষস নহেন, আপনি মহারাজ মিত্রসহ। স্ত্রীসহবাসজনিত সুখ আপনকার অবিদিত নাই। আপনি সকলই জানেন। আমি ভর্ত্তৃসংসর্গে পরিতৃপ্ত হই নাই। ঈদৃশ অবস্থায় আমার ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করা আপন-কার উচিত হইতেছে না।

ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা (তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া) ব্যাঘ্র যেমন পশুকে ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিলেন। [৩৫]

ততশ্চাতিকোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং, যস্মা-দেবং ময্যতৃপ্তায়াং ত্বয়ায়ং মৎপতির্ভক্ষিতঃ ,তস্মাৎ ত্বমপ্যন্তমবলোপভোগপ্রবৃত্তো প্রাপ্স্যসি, ইতি শশা-পাগ্নিং প্রবিবেশ চ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তস্য দ্বাদশাব্দপর্য্যয়ে বিমুক্তশাপস্য স্ত্রীবিষয়া-ভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মারয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ পরমসৌ স্ত্রীসম্ভোগং তত্যাজ। বশিষ্ঠশ্চ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং চকার। যদা চ সপ্ত বর্ষাণ্যসৌ গর্ভো ন জজ্ঞে, ততস্তং

অনন্তর ব্রাহ্মণী, সাতিশয় রোষপরতন্ত্রা হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, আমি স্বামিসহবাসে পরিতৃপ্তা না হইতেই তুমি যে এরূপে আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি যখনই স্ত্রীসংভোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই তুমি কলেবর পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন।৩৬

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা কল্মাষপাদ, শাপ হইতে মুক্ত হইলেন। একদা তিনি স্ত্রীসম্ভোগাভিলাষী হইলে মদয়ন্তী তাঁহাকে (ব্রাহ্মণপত্নীর শাপ) স্মরণ করিয়া দিলেন। ৩৭ রাজা সেই অবধি স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার সন্তান না থাকাতে তিনি পুত্রোৎপাদনার্থ বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। অনন্তর সপ্ত বৎসর অতীত হইল তথাপি সেই গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল না। তখন সেই রাজমহিষী অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা সেই

গর্ভমশ্মনা সা দেবী জঘান। পুত্রশ্চাজায়ত। তস্য চাশ্মকএব নামাভবৎ। অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্রো-ঽভবৎ। যোঽসৌ নিঃক্ষত্রেঽস্মিন্ ক্ষ্মাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য্য রক্ষিতঃ। ততস্তং নারী-কবচমুদাহরন্তি। মূলকাৎ দশরথঃ, তস্মাদিলিবিলঃ, ততশ্চ বিশ্বসহঃ, তস্মাচ্চ খট্টাঙ্গো দিলীপঃ,। যোঽসৌ দেবাসুরাণাং সংগ্রামে দেবতাভিরভ্যর্থিতোঽসুরান জঘান। স্বর্গে চ কৃতপ্রিয়ৈর্দ্দেবৈর্ব্বরার্থং চোদিতঃ প্রাহ, যদ্যবশ্যং বরো গ্রাহ্যস্তন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। অন-

গর্ভে আঘাত করিলেন। তাহাতে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই রাজকুমার অশ্মক নামে বিখ্যাত হইলেন। অশ্মকের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম মূলক। (পরশুরাম) যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্রা হইয়া এই মূল-ককে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য ইনি নারীকবচ নামে বিখ্যাত হন।

মূলক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ইলিবিল, ইলিবিল হইতে বিশ্বসহ, বিশ্বসহ হইতে খট্বাঙ্গ উৎপন্ন হইলেন। খট্বা-ঙ্গের অপর একটী নাম দিলীপ। একদা দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দিলীপ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া অনুরোধ করি-লেন যে, তুমি একটী বর প্রার্থনা কর। দিলীপ কহিলেন, যদি একান্তই আমাকে বর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কত পরমায়ুঃ আছে, তাহা আপনারা বলিয়া দিউন। দেবগণ কহিলেন, তোমার এক মুহূর্ত্ত পরিমিত পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে।

স্তরশ্রেষ্ঠৈরুক্তম্, একমুহূর্ত্তপ্রমাণমায়ুঃ। ইত্যুক্তোঽস্খলিতগতিনা বিমানেন লঘিমগুণো মর্ত্ত্যলোকমাগম্যেদমাহ, যথা ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকাশাদাত্মাপি মে প্রিয়তরো নচাপি স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ময়া কদাচিদপ্যনুষ্ঠিতং, ন চ সকলদেবমানুষপশুবৃক্ষাদিকেঽপ্যচ্যুতব্যতিরেকবতী দৃষ্টির্ম্মমাভূৎ, তথা তমেব দেবং মুনিজনানুস্মৃতং ভগবন্তমস্খলিতগতিঃ প্রাপয়েয়মিত্যশেষদেবগুরৌ ভগবত্যনির্দ্দেশ্যবপুষি সত্তামাত্রাত্মন্যাত্মানং পরমাত্মনি বাসুদেবে যুযোজ, তত্রৈব লয়মবাপ, ॥ ৩৮ ॥

তত্রাপি শ্রূয়তে শ্লোকো গীতঃ সপ্তর্ষিভিঃ পুরা।

দেবগণ এই কথা বলিবামাত্র দিলীপ, ত্বরান্বিত হইয়া অস্খলিতগতি দেবযান দ্বারা তৎক্ষণাৎ মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, সমুদায় ব্রাহ্মণগণ হইতে যেমন আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, আমি যেমন কখন স্বীয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করি নাই, সেইরূপ অচ্যুত ব্যতীত দেব মানুষ পশু বৃক্ষ প্রভৃতি কোন পদার্থেই যেন আমার দৃষ্টি না হয়, আমি যেন মুনিজন কর্ত্তৃক নিরন্তর অনুধ্যাত দেব ভগবান্ বিষ্ণুকেই প্রাপ্ত হই। আমাকে যেন (ক্ষণমাত্রও) তাঁহা হইতে স্খলিত হইতে না হয়। দিলীপ এই কথা বলিয়া অশেষ দেবতার গুরু অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ সত্তামাত্রাত্মক পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে আত্মাকে সংযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইলেন।[৩৮]

এ বিষয়ে পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক গীত একটী শ্লোক আছে যে,

খট্টাঙ্গেন সমো নান্যঃ কশ্চিদুর্ব্ব্যাং ভবিষ্যতি।
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা দানেন চৈব হি
॥ ৩৯ ॥

খট্বাঙ্গতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্ত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তস্মাদপ্যজঃ, অজাৎ দশরথঃ, দশরথস্যাপি শ্রীভগবানব্জনাভো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ ॥৪০॥

রামোঽপি বালএব বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষণায় গচ্ছন্ তাড়কাং জঘান ॥৪২॥

পৃথিবীতে খট্বাঙ্গের সদৃশ আর কোন রাজা হইবে না। তিনি মুহূর্ত্তকাল মাত্র পরমায়ু জানিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ সমুদায় পদার্থই বাসুদেব, এতদাত্মক জ্ঞান দ্বারা ও দান দ্বারা সমুদায় ত্রিলোক বাসুদেবে সমর্পণ করিয়াছিলেন।[৩৯]

খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজ হইতে দশরথ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ পদ্মনাভ ভূমণ্ডল রক্ষার নিমিত্ত আপনার অংশ দ্বারা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন রূপ চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন।[৪০]

রাম বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থ গমন করিয়া তাড়কানাম্নী রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন।[৪১] যজ্ঞ স্থলে মারীচ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে শরাঘাত দ্বারা আহত করিয়া সুদূরে নিঃক্ষেপ করেন। তিনি সুবাহুপ্রভৃতি রাক্ষসদিগকে বিনাশ

যজ্ঞে চ মারীচমিষুপাতাহতং দূরং চিক্ষেপ, সুবাহু-প্রমুখাংশ্চ ক্ষয়মনয়ৎ। সন্দর্শনমাত্রেণ এব অহল্যা-মপাপাং চকার। জনকগৃহে চ মাহেশ্বরং চাপমনা-য়াসেনৈব বভঞ্জ, সীতাঞ্চাযোনিজাং জনকরাজতনয়াং বীর্য্যশুল্কাং লেভে ॥ ৪২ ॥

সকলক্ষত্রক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পর-শুরামমপাস্তবীর্য্যবলাবলেপং চকার ॥৪৩॥

পিতৃবচনাচ্চাগণিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃভার্য্যাস-মন্বিতো বনং বিবেশ ॥৪৪॥

বিরাধখরদূষণাদীন্ কবন্ধবালিনৌ চ জঘান। বদ্ধ্বা চাম্ভোনিধিম্ অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা দশাননা-হৃতাং তদ্বধাপহৃতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশশুদ্ধামশেষদে-

করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র অহল্যার পাপ ক্ষয় হইল। তিনি জনকগৃহে উপনীত হইয়া অনায়াসেই শঙ্কর-শরাসন ভঙ্গ করিলেন। তাহাতে তিনি অযোনিসম্ভূতা জনক-রাজনন্দিনীকে বীরত্বরূপ শুল্কদ্বারা লাভ (করিয়া বিবাহ) করিলেন।[৪২] তিনি, সকল ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংসকারী হৈহয়কুল-ধূমকেতু স্বরূপ পরশু-রামের বাহুবলজনিত দর্প চূর্ণ করেন।[৪৩] তিনি পিতৃবাক্য অনু-সারে রাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনপ্রবেশ করিলেন।[৪৪] অনন্তর তিনি বিরাধ খর দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে এবং কবন্ধ ও বালিকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সমুদ্র বন্ধনপূর্ব্বক সমুদায় রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশা-নন কর্ত্তৃক অপহৃত জানকীকে উদ্ধার করিলেন। দশানন বধদ্বারা জনকতনয়ার খেদ দূর হইল। রাম, তাঁহাকে অগ্নি প্রবেশদ্বারা

বেশসংস্তূয়মানাং সীতাং জনকরাজতনয়ামযোধ্যামানিন্যে ॥ ৪৫ ॥

ভরতোঽপি গন্ধর্ব্ববিষয়সাধনায়োগ্রগন্ধর্ব্বকোটীস্তিস্রো জঘান। শক্রঘ্নেনাপ্যমিতবলপরাক্রমো মধুপুত্রো লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা। ইত্যেবমাদ্যতুলবলপরাক্রমবিক্রমণৈরতিদুষ্টনিবর্হণৈরশেষস্যাস্য জগতো নিষ্পাদিতস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নাঃ পুনর্দ্দিবমারূঢ়াঃ। যেঽপি তেষু ভগবদংশেষনুরাগিণঃ কোশলনগরজনপদাস্তেঽপি তন্মনসস্তৎসলোকতামবাপুঃ ॥ ৪৬ ॥

পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিলেন। সীতা অগ্নিপ্রবেশদ্বারা পরিশুদ্ধা হইলে দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন।[৪৫]

এ দিকে ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসনের নিমিত্ত উগ্র তিন কোটি গন্ধর্ব্ব বিনাশ করেন। শত্রুঘ্নও অসীম পরাক্রমশালী মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসপতিকে সংহার করিয়া মথুরা নামে নগরী সংস্থাপন করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন, এইরূপে অসীম পরাক্রম ও অসামান্য বল দ্বারা (অলোক সামান্য) কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দুষ্ট দমন দ্বারা সমুদায় জগতের মর্য্যাদা স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্বার স্বর্গে আরোহণ করিলেন। কোশলদেশবাসী নগরস্থ বা জনপদস্থিত যে সমুদায় লোক, উক্ত ভগবানের অংশে অনুরাগী ও একাগ্রহৃদয় ছিল, তাহারা সকলেই স্বর্গে গমন করিল।[৪৬]

রামস্য তু কুশলবৌ পুত্রৌ লক্ষ্মণস্যাঙ্গদচন্দ্রকেতূ, তক্ষপুষ্করৌ ভরতস্য, সুবাহুশূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য ॥৪৭॥

কুশস্যাতিথিঃ, অতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোঽভবৎ। নিষধস্যাপি নলঃ, তস্যাপি নভাঃ, নভসঃ পুণ্ডরীকঃ, তত্তনয়ঃ ক্ষেমধন্বা, তস্য চ দেবানীকঃ। তস্যাপ্যহীনগুঃ, (ততো রূপঃ) ততো রুরুঃ, তস্য চ পারিপাত্রঃ, পারিপাত্রাদ্দলঃ, দলাৎ ছলঃ, তস্যাপ্যুক্থঃ, উক্থাদ্বজ্রনাভঃ, তস্মাৎ শঙ্খনাভঃ, ততো ব্যুত্থিতাশ্বঃ, ততশ্চ বিশ্বসহো যজ্ঞে। হিরণ্যনাভস্ততো মহাযোগীশ্বরজৈমিনিশিষ্যঃ। যতো যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ।

রামের দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল। একটীর নাম কুশ ও একটীর নাম লব। লক্ষ্মণের দুইটী পুত্র হয়, তাহাদের নাম অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। ভরতের পুত্রদ্বয়ের নাম তক্ষ ও পুষ্কর, শত্রুঘ্নের দুই পুত্রের নাম সুবাহু ও শূরসেন।[৪৭]

কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভা, নভার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীগুর পুত্র (রূপ, রূপের পুত্র) রুরু, রুরুর পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র দল, দলের পুত্র ছল, ছলের পুত্র উক্থ, উক্থের পুত্র বজ্রনাভ, বজ্রনাভের পুত্র শঙ্খনাভ, শঙ্খনাভের পুত্র ব্যুত্থিতাশ্ব, ব্যুত্থিতাশ্বের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ। এই হিরণ্যনাভ, মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ও মহাযোগী ছিলেন। যে জৈমিনির নিকট যাজ্ঞবল্ক্যও যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। হিরণ্য-

হিরণ্যনাভস্য পুত্রঃ পুষ্যঃ, তস্মাৎ ধ্রুবসন্ধিঃ, ততঃ সুদর্শনঃ, তস্মাদগ্নিবর্ণঃ,ততশ্চ শীঘ্রঃ, ততোঽপি মরুঃ পুত্রোঽভূৎ। যোঽসৌ যোগমাস্থায়াদ্যাপি কলাপ-গ্রামাশ্রিতস্তিষ্ঠতি। আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্রপ্রব-র্ত্তয়িতা ভবিষ্যতীতি। প্রশুশ্রুতস্তস্যাত্মজঃ, তস্যাপি সুগন্ধিঃ* ততশ্চামর্ষঃ, তস্য মহস্বান্,† ততো বিশ্রুত-বান্, ততো বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত ॥ ৪৮ ॥

মরুর পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের পুত্র মরু। মরু যোগ অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ইনি আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের প্রবর্ত্তক হইবেন। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুত, প্রশুশ্রুতের পুত্র সুগন্ধি, (সুগবি) সুগন্ধির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র মহস্বান্ (সহস্রাংশু) মহস্বানের পুত্র বিশ্রুতবান্, বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল। যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, সেই সময় অর্জ্জুন পুত্র, অভিমন্যু, এই বৃহ-দ্বলকে বিনাশ করিয়াছিলেন।[৪৮] এই আমি তোমার নিকট প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

* সুগবিরিতি পাঠান্তরম্।

† তস্য সহস্রাংশুরিতি কেচিৎ পঠন্তি।

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ।
এতেষাঞ্চরিতং শৃণ্বন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কহিলাম। যিনি এই সমুদায় রাজগণের চরিত শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসৌ নিমির্নাম, স তু সহস্র-সংবৎসরং সত্রমারেভে, বশিষ্ঠঞ্চ হোতারং বরয়ামাস ॥ ১ ॥

তমাহ বশিষ্ঠঃ, অহমিন্দ্রেণ পঞ্চবর্ষশতং যাগার্থং প্রথমতরং বৃতঃ, তদনন্তরং প্রতিপাল্যতাম্, আগতস্তবাপি ঋত্বিক্ ভবিষ্যামি, ইত্যুক্তে স পৃথিবীপতিনা ন কিঞ্চিদুক্তঃ ॥২॥

পরাশর কহিলেন। ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি, সহস্র বৎসর ব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে হোতার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।[১] পরন্তু বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র, পঞ্চশত বর্ষব্যাপী যাগানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমাকে পুর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন, অতএব কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি (ইন্দ্রভবন হইতে) প্রত্যাগত হইয়া তোমার ঋত্বিক্ হইব। বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে রাজা কোন উত্তর করিলেন না।[২] বশিষ্ঠ (রাজার মৌন দর্শনে)

বশিষ্ঠোঽপ্যনেন সমন্বীপ্সিতমিত্যমরপতের্যাগমকরোৎ ॥ ৩ ॥

সোঽপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভির্যাগমকরোৎ। সমাপ্তে চামরপতের্যাগে ত্বরাবান্ বশিষ্ঠো নিমেঃ কর্ম্ম করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বঞ্চ তত্র গৌতমস্য দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কর্ম্মান্তরমর্পিতং যস্মাৎ, তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥ ৪ ॥

প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ, যস্মান্মামসংভাষ্য অজানতএব শয়ানস্য শাপোৎসর্গমসৌ দুষ্টগুরু-

---

সম্মতি আছে, বিবেচনা করিয়া দেবরাজের যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন।৩ (বশিষ্ঠ দেবরাজের যজ্ঞে নিযুক্ত হইলে) নিমিও সেই সময় গৌতম প্রভৃতি অন্যান্য মহর্ষিদ্বারা যাগ করাইতে লাগিলেন। যখন দেবরাজের যাগ পরিসমাপ্ত হইল, তখন বশিষ্ঠ নিমির কর্ম্ম করিবেন বলিয়া ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিরা যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন ও কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। বশিষ্ঠ তখন রাজাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, এই রাজা যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া আমার কথার উত্তর না দিয়া গৌতমকে এই যজ্ঞে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন, তখন (সেই অপরাধে) ইনি বিদেহ (দেহ হীন) হইবেন।৪ অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ ও জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, আমি শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুই জানি না। ঈদৃশ অবস্থায় বশিষ্ঠ যখন আমাকে না বলিয়া আমার প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেই দুষ্ট

শ্চকার, তস্মাৎ তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি * প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥ ৫ ॥

তস্মাচ্ছাপাচ্চ † মিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বশিষ্ঠতেজঃ প্রবিষ্টম্ উর্ব্বশীদর্শনাদুদ্ভূতবীর্য্যপ্রপাতয়োঃ সকাশাৎ বশিষ্ঠো দেহমপরং লেভে ॥ ৬ ॥

নিমেরপি তচ্ছরীরমতিমনোহরং তৈলগন্ধাদিভিরুপস্ক্রিয়মাণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ, সদ্যোমৃতমিব তস্থৌ ॥ ৭ ॥

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়াগতান্ দেবান্ ঋত্বিজ ঊচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তাম্ ইতি। দেবৈশ্ছন্দিতো নিমিরাহ ॥ ৮ ॥

গুরুরও দেহ পতন হইবে। রাজা এই কথা বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন।[৫] রাজার এই শাপ হেতু বশিষ্ঠতেজ, মিত্রাবরুণের তেজে অনুপ্রবিষ্ট হইল। পরে, উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হইলে তাহাতে বশিষ্ঠ, অপর দেহ ধারণ করিলেন।[৬] নিমির শরীরও (জীবিত দেহের ন্যায়) অতিমনোহর থাকিল। তৈল গন্ধদ্রব্য প্রভৃতিদ্বারা পরিচর্য্যা হওয়াতে ঐ শরীর ক্লেদাদি দোষে দূষিত হইল না, সদ্যোমৃতের ন্যায় থাকিল।[৭]

যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ দেবগণ যখন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন। পরে দেবতারা বরপ্রার্থনার্থ নিমিকে

---

*তস্যাপি দেহঃ পতিষ্যতীতি ইতি পাঠান্তরম্।
† তচ্ছাপাচ্চ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

ভগবন্তোঽখিলসংসারদুঃখসঙ্ঘাতস্য চ্ছেত্তারো ন হ্যেতাবজ্জগত্যন্যৎ দুঃখমস্তি, যচ্ছরীরাত্মনোর্ব্বিয়োগো ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোকলোচনেষু বস্তুম্, ন পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্ত্তুম্। ইত্যুক্তে দেবৈরসাবশেষভূতানাং নেত্রেষু আসাং কারিতঃ ॥ ৯॥

ততো ভূতান্যুন্মেষনিমেষং চক্রুঃ। অপুত্রস্য চ তস্য ভূভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়োঽরণ্যাং মমন্থুঃ ॥ ১০ ॥

তত্র কুমারো যজ্ঞে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ ॥ ১১ ॥

অভূদ্বিদেহোঽস্য পিতেতি বৈদেহো মথনান্মিথির-

অনুমতি করিলে নিমি কহিলেন। [৮] আপনারা সংসারের সমুদায় দুঃখপরম্পরা ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই জগতের মধ্যে শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগজনিত দুঃখের সদৃশ অন্য কোন দুঃখ নাই। অতএব আমার ইচ্ছা যে, আমি সকল লোকের লোচনে অবস্থান করি, পুনর্ব্বার শরীর পরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই। নিমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে দেবতারা সকল জীবের নেত্রে তাঁহার বাসস্থান করিয়া দিলেন। [৯] সেই অবধি সমুদায় প্রাণীর চক্ষুতে নিমিষ হইল।

অনন্তর মুনিগণ পৃথিবীর অরাজকতা ভয়ে ভীত হইয়া সেই অপুত্র রাজার শরীর অরণীতে* মন্থন করিলেন। তাহাতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। জনন অর্থাৎ জন্মহেতু ঐ পুত্র জনক এই নাম প্রাপ্ত হইল। [১১] ঐ জনক বিদেহের পুত্র, এই জন্য বৈদেহ

* অরণী—অগ্নি উৎপাদন জন্য যে কাষ্ঠ মথিত করিতে হয়। [১০]

ভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো নন্দিবর্দ্ধনঃ,(১) তস্মাৎ সুকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ(২) ততশ্চ বৃহদুক্থঃ(৩), তস্য চ মহাবীর্য্যঃ, তস্যাপি সত্যধৃতিঃ(৪), ততশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, ধৃষ্টকেতোর্হর্য্যশ্বঃ, তস্য চ মরুঃ, মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ কৃতরথঃ(৫), তস্মাৎ কৃতিঃ (৬), তস্য বিবুধঃ, তস্যাপি মহাধৃতিঃ, তস্য চ কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা, ততঃ সুবর্ণরোমা, তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা, (৭) ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ।

নামে বিখ্যাত হইলেন। মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এই জন্য তিনি মিথি নামেও বিশ্রুত হন। রাজা জনকের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম উদাবসু। উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু, (কেতু) সুকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, (বৃহদুক্থ) বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের পুত্র সুধৃতি, (সত্যধৃতি) সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধকের পুত্র কৃতরথ, (কৃতিরথ) কৃতরথের পুত্র কৃতি, (দেবামীঢ়) কৃতির পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহাধৃতি, মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র সুবর্ণরোমা, সুবর্ণ-

(১) উদাবসোর্নন্দিবর্দ্ধন ইতি বা পঠনীয়ম্।

(২) ততঃ কেতুঃ, তস্মাচ্চ দেবরাতঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(৩) ততশ্চ বৃহদ্রথ ইতি বা পাঠ্যম।

(৪) তস্যাপি সুধৃতিরিতি পাঠান্তরম্।

(৫) তস্মাৎ কৃতিরথঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

(৬) কৃতের্দেবামীঢ় ইত্যপি নাম দৃশ্যতে।

(৭) হ্রস্বরোমা ইতি নামান্তরম্।

তস্য পুত্রার্থং যজনভুবং কৃষতঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাসীৎ। সীরধ্বজস্য ভ্রাতা 'সাং'কাশ্যাধিপতিঃ কুশধ্বজনামা। সীরধ্বজস্যাপত্যং ভানুমান্॥ ১২॥

ভানুমতঃ শতদ্যুম্নঃ, তস্য শুচিঃ, তস্মাদূর্জ্জবহো নাম(১) পুত্রো যজ্ঞে। তস্যাপি সত্যধ্বজঃ (২), ততঃ কুনিঃ, (ক্রুণিঃ) কুনেরঞ্জনঃ, তৎপুত্রঃ ঋতুজিৎ (৩),

রোমার পুত্র হ্রস্বরোমা, (ভুম্বরোমা) হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ। এই সীরধ্বজ যখন পুত্র কামনায় যাগ করেন, সেই সময় ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সীরে (লাঙ্গলাগ্রে) সীতা নাম্নী কন্যা উৎপন্না হইয়াছিলেন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ। ইনি কাশীর অধিপতি ছিলেন। সীরধ্বজের পুত্রের নাম ভানুমান্।[১২] ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন, শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি, শুচির পুত্র ঊর্জ্জবহ, (ঊর্জ্জবাহু) ঊর্জ্জবহ হইতে সত্য-ধ্বজ, (ভারদ্বাজ) সত্যধ্বজ হইতে কুনি, (ক্রুণি) কুনি হইতে অঞ্জন, অঞ্জন হইতে ঋতুজিৎ (ক্রতুজিৎ বা কৃতুজিৎ) ঋতুজিৎ

(১) তস্মাচ্চোর্জ্জবাহুর্নাম ইতি বা পঠ্যতাম্।

(২) তস্যাপি ভারদ্বাজ ইতি পাঠান্তরম্।

(৩) ক্রতুজিৎ, অথবা কৃতুজিৎ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক ও আর দুই একখানি পুস্তকে আছে যে, কুশধ্বজ কাশীর অধিপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের পুস্তকে এবং শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের পুস্তকে এরূপ আছে যে, কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যের অধিপতি। পণ্ডিত উইল্‌শন্ সাহেব যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন যে, তিনি কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে, কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যের রাজা। ভাগবতে আছে যে, সীরধ্বজের পুত্রের নাম কুশধ্বজ। ১২

ততোঽরিষ্টনেমিঃ, তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ*, ততঃ সূর্য্যাশ্বঃ‡, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, (সংনয়ঃ) ততঃ ক্ষেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ, (মানরথঃ) তস্য সত্যরথঃ, তস্য সাত্যরথিঃ, সাত্যরথেরুপগুঃ, তস্মাৎ শ্রুতঃ, (উপগুপ্তঃ,) তস্মাৎ শাশ্বতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা (সুবর্চ্চাঃ) তস্যাপি সুভাসঃ, ততঃ সুশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুত্রো বিজয়ঃ, তস্য ঋতঃ, ঋতাৎ সুনয়ঃ, ততো বীতহব্যঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ (ক্ষেমাশ্বঃ, তস্মাৎ) ধৃতিঃ, ধৃতের্ব্বহুলাশ্বঃ, তস্য পুত্রঃ কৃতিঃ, কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেঽয়ং জনকবংশঃ ॥ ১৩ ॥

হইতে অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেমি হইতে শ্রুতায়ু, (শতায়ু) শ্রুতায়ু হইতে (শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ুধ হইতে) সুপার্শ্ব, (সূর্য্যাশ্ব) সুপার্শ্ব হইতে সঞ্জয়, (সংনয়) সঞ্জয় হইতে ক্ষেমারি, ক্ষেমারি হইতে অনেনা, অনেনা হইতে মীনরথ, (মানরথ) মীনরথ হইতে সত্যরথ, সত্যরথ হইতে সাত্যরথি, সাত্যরথি হইতে উপগু, উপগু হইতে শ্রুত, (উপগুপ্ত) শ্রুত হইতে শাশ্বত, শাশ্বত, হইতে সুধন্বা, (সুবর্চ্চাঃ) সুধন্বা হইতে সুভাস, (শুভাস বা সুভাষ) সুভাস হইতে সুশ্রুত, সুশ্রুত হইতে জয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ঋত, ঋতের পুত্র সুনয়, সুনয়ের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র (ক্ষেমাশ্ব, ক্ষেমাশ্বের পুত্র) ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি। এই কৃতি পর্য্যন্ত জনকবংশের

---

* তস্মাৎ শতায়ুরিতি বা পঠনীয়ম্।

‡ তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ, ততঃ শ্রুতায়ুধঃ, ততঃ সুপার্শ্ব ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যা-
শ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শেষ হইয়াছে। ইঁহারা মিথিলার রাজা। এই বংশের মধ্যে
অধিকাংশ রাজাই আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ১৩

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

সূর্য্যস্য ভগবন্ বংশঃ কথিতো ভবতা মম।
সোমস্য বংশে ত্বখিলান্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান্ ॥১॥
কীর্ত্ত্যতে স্থিরকীর্ত্তীনাং যেষামদ্যাপি সন্ততিঃ।
প্রসাদসুমুখস্তন্মে ব্রহ্মন্নাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

পরাশর উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনিশার্দূল! বংশঃ প্রথিততেজসঃ।
সোমস্যানুক্রমাৎ খ্যাতা যত্রোর্ব্বীপতয়োঽভবন্ ॥৩

মৈত্রেয় কহিলেন। ভগবন্! আপনি আমার নিকট সমুদায় সূর্য্যবংশ বিবরণ কহিলেন, এক্ষণে চন্দ্রবংশীয় সমুদায় ভূপাল-দিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।[১] ব্রহ্মন্! এই সমুদায় দৃঢ়কীর্ত্তি ভূপতিগণের বংশীয়েরা অদ্যাপি খ্যাতি প্রতি-পত্তি লাভ করিতেছেন। আপনি প্রসন্নবদন হইয়া তাঁহাদের বিবরণ বর্ণন করুন।[২]

পরাশর কহিলেন। মহর্ষে! চন্দ্রবংশ বিবরণ যথাক্রমে বলি-

অয়ং হি বংশোঽতিবলপরাক্রমদ্যুতিশীল-চেষ্টা-বদ্ভিরতিগুণান্বিতৈর্নহুষ-যযাতি-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিভির্ভূ-পালৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৪ ॥

তমহং কথয়ামি, শ্রূয়তাম্. অখিলজগৎস্রষ্টুর্ভগব-ন্নারায়ণ-নাভিসরোজিনী-সমুদ্ভবাব্জযোনেব্র্রহ্মণঃ পুত্রোঽত্রিঃ, অত্রেঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবানব্জযোনিরশেষৌ-ষধি-দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৫ ॥

স চ রাজসূয়মকরোৎ। তৎপ্রভাবাদত্যুৎকৃষ্টাধি-পত্যাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চৈনং মদ আবিবেশ* ॥ ৬ ॥

তেছি, শ্রবণ কর। এই বংশে অসীমতেজঃসম্পন্ন বিখ্যাত ভূপালগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। [৩]

মহাবল পরাক্রান্ত তেজঃসম্পন্ন সুশীল উদ্যোগ-শালী অশেষ-গুণ-সম্পন্ন নহুষ যযাতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন প্রভৃতি ভূপালগণ কর্ত্তৃক এই বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে। [৪] আমি এতদ্বংশ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণের নাভিসরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রি হইতে সোম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ পিতামহ তাঁহাকে সমুদায় ওষধি, সমুদায় দ্বিজ ও সমুদায় নক্ষত্রের অধিপতি করিলেন। [৫] অনন্তর চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন। সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্ব্বপ্রধান আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ দর্পপূর্ণ হইল। [৬] তিনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সমুদায়

---

* মদস্ত্বাবিবেশ ইতি পাঠান্তরম্।

মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং নাম পত্নীং জহার ॥ ৭ ॥*

বহুশশ্চ বৃহস্পতিচোদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা চোদ্যমানঃ সকলৈশ্চ দেবর্ষিভির্যাচ্যমানোঽপি ন মুমোচ। তস্য হি বৃহস্পতিদ্বেষাদুশনাঃ পার্ষ্ণিগ্রাহোঽভবৎ ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরসশ্চ সকাশোপলব্ধবিদ্যো ভগবান্ রুদ্রো বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ ॥ ৯ ॥

যতশ্চোশনাঃ, ততো হি জম্ভকুজম্ভাদ্যাঃ সমস্তাএব দৈত্যদানবনিকায়া মহান্তমুদ্যমং চক্রুঃ। বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যসহায়ঃ শক্রোঽভবৎ॥ ১০ ॥

এবঞ্চ তয়োরতীবোগ্রঃ সংগ্রামস্তারকানিমিত্তস্তার-

দেবগণের গুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিলেন।[৭] অনন্তর বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ প্রার্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা, অনুরোধ করিলেন, সমুদায় দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেন, তথাপি সোম, বৃহস্পতির ভার্য্যাকে ছাড়িয়া দিলেন না। শুক্রের সহিত বৃহস্পতির শত্রুতা থাকাতে শুক্র, চন্দ্রের সহায় হইলেন।[৮] ভগবান্ রুদ্র, অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বৃহস্পতির সহায্য করিতে লাগিলেন।[৯] শুক্র যে পক্ষে থাকিলেন, সেই পক্ষে জম্ভ কুজম্ভ প্রভৃতি সমুদায় দানবগণ থাকিয়া সংগ্রামার্থ মহান্ উদ্যোগ করিতে লাগিল। এ দিকে সমুদায় দেবসৈন্য সহিত দেবরাজ, বৃহস্পতির সহায় হইলেন।[১০]

এইরূপে বৃহস্পতি-পত্নী তারকার নিমিত্ত উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তারকার নিমিত্ত এই যুদ্ধ

কাময়ো নামাভবৎ। ততশ্চ সমস্তশস্ত্রাণ্যসুরেষু রুদ্র-পুরোগমা দেবা দেবেষু চাশেষদানবা* মুমুচুঃ ॥ ১১ ॥

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভক্ষুব্ধহৃদয়মশেষমেব জগদ্ ব্রহ্মাণং শরণং জগাম ॥ ১২ ॥

ততশ্চ ভগবানপ্যুশনসং শঙ্করমসুরান্ দেবাংশ্চ নি-বার্য্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ †। তাঞ্চান্তঃপ্রসবামবলোক্য বৃহস্পতিরাহ ॥ ১৩ ॥

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবত্যান্যস্যুতো ধার্য্যস্তদুৎসৃজৈন-মলমতিধার্ষ্ট্যেনেতি। সা চ তেনৈবমুক্তা পতিব্রতা ‡ ভর্ত্তৃ-বচনাৎ তমীষিকাস্তম্বে গর্ভমুৎসসর্জ্জ। ॥ ১৪ ॥

হওয়াতে ইহা তারকাময় সংগ্রাম নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, অসুরগণের প্রতি, এবং সমুদায় অসুরগণ দেবগণের প্রতি সমুদায় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।[১১] এইরূপে দেবাসুরের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমুদায় লোক ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল।[১২] তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, শুক্রকে রুদ্রক অসুরগণকে এবং দেবগণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতির পত্নী তারাকে লইয়া বৃহস্পতির নিকট সমর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি, ভার্য্যাকে গর্ভবতী দেখিয়া কহিলেন,[১৩] তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যের বীজ বা অন্যের পুত্র ধারণ করিতে পারিবে না, অতএব তুমি এখনি এই গর্ভ পাতন কর, আর অধিক ধার্ষ্ট্য প্রকাশের আবশ্যক নাই। তারা

* দেবেষশেষদানবা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† বৃহস্পতয়ে তারামদদৎ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
‡ তেনৈবমুক্তাতিপতিব্রতা ইতি পাঠান্তরম্।

স চোঽস্পৃষ্টমাত্র এবাতিতেজসা দেবানাং তেজাংস্যাচিক্ষেপ ॥ ১৫ ॥

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্য কুমারস্যাতিচারুতয়া সাভিলাষৌ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুৎপন্নসন্দেহাস্তারাং পপ্রচ্ছুঃ, সত্যং কথয়াস্মাকমতিসুভগে! কস্যায়মাত্মজঃ? সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ? ইত্যুক্তাপি সা তারা হ্রিয়া ন কিঞ্চিদুবাচ ॥ ১৬ ॥

বহুশোঽপ্যভিহিতা যদাসৌ দেবেভ্যো নাচচক্ষে,

অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন (তিনি পতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যই করিতেন না।) সুতরাং তিনি পতির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে পরিত্যাগ করিলেন।[১৪] গর্ভস্থ বালক, পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা দেবগণের তেজ অভিভব করিল।[১৫]

অনন্তর দেবগণ, দেখিলেন যে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, উভয়েই বালকের সৌন্দর্য্য দর্শনে (মুগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে) লোলুপ হইয়াছেন। তখন সেটী কাহার পুত্র, এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! এই সন্তানটী কাহার? আমাদের নিকট সত্য করিয়া বল। এই পুত্রটী বৃহস্পতির বা সোমের, কাহার? তাহা বল। দেবতারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তারা লজ্জা ক্রমে কিছুই বলিলেন না।[১৬] অনন্তর দেবগণ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট

ঈষিকাস্তম্ব—বীরণস্তম্ব, তৃণবিশেষের ঝাড়। অমরকোষের টীকাকার বলেন, সুবর্ণ গালাইয়া যে আধারে ঢালা যায়, তাহাকেও ঈষিকা বলা যাইতে পারে। অন্য শব্দে [illegible] গুচ্ছ বা ঝাড়।[১৪]

ততঃ স কুমারস্তাং* শপ্তুমুদ্যতঃ, প্রাহ চ, দুষ্টে! অম্ব! কস্মান্মম তাতং নাখ্যাসি? অদ্যৈব তেঽলীকলজ্জাবত্যাঃ শাস্তিময়মহং করোমি, যথা নৈবমন্যাপ্যতিমন্থরবচনা ভবতীতি † ॥ ১৭ ॥

অথ ভগবান্ পিতামহস্তং কুমারং সংনিবার্য্য স্বয়মপৃচ্ছৎ তারাম্, কথয় বৎসে! কস্যায়মাত্মজঃ? সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ? ইত্যুক্তা লজ্জাজড়মাহ, সোমস্যেতি ॥ ১৮ ॥

ততঃ স্ফুরদুচ্ছ্বসিতামলকপোলকান্তির্ভগবানুড়ুপতি-

কোন কথাই কহিলেন না, তখন বালক জননীকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দুষ্টে! মাতঃ! আমার পিতা কে? কিজন্য তুমি প্রকাশ করিতেছ না? আমি অদ্যই তোমার এই অলীক লজ্জার শাস্তি প্রদান করিতেছি, এবং এরূপ করিতেছি যে, 'যাহাতে অন্য কোন নারীই ঈদৃশ মন্থরভাষিণী না হয়।'[১৭] অনন্তর ভগবান্ পিতামহ, সেই কুমারকে শাপপ্রদান করিতে নিষেধ করিয়া আপনি গিয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! এইটী সোমের পুত্র? বা বৃহস্পতির পুত্র? কাহার পুত্র? বল। 'পিতামহ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তারা, লজ্জায় জড়িত বাক্যে কহিলেন, এইটী সোমের।[১৮]

তারা এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ উড়ুপতি চন্দ্রের কপোলকান্তি উজ্জ্বল হইল। তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিল

*ততশ্চ কুমারস্তাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† ভবিষ্যতীতি পৃথক্ পাঠঃ।

স্তমালিঙ্গ্য কুমারং সাধু সাধু বৎস! প্রাজ্ঞোঽসীতি বুধ ইতি নাম চক্রে ॥ ১৯ ॥

স চ, আখ্যাতমেবৈতৎ, যথেলায়ামাত্মজং পুরূরব-সমুৎপাদয়ামাস।

পুরূরবাস্ত্বতিদানশীলোঽতিযজ্বা অতিতেজস্বী। যং সত্যবাদিনমতিরূপবন্তং মিত্রাবরুণশাপান্মানুষে লোকে ময়া বস্তব্যম্ ইতি কৃতমতিরূর্ব্বশী দদর্শ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টমাত্রে চ যস্মিন্, অপহায় মানমশেষমপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষং তন্মনা ভূত্বা তমেবোপতস্থে ॥ ২১ ॥

সোঽপি চ তামতিশয়িত-সকললোকস্ত্রীকান্তি-

না। তিনি তখন বালককে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! সাধু, বৎস! সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি বুধ। চন্দ্র এই কথা বলিয়া তাঁহার বুধ এই নাম রাখিলেন।[১৯]

এই বুধ হইতে ইলার গর্ভে যে রূপে পুরূরবার জন্ম হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুরূরবা, অতিদানশীল অতিযজ্বা অতিতেজস্বী ও সত্যভাষী ছিলেন। উর্ব্বশী নামে অপ্সরাঃ, মিত্রাবরুণের শাপে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে জানিয়া (পৃথিবীতলে আগমন করিয়া) সেই অলোক-সামান্য রূপনিধান পুরূরবাকে দর্শন করিলেন।[২০] উর্ব্বশী রাজাকে দেখিবামাত্র অভিমান ও সমুদায় স্বর্গসুখাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্মনা হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।[২১] রাজাও উর্ব্বশীকে সমুদায় রমণীগণের মধ্যে সমধিক কান্তিমতী সৌকুমার্য্যশালিনী

সৌকুমার্য্যলাবণ্যাতিবিলাসহাসাদিগুণামবলোক্য তদা-য়ত্তচিত্তবৃত্তির্ব্বভূব ॥ ২২ ॥

উভয়মপি তন্মনস্কমনন্যদৃষ্টি পরিত্যক্তসমস্তান্যপ্র-য়োজনমভূৎ (১) ॥ ২৩ ॥

রাজা তু প্রাগল্‌ভ্যাৎ তমাহ ॥ ২৪ ॥

সুভ্রূ! ত্বামহমভিকামোঽস্মি প্রসীদানুরাগমুদ্বহ (২) ইত্যুক্তা লজ্জাবখণ্ডিতমুর্ব্বশী প্রাহ ॥ ২৫ ॥

ভবত্বেবং, যদি মে সময়পরিপালনং ভবান্ করো-তীতি ॥ ২৬ ॥

আখ্যাহি মে সময়মিত্যথ পৃষ্টা পুনরব্রবীৎ ॥২৭॥

লাবণ্যবতী ও বিলাস হাস প্রভৃতি গুণ সম্পন্না দেখিয়া এক কালে অপহৃত-চিত্ত হইয়া পড়িলেন [২২] এই স্ত্রী পুরুষ উভ-য়েই, তদ্গতহৃদয় ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন, অন্য কোন আবশ্যক কর্ম্মেও তাঁহাদের মনোনিবেশ হইল না। [২৩]

অনন্তর রাজা প্রগল্‌ভতা হেতু কহিলেন, [২৪] সুভ্রু! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় অভিলাষী হইয়াছি, প্রসন্ন হও, আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ কর। রাজা এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে উর্ব্বশী, লজ্জাবশত প্রথমত তাঁহার বাক্য খণ্ডন পূর্ব্বক পরে সম্মতা হইয়া কহিলেন। [২৫] যদি তুমি আমার পণ রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহবাসে থাকিতে সম্মতা আছি। [২৬] রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিরূপ পণ?

---

(১)—প্রয়োজনমাসীৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(২) ত্বামহমভিকামোঽস্মি, প্রসীদ, অনুরাগবতি! অনুরাগমুদ্বহ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

শয়নসমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ, ঘৃতমাত্রঞ্চ মমাহারঃ। ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ। তয়া চ সহাবনীপতিরলকায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মবণ্ডেষু অতিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু অভিরমমাণ এব ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোঽনয়ৎ। উর্ব্বশী চ তদুপভোগাৎ প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসে-

তাহা বল। উর্ব্বশী পুনর্ব্বার কহিলেন, ।[২৭] আমার পুত্রস্বরূপ দুইটী মেষ আমার শয্যার নিকট থাকিবে, কখন স্থনান্তর করিতে পারিবে না।[২৮] (আমার দ্বিতীয় পণ এই যে) আমি কখন আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন করিব না। (আমার তৃতীয়পণ এই যে) আমি ঘৃত ভিন্ন আর কোন বস্তু আহার করিব না। (যদি এই নিয়মত্রয়ের অন্যথা হয়, আমি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইব।) রাজা তাহাই হইবে বলিয়া (উর্ব্বশীর নিয়ম পালনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।)

অনন্তর তিনি উর্ব্বশীর সহিত অলকাতে, চৈত্ররথ প্রভৃতি উদ্যানে, অতিরমণীয় মানস প্রভৃতি সরোবরে পদ্মবনে নিরন্তর ক্রীড়া করাতে দিন দিন তাঁহার আমোদ প্রমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার ষষ্ঠি সহস্র বৎসর অতীত হইল। এই সমুদায় উপভোগ হেতু উর্ব্বশীর অনুরাগ দিন দিন পরি-

---

* অমলপদ্মখণ্ডেষু মানসাদিষু সরঃসু অভিরমমাণ একষষ্টিবর্ষাণি ইতি বাসকরক্ষিত-পুস্তকস্য পাঠঃ।

ঽপি ন স্পৃহাং চকার। বিনা চোর্ব্বশ্যা সুরলোকোঽপ্সরসাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বাণাঞ্চ নাতিরমণীয়োঽভবৎ ॥ ২৯ ॥

ততশ্চোর্ব্বশী-পুরূরবসোঃ সময়বিদ্বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্বসমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমুরণকং জহার ॥৩০॥

তস্য চাকাশে নীয়মানস্যোর্ব্বশী শব্দমশৃণোৎ। আহ চ, মমানাথায়াঃ পুত্রঃ কেনাপি অয়মপহ্রিয়তে! কং শরণমুপযামীত্যাকর্ণ্য রাজা, নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যযৌ। অথান্যমপ্যুরণকমাদায় গন্ধর্ব্বা যযুঃ। তস্যাপ্যপহ্রিয়মাণস্য শব্দমাকর্ণ্য আকাশে পুনরপি,

বর্দ্ধিত হওয়াতে ক্রমশঃ স্বর্গবাসেও তাঁহার স্পৃহা রহিল না। এ দিকে অপ্সরোগণ সিদ্ধগণ ও গন্ধর্ব্বগণ দেখিলেন যে, উর্ব্বশী ব্যতিরেকে স্বর্গের আর শোভা নাই।[২৯] অনন্তর বিশ্বাবসু, উর্ব্বশী ও পুরূরবার পরস্পর নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকাতে গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়া রাত্রিকালে উর্ব্বশীর শয্যার নিকট হইতে একটী মেষ হরণ করিলেন।[৩০] যখন গন্ধর্ব্বগণ মেষকে আকাশ পথে লইয়া যাইতেছেন, তখন উর্ব্বশী তাহার শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং (আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক) কহিলেন, আমি অনাথা, কে আমার পুত্রকে হরণ করিতেছে! এক্ষণে আমি কাহার শরণাপন্ন হইব। রাজা যদিও এই কথা শুনিতে পাইলেন, তথাপি (তিনি উলঙ্গ ছিলেন, বলিয়া) পাছে দেবী আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেন, এই আশঙ্কায় (সহসা) যাইতে পারিলেন না। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ আর একটী মেষ হইয়া গমন করিলেন। যখন দ্বিতীয় মেষটী

অলকা কুবেরপুরী। চৈত্ররথ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কুবেরের উপবন।২৯

অনাথাস্ম্যহমভর্তৃকা কুপুরুষাশ্রয়েতি আর্ত্তরাবিণী বভূব। রাজাপ্যমর্ষবশাদন্ধকারমেতদিতি খড়্গমাদায় দুষ্ট! দুষ্ট! হতোঽসীতি ব্যাহরন্নভ্যধাবৎ। তাবচ্চ গন্ধর্ব্বৈরতীবোজ্জ্বলা বিদ্যুৎ জনিতা। তৎপ্রভয়া চোর্ব্বশী রাজানপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্তসময়া * তৎক্ষণাদেবাপক্রান্তা ॥ ৩১ ॥

পরিত্যজ্য তাবুরণকৌ গন্ধর্ব্বাঃ সুরলোকমুপাগ-

অপহৃত হয়, তখনও আকাশে তাহার শব্দ শুনিতে পাইয়া উর্ব্বশী পুনর্ব্বার অধিকতর আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিতে লাগিলেন, আমি অনাথা! আমার ভর্ত্তা নাই, আমি কুপুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। এই সমুদায় বাক্য রাজার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, গৃহে ত অন্ধকারময় (উলঙ্গ অবস্থায় যাইলে ত দেবী দেখিতে পাইবেন না।) রাজা মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক, রে দুষ্ট! এখনি বিনাশ করিতেছি, এই বলিয়া ধাবমান হইলেন। এই অবকাশে গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ প্রকাশ করিলেন। সেই বিদ্যুতের প্রভাদ্বারা উর্ব্বশী রাজাকে উলঙ্গ দেখিয়া পূর্ব্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।[৩১] গন্ধর্ব্বগণও মেষদ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে উপনীত হইলেন। রাজাও সেই মেষদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইয়া শয়নাগারে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, সেখানে উর্ব্বশী নাই।[৩২]

রাজা উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই উন্মত্ত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি

* প্রবৃত্তসময়া ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

তাঃ। রাজাপি তৌ মেষাবাদায় হৃষ্টমনাঃ স্বশয়নমা-য়াতো নোর্ব্বশীং দদর্শ॥ ৩২॥

তাঞ্চাপশ্যন্নপগতাম্বর* এবোন্মত্তরূপো বভ্রাম। কুরুক্ষেত্রে চাম্ভোজসরসি অন্যাভিশ্চতসৃভিরপ্সরোভিঃ সমবেতামুর্ব্বশীং দদর্শ। ততশ্চোন্মত্তরূপো রাজা, জায়ে! হ তিষ্ঠ, মনসি! ঘোরে বচসি, ইত্যনেকপ্রকারং সূক্তমবোচৎ॥ ৩৩॥

আহ চোর্ব্বশী, মহারাজ! অলমনেনাবিবেক-

কুরুক্ষেত্রে কমল বিরাজিত সরোবরে অন্য তিনটী অপ্সরার সহিত সমবেতা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজা উন্মত্ত হইয়া প্রণয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, জায়ে! যাইও না, কঠিনহৃদয়ে! দাঁড়াও, আমার সহিত কথা কও। রাজা এই প্রকার অনেক মধুর বাক্য কহিলেন।[৩৩] উর্ব্বশী কহিলেন, মহা-রাজ! অবিবেচকের ন্যায় ঈদৃশ চেষ্টা করিবেন না। এক্ষণে আমি গর্ব্ভিণী, আপনি এক বৎসর পরে এখানে আসিবেন, আপনকার একটী পুত্র হইবে, আমিও আপনার সহিত এক রাত্রি যাপন করিব। রাজা, উর্ব্বশীর নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। উর্ব্বশী সেই সমস্ত অপ্সরোগণের নিকট কহিলেন, আমি যাঁহার অনুরাগে আকৃষ্ট-হৃদয়া হইয়া এত কাল যাঁহার সহিত বাস করিয়া-ছিলাম, ইনিই সেই পুরুষোত্তম।[৩৪] অপ্সরোগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, আহা! ইঁহার কি চমৎকার রূপ! (ইঁহার

---

* তাঞ্চাপশ্যন্ উপগতাম্বরঃ ইতি প্রামাণিকঃ পাঠঃ।

চেষ্টিতেন, অন্তর্ব্বত্নী অহম্; অব্দান্তে ভবতাত্রাগন্তব্যম্, কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঞ্চ নিশামহং ত্বয়া সহ বৎস্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরমাজগাম। তাসাঞ্চাপ্সরসামুর্ব্বশী কথয়ামাস, অয়ং স পুরুষোৎকর্ষো, যেনাহমেতাবন্তং কালমনুরাগাকৃষ্টমনসা * সহোষিতা ॥৩৪॥

ইত্যেবম্ উক্তাস্তা অপ্সরস † ঊচুঃ, সাধু সাধু অস্য রূপম্, অনেন সহাস্মাকমপি সর্ব্বকালমভিরন্তুং স্পৃহা ভবেদিতি ॥ ৩৫

অব্দে চ পূর্ণে স রাজা তত্রাজগাম, কুমারঞ্চায়ুষমস্মৈ তদোর্ব্বশী দদৌ, একাঞ্চ নিশাং তেন রাজ্ঞা সহোষিত্বা পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমবাপ ॥ ৩৬ ॥

রূপ দর্শন করিয়া) আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় যে, চিরকাল ইঁহার সহিত প্রীতি করি। ৩৫

অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশী তাঁহার নিকট আয়ু নামক পুত্র সমর্পণ করিলেন। পরে তিনি রাজার সহিত এক রাত্রি বাস করিয়া, পাঁচ পুত্র প্রসব করণার্থ গর্ভ ধারণ করেন। ৩৬ অনন্তর তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় গন্ধর্ব্ব, আমার প্রতি প্রীতি হেতু আপনাকে বর দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন,

* অনুরাগাকৃষ্টচেতসা ইতি বা পঠ্যতাম্।

† ইত্যেবমুক্তাস্তামপ্সরস ইতি বা পঠনীয়ম্।

উবাচ চৈনং রাজানম্, অস্মৎপ্রীত্যা মহারাজায় সর্ব্ব এব গন্ধর্ব্বা বরদাঃ সংবৃত্তাঃ, তস্মাৎ ব্রিয়তাং বর ইতি ॥ ৩৭ ॥

আহ রাজা চ, বিজিত-সকলারাতিরবিহতেন্দ্রিয়সামর্থ্যো বন্ধুমানমিতবলকোষঃ, নান্যদস্মাকমুর্ব্বশীসালোক্যাৎ অপ্রাপ্যমস্তি, তদহমনয়া সহোর্ব্বশ্যা কালং নেতুমভিলষামি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যুক্তে গন্ধর্ব্বা রাজ্ঞেঽগ্নিস্থালীং দদুঃ ॥ ৩৯ ॥

আপনি বর প্রার্থনা করুন।[৩৭] রাজা কহিলেন, আমি সমুদায় শত্রু পরাজয় করিয়াছি, আমার সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য অব্যাহত রহিয়াছে, আমার সমুদায় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কুশলে আছেন, আমার অসীম বল ও অসীম ধন রহিয়াছে। এতৎসমুদায়ের মধ্যে আমার কিছুরই অভাব নাই, পরন্তু আমার পক্ষে কেবল উর্ব্বশীর সহবাসই দুর্লভ হইয়াছে, উর্ব্বশী সহবাস ব্যতীত আর কোন বস্তুই আমার দুষ্প্রাপ্য নহে; অতএব আমি কেবল এই উর্ব্বশীর সহিত একত্র কাল যাপন করিতে অভিলাষ করি।[৩৮]

রাজা এই কথা বলিলে গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে একটী অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন,[৩৯] এবং বলিয়াদিলেন যে, তুমি বেদবিধানানুসারে এই অগ্নি তিন ভাগ করিবে, পরে উর্ব্বশী সলোকতারূপ সংকল্প করিয়া যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ করিলে তুমি অবশ্যই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে।[৪০]

বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে অগ্নি তিন ভাগ করিতে হয়। যথা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। ৩৯

উচুশ্চ, এনমগ্নিম্ আম্নায়ানুসারী ভূত্বা ত্রিধা কৃত্বা উর্ব্বশী-সলোকতা-মনোরথমুদ্দিশ্য সম্যক্ যজেথাঃ, ততোঽবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি ॥ ৪০ ॥

ইত্যুক্তস্তামগ্নিস্থালীমাদায়াজগাম, অন্তরটব্যাম্ অচিন্তয়ৎ, অহো মে অতিমূঢ়তা! যদগ্নিস্থালী ময়ানীতা নোর্ব্বশীতি। অথৈনামটব্যামেবাগ্নিস্থালীং তত্যাজ, স্বপুরঞ্চাজগাম ॥৪১॥

ব্যতীতার্দ্ধরাত্রৌ* বিনিদ্রশ্চাচিন্তয়ৎ, মমোর্ব্বশী-সালোক্যপ্রাপ্ত্যর্থমগ্নিস্থালী গন্ধর্ব্বৈর্দ্দত্তা। সা চ ময়া অটব্যাং পরিত্যক্তা। তদহং তত্র তদাহর-

গন্ধর্ব্বগণ এই কথা বলিলে রাজা, সেই অগ্নিস্থালী গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া বনমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার কি মূঢ়তা! আমি এই অগ্নিস্থালীটী আনিলাম, উর্ব্বশীকে আনয়ন করিলাম না! অনন্তর রাজা সেই অরণ্যমধ্যেই সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।[৪১]

অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি প্রতীত হইলে যখন রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি যাহাতে উর্ব্বশীর সহিত সহবাস করিতে পারি, তজ্জন্যই গন্ধর্ব্বেরা আমাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই অগ্নিস্থালী অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব আমি এক্ষণে সেই অগ্নিস্থালী আনয়নার্থ সেই স্থানে গমন করি। রাজা এইরূপ

* ব্যতীতার্দ্ধরাত্রসময় ইতি ব্যতীতার্দ্ধরাত্র ইতি বা পৃথক্ পৃথক্ পাঠঃ।

ণায় যাস্যামি, ইত্যুত্থায় তত্রাপ্যুপগতো নাগ্নিস্থালীমপশ্যৎ। শমীগর্ভঞ্চাশ্বত্থমগ্নিস্থালীস্থানে দৃষ্ট্বা অচিন্তয়ৎ, ময়াত্র স্থালী নিক্ষিপ্তা, সা চাশ্বত্থঃ * শমীগর্ভোঽভূৎ। তদেতমেবাহমগ্নিরূপমাদায় স্বপুরমভিগম্য অরণীং কৃত্বা তদুৎপন্নাগ্নেরুপাস্তিং করিষ্যামি ইতি ॥ ৪২ ॥

এবমেব স্বপুরমুপগতোঽরণীং চকার ॥ ৪৩ ॥

পর্য্যালোচনা করিয়া উত্থান পূর্ব্বক সেই অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে সেই অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু যে স্থানে অগ্নিস্থালী ছিল, সেই স্থানে এক খণ্ড শমীগর্ভ অশ্বত্থ কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই স্থানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই অগ্নিস্থালীই এই শমীগর্ভ অশ্বত্থ হইয়াছে। অতএব আমি অগ্নিস্বরূপ ইহাকেই গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যাগ করিব। ৪২

রাজা এই রূপ বিবেচনা করিয়া স্বভবনে গমন পূর্ব্বক (সেই শমী কাষ্ঠে) অরণী নির্ম্মাণ করিলেন।[৪৩] অরণী নির্ম্মাণের সময় তিনি গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে অঙ্গুলি দ্বারা সেই কাষ্ঠের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক কাষ্ঠের পরিমাণ করাতে গায়ত্রীর যতগুলি অক্ষর, অরণীরও তত অঙ্গুলি পরিমাণ হইল। ৪৪

---

* স চাশ্বত্থ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

যে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি বাহির করা যায়, তাহার নাম অরণী। ৪৩

তৎপ্রমাণঞ্চাঙ্গুলৈঃ কুর্ব্বন্ গায়ত্রীমপঠৎ। পঠতশ্চাক্ষরসংখ্যান্যেবাঙ্গুলান্যরণ্যভবৎ ॥ ৪৪ ॥

তত্রাগ্নিং নির্ম্মথ্যাগ্নিত্রয়মাম্নায়ানুসারী ভূত্বা জুহাব, উর্ব্বশীসালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিতবান্। তেনৈবাগ্নিবিধিনা বহুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্ট্বা গন্ধর্ব্বলোকান্ প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ বিয়োগং নাবাপ ॥ ৪৫ ॥

একোঽগ্নিরাদাবভবৎ, ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর তিনি সেই অরণী নির্ম্মথিত করিয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক বেদবিধানানুসারে তিন ভাগ করিয়া তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন এবং উর্ব্বশী সহবাসরূপ ফল কামনা করিলেন। তিনি সেই অগ্নিদ্বারা নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং উর্ব্বশীর সহিত তাঁহার আর বিচ্ছেদ ঘটিল না।[৪৫] পূর্ব্বে যজ্ঞে এক অগ্নি ছিল। এই রাজা হইতে এই মন্বন্তরে (গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[৪৬]

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তস্যাপ্যায়ুর্ধীমানমাবসু-বিশ্বাবসু-শতায়ুঃ-শ্রুতায়ুঃ-(অযুতায়ুঃ-) সংজ্ঞাঃ ষড়ভবন্ পুত্রাঃ॥ ১॥

অমাবসোর্ভীমো নাম পুত্রোঽভবৎ। ভীমস্য কাঞ্চনঃ, কাঞ্চনাৎ সুহোত্রঃ, তস্যাপি জহ্নুঃ। যোঽসৌ যজ্ঞবাটমখিলং গঙ্গাম্ভসা প্লাবিতমালোক্য ক্রোধসং-

পরাশর কহিলেন। পুরূরবার ছয়টী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুঃ ও শ্রুতায়ুঃ (অযুতায়ুঃ)।১ অমাবসুর একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চন হইতে সুহোত্র, সুহোত্র হইতে জহ্নু উৎপন্ন হইলেন। এই জহ্নু, সমুদায় যজ্ঞবেদি গঙ্গাজল দ্বারা প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধভরে আরক্ত-নয়ন হইলেন

রক্তনয়নো ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমাত্মনি পরমেণ সমাধিনা সমারোপ্যাখিলামেব গঙ্গাম্ অপিবৎ॥ ২॥

অথৈনং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ, দুহিতৃত্বে চাস্য* গঙ্গামনয়ৎ। জহ্নোশ্চ সুজহ্নুর্নাম † পুত্রোঽভবৎ। তস্যাপ্যজকঃ, ততো বলাকাশ্বঃ, তস্মাৎ কুশঃ, কুশস্য কুশাশ্ব-‡কুশনাভামূর্ত্তরয়ামাবসবশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ॥৩॥

তেষাং কুশাশ্বঃ শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবেদিতি তপশ্চচার। তঞ্চোগ্রতপসমবলোক্য মা ভবত্বন্যোঽস্ম-তুল্যবীর্য্য ইত্যাত্মনৈবাস্যেন্দ্রঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ॥ ৪॥

এবং তিনি পরম যোগবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বশরীরে আরোপিত করিয়া সমুদায় গঙ্গা নিঃশেষরূপে পান করিলেন।[২] অনন্তর দেবর্ষিগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা করিয়া দিলেন। জহ্নুর একটী পুত্র হইল, তাহার নাম সুজহ্নু। সুজহ্নুর পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে কুশ উৎপন্ন হইলেন। কুশের চারি পুত্র। তাহাদের নাম কুশাশ্ব, (কুশাম্ব বা কুশাম্বু) কুশনাভ, (কুশনাম্ভ) অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু।[৩]

কুশাশ্ব, এইরূপ সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রসদৃশ তাঁহার একটী পুত্র হয়। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যা অবলোকন করিয়া, তাঁহার তুল্য বীর্য্যশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি না হয়, এই অভিপ্রায়ে স্বয়ংই তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম

* দুহিতৃত্বং চাস্য ইতি বা পাঠঃ।
† সুজহ্নুর্নাম ইতি বা পঠনীয়ম্।
‡ কুশাম্বু বা কুশাম্ব ইতি পাঠান্তরম্

গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ*। গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ। তাঞ্চ ভার্গব ঋচীকো বব্রে। গাধিরপ্যতিরোষণায় অতিবৃদ্ধায় চ ব্রাহ্মণায় দাতুমনিচ্ছন্নেকতঃ শ্যামকর্ণানামিন্দুবর্চ্চসামনিলরংহসামশ্বানাং সহস্রং কন্যাশুল্কমযাচত ॥ ৬ ॥

তেনাপি ঋষিণা বরুণসকাশাদুপলভ্য অশ্বতীর্থোৎপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ তামৃচীকঃ কন্যামুপযেমে। ঋচীকশ্চ তস্যাশ্চরুমপত্যার্থং চকার। তয়া প্রসাদিতশ্চ* ত-

পরিগ্রহ করিলেন।[৪] ঐ পুত্র কৌশিক ও গাধি নামে বিখ্যাত হন। গাধির একটী কন্যা হইল, তাহার নাম সত্যবতী। ভৃগুবংশীয় ঋচীক, এই কন্যার পাণি গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। গাধি, সাতিশয় কোপন-স্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতে অনিচ্ছু হইয়া কহিলেন যে, চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, এবং এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ, বায়ুর ন্যায় বেগশালী সহস্র অশ্ব শুল্ক স্বরূপ দিলে কন্যা দান করিব।[৬] মহর্ষি ঋচীকও বরুণের নিকট অশ্বতীর্থোৎপন্ন উক্তপ্রকার সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে প্রদান করিলেন।[৭]

অনন্তর ঋচীক, গাধিকন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি স্বীয় সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত চরু প্রস্তুত করিলেন।

* গাধির্নাম কৌশিকঃ পুত্রোঽভবৎ ইতি বা পাঠ্যম্।

* তৎপ্রার্থিতশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

ন্মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে চরুমপরং সাধয়ামাস* ॥ ৮ ॥

এষ চরুর্ভবত্যা অয়মপরস্তন্মাত্রা সম্যগুপযোজ্য ইত্যুক্ত্বা বনং জগাম ॥ ৯ ॥

উপযোগকালে চ তাং মাতা সত্যবতীমাহ, সর্ব্ব এবাত্মপুত্রমতিগুণং সমভিলষতি, নাত্মজায়াভ্রাতৃগুণেষ্বতীবাদৃতো ভবতীত্যতোঽর্হসি মম ত্বম্ আত্মীয়ঞ্চরুং দাতুং মদীয়ঞ্চরুমাত্মনোপযোক্তুম্ ॥ ১০ ॥

মৎপুত্রেণ হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্য্যম্ ॥ ১১ ॥

পরে সত্যবতীর প্রার্থনানুসারে সত্যবতী-মাতার একটী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অপর একটী চরু প্রস্তুত করেন। [৮] (ঋচীক সত্যবতীকে কহিলেন,) এই চরু তুমি ভোজন করিবে ও এই চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন। তিনি এই কথা বলিয়া বনে গমন করিলেন। [৯]

চরু ভক্ষণের সময় সত্যবতীর মাতা সত্যবতীকে কহিলেন, পুত্রি! সকলেই আপনার সমধিক গুণবান্ পুত্র কামনা করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই স্বীয় জায়ার ভ্রাতার গুণাধিক্য ততদূর কামনা করে না। (আমার বোধ হয়, তোমার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ করিলেই সমধিক গুণবান্ পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব) তোমার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তুমি আমাকে দাও, এবং আমার জন্য যে চরু হইয়াছে, তাহা তুমি আপনি আহার কর। [১০] (বিবেচনা করিয়া দেখ) আমার পুত্র, সমুদায় অবনীমণ্ডল পালন করিবে। [১১]

* তস্মাত্তুঃ সাধয়ামাস ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

কিয়দ্‌ব্রাহ্মণস্য বলবীর্য্যসম্পাদিত্যুক্তা সা স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী ॥ ১২ ॥

অথ বনাদভ্যাগত্য সত্যবতীম্ ঋষিরপশ্যৎ, আহ চৈনাম্, অতিপাপে! কিমিদমকার্য্যং ভবত্যা কৃতম্! অতিরৌদ্রং তে বপুরালক্ষ্যতে, নূনং ত্বয়া ত্বন্মাতৃসৎকৃতশ্চরুপযুক্তো ন যুক্তমেতৎ ॥ ১৩ ॥

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌর্য্যবীর্য্যবল-সম্পাদারোপিতা, ত্বদীয়ে চরাবপ্যখিল-শান্তিজ্ঞানতিতিক্ষাদিকা ব্রাহ্মণগুণসম্পৎ। এতচ্চ বিপরীতং কুর্ব্বত্যাঃ তবাতিরৌদ্রাস্ত্রধারণমারণ-নিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচারঃ পুত্রো ভবিষ্যত্যস্যাশ্চোপশমরুচিঃ ব্রাহ্মণাচারঃ ॥ ১৪ ॥

বলবীর্য্য সম্পত্তিতে ব্রাহ্মণের কি প্রয়োজন। সত্যবতীর মাতা এই কথা বলিলে সত্যবতী স্বীয় চরু তাঁহাকে প্রদান (করিয়া তাঁহার চরু স্বয়ং ভোজন) করিলেন। ১২

অনন্তর ঋষি বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া সত্যবতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রে পাপীয়সি! তুমি এ কি কুকর্ম্ম করিয়াছ; তোমার শরীর সাতিশয় উগ্র বোধ হইতেছে। তোমার মাতার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল, তুমি তাহা আহার করিয়াছ, সন্দেহ নাই। ইহা তুমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। ১৩

আমি তোমার মাতার চরুতে সমুদায় বল সমুদায় শৌর্য্য ও সমুদায় বীর্য্যরূপ সম্পত্তি নিহিত করিয়াছিলাম এবং তোমার চরুতে সমুদায় শান্তি, সমুদায় জ্ঞান ও সমুদায় তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্পৎ আহিত করি। তুমি চরুর বৈপরীত্য করাতে তোমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে সর্ব্বদা

ইত্যাকর্ণ্যৈব সা তস্য পাদৌ জগ্রাহ। প্রণিপত্য চ এনমাহ, ভগবন্! ময়ৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং, প্রসাদং মে কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কামমেবংবিধঃ পৌত্রো ভবতু* ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ, এবমস্তু ইতি ॥ ১৫ ॥

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ। তন্মাতা চ বিশ্বামিত্রং জনয়ামাস। সত্যবতী চ কৌশিকী নাম নদ্যভবৎ। জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোঃ তনয়াং রেণুকামুপযেমে। তস্যাঞ্চাশেষক্ষত্রবংশহন্তারং† পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণস্যাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ ॥ ১৬ ॥

অস্ত্রধারী অতীব উগ্র মারণ-পরায়ণ ক্ষত্রিয়াচার হইয়া উঠিবে। তোমার মাতার গর্ভে যে সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিবে, সে শান্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণাচার হইবে।[১৪]

সত্যবতী এই কথা শুনিয়া ঋচীকের পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে প্রসন্ন হউন, আমার যেন ঈদৃশ পুত্র না হয়। বরঞ্চ আমার উক্তপ্রকার পৌত্র হউক। সত্যবতী এই রূপ প্রার্থনা করিলে মহর্ষি কহিলেন, তাহাই হইবে।[১৫]

অনন্তর সত্যবতী, জমদগ্নি নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতীর মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হইল। সত্যবতী

* এবংবিধঃ পৌত্রো মে ভবতু ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† অশেষক্ষত্রহন্তারম্ ইতি বা পাঠঃ।

বিশ্বামিত্রপুত্রস্তু ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈর্দ্দত্তঃ ততশ্চ দেবরাতনামাভবৎ। ততশ্চান্যে মধুচ্ছন্দ-জয়-কৃতদেব-দেবাষ্টক-কচ্ছপ-হারীতকাখ্যা বিশ্বামিত্রপুত্রা বভূবুঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাঞ্চ বহূনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈ বাহ্যানি ভবন্তীতি ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কৌশিকী, নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি, ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত রেণুর কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে জমদগ্নি হইতে রেণুকার গর্ভে সকল লোকের গুরু ভগবান্ নারায়ণের অংশ অশেষ ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসকারী পরশুরাম, উৎপন্ন হইলেন। [১৬] ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফ, (নরমেধ যজ্ঞে পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) পরে দেবতারা বিশ্বামিত্রকে ঐ পুত্র দান করেন, সুতরাং শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রপুত্র হইয়া দেবরাত নামে বিখ্যাত হন। পরে বিশ্বামিত্রের আর কএকটী পুত্র হইল। তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক। [১৭] ইঁহাদের সন্তানেরা কৌশিক গোত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছেন, কারণ ঋষিভেদে (প্রবর ভেদে) তাঁহারা পরস্পর পৃথক্। [১৮]

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ ॥

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা, স বাহোর্দুহিতরম্* উপযেমে। তস্যাং স পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস। † নহুষ-ক্ষত্রবৃদ্ধ-রম্ভ-রজিসংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ‡ পুত্রোঽভূৎ। কাশ-লেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাভূৎ ॥ ১ ॥

পরাশর কহিলেন। পুরূরবার আয়ু নামে যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, তিনি বাহুর (রাহুর) কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহা হইতে বাহুকন্যার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ পুত্রের নাম নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ রজি ও অনেনাঃ। ক্ষত্র-বৃদ্ধের একটী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম সুহোত্র। সুহো-ত্রের তিনটী পুত্র হইল, তাহাদের নাম কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম শৌনক। ইনি

---

* রাহোর্দুহিতরম্ ইতি বা পাঠঃ ॥

† উৎপাদয়ামাস ইতি পাঠান্তরম্ ॥

‡ সুনহোত্র ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ॥

কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রোঽভবৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। স হি সংসিদ্ধকার্য্যকরণঃ সকলসম্ভূতিষ্বশেষজ্ঞানবিৎ ॥ ২ ॥

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসংভূতাবস্মৈ বরো দত্তঃ ॥ ৩ ॥

কাশিরাজগোত্রেঽবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। যজ্ঞভাক্ ভবিষ্যসি ইতি ॥ ৪ ॥

তস্য চ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্। কেতুমতো ভীমরথঃ, তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দ্দনঃ। স চ মদ্র-

চাতুর্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ শৌনক বংশীয়েরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারি জাতি হইয়াছে। [১]

কাশের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা হইতে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইলেন। ধন্বন্তরির কার্য্য (শরীর) ও করণ (ইন্দ্রিয়) উত্তম সিদ্ধ (মর্ত্ত্যধর্ম্ম রহিত) ছিল। তিনি সমুদায় জন্মেই বিবিধ জ্ঞানের আকর ছিলেন। [২] তাঁহার পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, [৩] তুমি কাশিরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া আট খণ্ডে বিভক্ত উত্তম আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে এবং তুমি যজ্ঞভাগভাগী হইবে। [৪]

এই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমান্ হইতে ভীমরথ, ভীমরথ হইতে দিবোদাস, দিবোদাস হইতে প্রতর্দ্দন জন্ম

আয়ুর্বেদের অষ্ট অঙ্গ যথা—শল্য, শলাকা, ভূতবিদ্যা, কায়শুদ্ধি, অগদতন্ত্র, রসায়ন, বাজীকরণ, কুমারতন্ত্র। ৪

শ্রেণ্যবংশবিনাশাদশেষাঃ শত্রবোঽনেন জিতা ইতি শক্রজিদভবৎ ॥ ৫ ॥

তেন চ প্রীতিমতাত্মপুত্রো বৎস বৎসেত্যভিহিতঃ, ততো বৎসোঽসাবভবৎ ॥ ৬ ॥

সত্যব্রততয়া ঋতধ্বজসংজ্ঞামবাপ। পুনশ্চ কুবলয়নামানমশ্বং লেভে ; কুবলয়াশ্ব ইত্যস্যাং পৃথিব্যাং প্রথিতঃ ॥ ৭ ॥

তস্য চ বৎসস্য পুত্রোঽলর্কো নামাভবৎ। যস্য অয়মদ্যাপি শ্লোকো গীয়তে।

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং পুরা* ॥৮॥

পরিগ্রহ করিলেন। এই প্রতর্দ্দন, ভদ্রশ্রেণ্য বংশ উন্মূলন করেন। এইজন্য ইনি সমুদায় শত্রু জয় করিয়াছিলেন, বলিয়া শত্রুজিৎ নামে বিখ্যাত হন।[৫] তাঁহার পিতা স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে বৎস বলিয়া আহ্বান করিতেন, এই কারণে তিনি বৎস নামেও বিশ্রুত হইয়াছিলেন।[৬] তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, বলিয়া ঋতধ্বজ এই নাম প্রাপ্ত হন। তিনি কুবলয় নামে একটী অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কুবলয়াশ্ব এই নাম পৃথিবীতে প্রচারিত হইল।[৭]

এই বৎস নামক রাজার অলর্ক নামক একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। যাঁহার বিষয়ে একটী শ্লোক অদ্যাপি পঠিত হইয়াথাকে। যথা—পূর্ব্বকালে অলর্ক ভিন্ন অন্য কোন রাজাই ষট্‌ষষ্টি সহস্র বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন নাই।[৮]

---

* মেদিনীং যুবা ইত্যন্যবিধঃ পাঠঃ।

তথালর্কস্য সন্নতির্নামাত্মজোঽভবৎ। ততঃ সুনীথঃ,† তস্য সুকেতুঃ, ততো ধর্ম্মকেতুঃ, ততঃ সত্যকেতুঃ, তস্মাৎ বিভুঃ, তত্তনয়ঃ সুবিভুঃ, ততশ্চ সুকুমারঃ, তস্যাপি ধৃষ্টকেতুঃ, ততশ্চ বৈনহোত্রঃ, ততশ্চ ভার্গঃ, ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেতে কাশ্যপা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ। রজেস্তু সন্ততিঃ শ্রূয়তামিতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অলর্কের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম সন্নতি। সন্নতির পুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র সুবিভু, সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র, বৈনহোত্রের পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তোমার নিকট কাশ ও তদীয় বংশোৎপন্ন রাজগণের বিবরণ কহিলাম। এক্ষণে রজির বংশাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

† সুনীত ইতি নামান্তরম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

নবমাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

রজেঃ পঞ্চপুত্রশতান্যতুলবীর্য্যসারাণ্যাসন্। দেবাসুর-সংগ্রামারম্ভে পরস্পরবধেপ্সবো দেবাশ্চাসুরাশ্চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১ ॥

ভগবন্! অস্মাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষো জেতা ভবিষ্যতীতি। অথাহ ভগবান্, যেষামর্থে রজিরাত্তায়ুধো যোৎস্যতীতি। অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্ম-

পরাশর কহিলেন, রজির পঞ্চশত পুত্র হইয়াছিল। ইহারা অসীম বলবান্ ও অসীম শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন। একদা দেবগণ ও দানবগণের পরস্পর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর সংহারাভিলাষী দেবতারা ও অসুরেরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে? ভগবান্ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে, (সেই পক্ষই জয় লাভ করিবে।) অনন্তর দৈত্যগণ, রজির নিকট উপস্থিত হইয়া সংগ্রামে সাহায্য

সাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ, যোৎস্যেঽহং ভবতামর্থে, যদ্যহম্ অমরজয়াদ্ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যমঃ। ইত্যুক্ত্বা গতেষ্বসুরেষু দেবৈরপ্যসাববনীপতিরেবমেবোক্তঃ। তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

রজিনাপি দেবসৈন্যসহায়েন অনেকৈর্মহাস্ত্রৈঃ তদশেষমসুরবলং নিসূদিতম্। অবজিতারাতিপক্ষশ্চ ইন্দ্রো রজি-চরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহ, ভয়ত্রাণ-

পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। রজি কহিলেন, আমি যদি দেবগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদের ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারি। অসুরেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, আমরা এঁকপ্রকার বলিব, অন্যপ্রকার করিব, এরূপ হইবে না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র। তাঁহার নিমিত্তই এই যুদ্ধানুষ্ঠান হইতেছে।

অসুরেরা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। পরে দেবগণ আসিয়া তাঁহার নিকট সেইরূপ কহিলেন। রজিও সেইরূপ উত্তর করিলেন। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন যে, তোমাকেই আমরা ইন্দ্রত্ব পদ প্রদান করিব। ২

অনন্তর রজি, দেবসৈন্যের সহায় হইয়া বিবিধ মহাস্ত্রদ্বারা সমুদায় অসুরবল বিনাশ করিলেন। যখন সমুদায় শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল, তখন দেবরাজ ইন্দ্র, রজির চরণযুগল স্বীয়

দানাদস্মৎপিতা ভবান্, অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো ভবান্, যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

স চাপি রাজা প্রহস্যাহ, এবমেবাস্তু, অনতিক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটুবাক্যগর্ভা প্রণতিঃ, ইত্যুক্ত্বা স্বপুরম্ আজগাম ॥ ৪ ॥

শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার। স্বর্যাতে চ রজৌ নারদর্ষিচোদিতা রজিসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্রমাচারাদ্রাজ্যং যাচিতবন্তঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং

মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন, আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের পিতা। আপনি সমুদায় লোকের শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি ত্রিলোকের ইন্দ্র হইয়াও আপনকার পুত্র হইলাম। ৩

রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, তাহাই হউক। শত্রুপক্ষেরাও যদি নানাপ্রকার চাটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পদানত হয়, তাহা হইলে তাহাও অতিক্রম করিতে পারা যায় না, (অতএব তোমার প্রার্থনা কিরূপে অগ্রাহ্য করি।) রাজা এই কথা বলিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। ৪ দেবরাজও ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রজি, স্বর্গ গমন করিলেন। রজিপুত্রেরা মহর্ষি নারদ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া স্বীয় পিতার (কৃতক) পুত্র শতক্রতুর নিকট গমন করিয়া আচারানুসারে প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ৫ শতক্রতু যখন ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগে

পৈতৃক রাজ্যে আচারানুসারে ঔরস পুত্রই অধিকারী হয়। এই বলিয়া রজিপুত্রেরা ইন্দ্রত্ব পদ প্রার্থনা করেন। ৫

চক্রুঃ। ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতি-মেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতু-রাহ॥ ৬॥

বদরীফলমাত্রমপ্যর্হসি মম আপ্যায়নায় পুরোডাশ-খণ্ডং দাতুম্, ইত্যুক্তো বৃহস্পতিরুচে, যদ্যেবং পূর্ব্বমেব ত্বয়াহং চোদিতঃ স্যাং তন্ময়া ত্বদর্থং কিম্ অকর্ত্তব্য-মিতি॥ ৭॥

স্বল্পৈরেবাহোভিস্ত্বাং নিজং পদং প্রাপয়িষ্যামি, ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদ-

সম্মত হইলেন না, তখন সেই মহাবল রজিপুত্রেরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। শতক্রতুর ত্রৈলোক্য-যজ্ঞ-ভাগ অপহৃত হওয়াতে এক দিন তিনি নির্জ্জনে বৃহস্পতিকে কহিলেন, "আমার উপচয়ের জন্য (যজ্ঞের সময়) আপনি আমাকে একটী বদরীফল প্রমাণ ঘৃত প্রদান করুন। ইন্দ্র এই-রূপ প্রার্থনা করিলে বৃহস্পতি কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে যদি আমার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে তাহা হইলে আমি তোমার নিমিত্ত যাহা না করিতে পারিতাম, এরূপ কর্ম্ম কি আছে।' এক্ষণে অল্প দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে তোমার পদে প্রতি-ষ্ঠিত করিব। বৃহস্পতি এই কথা বলিয়া রজিপুত্রগণের বুদ্ধি-মোহের নিমিত্ত এবং শতক্রতুর তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন অভিচারিক হোম করিতে লাগিলেন। পরে তদ্দ্বারা বুদ্ধিমোহ হও-

বাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মাচারান্ ইন্দ্রো জঘান। পুরোহিতাপ্যায়িততেজাশ্চ ত্রিদিবমাক্রামৎ। এতদিন্দ্রস্য স্বপদচ্যবনারোহণং শ্রুত্বা পুরুষঃ স্বপদভ্রংশং দৌরাত্ম্যং বা ন চ আপ্নোতি। রম্ভস্ত্বনপত্যোঽভবৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তৎপুত্রঃ সঞ্জয়ঃ, তস্যাপি জয়ঃ, ততশ্চ বিজয়ঃ, তস্মাচ্চ যজ্ঞকৃৎ, তস্য হর্ষবর্দ্ধনঃ, হর্ষবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তস্য জয়সেনঃ, ততশ্চ সংহৃতিঃ,* তৎপুত্রঃ

যাতে রজিপুত্রেরাও ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাক্য-পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপ রজিপুত্রেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। পুরোহিত কর্ত্তৃক তাঁহার তেজোবৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহারা এই ইন্দ্রের স্বপদভ্রংশ ও স্বপদ প্রাপ্তি বিবরণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা লোকে পদভ্রষ্ট হন না, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের উপর দৌরাত্ম্যও করিতে পারে না।

রম্ভের সন্তান হয় নাই। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র যজ্ঞকৃৎ। যজ্ঞকৃতের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র অদীন, অদীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র সংহৃতি, (সংকৃতি) সংহৃতির পুত্র

* তস্য জয়ৎসেনঃ; ততশ্চ সংকৃতি ইতি পাঠান্তরম্।

ক্ষত্রধর্ম্মা, ইত্যেতে ক্ষত্রবৃদ্ধস্য। অতো নহুষবংশং বক্ষ্যামি, ইতি॥ ৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে নিমি-বংশবিস্তারো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষত্রধর্ম্মা। ইঁহারা ক্ষত্রবৃদ্ধের সন্তান। অতঃপর নহুষবংশ বর্ণন করিব। ৮

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

দশমাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যতি-যযাতি-সংযাতি-আযাতি-বিযতি-কৃতিসংজ্ঞা নহুষস্য ষট্ পুত্রা মহাবল-পরাক্রমা বভূবুঃ। যতিস্তু রাজ্যং নৈচ্ছৎ। যযাতিস্তু ভূভৃদভবৎ, উশনসশ্চ দুহিতরং দেবযানীং শর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্বণীমুপযেমে ॥১॥

অত্রানুবংশশ্লোকো ভবতি।

যদুং চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চাণুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ২ ॥

পরাশর কহিলেন। নহুষের মহাবল পরাক্রান্ত ছয়টী পুত্র হইয়াছিল। এই ছয় পুত্রের নাম——যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, বিযতি ও কৃতি। যতি রাজ্য করিতে অভিলাষ করিলেন না। যযাতি রাজা হইলেন। ইনি শুক্রের কন্যা দেবযানীকে এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। ১

এস্থলে বংশকীর্ত্তনার্থ একটী শ্লোক আছে যে, দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অণু ও পূরু নামে তিনটী পুত্র প্রসব করেন। ২

কাব্যশাপাচ্চ অকালেনৈব যযাতির্জরামবাপ ॥ ৩ ॥

প্রসন্নশুক্রবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং জ্যেষ্ঠং পুত্রং যদুম্ উবাচ, ত্বন্মাতামহশাপাদিয়মকালেনৈব জরা মামুপস্থিতা। তামহং তস্যৈবানুগ্রহাৎ ভবতঃ সঞ্চারয়াম্যেকং বর্ষসহস্রং, ন তৃপ্তোঽস্মি বিষয়েষু, ত্বদ্বয়সা বিষয়ানহং ভোক্তুমিচ্ছামি। নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং কর্ত্তব্যম্ ইত্যুক্তঃ স নৈচ্ছৎ তাং জরামাদাতুম্। তঞ্চাপি পিতা শশাপ, ত্বৎপ্রসূতির্ন রাজ্যার্হা ভবিষ্যতীতি ॥ ৫ ॥

অনন্তরঞ্চ দ্রুহ্যুং তুর্বসুম্ অণুঞ্চ পৃথিবীপতির্জরাগ্রহণার্থং স্বযৌবনপ্রদানায় চ চোদয়ামাস। তৈরপ্য-

শুক্রের শাপানুসারে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হইলেন। [৩] পরে শুক্র প্রসন্ন হইলে তাঁহার বাক্যানুসারে রাজা জরাসংক্রমিত করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, তোমার মাতামহের শাপে অকালে এই জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তাঁহার অনুগ্রহে এই জরা তোমার শরীরে সঞ্চারিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এক সহস্র বৎসর (তোমাকে এই জরা বহন করিতে হইবে।) আমি বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই। আমি তোমার যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না।

অনন্তর এই কথা শুনিয়া যদু সেই জরা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না। [৫] পরে যযাতি, দ্রুহ্যু তুর্ব্বসু ও অণুকে জরাগ্রহণ ও স্বীয় যৌবন প্রদানার্থ ক্রমশঃ অনুরোধ করিলেন।

কৈকশ্যেন প্রত্যাখ্যাতস্তাংশ্চ শশাপ। অথ শর্ম্মিষ্ঠা-তনয়মশেষকনীয়াংসং পূরুং তথৈবাহ, স চাতিপ্রবণ-মতিঃ প্রণম্য পিতরং সবহুমানং, মহান্ প্রসাদোঽয়ম-স্মাকম্, ইত্যুদারম্ অভিধায় জরাং প্রতিজগ্রাহ, স্বকীয়ঞ্চ যৌবনং পিত্রে দদৌ। সোঽপি চ নবং যৌবনমাসাদ্য ধর্ম্মাবিরোধেন যথাকামং যথাকালোপপন্নং যথোৎসাহং বিষয়ং চচার, সম্যক্ প্রজাপালনমকরোৎ ॥ ৬ ॥

বিশ্বাচ্যা সহোপভোগং ভুক্ত্বা কামানামন্তমবা-প্স্যামীত্যনুদিনং তন্মনস্কো বভূব ॥ ৭ ॥

অনুদিনঞ্চ উপভোগতশ্চ কামানতীব রম্যান্ মেনে* ॥ ৮ ॥

ইঁহারাও একে একে অসম্মত হইলেন। রাজা ইঁহাদিগকেও শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে সেইরূপ কহিবামাত্র পুরু, আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া বহুমান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, যার পর নাই অনুগৃহীত হই-লাম। পুরু উদারভাবে এই কথা বলিয়া জরাগ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় যৌবন পিতাকে প্রদান করিলেন। যযাতিও নুতন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে যথাকালে অভিলাষ অনুসারে উৎসাহ অনুসারে বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। ৬

বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত উপভোগ করিলে বিষয় বাস-নার অবসান হইবে, এই ভাবিয়া রাজা নিরন্তর তদ্গত-হৃদয় হইলেন। ৭ নিরন্তর উপভোগদ্বারা ভোগ্যবস্তু সমুদায় তাঁহার

* কামানতীব ভিরম্যান্ মেনে ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চৈবমগায়ত।

যযাতিরুবাচ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯ ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥ ১০ ॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বা এব সুখা দিশঃ ॥ ১১ ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে ॥১২॥

অতীব রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। (রমণীয়তর বিষয়ভোগ দ্বারা তাঁহার সম্ভোগতৃষ্ণা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল।)[৮] অনন্তর তিনি পশ্চাদুক্ত এই গানটী গাইয়াছিলেন।

যযাতি কহিলেন। ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কখনই ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত হবির্দ্বারা হুতাশনের ন্যায় ভোগদ্বারা তাহা সমধিক প্রবল ও বর্দ্ধমান হইতে থাকে।[৯] এই পৃথিবীতে ধান্য যব সুবর্ণ পশু কামিনী প্রভৃতি যে সমুদায় ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা এক জনের উপভোগ্য নহে। (কোন ব্যক্তিই চিরকাল তাহা ভোগ করিতে পান না।) অতএব সমধিক ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।[১০] যখন মনুষ্যের, কোন জীবের প্রতি পাপভাব না থাকে, যখন সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হয়, তখন সমস্ত দিক্ আনন্দময় ও সুখময় বোধ হইতে থাকে।[১১] মূঢ় ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, তাদৃশ

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি॥ ১৩॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেম্বেব জায়তে॥ ১৪॥
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ১৫॥

পরাশর উবাচ।

পুরোঃ সকাশাদাদায় জরাং দত্ত্বা চ যৌবনম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পূরুঞ্চ প্রযযৌ তপসে বনম্॥ ১৬॥
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্বসুং প্রত্যথাদিশৎ।

তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতেরা সুখী হন।[১২] মনুষ্য জীর্ণ হইলে কেশ জীর্ণ (পক্ব) হয়। মনুষ্য জীর্ণ হইলে দন্ত জীর্ণ হয়, পরন্তু মনুষ্য জীর্ণ হইলেও ধনাশা ও জীবনাশা কখনই জীর্ণ হয় না।[১৩] পূর্ণ সহস্র বৎসর হইল, আমার চিত্ত বিষয়াসক্ত হইয়া আছে, তথাপি আমার তৃষ্ণা দিন দিন সেই সমুদায় ভোগ্য বস্তুর প্রতিই ধাবমান হইতেছে।[১৪] অতএব আমি এই সম্ভোগ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও নির্ম্মম হইয়া মৃগগণের সহিত (অরণ্যে) বিচরণ করিব।[১৫]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর যযাতি, পুরুর নিকট জরা গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় যৌবন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বন গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।[১৬] তিনি দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিম

প্রতীচ্যাং চ তথা দ্রুহ্যুং দক্ষিণাপথতো যদুম্ ॥ ১৭ ॥
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবাণুং কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্।
সর্ব্বপৃথ্বীপতিং পূরুং সোঽভিষিচ্য বনং যযৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে নিমিবংশ-
বিস্তারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

দিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণাপথে যদুকে, ১৭ উত্তর দিকে অণুকে, মণ্ডলী রাজা (অধীন শাসনকর্ত্তা) করিয়া পূরুকে সমুদায় পৃথিবীর রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক বন গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্ব্বংশমহং কথয়ামি। যত্রাশেষলোকনিবাসি-মনুষ্য-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-গুহ্যক-কিম্পুরুষাপ্সর-উরগ-বিহগ-দৈত্য-দানব-দেবর্ষি-দ্বিজর্ষি-মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থিভিঃ তৎফললাভায় সদাভিষ্টুতাপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্যেনাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার ॥ ১ ॥

পরাশর কহিলেন। অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,-এই চতুর্বর্গাভিলাষী সকল লোকনিবাসী মুমুক্ষু মনুষ্যগণ সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ রাক্ষসগণ গুহ্যকগণ কিম্পুরুষগণ অপ্সরোগণ উরগগণ বিহগগণ দৈত্যগণ দানবগণ দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, চতুর্বর্গ ফল লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, যাঁহার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই, সেই অনাদি অনন্ত ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয় অংশদ্বারা এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১

অত্র শ্লোকঃ।

যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাকৃতি ॥ ২ ॥

সহস্রজিৎ-ক্রোষ্টু-নল-রঘু-সংজ্ঞাশ্চত্বারো যদুপুত্রা বভূবুঃ। সহস্রজিৎপুত্রঃ শতজিৎ। তস্য হৈহয়-বেণু-হয়াস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। হৈহয়াৎ ধর্ম্মনেত্রঃ, ততঃ কুন্তিঃ, কুন্তেঃ সাহঞ্জিঃ, তত্তনয়ো মহিষ্মান্, তস্মাৎ ভদ্রশ্রেণ্যঃ, ততো দুর্দমঃ, তস্মাৎ ধনকঃ, ধনকস্য কৃতবীর্য্য-কৃতাগ্নি-কৃতবর্ম্ম-কৃতৌজসশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ। কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্ব্বাহুসহস্রী জজ্ঞে। যোঽসৌ ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়াখ্যমারাধ্য বাহু-

এবিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, বিষ্ণু নামে নিরাকৃতি পরম ব্রহ্ম, যে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যদুবংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য, সমুদায় পাপপুঞ্জ হইতে বিনির্মুক্ত হয়। ২

যদুর চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রঘু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিনটী পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম হৈহয়, বেণু ও হয। হৈহয় হইতে ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্র হইতে কুন্তি, কুন্তি হইতে সাহঞ্জি, সাহঞ্জি হইতে মহিষ্মান্, মহিষ্মান্ হইতে ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্য হইতে দুর্দম, দুর্দম হইতে ধনক, ধনক হইতে কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজাঃ, এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। কৃতবীর্য্য হইতে অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করেন। এই অর্জ্জুন সহস্রবাহু-বিশিষ্ট ও সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি, অত্রিকুল-প্রসূত ভগবানের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া এই কও-

সহস্রম্ অধর্ম্মসেবানিবারণং ধর্ম্মেণ পৃথিবীজয়ং ধর্ম্মতশ্চানুপালনম্ অরাতিভ্যোঽপরাজয়ম্ অখিলজগৎপ্রখ্যাত-পুরুষাচ্চ মৃত্যুম্, ইত্যেতান্ বরান্ অভিলষিতবান্, লেভে চ। তেনেয়মশেষদ্বীপবতী পৃথ্বী সম্যক্ পরিপালিতা। দশযজ্ঞসহস্রাণ্যসাবযজৎ। তস্য চ শ্লোকোঽদ্যাপি গীয়তে ॥ ৩ ॥

নূনং ন কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪ ॥

কটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহস্র বাহু হয়, অধর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় করিতে পারেন, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করেন, শত্রুগণের নিকট পরাজিত না হন, সমুদায় লোকে বিখ্যাত পুরুষ হইতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অর্জ্জুন, এই সমুদায় বর প্রাপ্ত হইয়া অসঙ্খ্য দ্বীপ সহিত এই পৃথিবী উত্তমরূপে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি দশ সহস্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে অদ্যাপি একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, যথা।৩

যজ্ঞদ্বারা দানদ্বারা তপস্যাদ্বারা বিনয়দ্বারা বা দমদ্বারা কোন রাজাই কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ৪

শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, কার্ত্তবীর্য্যের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে অদ্যাপি প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কূর্ম্মপুরাণে আছে যে "অনষ্টদ্রব্যতা চৈব তব নামাভিকীর্ত্তনাৎ।" ॥ ৪

হরিবংশে কথিত হইয়াছে যে, রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া নর্ম্মদা নদীর নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, সহস্র বাহুদ্বারা নর্ম্মদার স্রোতোরোধ করিয়া অন্তঃপুর-চারিণী রমণীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। পরন্তু নর্ম্মদার স্রোত অবরুদ্ধ হওয়াতে জল বৃদ্ধি হইয়া রাবণের শিবির প্লাবিত করিল। তখন রাবণ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার জন্য

অনষ্টদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেঽভবৎ ॥ ৫ ॥

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যব্দানব্যাহতারোগ্যশ্রীবল-পরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ। মাহিষ্মত্যাং দিগ্বিজয়াভ্যাগতো নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়ানিপানমদাকুলেনাযত্নে-নৈব তেনাশেষ-দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্বেশ-জয়োদ্ভূত-মদাবলেপোঽপি রাবণঃ পশুরিব বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ ॥ ৬ ॥

(কার্ত্তবীর্য্যের এতদূর মাহাত্ম্য ছিল যে) তাঁহার রাজ্যে কখন কোন দ্রব্য হারাইত না।৫ তিনি অব্যাহত আরোগ্য, অব্যাহত লক্ষ্মী, অব্যাহত বল ও অব্যাহত পরাক্রম পাইয়া এই রূপে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন।

একদা রাবণ, মাহিষ্মতী পুরীতে দিগ্বিজয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সমুদায় দেব দৈত্য ও গন্ধর্ব্বপতিদিগকে পরাজয় করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হন। (রাবণের মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিতি সময়ে) কার্ত্তবীর্য্য, নর্ম্মদা নদীর সলিলে অবগাহন করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি (বাহুদ্বারা নদীর স্রোত অবরোধ করিয়া) নিপান প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক ক্রীড়ায় মত্ত ও আকুল ছিলেন। তিনি সে সময় অযত্ন পূর্ব্বক রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া নগরের এক প্রান্তে রাখিলেন।৬

তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন, জলবিহারের সময় যুদ্ধ না করিয়া রাবণকে বাঁধিয়া নগরীর এক প্রান্তে রাখিয়া পুনর্ব্বার বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।৪

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ। তস্য পুত্রশতং, প্রধানাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ, শূর-শূরসেন-বৃষণ-মধুধ্বজ-জয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ। জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ পুত্রোঽভবৎ। তালজঙ্ঘস্য তালজঙ্ঘাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ। যেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তথান্যো ভরতঃ, ভরতাৎ বৃষ-সুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণি-প্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতদ্গোত্র-মবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ॥ ৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্বের পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরাম, তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এই অর্জ্জুনের একশত পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে পাঁচটী পুত্র প্রধান। এই পঞ্চ পুত্রের নাম শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ।

জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। তাল-জঙ্ঘের একশত পুত্র হইয়াছিল, ইহারাও তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বীতিহোত্র, দ্বিতীয়ের নাম ভরত। ভরত হইতে বৃষ ও সুজাত নামে দুইটী

পুত্র উৎপন্ন হইল। বৃষ হইতে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম মধু। এই মধু হইতে বৃষ্ণি প্রভৃতি একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৃষ্ণি হইতেই এই গোত্র বৃষ্ণি নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত মধুই এই বংশের মধু নাম প্রাপ্তির কারণ। ইঁহারা যদুবংশোৎপন্ন বলিয়া যাদব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ।

দ্বাদশাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ক্রোষ্টুশ্চ যদুপুত্রস্যাত্মজো বৃজিনীবান্। ততশ্চ স্বাহিঃ, ততো রুষদ্রুঃ, রুষদ্রোশ্চিত্ররথঃ,* তত্তনয়ঃ শশবিন্দুঃ চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্তী অভবৎ॥ ১॥

তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ। দশলক্ষ-

পরাশর কহিলেন, যদুনন্দন ক্রোষ্টুর একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম বৃজিনীবান্। বৃজিনীবানের পুত্র স্বাহি, স্বাহির পুত্র রুষদ্রু (রুষদ্গু) রুষদ্রুর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। এই শশবিন্দু চতুর্দ্দশ মহারত্ন বিশিষ্ট * চক্রবর্ত্তী ছিলেন।[১] ইঁহার এক লক্ষ পত্নী ও দশলক্ষ পুত্র হইয়াছিল।

সম্রাট্দিগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চতুর্দশ বস্তুর নাম চতুর্দশ রত্ন। যথা—চক্ররত্ন রথরত্ন, মণিরত্ন, খড়্গরত্ন, চর্ম্মরত্ন, কেতুরত্ন, নিধিরত্ন, এই সমস্ত রত্ন জীবন হীন। ভার্য্যারত্ন, পুরোহিতরত্ন, সেনানীরত্ন, রথকাররত্ন, পদাতিরত্ন, অশ্বরত্ন, হস্তিরত্ন, এই সাতটী রত্ন জীবনবিশিষ্ট। এই চতুর্দশ প্রকার বস্তুর মধ্যে যাহা রত্ন অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই সম্রাটের সম্পত্তি। ১

* ততো রুষদ্গুঃ, রুষদেগাশ্চিত্ররথ ইতি পাঠান্তরম্।

সঙ্খ্যাশ্চ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়ঃ, পৃথুদানঃ, পৃথুকীর্ত্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ, ষট্ পুত্রাঃ প্রধানাঃ। পৃথুশ্রবসঃ পুত্রঃ তমঃ, তস্মাদুশনাঃ। যো বাজিমেধানাং শতম্ আজহার। তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোঽভূৎ* তস্যাপি রুক্মকবচঃ, ততঃ পরাবৃৎ, পরাবৃতো রুক্মেষু-পৃথুরুক্ম-জ্যামঘ-পালিত-হরিতসংজ্ঞাঃ তস্য পঞ্চাত্মজা বভূবুঃ। অত্রাদ্যাপি জ্যামঘস্য শ্লোকো গীয়তে ॥ ২ ॥

ভার্য্যাবশ্যাস্তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ।
তেষান্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূৎ নৃপঃ ॥
অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্যা নাম তথাপ্যসৌ।
অপত্যকামোঽপি ভয়াৎ নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত ॥

এই সমুদায় পুত্রের মধ্যে, পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা, এই ছয়টী পুত্রই প্রধান ছিলেন।

পৃথুশ্রবার পুত্র তম, তম হইতে উশনা জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই উশনা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম শিতেষু (শিতেয়ু)। শিতেযুর পুত্র রুক্মকবচ, রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃৎ হইতে রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত, এই পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল। ইহার মধ্যে জ্যামঘের বিষয়ে অদ্যাপি একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে।[২] এই ভূমণ্ডল মধ্যে যে সকল স্ত্রৈণ পুরুষ জন্মিয়াছে বা জন্ম গ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে শৈব্যার স্বামী জ্যামঘ নামক রাজাই শ্রেষ্ঠ। এই রাজা জ্যামঘের

* তস্য চ শিতেয়ুর্নাম পুত্রোঽভূৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

স ত্বেকদাতিপ্রভূত-গজতুরগ-সংমর্দ্দেনাতিদারুণে মহাহবে যুধ্যমানঃ সকলমেবারাতিচক্রমজয়ৎ। তচ্চারিচক্রমপাস্ত-পুত্রকলত্রবন্ধুবলকোষং স্বমধিষ্ঠানং পরিত্যজ্য দিশঃ প্রবিদ্রুতম্॥ ৩॥

তস্মিন্ চ বিদ্রুতেঽতিত্রাসাল্লোলায়তলোচনযুগলং ত্রাহি তাত! ভ্রাতঃ! ইত্যাকুলবিলাপবিধুরং রাজকন্যারত্নমদ্রাক্ষীৎ॥ ৪॥

তদ্দর্শনাচ্চ তস্যামনুরাগানুগতান্তরাত্মা স ভূপোঽচিন্তয়ৎ॥ ৫॥

সাধ্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্য বন্ধ্যাভর্ত্তুঃ সাম্প্রতং

পত্নী শৈব্যার সন্তান হয় নাই। জ্যামঘ পুত্রার্থী হইয়াও ভয়ক্রমে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই।

এই রাজা এক সময় অতিদারুণ মহাসংগ্রামে প্রভূত গজ তুরগ রথ সংমর্দ্দদ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে সমুদায় বিপক্ষ পক্ষ পরাজয় করিলেন। তাঁহার শত্রুগণ, পুত্র কলত্র বন্ধু ধনাগার সৈন্য সামন্ত ও নিজরাজধানী, সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিক্ দিগন্তরে পলায়ন করিল।[৩] বিপক্ষবর্গ পলায়ন করিলে তিনি দেখিলেন যে, (অলোক সামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন) রত্ন স্বরূপ একটী রাজকন্যা (ভয়বিহ্বলা হইয়া) রোদন করিতেছে ও এই বলিয়া আকুলিত বচনে কাতর স্বরে বিলাপ করিতেছে যে, পিতঃ! রক্ষা কর, ভ্রাতঃ! রক্ষা কর। এই কন্যার আয়ত লোচন যুগল ত্রাস হেতু ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইতেছে।[৪]

রাজা এই কন্যারত্নকে দর্শন করিবামাত্র অনুরাগাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,[৫] আমি বন্ধ্যা রমণীর ভর্ত্তা,

বিধিনাপত্যকারণং কন্যারত্নমুপপাদিতম্। তদেতৎ উদ্বহামি। অথ চৈনাং স্যন্দনমারোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়ামি॥ ৬॥

তথৈব দেব্যাহমনুজ্ঞাতঃ সমুদ্বক্ষ্যামীতি। অথৈনাং রথমারোপ্য স্বনগরমাগচ্ছৎ॥ ৭॥

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভৃত্য-পরিজনামাত্য-সমবেতা শৈব্যা দ্রষ্টুমধিষ্ঠানদ্বারমাগতা॥ ৮॥

সা চ অবলোক্য রাজ্ঞঃ সব্যপার্শ্ববর্ত্তিনীং কন্যামীষদুদ্ভূতামর্ষস্ফুরদধরপল্লবা রাজানম্ অবোচৎ, অতিচপল-

আমার সন্তান হয় নাই, বিধাতা আমার সন্তানের নিমিত্ত এই উত্তম কন্যারত্ন উপস্থিত করিয়াছেন। আমি ইহাকে বিবাহ করিব। এক্ষণে আমি ইহাকে রথে তুলিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া যাই।[৬] (রাজধানীতে উপনীত হইয়া) দেবীর অনুমতি লইয়া পরে ইহার পাণিগ্রহণ করা যাইবে। রাজা এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজকন্যাকে রথে আরোপণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন।[৭]

রাজা যখন বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন, তখন, শৈব্যা (তাঁহার সম্মান বর্দ্ধনের নিমিত্ত) পৌরগণ ভৃত্যগণ পরিজনগণ ও অমাত্যগণে পরিবৃতা হইয়া সাক্ষাৎ করণাশয়ে নগরদ্বারে উপনীত হইলেন।[৮] শৈব্যা রাজার বাম পার্শ্বে একটী রাজকন্যা দেখিয়া অমর্ষান্বিতা হইলেন। তাঁহার অধরপল্লব অমর্ষভরে ঈষৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি রাজাকে কহিলেন, এই রথোপরি চঞ্চল-হৃদয়া যে এই একটী কন্যা দেখিতেছি, ইনি কে? রাজা ভয়হেতু (এককালে ইতিকর্ত্তব্যতা-

চিত্তাত্র স্যন্দনে কেয়মারোপিতা ইতি। অসাবপ্যনা-লোচিতোত্তরবচনোঽতিভয়াৎ তামাহ, স্নুষা মমেয়-মিতি ॥ ৯ ॥

অথৈনং শৈব্যোবাচ।

নাহং প্রসূতা পুত্রেণ নান্যা পত্ন্যভবৎ তব।
স্নুষাসংবন্ধবাচ্যৈষা* কতমেন সুতেন তে ॥ ১০ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যাত্মের্ষ্যাকোপ-† কলুষিত-বচনমুষিতবিবেকতয়া দুরুক্তপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ ॥ ১১ ॥

যস্তে জনিষ্যত্যাত্মজঃ তস্যেয়মনাগতমেব ভার্য্যা

শূন্য হইয়া) কি উত্তর করা কর্ত্তব্য, তাহা পর্য্যালোচনা না করিয়াই তাঁহাকে কহিলেন, এই কন্যাটী আমার পুত্রবধূ।[৯] অনন্তর শৈব্যা তাঁহাকে কহিলেন, আমি পুত্র প্রসব করি নাই, তুমিও অন্য পত্নী পরিগ্রহ কর নাই। এই কন্যাটীকে পুত্রবধূ বলিতেছ। তোমার কোন্ পুত্রের সম্বন্ধে ইনি পুত্রবধূ হইলেন?[১০]

পরাশর কহিলেন। রাজার প্রতি শৈব্যার কোপ ও ঈর্ষ্যা হওয়াতে রাজার বাক্য কলুষিত ও বিবেচনা অপহৃত হইল। তিনি অসম্ভাবিত বাক্য পরিহারের নিমিত্ত এইরূপ কহিলেন যে,[১১] তোমার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার নিমিত্তই

* স্নুষাসম্বন্ধবাক্ চৈষা ইত্যপি পাঠঃ।
† ইত্যাত্মেষ্টভার্য্যের্ষ্যাকোপ—ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

নিরূপিতা, ইত্যাকর্ণ্যোদ্ভূতমৃদুহাসা তথেত্যাহ, প্রবিবেশ চ রাজ্ঞা সহাধিষ্ঠানম্,* ইতি ॥ ১২ ॥

অনন্তরঞ্চাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্ত-কৃতপুত্রজন্মালাপগুণাৎ বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি শৈব্যা স্বল্পৈরেবাহোভির্গর্ভমবাপ ॥ ১৩ ॥

কালেন চ পুত্রমজীজনৎ। তস্য চ বিদর্ভ ইতি পিতা নাম চক্রে। স চ তাং স্নুষামুপযেমে ॥ ১৪ ॥

তস্যাঞ্চাসৌ ক্রথকৌশিকসংজ্ঞৌপুত্রাবজনয়ৎ। পুনশ্চ তৃতীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমারমজীজনৎ। রোমপাদাদ্বভ্রুঃ, বভ্রোঃ পুত্রো ধৃতিঃ। কৌশিকস্যাপি

অগ্রে এই নববধূ স্থির করিয়া রাখিলাম। শৈব্যা রাজার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, তাহাই হইবে।[১২] অনন্তর রাজা মহানগরে প্রবেশ করিলেন। অতিবিশুদ্ধ লগ্ন, বিশুদ্ধ হোরা, বিশুদ্ধ অংশক ও বিশুদ্ধ অবয়বে (তাহাই হইবে অর্থাৎ পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই কথা) বলাতে শৈব্যা পরিণতবয়স্কা হইয়াও অল্প দিনের মধ্যেই গর্ভ ধারণ করিলেন।[১৩] যথাসময়ে তাঁহার একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। রাজা ঐ পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। পরে বিদর্ভ সেই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।[১৪]

পরে বিদর্ভ হইতে ঐ রাজকন্যার গর্ভে দুইটী পুত্র হইল। এই দুই পুত্রের নাম ক্রথ ও কৌশিক। পরে আর একটী সন্তান হইল, তাহার নাম রোমপাদ। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি।

---

* প্রবিবেশ চ রাজা মহাধিষ্ঠানম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।

চেদিঃ* পুত্রোঽভূৎ যস্য সন্ততৌ চৈদ্যা ভূপালাঃ।
ক্রথস্য স্নুষাপুত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরভবৎ॥ ১৫॥

কুন্তেবৃ‍ষ্ণিঃ, বৃষ্ণের্নির্বৃতিঃ, নির্বৃতের্দশার্হঃ, ততশ্চ ব্যোমা, তস্মাদপি জীমূতঃ, তস্যাপি বংশকৃতিঃ‡, ততো ভীমরথঃ, তস্মাৎ নবরথঃ, ততশ্চ দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, তত্তনয়ঃ করম্ভিঃ, করম্ভের্দেবরাতোঽভবৎ। তস্মাৎ দেবক্ষত্রঃ,* তস্য মধুঃ, মধোরনবরথঃ, অনবরথাৎ কুরুবৎসঃ,† ততশ্চানুরথঃ, ততঃ

কৌশিকের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম চেদি। চৈদ্য নামে ভূপালগণ, এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। উক্ত জ্যামঘের পুত্রবধূর পুত্র ক্রথ হইতে কুন্তি উৎপন্ন হইলেন। ১৫ কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি, নির্বৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বংশকৃতি, (বিকৃতি) বংশকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র নবরথ, নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভি, করম্ভির পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র অনবরথ, (নবরথ) অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, কুরুবৎসের পুত্র অনুরথ, অনুরথের পুত্র পুরু-

* বভ্রোঃ পুত্রো ধৃতিঃ, ধৃতেঃ পুত্রঃ কৌশিকঃ, কৌশিকস্যাপি চেদিঃ ইতি প্রামাদিকঃ পাঠঃ।

† ক্রথস্য স্নুষাপুত্রস্য কুন্তিরভবৎ ইতি বহবঃ।

‡ বিকৃতিরিতি নামান্তরম্।

* তস্মাদেবক্ষত্র ইতি, তস্মাদ্দেবক্ষত্র ইতি চ পৃথক্ পাঠঃ।

† মধোর্নবরথঃ, নবরথাৎ কুরুবংশ ইতি কৃচিৎ পাঠঃ।

পুরুহোত্রো জজ্ঞে । ততশ্চ অংশঃ*, ততশ্চ সত্বতঃ, সত্বতাদেতে সাত্বতাঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যেতাং জ্যামঘসন্ততিং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

হোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, অংশ হইতে সত্বত উৎপন্ন হইলেন। এই সত্বত হইতে সাত্বতবংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ১৬

উত্তম শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া এই জ্যামঘ বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ সমুদায় পাপপুঞ্জ হইতে বিনির্মুক্ত হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* ততশ্চ অংশুরিতি নামান্তরম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক-দেবাবৃধ মহাভোজ-বৃষ্ণি-সংজ্ঞাঃ সত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

ভজমানস্য নিমি-বৃকণ-বৃষ্ণয়ঃ,* তথান্যে তদ্বৈ-মাত্রাঃ শতাজিৎ-সহস্রাজিৎ-অযুতাজিৎ-সংজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

দেবাবৃধস্যাপি বভ্রুঃ পুত্রোঽভূৎ। তস্য চ অয়ং শ্লোকো গীয়তে ॥ ৩ ॥

পরাশর কহিলেন। সত্বতের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি।[১] ভজমানের এক স্ত্রীর গর্ভে নিমি বৃকণ (কৃকণ) ও বৃষ্ণি (বৃষ্ণি) এই তিন পুত্র এবং অন্য স্ত্রীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হইল।[২] দেবাবৃধের একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রুর বিষয়ে এই একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে যে,[৩]

---

* নিমিকৃকণবৃষ্ময় ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† দেবাবৃধস্যাপি বভ্রুঃ সুতোঽভূৎ। তয়োশ্চেমৌ শ্লোকৌ গীয়েতে ইতি বঙ্গাকরক্ষিতপুস্তকস্য পাঠঃ।

যথৈব শৃণুমো দূরাদপশ্যামস্তথান্তিকাৎ।
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥ ৪ ॥
পুরুষাঃ ষট্ চ ষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ।
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥ ৫ ॥

মহাভোজস্তুতিধর্ম্মাত্মা। তস্যান্বয়ে ভোজা মার্ত্তিকাবতা বভূবুঃ ॥ ৬ ॥

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোঽভবৎ। ততশ্চানমিত্র-শিনী তথা ॥ ৭ ॥

অনমিত্রান্নিম্নঃ, নিম্নস্য প্রসেন-সত্রাজিতৌ। তস্য চ সত্রাজিতস্য ভগবানাদিত্যঃ সখা অভবৎ ॥ ৮ ॥

একদা তু অম্ভোধেস্তীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রাজিত-

——আমরা দূর হইতে যেরূপ শুনিতাম, নিকটে আসিয়াও অবিকল সেইরূপ দেখিলাম। বভ্রু সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধ দেবতার তুল্য।[৪] ছয় হাজার ছষট্টি, আর আট জন মনুষ্য, বভ্রু ও দেবাবৃধ হইতে অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুক্তি লাভ করিয়াছে[৫] মহাভোজ বা ভোজ অতিধর্ম্মাত্মা ছিলেন। মৃত্তিকাবত নামক প্রদেশবাসী ভোজগণ, এই বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।[৬]

বৃষ্ণির দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদের নাম সুমিত্র ও যুধাজিৎ। সুমিত্রের দুই পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম অনমিত্র ও শিনি।[৭] অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ দিবাকর, এই সত্রাজিতের সখা ছিলেন।[৮] কোন সময় এই সত্রাজিত সাগরতীরে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যের

স্তুষ্টাব। তন্মনস্কতয়া চ ভাস্বানভিষ্টূয়মানোঽগ্রতস্তস্য তস্থৌ। অস্পষ্টমূর্ত্তিধরং চৈনমালোক্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যমাহ, যথৈব ব্যোম্নি ত্বাং বহ্নিপিণ্ডোপমমহমপশ্যং তথৈবাদ্যাগ্রতো গতমপ্যত্র ন কিঞ্চিদ্ভগবতা প্রসাদীকৃতং বিশেষমুপলক্ষয়ামি॥ ৯॥

ইত্যেবমুক্তে (ভগবতা) সূর্য্যেণ নিজকণ্ঠাদুন্মুচ্য স্যমন্তকনামা মণিরবতার্য্য একান্তে ন্যস্তঃ। ততস্তমাতাম্রোজ্জ্বল-হ্রস্ববপুষম্* ঈষদাপিঙ্গলনয়নমাদিত্যমদ্রাক্ষীৎ। কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকঞ্চ সত্রাজিতমাহ ভগবান্, বরমস্মত্তোঽভিমতং বৃণীষ্বেতি। স চ তদেব মণিরত্ন-

স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি একাগ্র-হৃদয় হইয়া স্তুতি পাঠ করাতে দিবাকর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সত্রাজিত, তাঁহাকে অস্পষ্ট মূর্ত্তিধারী দেখিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে আকাশমণ্ডলে যেরূপ অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার সমীপবর্ত্তী হইলেও অবিকল সেইরূপই দেখিতেছি। অধুনা এস্থলে আপনকার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপ কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ করিলাম না। [৯] সত্রাজিত এই কথা বলিবামাত্র দিবাকর স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক নামক মণি উন্মোচনপূর্ব্বক এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিলেন। অনন্তর সত্রাজিত, ঈষৎ তাম্রবর্ণ উজ্জ্বল হ্রস্ব শরীর বিশিষ্ট ঈষৎ পিঙ্গলনয়ন দিবাকরকে দর্শন করিলেন। পরে তিনি প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতিপাঠাদি করিলে ভগবান্ আদিত্য তাঁহাকে কহিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

* আতাম্রোজ্জ্বলরূপবপুষম্ ইতি কুচিৎ পাঠঃ।

ময়াচত। স চাপি তস্মৈ তৎ দত্ত্বা বিয়তি স্বং ধিষ্ণ্যমারুরোহ॥ ১০ ॥

সত্রাজিতোহপ্যমলমণিরত্ন-সনাথ-কণ্ঠতয়া সূর্য্য ইব তেজোভিরশেষ- দিগন্তরাণ্যুদ্‌ভাসয়ন্‌ দ্বারকাং বিবেশ॥ ১১ ॥

দ্বারকাবাসিজনপদস্তু তমায়ান্তমবেক্ষ্য ভগবন্তমনাদিপুরুষং পুরুষোত্তমম্‌ অবনিভারাবতারণায়াংশেন মানুষরূপধারিণং প্রণিপত্যাহ, ভগবন্‌! ভগবন্তময়ং নুনং দ্রষ্টুমায়াত্যাদিত্যঃ। ইত্যাকর্ণ্য প্রহস্য চ তানাহ ভগবান্‌, নায়মাদিত্যঃ, সত্রাজিতোহয়মাদিত্য-দত্তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিং বিভ্রদত্রোপায়াতি। তদেনং বিশ্রব্ধাঃ পশ্যত, ইত্যুক্তাস্তে যযুঃ॥ ১২ ॥

সত্রাজিত সেই দিব্য মণিরত্ন প্রার্থনা করিলেন। দিবাকরও তাঁহাকে সেই মণিরত্ন প্রদান করিয়া আকাশে স্বস্থানে আরূঢ় হইলেন।[১০] সত্রাজিতও সেই নির্ম্মল মণিরত্ন কণ্ঠে ধারণ করাতে তেজোদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় দিক্‌ বিদিক্‌ সমুদ্ভাসিত করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।[১১]

দ্বারকাবাসী জনগণ, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, পৃথিবীর ভার অবতারণের নিমিত্ত অংশদ্বারা মনুষ্যরূপধারী অনাদি পুরুষ ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্‌! আমরা বোধ করি, ভাস্কর আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ আগমন করিতেছেন। ভগবান্‌ কৃষ্ণ, এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, ইনি ভাস্কর নহেন। ইনি সত্রাজিত। ইনি ভাস্করদত্ত স্যমন্তক নামে মহামণি

স চ তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিমাত্মনিবেশনে চক্রে ॥ ১৩ ॥

প্রতিদিনঞ্চ তন্মণিরত্নপ্রবরমষ্টৌ * কণকভারান্ স্রবতি ॥ ১৪ ॥

তৎপ্রভাবাচ্চ সকলস্যৈব রাষ্ট্রস্যোপসর্গা অনাবৃষ্টি-ব্যালাগ্নিচৌরদুর্ভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতোঽপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমেত-দিতি লিপ্সাঞ্চক্রে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার ॥ ১৬ ॥

ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিতেছেন। অতএব তোমরা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ইঁহাকে দর্শন কর। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া দ্বারকাবাসীরা (স্ব স্ব স্থানে) প্রস্থান করিল। [১২] সত্রাজিতও সেই স্যমন্তক নামে মহামণি স্বগৃহে স্থাপন করিলেন। [১৩] এই প্রধান মণিরত্ন, প্রতিদিন অষ্ট ভার স্বুবর্ণ প্রসব করিত। [১৪] বিশেষতঃ সেই স্যমন্তক মণি প্রভাবে সমুদায় রাজ্যমধ্যে রোগ, অনাবৃষ্টি, সর্পাদিভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় বা দুর্ভিক্ষাদি ভয় কিছুই থাকিল না। [১৫] সেই রত্ন রাজা উগ্রসেনের যোগ্য, এই বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ, তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ ভয়ে সামর্থ্য থাকিতেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন না। [১৬] সত্রাজিতও বিবেচনা করিলেন যে,

* তন্মণিরত্নমষ্টৌ ইতি পাঠান্তরম্।

পাঁচ কুচে এক মাসা, ষোল মাসায় এক সুবর্ণ। কর্ষ বা তোলা, চারি কর্ষে এক পল, একশত পলে এক তুলা, বিংশতি তুলায় এক ভার। স্যমন্তক মণি এই-রূপ অষ্ট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত। ১৪

সত্রাজিতোঽপ্যচ্যুতো মামেতৎ যাচিষ্যতীত্যবগত-রত্নলোভঃ* স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং দত্তবান্† ॥১৭॥

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মানমশেষসুবর্ণস্রাবাদিকং গুণমুৎ-পাদয়তি, অন্যথা যএব ধারয়তি তমেব হন্তীতি। অসা-বপি প্রসেনঃ স্যমন্তকেন কণ্ঠাসক্তেনাশ্বমারুহ্যাটব্যাং মৃগয়ামগচ্ছৎ॥ তত্র চ সিংহাৎ বধমবাপ। সাশ্বঞ্চ তং নিহত্য সিংহোঽপ্যমলমণিরত্নমাস্যাগ্রেণাদায় গন্তুমু-দ্যতঃ ঋক্ষাধিপতিনা জাম্ববতা দৃষ্টো ঘাতিতশ্চ। জাম্ব-বানপ্যমলং তন্মণিরত্নমাদায় স্ববিলং প্রবিবেশ, সুকুমার-কসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রীড়নম্ অকরোৎ॥ ১৮॥

কৃষ্ণ আমার নিকট ইহা যাচ্ঞা করিবেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ রত্নের প্রতি কৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে। (তখন তিনি অগত্যা) স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে সেই রত্ন দান করিলেন।[১৭] শুচি হইয়া সেই রত্ন ধারণ করিলে তাহা সুবর্ণ স্রাব ও রাজ্যের কুশলাদি সম্পাদন করে, তাহার অন্যথা হইলে যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহারই বিনা-শের কারণ হয়। (এই কারণে প্রসেন বিনষ্ট হইলেন।)

একদা প্রসেন, সেই স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটী সিংহ তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। সিংহ, অশ্বের সহিত প্রসেনকে নিহত করিয়া মুখাগ্রদ্বারা সেই অমল মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতেছে, এমত সময়, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্

* যাচয়িষ্যতীত্যবগতরত্নলোভ ইতি পাঠান্তরম্।

† তদ্রত্নমদদৎ ইতি চ পৃথক্ পাঠঃ।

অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রসেনে, কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্, নূনমেতদস্য কর্ম্ম, নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইত্যখিল এব যদুলোকঃ * পরস্পরং কর্ণাকর্ণ্যকথয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বিদিতলোকাপবাদবৃত্তান্তশ্চ ভগবান্ যদুসৈন্য-পরিবারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমনুসসার, দদর্শ চাশ্বসমেতং প্রসেনং নিহতং সিংহেন। অখিলজনপদমধ্যে সিংহপদদর্শনকৃতপরিশুদ্ধিঃ সিংহপদমনুসসার ॥ ২০ ॥

তাহাকে অবলোকন করিয়া বিনাশ করিল, এবং সেই সুনির্ম্মল মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। জাম্ববানের সুকুমারক নামে একটী (সুকুমার) কুমার ছিল। জাম্ববান্ ঐ মণিরত্ন সেই বালকের ক্রীড়নক করিয়া দিল।[১৮]

(মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট) প্রসেন যখন প্রত্যাগত হইলেন না, তখন সমুদায় যদুবংশীয় লোক পরস্পর এইরূপ কাণাকাণি করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ এই মণিরত্নের অভিলাষী ছিলেন, পান নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই কর্ম্ম। অন্য লোক প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, এমত বোধ হয় না।[১৯] ভগবান্ কৃষ্ণ, যখন লোকাপবাদের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তিনি, যদুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া (খুরচিহ্নানুসারে) প্রসেনের অশ্বের পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন যে, অশ্বসমেত প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছেন। তিনি সমুদায় লোকমধ্যে সিংহের পদচিহ্ন দেখাইয়া

* নূনমেতদস্য কর্ম্মেত্যখিলযদুলোক ইতি বসাকরক্ষিত পুস্তকস্য পাঠঃ

ক্রীড়নক—ক্রীড়াদ্রব্য, খেলানা। ১৮

ঋক্ষবিনিহতঞ্চ সিংহমপ্যল্পে ভূমিভাগে দৃষ্ট্বা ততশ্চ তদ্রত্নগৌরবাদৃক্ষস্যাপি পদান্যনুযযৌ* । গিরিতটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপ্য তৎপদানুসারী ঋক্ষবিলং প্রবিবেশ । অর্দ্ধপ্রবিষ্টশ্চ ধাত্র্যাঃ সুকুমারকমুল্লাপয়ন্ত্যা বাণীং শুশ্রাব ॥ ২১ ॥

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক ! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যাকর্ণ্য লব্ধ-স্যমন্তকোদন্তোঽন্তঃপ্রবিষ্টঃ † কুমার-

স্বীয় কলঙ্ক অপনয়ন করিলেন। পরে তিনি (সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া) সিংহগমনের পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। [২০] কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখেন যে, সিংহ, ঋক্ষকর্ত্তৃক নিহত ও পতিত রহিয়াছে। পরে সেই স্যমন্তক মণি দুর্লভরত্ন বলিয়া তিনি সেই ঋক্ষের পদচিহ্নানুসারে পুনর্বার গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পর্ব্বত তটে সমুদায় যদুসৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক ঋক্ষের পদচিহ্নের অনুবর্ত্তী হইয়া ঋক্ষের গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গর্ত্তমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এমত সময়, শুনিতে পাইলেন যে, ধাত্রী সুকুমারক নামে কুমারকে সান্ত্বনা করিতেছে ও বলিতেছে যে, [২১] "প্রসেনকে বিনাশ করিল পশুরাজ। পশুরাজে সংহার করিল ঋক্ষরাজ ॥ করো না সুকুমারক ! করো না রোদন। এই স্যমন্তক মণি তোমারই রতন ॥" [২২]

কৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্যমন্তকের সংবাদ অবগত হইলেন এবং তিনি সেই বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে

* পদান্যুপযযৌ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† লব্ধস্যমন্তকোঽন্তঃ প্রবিষ্ট ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

ক্রীড়নকীকৃতঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভির্জ্জাজ্বল্যমানং স্যমন্তকং দদর্শ ॥ ২৩ ॥

তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষচক্ষুষমপূর্ব্বং পুরুষমাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার ॥ ২৪ ॥

তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরঞ্চামর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্ আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্দ্বয়োর্যুদ্ধমেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তন্নিষ্ক্রান্তিমুদীক্ষ্যমাণাস্তস্থুঃ। অনিষ্ক্রমমাণে চ মধুরিপৌ অসাববশ্যমত্র বিলেঽত্যন্তনাশমাপ্তো ভবিষ্যত্যন্যথা তস্য কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো

পাইলেন যে, সেই স্যমন্তক মণি কুমারের ক্রীড়নের নিমিত্ত ধাত্রীহস্তে (বিন্যস্ত রহিয়াছে) এবং তাহা চতুর্দিকে দীপ্তি বিস্তার করিতেছে।[২৩] ধাত্রী, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব-পুরুষকে সমাগত, ও স্যমন্তক মণির প্রতি সাভিলাষ-দৃষ্টি দেখিয়া রক্ষা কর রক্ষা কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।[২৪] জাম্ববান্, ধাত্রীর সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র অমর্ষপূর্ণহৃদয় হইয়া সেই স্থানে আগমন করিল।

অনন্তর কৃষ্ণ ও জাম্ববানের পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ একবিংশতি দিবস অতীত হইয়া গেল। এ দিকে যদুসৈন্যেরা (গর্ত্ত হইতে) কৃষ্ণের নিষ্ক্রমণ প্রতীক্ষায় ৭।৮ দিন সেই স্থানে অবস্থান করিল। যখন মধুসূদন সাত আট দিনের মধ্যেও নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, তখন যাদবসৈন্যগণ বিবেচনা করিল যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই গর্ত্তে জীবন হারাইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে শত্রুজয় করিতে তাঁহার এত

ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগতা* হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ ॥ ২৫ ॥

তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ ॥২৭॥

ইরতস্যানুদিনমতিগুরুপুরুষভিদ্যমানস্যাতিনিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িতাখিলাবয়বস্য † নিরাহারতয়া বলহানিঃ। নির্জ্জিতশ্চ ভগবতা জাম্ববান্ প্রণিপত্যাহ, অসুরসুরযক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাদিভিরপ্যখিলৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ,

দিন অতীত হইবে কেন? সেনাগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগত হইল এবং কহিল যে, কৃষ্ণ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।[২৫] কৃষ্ণের বান্ধবগণ সকলেই তৎকালোচিত প্রেতকৃত্যাদি সমুদায় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিল।[২৬] বিশিষ্ট উপযুক্ত পাত্রে অতিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন জল প্রভৃতি প্রদান করাতে যুদ্ধে ব্যাপৃত কৃষ্ণের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইতে লাগিল।[২৭] জাম্ববান্ অতিবলবান্ পুরুষকর্ত্তৃক অনুক্ষণ প্রহৃত হইতেছিল, সুতরাং কৃষ্ণের অতিশয় নির্দ্দয় প্রহারে তাহার সমুদায় অবয়ব প্রপীড়িত হওয়াতে এবং আহার করিতে না পাওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িল। ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর জাম্ববান্ (পরাজিত হইয়া) প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, সমুদায় দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস প্রভৃতি (প্রবল প্রাণীরা

* দ্বারকামাগত্য ইতি বা পাঠঃ।

† প্রহারপাতপরিপীড়িতাখিলাবয়বস্য ইতি বা পঠনীয়ম্।

কিমুতাবনিগোচরৈরল্পবীর্য্যৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ * তির্য্যগ্‌-যোন্যনুস্মৃতিভিঃ কিং পুনরস্মদ্বিধৈরবশ্যং ভগবতো-ঽস্মৎস্বামিনো নারায়ণস্য সকলজগৎপরায়ণস্যাংশেন ভগবতা ভবিতব্যমিত্যুক্তঃ ॥ ২৮ ॥

তস্মৈ ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচচক্ষে ॥২৯॥

প্রীত্যাঞ্জিতকরতলস্পর্শনেন † চৈনমপগতযুদ্ধখেদং চকার ॥ ৩০ ॥

স চ প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রসাদ্য জাম্ববতীং নাম কন্যাং গৃহাগমনার্ঘ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস ॥ ৩১ ॥

কেহই) আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না। ঈদৃশ স্থলে পৃথিবীস্থ অল্প বল মনুষ্যাকৃতি তির্য্যক্‌যোনির অনুকারী আমরা যে আপনাকে পরাজয় করিতে পারিব, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হয়, যিনি আমার প্রভু, যিনি সমুদায় জগতের এক মাত্র গতি, আপনি সেই ভগবান্‌ নারায়ণের অংশ অবশ্যই হইবেন। ঋক্ষরাজ এই কথা বলিলে [২৮] ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাহার নিকট, পৃথিবী ভারাক্রান্ত হওয়াতে তিনি যে অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত কহিলেন। [২৯] তখন জাম্ববান্‌ প্রীতিপূর্ণ করতল স্পর্শদ্বারা কৃষ্ণের সংগ্রামজনিত ক্লেশ দূর করিল। [৩০]

পরে জাম্ববান্‌ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ জাম্ববতী নামে কন্যা প্রদান করিল। [৩১]

* নরৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

† প্রীত্যাভ্যাঞ্জিতকরতলস্পর্শেন ইতি বা পঠ্যতাম।

স্যমন্তকমণিমপ্যসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোঽপ্যতিপ্রণতাৎ তস্মাদগ্রাহ্যমপি তন্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ॥ ৩২॥

সহ জাম্ববত্যা দ্বারকামাজগাম। ভগবদাগমনোদ্ভূতহর্ষোৎকর্ষস্য দ্বারকাবাসিজনস্য কৃষ্ণাবলোকনানুক্ষণমেবাতিপরিণতবয়সোঽপি* নবযৌবনমিবাভবৎ। আনকদুন্দুভিঞ্চ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চ সকলযাদবাঃ স্ত্রিয়শ্চ সভাজয়ামাসুঃ॥ ৩৩॥

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে যথাবদাচচক্ষে; স্যমন্তকঞ্চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তিবিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীঞ্চান্তঃপুরে নিবেশয়ামাস।

অনন্তর পুনর্বার প্রণাম করিয়া স্যমন্তক নামক মণি সমর্পণ করিল। তাদৃশ প্রণত ব্যক্তির নিকট সেই মণিরত্ন গ্রহণ করা অনুচিত বোধ হইলেও কৃষ্ণ, কেবল আত্মকলঙ্কাপনোদনের নিমিত্তই তাহা গ্রহণ করিলেন। [৩২] পরে তিনি জাম্ববতীর সহিত একত্র হইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণের আগমনে দ্বারকাবাসী জনগণের এতদূর হর্ষোদ্রেক হইল যে, কৃষ্ণ দর্শন কালে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিও নূতন যুবার ন্যায় বল ধারণ করিল। সমুদায় যাদবগণ ও স্ত্রীগণ বসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। [৩৩] ভগবান্ কৃষ্ণও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক যাদবসমাজে বর্ণন করিলেন। তিনি সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিয়া মিথ্যা

* কৃষ্ণাবলোকনাৎ তৎক্ষণমেবাতিপরিণতবয়সোঽপি ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

সত্রাজিতোঽপি ময়াস্যাভূতমলিনমারোপিতমিতি জাত-সংত্রাসঃ স্বসুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং দদৌ ॥ ৩৪ ॥

তাঞ্চাক্রূর-কৃতবর্ম্ম-শতধন্ব-প্রমুখা যাদবাঃ পূর্ব্বং বরয়ামাসুঃ। ততস্তৎপ্রদানাদবজ্ঞাতমাত্মানং মন্যমানাঃ সত্রাজিতে বৈরানুবন্ধং চক্রুঃ। অক্রূর-কৃতবর্ম্ম-প্রমুখাশ্চ শতধন্বানমূচুঃ, অয়মতিদুরাত্মা সত্রাজিতো যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপ্যাত্মজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্। তদলমনেন জীবতা। ঘাতয়িত্বৈনং

কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন।

সত্রাজিত, ভগবান্ কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন বলিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে সত্যভামা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। [৩৪] অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ পূর্ব্বে এই সত্যভামাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অধুনা ঐ কন্যা কৃষ্ণকে সম্প্রদান করাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া সত্রাজিতের প্রতি বৈরানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্রূর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে কহিলেন, এই সত্রাজিত যার পর নাই দুরাত্মা। তুমি ও আমরা ইহার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু এই দুরাত্মা তোমাকে ও আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণকে কন্যা দান করিল। অতএব এ ব্যক্তিকে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কি নিমিত্ত ইহাকে

তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে? বয়মপ্যভ্যুপপৎস্যামঃ, যদ্যচ্যুতস্তবাপি* বৈরানুবন্ধং করিষ্যতীতি ॥৩৫॥

এবমুক্তস্তথেত্যসাবপ্যাহ। জতুগৃহদগ্ধানাঞ্চ পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোঽপি ভগবান্, দুর্য্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায়া* বারণাবতং গতঃ ॥৩৬

গতে চ তস্মিন্ সুপ্তমেব সত্রাজিতং শতধন্বা জঘান, মণিরত্নঞ্চাদদে। পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ সত্যভামা শীঘ্রং স্যন্দনমারূঢ়া বারণাবতং গত্বা, ভগবতেঽহং প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপা-

বিনাশ করিয়া সেই মহারত্ন গ্রহণ করিতেছ না? যদিও কৃষ্ণও তোমার সহিত শত্রুতা করেন, তথাপি আমরা তোমার সাহায্য করিব। [৩৫] শতধন্বা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ, যদিও এই পরামর্শ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি, পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন (এই বার্ত্তা প্রচারিত হওয়াতে) দুর্যোধন আর তাহাদের (অন্বেষণ বিষয়ে) যত্ন না করে, এই অভিপ্রায়ে কুলোচিত কার্য্য (প্রেতকৃত্য) করিবার জন্য বারণাবতে যাত্রা করিলেন। [৩৬] কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে শতধন্বা প্রসুপ্ত সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিলেন। সত্যভামা, পিতৃবধ হেতু অমর্ষান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারণাবতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন যে, পিতা আমাকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করি-

* যদ্যচ্যুতস্তবোপরি ইত্যপি পাঠঃ।
* দুর্য্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যানুকূল্যকরণায় ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

দিতঃ, তচ্চ স্যমন্তকমণিরত্নমপহৃতম্। তদিয়মস্যা-বহাসনা*। তদালোচ্য যদত্র যুক্তং, তৎ ক্রিয়তামিতি কৃষ্ণমাহ॥ ৩৭॥

তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণোঽপি কৃষ্ণঃ সত্য-ভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে! মমৈষাবহাসনা! নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে। ন হ্যনুল্লঙ্ঘ্য বর-পাদপং তৎকৃতনীড়াশ্রয়িণো বিহঙ্গা বধ্যন্তে॥ ৩৯॥

তদলমত্যর্থমমুনাস্মৎপুরতঃ শোকপ্রেরিতবাক্য-পরিকরেণ, ইত্যুক্ত্বা দ্বারকামভ্যেত্য বলদেবমেকান্তে

য়াছেন, বলিয়া শতধন্বা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে এবং তাঁহার সেই স্যমন্তক নামক মণি-রত্নও অপহরণ করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে শতধন্বা হইতে এই তাঁহার পরাভব হইল, ইহা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। ৩৭

কৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া যদিও মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি (কৃত্রিম) অমর্ষভরে লোচনদ্বয় তাম্রবর্ণ করিয়া সত্য-ভামাকে কহিলেন, সত্যে! (ইহা তোমার পিতার পরাভব কি?) ইহা ত আমারই পরাভব হইতেছে। আমি কখনই সেই দুরা-ত্মার কৃত এই পরাভব সহ্য করিব না। তরুবরকে লঙ্ঘন না করিয়া তদাশ্রিত নীড়স্থিত পক্ষীকে কখনই বিনাশ করিতে পারা যায় না। ৩৯ অতএব আমার নিকট তোমার নিতান্ত শোকসূচক বাক্য বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। বাসুদেব,

* অবভাষণা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেনমটব্যাং মৃগপতির্জ্ঘান। সত্রাজিতোঽপ্যধুনা শতধন্বনা নিধনং প্রাপিতঃ। তদুভয়বিনাশাৎ তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

তদুত্তিষ্ঠ, আরুহ্যতাং রথঃ, শতধনুর্নিধনায়োদ্যমং কুরু, ইত্যভিহিতস্তথেতি সমন্বীপ্সিতবান্*। কৃতোদ্যোগৌ চ তাবুভাবুপলভ্য শতধন্বা কৃতবর্ম্মাণমুপেত্য পার্ষ্ণিপূরণকর্ম্মনিমিত্তমতোদয়ৎ†। আহ চৈনং কৃতবর্ম্মা, নাহং বলভদ্রবাসুদেবাভ্যাং সহ বিরোধায়ালম্, ইত্যুক্তশ্চা-

সত্যভামাকে এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক বিজন প্রদেশে বলদেবকে কহিলেন, প্রসেন যখনমৃগয়ার্থ অটবীতে গমন করিয়াছিল, তখন সিংহ তাহাকে সংহার করে। এক্ষণে সত্রাজিতও শতধন্বা হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই জনের পরলোক প্রাপ্তি হেতু অধুনা সেই মণিরত্ন আমাদের দুই জনেরই হইবে। ৪০ অতএব উত্থিত হও, রথে আরোহণ কর, শতধন্বাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হও।

বলদেব কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। বলদেব ও কৃষ্ণ সংগ্রামার্থ উদ্যুক্ত হইলে শতধন্বা তাহা অবগত হইয়া কৃতবর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে কহিলেন, আমি, বলদেব ও কৃষ্ণ উভয়ের সহিত বিবাদ করিতে সমর্থ হইব না। কৃতবর্ম্মা এই কথা বলিলে

* সমন্বিচ্ছিতবান্ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ

† অচোদয়ৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ক্রূরমচোদয়ৎ। আহ চাসাবপি, ন হি কশ্চিৎ ভগবতা পাদপ্রহারপরিকম্পিতজগত্ত্রয়েণ অসুরবরবনিতা-বৈধব্য-কারিণা প্রবলরিপুচক্রাপ্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা, মদমুদিত-নয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন* অতিগুরুবৈরিবারণাকর্ষণাবিষ্কৃতমহিম্নোরুসীরেণ সীরিণা চ সহ সকল-জগদ্বন্দ্যানামমরবরাণামপি যোদ্ধুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্। তদন্যতঃ শরণমভিলষ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যদ্যস্মৎপরিত্রাণাসমর্থং ভবা-নাত্মানমবগচ্ছতি, তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য রক্ষ্যতাম্।

শতধন্বা অক্রূরকেও সেইরূপ কহিলেন। অক্রূর উত্তর করি-লেন, যিনি পাদবিক্ষেপদ্বারা ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিলেন, যিনি প্রধান প্রধান অসুরগণের বনিতাদিগের বৈধব্য বিধান করিয়া-ছেন, যাঁহার চক্র প্রবল রিপুচক্রেও প্রতিহত হয় না, তাদৃশ চক্রী ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত এবং যিনি মদ-(নেসা-) দ্বারা মুদিত নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ মাত্রেই শত্রুসৈন্য সংহার করেন, অতি-প্রবল শত্রুগণরূপ হস্তিসমূহ আকর্ষণদ্বারা যাহার মহিমা প্রচারিত হইয়াছে, তাদৃশ মহাহলই যাঁহার যুদ্ধাস্ত্র, ঈদৃশ হলধরের সহিত সমুদায় জগতের পূজনীয় প্রধান প্রধান দেব-গণের মধ্যেও কেহ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন না, আমার কথা কি বলিব? অতএব তুমি অন্য কাহারো শরণাপন্ন হইতে চেষ্টা কর। [৪১]

শতধন্বা এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি তুমি এরূপ বোধ কর যে, আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা

* মদমুদিতনয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন ইতি কোচিৎ পঠন্তি

ইত্যুক্তঃ* সোঽপ্যাহ, যদ্যন্তায়ামপ্যবস্থায়াং ন কস্মৈচিত্তবান্ কথয়িষ্যতি, তদহমেনং গ্রহীষ্যামি। তথেত্যুক্তে অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ ॥ ৪২ ॥

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং বড়বামারুহ্যাপক্রান্তঃ। শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকাশ্বচতুষ্টয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেববাসুদেবৌ তমনুপ্রয়াতৌ ॥ ৪৩ ॥

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য † পুনরপি

হইলে তুমি এই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর। শতধন্বার এই কথা শুনিয়া অক্রূর কহিলেন, যদি তোমার চরম অবস্থা উপস্থিত হয়, তথাপি যদি তুমি কাহারো নিকট প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি এই মণিরত্ন গ্রহণ করিতে পারি। শতধন্বা তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিলেন। [৪২]

অনন্তর শতধন্বা, (এক দিবসের মধ্যে) শতযোজন-গামিনী অসীম-বেগশালিনী ঘোটকীতে আরোহণপূর্ব্বক পলায়নার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ দিকে বলদেব ও বাসুদেব উভয়ে, শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্ব চতুষ্টয় যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শতধন্বার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। [৪৩] শতধন্বার অশ্ব, শত যোজন প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার চালিত হওয়াতে মিথিলাস্থিত আরণ্যেকদেশে প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বাও সেই বড়বাকে পরিত্যাগ করিয়া পদদ্বারাই

* তদয়মস্মন্মণিং সংগৃহ্য রক্ষতামেবমুক্ত ইত্যপি পাঠঃ।

† যোজনশতপ্রমাণং মার্গমতীতা ইতি পাঠান্তরম্।

বাহ্যমানা মিথিলাবনোদ্দেশে প্রাণানুৎসসর্জ্জ। শতধনু-রপি তাং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রমাহ, তাবদত্রৈব স্যন্দনে ভবতা স্থেয়ম্। অহমেনমধমাচারং পদাতিরেব পদাতিমনু-গম্য * যাবদ্ ঘাতয়ামি। অত্র হি ভূভাগে দৃষ্টদোষা হয়া নৈতেঽশ্বা ভবতেমং ভূমিভাগমুল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ ॥ ৪৫॥

তথেত্যুক্ত্বা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ। কৃষ্ণোঽপি দ্বিক্রোশমাত্রং ভূমিভাগমনুসৃত্য দূরস্থস্যৈব চক্রং ক্ষিপ্ত্বা শতধনুষঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তচ্ছরীরাম্বরাদিষু চ বহুপ্রকারমন্বিষ্যন্নপি স্যমন্তকং মণিং নাবাপ যদা, তদো-পগম্য বলভদ্রমাহ, বৃথৈবাস্মাভির্ঘাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্ত-

ধাবমান হইলেন।[৪৪] তখন কৃষ্ণ বলরামকে কহিলেন, তুমি এই স্থানেই এই রথে অবস্থান কর। আমি পদচারী হইয়া ঐ পদাতি অধমাচার শতধন্বার পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক উহাকে সংহার করিয়া আসি। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে অনিষ্টঘটনা দর্শন করিয়াছে সুতরাং এই ভূমিভাগ অতিক্রম করিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে।[৪৫] বলদেব তথাস্তু বলিয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, ক্রোশদ্বয়মাত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দূর হইতেই চক্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে তিনি তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না। পরে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলদেবকে কহিলেন, আমরা শতধন্বাকে বৃথা বিনাশ

---

* অধমাচারং পদাতিনমনুগম্য ইতি বা পাঠঃ।

মখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্*। ইত্যাকর্ণ্য উদ্ভূত-কোপো বলদেবো বাসুদেবমাহ, ধিক্ ত্বাং যস্ত্বমর্থ-লিপ্সুঃ! এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়ে†, তদয়ং পন্থাঃ, স্বেচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ কার্য্যম্। অলমেভির্ম্মমাগ্রতোহলীকশপথৈঃ। ইত্যাক্ষিপ্য তং তথা প্রসাদ্যমানোঽপি‡ ন তস্থৌ, বিদেহ-পুরীং প্রবিবেশ॥ ৪৬॥

জনকশ্চার্ঘ্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস। স

করিলাম। ইহার নিকট নিখিল জগতের সার সেই মণিরত্ন প্রাপ্ত হইলাম না।

বলদেব এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, তুমি এরূপ অর্থ-লোভী! তোমাকে ধিক্! তুমি ভাই বলিয়া আমি তোমার এ বিষয় ক্ষমা করিলাম। এই পথ রহিয়াছে, স্বেচ্ছানুসারে চলিয়া যাও। আমার দ্বারকায় প্রয়োজন নাই, তোমার মত ভ্রাতায় প্রয়োজন নাই, আমার বন্ধুবান্ধবেও আব-শ্যক নাই। আর আমার নিকট তোমার মিথ্যা শপথ করিবার প্রয়োজন কি? বলদেব, এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া (প্রস্থান করিলেন।) কৃষ্ণ অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, তথাপি বলদেব দাঁড়াইলেন না। পরে তিনি বিদেহ নগরীতে প্রবেশ করিলেন।[৪৬] রাজা জনক অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বভবনে প্রবেশ করাইলেন। তিনি সেই জনক গৃহে

---

* তন্মহারত্নং স্যমন্তকাখ্যম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

† ভ্রাতৃত্বাদহং মর্ষয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

‡ কথঞ্চিৎ প্রসাদ্যমানোঽপি ইত্যপি পাঠঃ।

তত্রৈব চ তস্থৌ। বাসুদেবোঽপি দ্বারকামাজগাম। যাবজ্জনকরাজগৃহে বলভদ্রোঽবতস্থে, তাবৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনস্তৎসকাশাদ্গদাশিক্ষামশিক্ষত *॥ ৪৭ ॥

বর্ষত্রয়ান্তে চ বভ্রুগ্রসেনপ্রভৃতিভির্যাদবৈর্ন তদ্রত্নং কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিভির্বিদেহপুরীং গত্বা বলদেবঃ সংপ্রত্যায্য দ্বারকামানীতঃ ॥ ৪৮ ॥

অক্রূরোঽপ্যুত্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরস্ততো যজ্ঞানীজে †॥ ৪৯ ॥

সবনগতৌ হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিঘ্নন্ ব্রহ্মহা ভবতীত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি ॥৫০

অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। যে সময়, বলদেব জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিল। ৪৭

এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল। পরে বভ্রু উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, বিদেহ নগরে গমন পূর্ব্বক বলদেবের এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন যে, সেই রত্ন কৃষ্ণ অপহরণ করেন নাই। পরে তাঁহারা বলদেবকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। ৪৮

এদিকে অক্রূরও মণিসমুদ্ভূত সুবর্ণ রাশিদ্বারা কি করিবেন, বিবেচনা করিয়া নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৯ যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হয়, এই বিবেচনা করিয়া অক্রূর, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত

* অশিক্ষৎ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

† ধ্যানপরঃ সততং যজ্ঞানীজে ইতি বা পাঠ্যতাম্।

এবং তন্মণিরত্নপ্রভাবাৎ তত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষমরকাদিকং নাভূৎ *॥ ৫১ ॥

অথাক্রূরপক্ষীয়ৈর্ভোজৈঃ শত্রুঘ্নে সাত্বতস্য প্রপৌত্রে ব্যাপাদিতে ভোজৈঃ সহাক্রূরো দ্বারকামপহায় অপক্রান্তঃ ॥ ৫২ ॥

তদপক্রান্তিদিনাদারভ্য তত্রোপসর্গব্যালানাবৃষ্টিমরকাদ্যুপদ্রবা বভূবুঃ। অথ যাদববলভদ্রোগ্রসেনসমবেতোঽমন্ত্রয়দ্ভগবানুরগারিকেতনঃ, কিয়দিদমেকদৈব † প্রচুরোপদ্রবাগমনমেতদালোচ্যতাম্‌ ॥ ৫৩ ॥

নিরন্তর দীক্ষারূপ কবচে সমাবৃত হইয়া থাকিলেন।[৫০] সেই মণির প্রভাবে দ্বারকামধ্যে দুর্ভিক্ষ অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন উপসর্গ ঘটিল না।[৫১]

অনন্তর একদা অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিল। অক্রূর (ভয়ক্রমে) ভোজগণের সহিত দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।[৫২] তিনি যে দিবস (দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে) গমন করেন, সেই দিন অবধি দ্বারকায় অকালমৃত্যু অনাবৃষ্টি ভুজঙ্গম প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হইল। অনন্তর ভগবান্‌ কৃষ্ণ, বলদেব উগ্রসেন ও সমুদায় যাদবগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কিজন্য এককালে এত অধিক দৈব উপদ্রব উপস্থিত হইল, তাহা নিরূপণ করা যাউক্‌।[৫৩]

* দুর্ভিক্ষমরকানাবৃষ্ট্যাদিকং নাভূৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।
† কিং যদিদমেকদৈব ইতি পাশ্চাত্যাঃ পঠন্তি।

ইত্যুক্তে অন্ধকনামা যদুবৃদ্ধঃ প্রাহ, অস্যাক্রূরস্য পিতা শ্বফল্কো নাম যত্র যত্রাভূৎ, তত্র তত্র দুর্ভিক্ষ-মরকানাবৃষ্ট্যাদিকং চ নাভূৎ ॥ ৫৪ ॥

কাশিরাজস্য বিষয়েঽত্যন্তানাবৃষ্ট্যাং * শ্বফল্কোঽনীয়ত। ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ। কাশিরাজস্য পত্ন্যাশ্চ গর্ভে কন্যা পূর্ব্বমাসীৎ ॥ ৫৫ ॥

সাপি পূর্ণেঽপি প্রসূতিকালে নৈব নিশ্চক্রাম। এবঞ্চ তস্য গর্ভস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যনিষ্ক্রামতো যযুঃ। কাশিরাজস্তু তামাত্মজাং গর্ভস্থামাহ, পুত্রি! কস্মান্ন জায়সে? নিষ্ক্রম্যতাম্, আস্যং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

এই কথা শুনিয়া অন্ধক নামক যদুবৃদ্ধ কহিলেন, অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক, যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দুর্ভিক্ষ মরক অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইত না। ৫৪ একদা কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে সাতিশয় অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে শ্বফল্ক সেই স্থানে নীত হইলেন। তিনি কাশিরাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেবরাজ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কাশিরাজের পত্নীর গর্ভে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ৫৫ যখন প্রসব কাল অতীত হইল, তখনও কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা প্রসূত হইল না।

অনন্তর কাশিরাজ, সেই গর্ভস্থিত কন্যাকে কহিলেন, পুত্রি! কিজন্য প্রসূত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে

* বিষয়েঽনাবৃষ্ট্যাম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

স্বকাঞ্চ মাতরং কিমিতি * চিরং ক্লেশয়সি ? ইত্যুক্তা সা গর্ভস্থৈব ব্যাজহার, তাত! যদ্যেকৈকাং গাং দিনে দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, † তদাহমন্যৈস্ত্রিভির্ব্বর্ষৈরস্মাদ্গর্ভাৎ তাবদবশ্যং নিষ্ক্রমিষ্যামীতি। এতচ্চ তদ্বচনমাকর্ণ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রাদাৎ। সাপি তাবতা কালেন জাতা। ততস্তস্যাঃ পিতা গান্দিনীতি নাম চকার। তাঞ্চ গান্দিনীং কন্যাং শ্বফল্কায়োপকারিণে ‡ গৃহাগতায়ার্ঘ্যভূতাং প্রাদাৎ। সা চ গান্দিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্ত-

ইচ্ছা করি, বহির্গতা হও। তুমি কিজন্য তোমার জননীকে এত দিন ক্লেশ দিতেছ? কাশিরাজ এই কথা বলিলে গর্ভস্থ কন্যা কহিল, পিতঃ! যদি আপনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে এক একটী গোদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আর তিন বৎসর পরে এই গর্ভ হইতে নিঃসৃতা হইব।

রাজা এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিদিন এক একটী গো দান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে কন্যা প্রসূতা হইল। কাশিরাজ, তাহার 'গান্দিনী' এই নাম রাখিলেন। ইহার পর পরমোপকারী শ্বফল্ক তাঁহার গৃহে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে সেই গান্দিনী নাম্নী কন্যা অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিলেন। এই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে

* এতাঞ্চ মাতরং কিমত্র ইতি বা পাঠঃ।

† ব্রাহ্মণেভ্যোদদাসি ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ শ্বফল্কায় প্রিয়োপকারিণে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ন্বতী। তস্যামযমক্রূরঃ শ্বফল্কাৎ জজ্ঞে। তস্যৈবং গুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ* ॥ ৫৬ ॥

তৎ কথমস্মিন্নপক্রান্তেঽত্র মরকদুর্ভিক্ষাদ্যুপদ্রবা ন ভবিষ্যন্তি। তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবত্যপরাধান্বেষণেন ইতি ॥ ৫৭ ॥

যদুবৃদ্ধস্যান্ধকস্য এতদ্বচনমাকর্ণ্য কেশবোগ্রসেন-বলভদ্রপুরোগমৈর্যদুভিঃ কৃতাপরাধতিতিক্ষাভবমভয়ং দত্ত্বা শ্বাফল্কিঃ স্বপুরমানীতঃ। তত্র চাগতএব † তৎস্থ-স্যমন্তক-মণেরনুভাবাদনাবৃষ্টি-মরক--দুর্ভিক্ষ-ব্যালাদ্যুপদ্রবঃ শশাম। কৃষ্ণশ্চ চিন্তয়ামাস, স্বল্পমেতৎ

এক একটী গো দান করিয়াছেন। সেই গান্দিনীর গর্ভে শ্বফল্কের ঔরসে অক্রূরের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ (অলোকসামান্য) গুণ সম্পন্ন দম্পতি হইতেই অক্রূরের উৎপত্তি। ৫৬ সেই অক্রূর দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ অবস্থায় মরক দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি উপস্থিত না হইবে কেন? আমার মতে অক্রূরকে আনয়ন কর। তাঁহার অসাধারণ গুণ আছে। (দুর্ভিক্ষাদির) কারণান্তর অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই। ৫৭

কৃষ্ণ বলদেব উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, যদুবৃদ্ধ অন্ধকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্বফল্কতনয় অক্রূরের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর দ্বারকায় আগমন করিবামাত্র তন্নিকটস্থিত স্যমন্তক মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি মরক দুর্ভিক্ষ ও ব্যালাদির উপদ্রব প্রভৃতি সমুদায় উপসর্গ নিবৃত্তি হইল, তখন কৃষ্ণ চিন্তা

* তদস্যৈবং গুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ ইতি বা পাঠঃ।

† তত্র চাগতমাত্রএব ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

কারণং, যদয়ং গান্দিন্যাং শ্বফল্কেনাক্রূরো জনিতঃ; সুমহাংশ্চায়মনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষমরকাদ্যুপশমনকারী প্রভাবঃ* ॥ ৫৮ ॥

তন্নূনমস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যমন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি। তস্য হ্যেবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে। অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরম্ অন্যৎ ক্রত্বন্তরং, তস্মাৎ যজ্ঞান্তরং যজতীতি। অল্পোপাদানঞ্চাস্য। অসংশয়মত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি, কৃতাধ্যবসায়োঽন্যৎ প্রয়োজনমুদ্দিশ্য সকলযাদবসমাজমাত্মগেহে এবাচীকরৎ। তত্র চোপবিষ্টেষ্বখিলেষু যাদবেষু পূর্ব্বপ্রয়োজনমুপন্যস্য পর্য্যবসিতে চ

করিতে লাগিলেন, অক্রূর শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে জন্মিয়াছেন, ইহা সামান্য কারণ এবং এই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মরক প্রভৃতির উপশমনকারী প্রভাব অতীব গুরুতর। ৫৮ আমি বোধ করি, ইহার নিকট সেই স্যমন্তক নামে মহামণি আছে। শুনিয়াছি, স্যমন্তক মণিরই ঈদৃশ প্রভাব। এই অক্রূর এক যজ্ঞের পর অন্য যজ্ঞ, অন্য যজ্ঞের পর অপর একটী যজ্ঞ, এইরূপে নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। ইহার সম্পত্তিও তাদৃশ অধিক নহে। ইহাতে বোধ হয়, ইহার নিকট অবশ্যই সেই মণিরত্ন আছে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কৃষ্ণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন একটী প্রয়োজন উপলক্ষে আত্মভবনে সমুদায় যাদবগণকে একত্র সমবেত করিলেন। সমুদায় যাদবগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে যে উপলক্ষে সকলকে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহা শেষ হইল। পরে

* মরকাদ্যুপদ্রবপ্রতিষেধকারী প্রভাবঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি।

তস্মিন্ প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামক্রূরেণ সহ কৃত্বা জনার্দ্দনস্তমক্রূরমাহ ॥ ৫৯ ॥

দানপতে! জানীম এব বয়ং যথা শতধন্বনা* অখিলজগৎসারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পিতম্। তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠতু, সর্ব্বএব বয়ং তৎপ্রভাবফলভুজঃ; কিন্ত্বেষ বলভদ্রোঽস্মানাশঙ্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়, ইত্যভিহিতঃ সরত্নঃ সোঽচিন্তয়ৎ। কিমত্রানুষ্ঠেয়ম্? অন্যথা চেৎ ব্রবীম্যহং, তৎ কেবলাম্বরতিরোধানমন্বিষ্যন্তো রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি, অতোঽন্বেষণং ন ক্ষেমমিতি † সংচিন্ত্য তমখিলজগৎকারণভূতং নারায়ণ-

কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ক্রমে অক্রূরের সহিত নানাপ্রকার পরিহাস কথা কহিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "দানপতে! শতধনু যে সেই নিখিল জগতের সার স্বরূপ স্যমন্তক মণি তোমার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। সেই মণি রাজ্যের উপকারী। তাহা তোমার নিকটেই আছে, থাকুক। আমরা সকলেই তৎপ্রভাব-জনিত ফল ভোগ করিতেছি, কিন্তু এই বলদেব আমার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। অতএব আমার সন্তোষের নিমিত্ত তুমি সেই মণি একবার দেখাও।

কৃষ্ণ যখন এই কথা কহিলেন, তখন সেই রত্ন অক্রূরের নিকটেই ছিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি? যদি মিথ্যা কথা কহি, তাহা হইলে এক্ষণে সেই মণি কেবল বস্ত্রাবৃত আছে, ইহারা বস্ত্র অন্বেষণ করিলেই দেখিতে

* শতধন্বনা তদিদম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দ্রক্ষ্যন্তীতি রক্ষণং ন ক্ষেমমিতি ইতি বা পাঠ্যম্।

মাহাক্রূরঃ; ভগবন্! মমৈতৎ স্যমন্তকমণিরত্নং শত-ধনুষা সমর্পিতম্ ॥ ৬০ ॥

অপগতে চ তস্মিন্ অদ্য শ্বঃ পরশ্বো বা ভগবান্ মাং যাচিষ্যতীতি কৃতমতিরতিকৃচ্ছ্রেণৈতাবন্তং কালমধারয়ম্ * অস্য চ ধারণক্লেশেনাহমশেষোপভোগেষ্বসঙ্গিমানসো ন বেদ্মি স্বসুখকলামপি॥ ৬১ ॥

এতাবন্মাত্রমশেষরাষ্ট্রোপকারি ধারয়িতুং ন শক্নোতীতি মাং ভগবান্ মংস্যত ইত্যাত্মনা ন চোদিতম্॥৬২

তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্। ততঃ সোঽধরবস্ত্রনিগোপিতাতিলঘুকনকসমুদ্গকং প্রকটীকৃতবান্ ॥ ৬৩ ॥

পাইবে। পরন্তু (বস্ত্র বা গৃহ) অন্বেষণ আমার মঙ্গল জনক নহে। অক্রূর এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অখিল জগতের কারণ স্বরূপ নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! শতধনু আমার নিকট এই স্যমন্তক মণি সমর্পণ করিয়াছিল। [৬০] যখন শতধনুর মৃত্যু হইল তখন, আপনি অদ্য কল্য বা পরশ্ব এক সময় চাহিবেন, এই মনে করিয়া অতিকষ্টে এত কাল রক্ষা করিয়াছি। এই মণি ধারণে এতদূর ক্লেশ যে, আমি সমুদায় ভোগেই অনাসক্ত-চিত্ত (ও এককালে বঞ্চিত) হইয়া আছি সুতরাং আমার আত্মসুখের লেশমাত্রও নাই। [৬১] পাছে আপনি মনে করেন যে, অক্রূর সমুদায় রাজ্যের উপকারী এই মণি ধারণ করিতেও পারিল না, এই আশঙ্কায় আমি স্বয়ং সমর্পণ করি নাই। [৬২] এই সেই স্যমন্তক মণি, গ্রহণ করুন। এক্ষণে স্বেচ্ছা-

* যাচিষ্যতীতি এতাবন্তং কালমতিকৃচ্ছ্রেণ ধারয়ামি ইতি বা পঠ্যতাম্।

ততশ্চ নিষ্ক্রাম্য স্যমন্তকমণিং তত্র যদুসমাজে মুমোচ। মুক্তমাত্রে চ তেনাতিকান্ত্যা তদখিলমাস্থানমুদ্দ্যোতিতম্॥ ৬৪॥

অথাহাক্রূরঃ, স এষ মণির্যঃ শতধন্বনাস্মাকং সমর্পিতঃ, যস্যায়ং, স এনং গৃহ্ণাত্বিতি। তন্মণিরত্নমালোক্য সর্ব্বযাদবানাং সাধু সাধ্বিতি বিস্মিতমনসাং * বাচোঽশ্রূয়ন্ত। তমালোক্য মমায়মচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমন্বীপ্সিতঃ † ইতি বলভদ্রঃ সস্পৃহোঽভবৎ॥ ৬৫॥

নুসারে যাঁহাকে অভিরুচি হয়, তাঁহার নিকট সমর্পণ করুন। অক্রূর এই কথা বলিয়া পরিধেয় বসনে লুক্কায়িত অতিলঘু স্বুবর্ণময় কৌটা বাহির করিলেন।[৬৩] অনন্তর সেই কৌটার মধ্য হইতে স্যমন্তক মণি বহিষ্কৃত করিয়া সেই যাদব সমাজে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিলেন। সেই রত্নমালা বিস্তীর্ণ করিবামাত্র সাতিশয় কান্তিদ্বারা সেই সমুদায় সভামণ্ডপ উজ্জ্বল হইল।[৬৪]

অনন্তর অক্রূর কহিলেন, এই সেই স্যমন্তক মণি। শতধনু ইহা আমার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল। ইহা যাঁহার বস্তু তিনি এক্ষণে গ্রহণ করুন। যাদবগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। চতুর্দিক্ হইতে কেবল সাধু সাধু এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। বলদেব সেই মণিরত্ন দেখিয়া স্পৃহান্বিত হইলেন (ও ভাবিতে লাগিলেন,) পূর্ব্বে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, এই মণি আমাদের উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি

* অতিবিস্মিতবচসাম্ ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।
† সমন্বিচ্ছিত ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীব চ সত্যভামাপি স্পৃহয়াঞ্চকার। বল-সত্যাননাবলোকনাৎ কৃষ্ণোঽপ্যাত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে ॥ ৬৬ ॥

সকলযাদবসমক্ষঞ্চাক্রূরমাহ, এতদ্ধি মণিরত্নমাত্মশোধনায়ৈষাং যদূনাং দর্শিতম্। এতচ্চ মম বলভদ্রস্য চ সামান্যং, পিতৃধনঞ্চৈতৎ সত্যভামায়া নান্যস্য ॥৬৭॥

এতচ্চ সর্ব্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যগুণবতা* ধ্রিয়মানমশেষরাষ্ট্রস্যোপকারকম্, অশুচিনা ধ্রিয়মাণমাধারমেব হন্তি ॥ ৬৮ ॥

অতোঽহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে ॥ ৬৯ ॥

হইবে। [৬৫] সত্যভামা ভাবিলেন যে, ইহা আমার পিতৃধন, সুতরাং তিনি মণির প্রতি সাতিশয় স্পৃহাবতী হইলেন। কৃষ্ণ, বলদেবের ও সত্যভামার মুখ দেখিয়া আপনাকে চক্রান্তরে পতিতের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। [৬৬]

অনন্তর কৃষ্ণ, সমুদায় যাদবগণের সমক্ষেই অক্রূরকে কহিলেন, আমি আত্মকলঙ্ক ক্ষালনের নিমিত্তই এই মণিরত্ন সমস্ত যাদবগণের সমক্ষে দেখাইতে কহিলাম। (আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম) ইহা আমার ও বলদেবের সাধারণ সম্পত্তি (হইবে।) পরন্তু ইহা সত্যভামার পৈতৃক ধন। অন্য ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। [৬৭] নিরন্তর শুচি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই মণিরত্ন ধারণ করিলে সমুদায় রাজ্যের মঙ্গল হয়। অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যে ধারণ করে তাহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। [৬৮] ঈদৃশ অবস্থায় আমি ইহা ধারণ করিতে সমর্থ

* শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যেণ চ ইত্যপি কেচিৎ পঠন্তি।

কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু। আর্য্যেণ বলভদ্রে-
ণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ কথং
কার্য্যঃ। তদয়ং* যদুলোকোঽয়ং বলভদ্রোঽহং সত্যা চ
ত্বাং দানপতে! প্রার্থয়ামঃ, এতদ্ভবানেব ধারয়িতুং
সমর্থঃ। ত্বৎস্থঞ্চাস্য রাষ্ট্রস্যোপকারকং, তদ্ভবানশেষ-
রাষ্ট্রোপকারনিমিত্তমেতৎ পূর্ব্ববৎ ধারয়তু! ত্বয়ান্যথা
ন বক্তব্যমিত্যুক্তে দানপতিঃ তথেত্যুক্ত্বা জগ্রাহ।
তন্মহামণিরত্নং ততঃ প্রভৃতি চাক্রূরঃ প্রকটেনৈবাতীব
তেজসা জাজ্বল্যমানেনাত্মকণ্ঠাসক্তেনাদিত্য ইবাংশু-
মালী চচার ॥ ৭০ ॥

হইবে না, কারণ আমার ষোড়শ সহস্র পত্নী আছে। ৬৯ সত্য-
ভামাও (ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক) ইহা ধারণ করিতে কিরূপে
সম্মতা হইবেন। আর্য্য বলদেবও কি (ইহা ধারণ করিবার
উদ্দেশে) সুরাপান প্রভৃতি সমুদায় উপভোগ পরিত্যাগ করিতে
পারিবেন? অতএব অন্য চেষ্টায় আবশ্যকতা নাই। দানপতে!
এই যাদবগণ, এই বলভদ্র, এই সত্যভামা, এই আমি, আমরা
সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত
এই রত্নমালা তুমিই পূর্ব্ববৎ ধারণ কর। তুমিই ইহা ধারণ
করিতে সমর্থ। ইহা তোমার নিকট থাকিলে সমুদায় রাজ্যের
কুশল হইবে। তুমি এবিষয় অস্বীকার করিও না।

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে অক্রূর তথাস্তু বলিয়া সেই মহারত্ন
গ্রহণ করিলেন। সেই দিন অবধি অক্রূর, সাতিশয় তেজঃ-
পুঞ্জদ্বারা জাজ্বল্যমান সেই মণিরত্ন প্রকাশ্যরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়া
দিবাকরের ন্যায় কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। ৭০

* তদলম ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ইত্যেতাং ভগবতো মিথ্যাভিশস্তিক্ষালনাং যঃ স্মরতি, ন তস্য কদাচিদল্পাপি মিথ্যাভিশস্তির্ভবতি, অব্যাহতেন্দ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষমবাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি, ভগবান্ কৃষ্ণের এই মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন বিবরণ স্মরণ করে, তাহার উপর কখন কিছুমাত্রও মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় না। তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অব্যাহত থাকে। পরিশেষে সে ব্যক্তি নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়। ৭১

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অনমিত্রস্যানুজঃ* শিনির্ন্নামাভবৎ। তস্যাপি সত্যকঃ, সত্যকাৎ সাত্যকিঃ, যুযুধাননামা, ততোপ্যসঙ্গঃ† তৎপুত্রশ্চ তূণিঃ,‡ তূণের্যুগন্ধর ইতি শৈনেয়াঃ ॥ ১ ॥

অনমিত্রস্যৈবান্বয়ে পৃশ্নিঃ,* তস্মাচ্চ শ্বফল্কঃ। তৎপ্রভাবঃ কথিত এব। শ্বফল্কস্য কনীয়াংশ্চিত্রকো নামা-

পরাশর কহিলেন। অনমিত্রের অনুজের (পুত্রের) নাম শিনি। শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি, সাত্যকির একটী নাম যুযুধান। যুযুধান হইতে অসঙ্গ, (অংশগ) অসঙ্গ হইতে তূণি (ক্রূণি) তূণি হইতে যুগন্ধর উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা শিনির বংশীয়। ১

অনমিত্রের আর একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম পৃশ্নি। পৃশ্নির পুত্রের নাম শ্বফল্ক। শ্বফল্কের প্রভাব পূর্ব্বেই বর্ণন

---

* অনমিত্রস্যাত্মজঃ ইতি পাঠান্তরম্।
† ততোপ্যংশগ ইতি বা পঠ্যতাম্।
‡ তৎপুত্রশ্চ ক্রূণিঃ ইতি, ক্রূণিঃ ইতি বা পঠনীয়ম।
* অন্যঃ পৃশ্নিঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ভবৎ ভ্রাতা। শ্বফল্কাদক্রূরো গান্দিন্যাম্ অভবৎ। তথোপমদ্গু--মৃদর-বিশারি-মেজয়--গিরিক্ষত্রোপক্ষত্র-শত্রুঘ্ন--বিমর্দ্দন--ধর্ম্মধৃক্-দৃষ্টশর্ম্ম--গন্ধমোজাবাহ-প্রতিবাহাখ্যাঃ* পুত্রাঃ, সুতারাখ্যা চ কন্যা। দেববান্ উপদেবশ্চ অক্রূরপুত্রৌ। পৃথু-বিপৃথু-প্রমুখাঃ চিত্রকস্য পুত্রা বহবোঽভবন্॥ ২॥

কুকুর-ভজমান-শুচিকম্বল-বর্হিষাখ্যাঃ তথা অন্ধকস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ॥ ৩॥

কুকুরাৎ ধৃষ্টঃ,† তস্মাচ্চ কপোতরোমা, ততশ্চ বিলোমা, তস্মাদপি তুম্বুরুসখা ভবসংজ্ঞকশ্চন্দনোদক-

করিয়াছি। শ্বফল্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চিত্রক। শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত উপমদ্গু, মৃদর, (মদ্গু) বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, (অরিমর্দ্দন) ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্মা, গন্ধমোজ, অবাহ ও প্রতিবাহ নামে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইঁহার একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম সুতারা। অক্রূরের দুইটী পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম দেববান্ ও উপদেব। চিত্রকের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম পৃথু বিপৃথু প্রভৃতি। ২

(সাত্বততনয়) অন্ধকের চারিটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল ও বর্হিষ। ৩ কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, (রিষ্ট বা ধৃষ্টি) ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা, কপোত-

---

* মৃদর ইত্যত্র মদ্গুরিতি, বিমর্দ্দন ইত্যত্র অরিমর্দ্দন ইতি, দৃষ্টশর্ম্ম ইত্যত্র ধৃষ্টিবর্ম্ম ইতি নামান্তরং পুস্তকান্তরে লভ্যতে।

† রিষ্ট ইতি, ধৃষ্টিরিতি চ ধৃষ্টস্য নামান্তরং পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

দুন্দুভিঃ। ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ পুনর্ব্বসুঃ, তস্যাপ্যাহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী কন্যাভূৎ ॥ ৪ ॥

আহুকস্য দেবকোগ্রসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ। দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতো দেবকস্যাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ বৃকদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা শান্তিদেবা সহদেবা দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ। তাশ্চ সর্ব্বা এব বসুদেব উপযেমে। উগ্রসেনস্যাপি কংস-ন্যগ্রোধ-সুনাম-কঙ্ক-শঙ্কু স্বভূমি-রাষ্ট্রপাল-যুদ্ধমুষ্টি-তুষ্টিমৎ-সংজ্ঞাঃ পুত্রাঃ; কংসা-কংসবতী-সুতনু-রাষ্ট্রপালী-কঙ্কী চোগ্রসেনতনুজাঃ ॥ ৫ ॥

রোমার পুত্র বিলোমা, বিলোমা হইতে তুম্বুরুর সখা ভব উৎপন্ন হইলেন। "চন্দনোদক দুন্দুভি" এই উপাধিদ্বারা ইনি বিখ্যাত ছিলেন। ভবের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্বসু, পুনর্বসু হইতে আহুক নামে পুত্র ও আহুকী নামে কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল।[৪]

আহুকের দুইটী পুত্র হয়। তাহাদের নাম দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারি পুত্র। তাহাদের নাম দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত। এতদ্ব্যতীত দেবকের সাতটী কন্যা হইয়াছিল। এই কন্যাদিগের নাম—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সাত ভগিনীকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান্। উগ্রসেনের কন্যাদিগের নাম কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী।[৫]

ভজমানাচ্চ বিদূরথঃ পুত্রোঽভবৎ। বিদূরথাৎ শূরঃ, শূরাৎ শমী, শমিনঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজঃ, ততশ্চ হৃদিকঃ ॥ ৬ ॥

ততশ্চ কৃতবর্ম্মা, তস্মাৎ শতধনুর্দেবমীঢ়ুষাদ্যা বভূবুঃ ॥৭

দেবমীঢ়ুষস্য শূরঃ, শূরস্যাপি মারিষা নাম পত্ন্যভবৎ ॥ ৮ ॥

তস্যাঞ্চাসৌ দশ পুত্রানজনয়ৎ বসুদেবপূর্ব্বান্। বসুদেবস্য জাতমাত্রস্যৈব এতদ্‌গৃহে ভগবদংশাবতারমব্যাহতদৃষ্ট্যা পশ্যদ্ভির্দ্দেবৈঃ দিব্যা আনকা দুন্দুভয়শ্চ বাদিতাঃ ॥ ৯ ॥

ততস্তদৈবানকদুন্দুভিসংজ্ঞামবাপ। তস্যাপি দেবভাগ-দেবশ্রবোঽনাধৃষ্টি* করুন্ধক-বৎসবালক-সৃঞ্জয়-

ভজমানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথ হইতে শূর, শূর হইতে শমী, শমী হইতে প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজ হইতে হৃদিক,[৬] হৃদিক হইতে কৃতবর্ম্মা, কৃতবর্ম্মা হইতে শতধনু, দেবমীঢ়ুষ প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইল।[৭]

দেবমীঢ়ুষের পুত্রের নাম শূর। শূরের পত্নীর নাম মারিষা।[৮] দেবমীঢ়ুষ হইতে মারিষার গর্ভে দশটী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদের নাম বসুদেব প্রভৃতি। বসুদেব জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র, দেবতারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহে ভগবান্ বিষ্ণু অংশ দ্বারা অবতীর্ণ হইবেন, সুতরাং তাঁহারা দিব্য আনক (পটহ) ও দুন্দুভি (ভেরী) বাজাইতে লাগিলেন।[৯] এই কারণে বসুদেব আনকদুন্দুভি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বসুদেবের অপর নয় ভ্রাতার নাম দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনা-

* অনাধৃষ্টিরিত্যত্র ধৃষ্টক ইতি পৃথক্ পাঠঃ।

শ্যাম-শমীক-গণ্ডূষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো বভূবুঃ, পৃথা শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা রাজাধিদেবী চ বসুদেবাদীনাং পঞ্চ ভগিন্যোঽভবন্। শূরস্য চ কুন্তিভোজনামা সখাভবৎ।* তস্মৈ চাপুত্রায় পৃথামাত্মজাং বিধিনা শূরোঽদদৎ। তাঞ্চ পাণ্ডুরুবাহ। তস্যাঞ্চ ধর্ম্মানিল-শক্রৈ-র্যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। পূর্ব্বমনূঢ়ায়াশ্চ ভগবতা ভাস্বতা কর্ণাখ্যঃ কানীনঃ পুত্রোঽজন্যত ॥ ১০ ॥

তস্যাশ্চ সপত্নী মাদ্রী নামাভবৎ। তস্যাঞ্চ নাসত্যস্রাভ্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্রৌ জনিতৌ।

ধৃষ্টি, করুষ্ক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক, ও গণ্ডূষ। ইঁহাদের পাঁচটী ভগিনী ছিল। ঐ ভগিনীগণের নাম—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী।

শূরের কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন। কুন্তিভোজের পুত্র হয় নাই। শূর, এই অপুত্র কুন্তিভোজকে (দত্তক-) বিধানানুসারে পৃথানাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। পাণ্ডু এই পৃথাকে বিবাহ করেন।

ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে এই পৃথার গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন নামক তিনটী কুমার উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বে অনূঢ়াবস্থায় ভগবান্ দিবাকর হইতে কর্ণ নামে একটী কানীন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।[১০] পৃথার সপত্নীর নাম মাদ্রী। অশ্বিনীকুমারযুগল, এই মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে পাণ্ডুর অপর দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন।

* শূরস্য চ কুন্তির্নাম সখা, ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

শ্রুতদেবান্তু বৃদ্ধশর্ম্মা নাম কারূষ* উপযেমে। তস্যাং দন্তবক্রো নামা† মহাসুরো জজ্ঞে। শ্রুতকীর্ত্তিমপি কৈকেয়রাজ উপযেমে। তস্যাং সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয়াঃ পুত্রা বভূবুঃ। রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ জজ্ঞাতে ॥ ১০ ॥

শ্রুতশ্রবসমপি চেদিরাজো দমঘোষনামা উপযেমে। তস্যাং শিশুপালম্‌ উৎপাদয়ামাস। স হি পূর্ব্বমপ্যনাচারবিক্রমসম্পন্নো‡ দৈত্যাদি-পুরুষো হিরণ্যকশিপুরভূৎ ॥ ১১ ॥

যশ্চ ভগবতা সকললোকগুরুণা ঘাতিতঃ পুন-

বৃদ্ধশর্ম্মা নামক কারূষ (পৃথার ভগিনী) শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। এই শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র নামে মহাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। কৈকেয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রুতকীর্ত্তির গর্ব্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পঞ্চ কৈকেয় উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজাধিদেবীর গর্ব্ভে অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

চেদিরাজ দমঘোষ, শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দমঘোষ হইতে শ্রুতশ্রবার গর্ব্ভে শিশুপালের জন্ম হয়। এই শিশুপাল পূর্ব্বজন্মে অনাচারী বিক্রমসম্পন্ন হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্যদিগের আদিপুরুষ ছিল।[১১] সকল, লোকগুরু ভগবান্‌ বিষ্ণু তাহার জীবন বিনাশ করিয়াছিলেন। এই হিরণ্যকশিপু

* কারূষঃ করূষদেশীয়ো রাজা। কারুষ ইতি বা পঠ্যতাম্‌।
† দন্তবক্রো নাম ইতি পাঠান্তরম্‌। মহাভারতেঽপ্যেবং পাঠান্তরং দৃশ্যতে।
‡ স হি পূর্ব্বমুদারবিক্রমসম্পন্ন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

রপ্যক্ষত্বীর্য্যশৌর্য্যসম্পৎপরাক্রমগুণঃ সমাক্রান্তসকল-ত্রৈলোক্যেশ্বর প্রতাপো দশাননোঽভবৎ ॥ ১২ ॥

বহুকালোপভুক্ত--ভগবৎসকাশাদেবাপ্ত--শরীর-পাতোদ্ভব-পুণ্যফলোঽথ * ভগবতৈব রাঘবরূপিণা সোঽপি নিধনমুপনীতঃ চেদিরাজ-দমঘোষ-পুত্রঃ শিশুপালনামাভবৎ ॥ ১৩ ॥

শিশুপালত্বে চ ভগবতো ভূভারাবতারণায়াব-তীর্ণাংশস্য পুণ্ডরীকনয়নাখ্যস্য উপরি দ্বেষানুবন্ধমতি-তরাং চকার। ভগবতা চ নিধনমুপনীতঃ, তত্রৈব পর-মাত্মভূতে মনসস্তদেকাগ্রতয়া † তত্রৈব সাযুজ্য-মবাপ ॥১৪॥

পুনর্ব্বার রাবণ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। তাহার শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম প্রভৃতি সমুদায় সম্পত্তি অখণ্ডনীয় হইল। এই রাবণ, ত্রিলোকনাথ দেবরাজের সমুদায় প্রতাপ অধিকার করিল।[১২] পুনঃপুনঃ ভগবান্ হইতে তাহার শরীর পাত হওয়াতে তজ্জনিত পুণ্য-ফলে পুনর্ব্বার সেই রাবণ রামরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃকই নিহত হইল। অনন্তর রাবণ পরজন্মে চেদিরাজ দমঘোষের পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শিশুপাল এই নাম ধারণ করিল।[১৩] এই শিশুপালও ভূভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ পুণ্ডরী-কাক্ষের অংশ কৃষ্ণের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভগবান্ও তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। সেই পরমাত্ম-স্বরূপ কৃষ্ণে তাহার মনের একাগ্রতা থাকাতে সে তাঁহাতে লীন ও

* ভুক্তভোগ-ভগবৎ-সকাশাবাপ্ত-শরীরপাতোদ্ভব-পুণ্যফলোপভোগান্তে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† মনস একাগ্রতয়া ইতি বা পাঠঃ।

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি, অপ্রসন্নোঽপি নিঘ্নন্ দিব্যমনুপমং স্থানং প্রযচ্ছতি॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

মুক্ত হইল।[১৪] (ইহার কারণ এই যে) ভগবান্ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, যদি অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করেন, তাহা হইলেও সেই বিদ্বেষীকে দিব্য অনুপম লোকে প্রেরণ করেন।[১৫]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঽংশঃ ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা ।
অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥
ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর ।
কৌতূহলপরেণৈতং পৃষ্টো মে বক্তুমর্হসি ॥ ১॥

মৈত্রেয় কহিলেন। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া (পর জন্মে) বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়াছিল। তাহারা বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও কিজন্য তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইল না? এবং তাহারা যখন শিশুপাল হইয়াছিল, তখন সেই শাশ্বত হরিতে লীন হইল, ইহার কারণ কি? ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি এ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি আমার নিকট বলুন।১

পরাশর উবাচ।

দৈত্যেশ্বরস্য তু বধায়াখিললোকোৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণা পূর্ব্বতনুং গৃহ্নতা* নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্ব্বিষ্ণুরয়মিত্যেবং ন মনস্যভূৎ॥২

নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সম্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিল-ত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসংপদমবাপ॥ ৩॥

নাতস্তস্মিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তত্র লয়ম্†॥ ৪॥

পরাশর কহিলেন। নিখিল লোকের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী (ভগবান্ বিষ্ণু) যখন দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর বিনাশের নিমিত্ত অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি অবলম্বন করেন, তখন তিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই নৃসিংহের প্রতি হিরণ্যকশিপুর এরূপ বোধ জন্মে নাই যে, ইনি বিষ্ণু।[২] সে মনে করিয়াছিল, এই অপূর্ব্ব প্রাণী, সাতিশয় পুণ্যপুঞ্জে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহার অন্তঃকরণ রজোগুণ দ্বারা এইরূপ একাগ্র হওয়াতে সে সেই (পুণ্যপুঞ্জময়) নৃসিংহ মূর্ত্তি ভাবনা করিতে করিতে তাঁহা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। হিরণ্যকশিপু, এই কারণেই (পর জন্মে) দশানন নামক রাক্ষসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য এবং নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিল।[৩] মৃত্যুকালে তাহার অন্তঃকরণ, অনাদি অনন্ত ভগবান্ পরম ব্রহ্মকে

---

* পূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা ইতি বা পঠ্যতাম্।

† মনসস্তদা লয়ম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনয়া জানকী-সমাসক্তচেতসো দাসরথিরূপধারিণঃ তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্ব্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণস্য* মানুষবুদ্ধিরেব কেবলমভূৎ॥ ৫ ॥

পুনরচ্যুত-বিনিপাতমাত্রফলমখিল-ভূমণ্ডল--শ্লাঘ্য-চেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চ অবাপ ॥ ৬ ॥

তত্র ত্বখিলান্যেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবর-

অবলম্বন বা চিন্তা করে নাই, এই কারণে তাঁহাতে সে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

হিরণ্যকশিপু যখন দশানন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিল, তখন তাহার হৃদয় জনকতনয়ার প্রতি আসক্ত ও অনঙ্গ-পরতন্ত্র ছিল। তখন রামরূপধারী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া তাহার অন্তঃকরণে কেবল মনুষ্যবুদ্ধিই জন্মিয়াছিল। যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন তাহার এরূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইনি অচ্যুত নহেন, ইনি মনুষ্য।[৫] যখন রাবণ ভগবান্ অচ্যুতের হস্তে বিনিহত হইল, তখন সে সেই একমাত্র অচ্যুত হস্তে মৃত্যু-জনিত পুণ্যবলে নিখিল ভূমণ্ডল মধ্যে শ্লাঘ্য চেদিরাজকুলে জন্ম ও অব্যাহত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হইল।[৬] এই জন্মে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার তাহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল। অনেক জন্মে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকাতে ঐ শিশুপাল সন্তর্জ্জন কালে যখন ঐ ভগবানের নিন্দা করিতে লাগিল, তখন

* বিপদ্যতোঽপ্যন্তঃকরণস্য ইতি বা পাঠঃ।

তমনেকজন্ম-সংবর্দ্ধিত-বিদ্বেষানুবন্ধি-চিত্তো বিনিন্দন্ সন্তর্জ্জনাদিষু উচ্চারণমকরোৎ ॥ ৭ ॥

তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বল-পীতবস্ত্র-ধার্য্যমলকিরীট-কেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদারপীবর-চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদাসি-ধরম্ অতিপ্রৌঢ়-বৈরানুভাবাৎ* অটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্ববস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্যাত্মচেতসঃ ॥ ৮ ॥

ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়ে ধারয়ন্নাত্মবধায় ভগবদস্ত-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়তেজঃ-স্বরূপং পরমব্রহ্মস্বরূপমপগতরাগদ্বেষাদিদোষং† ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৯ ॥

অনবরত তত্তৎকারণে তাঁহার সমুদায় নাম উচ্চারণ করিয়াছিল।[৭] অতীব প্রগাঢ় বৈরানুবন্ধ হেতু গমন ভোজন স্নান উপবেশন শয়ন প্রভৃতি সমুদায় অবস্থাতেই অনন্যচিত্ত শিশুপালের চিত্ত হইতে সেই প্রফুল্ল অমল-কমলদল-সদৃশ-লোচনযুগল-সুশোভিত অত্যুজ্জ্বল পীতবসনধারী সুবিমল-কিরীট-কেয়ূর-কটক প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত উদার পীবর বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র গদা খড়্গধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি ক্ষণমাত্রও অন্তর্হিত হয় নাই।[৮] শিশুপাল যখন আক্রোশ পূর্ব্বক পুনঃপুন কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল ও তজ্জন্য যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিল, সেই সময় ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার বিনাশের নিমিত্ত চক্র নিক্ষেপ করিলেন। পরে শিশুপাল, সেই চক্রের কিরণাবলী দ্বারা সমুজ্জ্বল অক্ষয় তেজঃস্বরূপ পরম-

* অতিপ্ররূঢ়-বৈরানুভাবাৎ ইত্যপি পাঠঃ।

† অপগতরাগদ্বেষাদিদোষ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতঃ। তেন তৎ-স্মরণ-দগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতৈবান্তমুপনীতঃ তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতৎ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ* সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদি-দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যক্ ভক্তি-মতাম্ ॥১০॥

বসুদেবস্যানকদুন্দুভেঃ পৌরবী-রোহিণী-মদিরা-ভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা-বহ্ব্যঃ পত্ন্যোঽভবন্ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ রাগদ্বেষাদি দোষ পরিশূন্য ভগবান্‌কে দেখিতে পাইল।[৯] এই সময়েই শিশুপাল ভগবানের চক্র দ্বারা দেহ পরিত্যাগ করিল। যে ক্ষণে ভগবান্ কৃষ্ণের স্মরণ দ্বারা তাহার সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইল, সেই ক্ষণেই ভগবান্ তাহার মস্তক ছেদন করেন। এই কারণেই শিশুপাল পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই তোমার নিকট সমুদায় কহিলাম। যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করে বা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে সমুদায় সুরাসুরের দুর্লভ মোক্ষরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি উত্তম ভক্তি-যুক্ত হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও তাঁহাকে স্মরণ করিলে যে মুক্তি লাভ করে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।[১০]

আনকদুন্দুভি বসুদেবের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম——পৌরবী অর্থাৎ পুরুবংশসম্ভূতা রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা,

* অয়ং হি ভগবাম কীর্ত্তিত ইতি বা পাঠ্যম্।

বলভদ্র-শারণ-শঠ-দুর্ম্মদাদীন্ পুত্রান্ রোহিণ্যামানকদুন্দুভিরুৎপাদয়ামাস। বলভদ্রোঽপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ। মার্ষ্টি-মার্ষ্টিমচ্ছিশি-শিশু-সত্যধৃতি-প্রমুখাঃ * শারণস্যাত্মজাঃ। ভদ্রাশ্ব-ভদ্রবাহু-দুর্দ্দম-ভূতাদ্যা রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ ॥ ১২ ॥

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা মদিরায়াস্তনয়াঃ। ভদ্রায়াশ্চোপনিধি-গদাদ্যাঃ। বৈশাল্যা চ কৌশিকমেকমজনয়দানকদুন্দভিঃ। দেবক্যামপি কীর্ত্তিমৎ-সুষেণোদাপি-ভদ্রসেন-ঋজুদাস-ভদ্রদেহাখ্যাঃ † ষট্ পুত্রা জজ্ঞিরে ॥ ১৩ ॥

দেবকী প্রভৃতি।[১১] আনকদুন্দুভি হইতে, রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্মদ প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইল। বলভদ্র হইতে রেবতীর গর্ভে দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহাদের নাম—নিশঠ ও উল্মুক। শারণের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল; তাহাদের নাম—মার্ষ্টি, মার্ষ্টিমান্, শিশী, শিশু ও সত্যধৃতি। ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্দ্দম (দুর্গম) ও ভূত প্রভৃতি ইঁহারা রোহিণীর বংশে উৎপন্ন।[১২] মদিরার পুত্রগণের নাম—নন্দ উপনন্দ কৃতক প্রভৃতি। ভদ্রার পুত্রগণের নাম—উপনিধি গদ প্রভৃতি। বসুদেবের বৈশাল্যা নাম্নী পত্নী, একটীমাত্র পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। আনকদুন্দুভি হইতে দেবকীর গর্ভে প্রথম ছয়টী

---

[১১] প্রভৃতি শব্দ থাকাতে পিণ্ডার ও কোষীমর, এই দুই জন লক্ষিত হইতেছেন। রোহিণীর বংশে উৎপন্ন অর্থাৎ রোহিণীর গর্ভজাত। হরিবংশে কথিত আছে, রোহিণীর দশটী পুত্র। তাঁহাদের নাম——বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্ম্মদ, ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্দ্দম, ভূত, পিণ্ডার ও কোষীমর।[১২]

* মার্ষ্টি ইত্যত্র মর্ষি ইতি, শিশি ইত্যত্র দিশি ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে

† ভদ্রদেহ ইত্যত্র ভদ্রদেব ইতি বা পঠ্যতাম্।

তাংশ্চ সর্ব্বানেব কংসো ঘাতিতবান্। অনন্তরঞ্চ সপ্তমং গর্ভমর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা যোগনিদ্রা রোহিণ্যা জঠরমপকৃষ্য নীতবতী ॥ ১৪ ॥

কর্ষণাচ্চাসাবপি সঙ্কর্ষণাখ্যামবাপ ॥ ১৫ ॥

ততঃ সকলজগন্মহাতরুমূলভূতো ভূতাতীত-ভবিষ্যাদি-সকলসুরাসুর-মুনি-মনুজ-মনসামপ্য-* গোচরোঽব্জভবপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈশ্চ প্রণম্যাবনিভারাবতারণায় প্রসাদিতো ভগবাননাদিমধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ ॥ ১৬ ॥

পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম——কীর্ত্তিমান্, সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ।[১৩] কংস এই ছয়টী পুত্রকেই বিনাশ করিয়াছিল। অনন্তর একদা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবৎ-প্রেরিতা যোগনিদ্রা দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে স্থাপন করিলেন।[১৪] এই সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ আকর্ষণ হেতু বলভদ্র সঙ্কর্ষণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১৫]

অনন্তর যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ মহাবৃক্ষের মূলস্বরূপ, দেব অসুর মুনি মনুষ্য প্রভৃতি অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্য সমুদায় জীবগণেরও যিনি মনের অগোচর, যাঁহার আদি মধ্য অন্ত কিছুই বিনির্ণয় হয় না, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া ভূভার অবতারণের নিমিত্ত (প্রার্থনা করিলে) তিনি দেবকী গর্ভে অব-

কংস যখন দেবকীগর্ভসম্ভূত পুত্রগণকে বিনাশ করে, তখন তাঁহাদের নামকরণ হয় নাই, সুতরাং ইহারা পূর্ব্ব জন্মের নামেতেই বিখ্যাত। ১৩

*মুনিজনমনসাপি ইতি পাঠো ন প্রামাণিকঃ।

তৎপ্রসাদবিবর্দ্ধিতমানাভিমানা চ যোগনিদ্রা নন্দ-গোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী ॥ ১৭ ॥

* সুপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিভয়ং সুস্থ-মানসমখিলমেবৈতৎ জগদপাস্তাধর্ম্মমভবৎ তস্মিংশ্চ পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে ॥ ১৮ ॥

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতৎ সন্মার্গবর্ত্তি জগদ-ক্রিয়ত। ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্ত্যলোকেঽবতীর্ণস্য ষোড়শ-সহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্। তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ। তাসু চাষ্টাযুতানি লক্ষঞ্চ পুত্ত্রাণাং ভগবানখিলমূর্ত্তিরনাদিমানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তীর্ণ হইলেন।[১৬] অনন্তর ভগবানের প্রসাদে যোগনিদ্রার সম্মান ও মহিমা বর্দ্ধিত হইলে ঐ যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠান করিলেন।[১৭]

পরে ভগবান্ পুণ্ডরীকনয়ন, যখন জন্ম পরিগ্রহ করেন, তৎ-কালে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিল না, সমুদায় জগতের অধর্ম্ম নিরাকৃত হইল, সকলেই সুস্থ-হৃদয় হইলেন।[১৮] অনন্তর ভগবান্ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সমুদায় লোককেই সন্মার্গবর্ত্তী করিয়াছিলেন। এই মর্ত্ত্য লোকে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ষোড়শ সহস্র এক শত একটী দার পরি-গ্রহ করেন। এই সকল পত্নীর মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ব-বতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটটী রমণীই প্রধান। অখিলমূর্ত্তি

---

* সুপ্রসন্নেত্যাদ্য পূর্ব্বং তদারভ্য ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

তেষাঞ্চ প্রদ্যুম্ন-চারুদেষ্ণ-* সাম্বাদয়স্ত্রয়োদশ প্রধানাঃ[১] প্রদ্যুম্নো হি রুক্মিণস্তনয়াং ককুদ্বতীং নামোপযেমে। তস্যামস্যানিরুদ্ধো জজ্ঞে। অনিরুদ্ধোঽপি রুক্মিণ এব পৌত্রীং সুভদ্রাং নামোপযেমে। তস্যামস্য বজ্রোঽভবৎ। বজ্রস্য প্রতিবাহুঃ, তস্যাপি সুচারুঃ। এবমনেকশতসাহস্রপুরুষসঙ্খ্যস্য † যদুকুলস্য পুরুষসংখ্যা বর্ষশতৈরপি জ্ঞাতুং ন শক্যতে। যতো হি শ্লোকাবত্র চরিতার্থৌ ॥ ২০॥

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।

ভগবান্ অনাদি কৃষ্ণ, এই সকল পত্নীতে এক লক্ষ অশীতি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।[১৯] এই সমস্ত পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান।

প্রদ্যুম্ন, রাজা রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করিলেন। পরে ঐ ককুদ্বতীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করেন। অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ হইতে সুভদ্রার গর্ভে বজ্রনামক পুত্র উৎপন্ন হইল। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। যদু-কুলে এইরূপ অনেক শত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইঁহা-দের সংখ্যা ও নাম শত বৎসরেও পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এ স্থলে দুইটীমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।[২০] যথা—

যদুবংশীয় কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত যে সকল গৃহাচার্য্য

* চারুদেষ্ম ইতি পাঠান্তরম্।

† পুরুষসঙ্খ্যস্য ইতি প্রামাণিকঃ পাঠঃ

কুমারাণাং গৃহাচার্য্যাশ্চাপযোগ্যাসু যে রতাঃ(১)॥২১
সঙ্খ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতং লক্ষেণাস্তে 'শতাধিকম্ (১)॥ ২২॥
দেবাসুরহতা যে তু দৈতেয়াঃ সুমহাবলাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু জনোপদ্রবকারিণঃ॥ ২৩॥
তেষামুৎসাদনার্থায় ভুবি দেবো যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণঃ কুলশতং যত্রৈকাভ্যধিকং দ্বিজ ॥২৪॥
বিষ্ণুস্তেষাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য বভূবুঃ সর্ব্বযাদবাঃ॥ ২৫॥

গৃহে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরই সঙ্খ্যা তিন কোটি অষ্টাশীতি লক্ষ। ঈদৃশ স্থলে কোন্ ব্যক্তি মহাত্মা যদুবংশীয়দিগের সংখ্যা করিতে সমর্থ হইবে।[২১] এই বংশে এক পদ্ম দশ কোটি এক শত পুরুষই বর্ত্তমান ছিল। মহাবল পরাক্রান্ত যে সকল দৈত্য দেবাসুর সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মনুষ্য-লোকে উৎপন্ন হইয়া সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে।[২২] দেব বিষ্ণু ঐ মনুষ্যরূপী দৈত্যদিগকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে যদুকুলে অবতীর্ণ হইলেন। এই যদু-বংশ একাধিক শত অংশে বিভক্ত হইয়াছিল।[২৩] যদুবংশীয় সমুদায় ব্যক্তিই বিষ্ণুকে মান্য করিত এবং বিষ্ণুই ঐ বংশের সকলের প্রভু। যাদবগণ সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিত।[২৪]

যে ব্যক্তি এই বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের উৎপত্তির বিবরণ সর্ব্বদা

* চাপযোগ্যাস্ত্র পারগা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† লক্ষণাস্তে সদাহুক ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

প্রসূতিং বৃষ্ণিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা।
স সর্ব্বপাতকৈর্মুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রবণ করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হইবেন।[২৫]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যেষ সমাসতস্তে কথিতঃ; তুর্ব্বসোর্ব্বংশমবধারয় ॥ ১ ॥

তুর্ব্বসোর্ব্বহ্নিরাত্মজঃ, বহ্নের্গোভানুঃ, ততশ্চ ত্রৈশাম্বঃ, তস্মাচ্চ করন্ধমঃ, তস্মাদপি মরুত্তঃ, * সোঽনপত্যোঽভবৎ। ততশ্চ পৌরবং দুষ্মন্তং পুত্ত্রমকল্পয়ৎ।

পরাশর কহিলেন। এই তোমার নিকট সংক্ষেপে (যদুবংশ) কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুর্ব্বসুর বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।[১]

তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু, গোভানুর পুত্র ত্রৈশাম্ব, (ত্রৈশানু) ত্রৈশাম্বের পুত্র করন্ধম, করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। মরুত্তের সন্তান না হওয়াতে তিনি দুষ্মন্ত নামক পুরু-

* মরুত্ত নিঃসন্তান হওয়াতে দুষ্মন্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্লোক দ্বারা অনুমিত হইতেছে, যযাতি তুর্ব্বসুকে রাজ্যানর্হ স্বরূপ শাপ দিয়া এইরূপ শাপও দিয়াছিলেন যে, তোমার বংশ থাকিবে না। ২

এবং যযাতিশাপাৎ তদ্বংশঃ পৌরবং বংশমাশ্রিতবান্ ॥ ২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বংশীয় রাজকুমারকে পুত্র কল্পনা করিলেন। যযাতির শাপ হেতু তুর্ব্বসুর বংশ এইরূপে পুরুবংশ আশ্রয় করিয়াছে।[২]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ ॥ ১ ॥

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান্ নাম,* তদাত্মজো গান্ধারঃ, ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাৎ ধৃতঃ, ধৃতাৎ দুর্গমঃ, ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতম্ অধর্ম্মবহুলানাং ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর কহিলেন। দ্রুহ্যের পুত্র বভ্রু।[১] বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্ (আনদ্ধ বা আরব্ধান্) আরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত, ধৃত হইতে দুর্গম, দুর্গম হইতে প্রচেতাঃ উৎপন্ন হইলেন। প্রচেতার এক শত পুত্র হইয়াছিল। ইহারা সকলেই উদীচ্য প্রভৃতি দেশে অধর্ম্ম-নিরত ম্লেচ্ছ জাতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিল।[২] *

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* আনদ্ধ ইতি আরব্ধান্ ইতিচ আরদ্বান্ ইত্যস্য নামান্তরং পুস্তকান্তরে লভ্যতে।

যযাতির শাপ অনুসারে প্রচেতার পুত্রেরা ম্লেচ্ছ দেশে রাজত্ব করিয়া ম্লেচ্ছ-সংসর্গে ম্লেচ্ছ হইয়াছিল।২

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যযাতেশ্চতুর্থস্য পুত্রস্য অনোঃ সভানর-চাক্ষুষ-পরমেক্ষু-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ* । সভানরপুত্রঃ কালানরঃ, কালানরাৎ সৃঞ্জয়ঃ, সৃঞ্জয়াৎ পুরঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ জনমেজয়ঃ, ততো মহামণিঃ,† তস্মাৎ চ মহামনাঃ, তস্মাদপ্যুশীনর-তিতিক্ষূ দ্বৌ পুত্রৌ উৎপন্নৌ।

পরাশর কহিলেন। যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর তিনটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম——সভানর, চাক্ষুষ, (চক্ষু) ও পরমেক্ষু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানর হইতে সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয় হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে জনমেজয়, জনমেজয় হইতে মহামণি, (মেহশাল) মহামণি হইতে মহামনাঃ উৎপন্ন হইলেন। মহামনার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের নাম

---

* চাক্ষুষেত্যত্র চক্ষুরিতি পাঠান্তরম্।

† মহামণিরিত্যত্র মেহশাল ইতি বা পাঠঃ।

উশীনরস্যাপি শিবি-নৃগ-নর-কৃমি-খর্ব্বাখ্যাঃ* পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ। বৃষদর্ভ-সুবীর-কৈকেয়-মদ্রকাশ্চত্বারঃ† শিবি-পুত্রাঃ। তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো হেমঃ, হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম-পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত ॥ ১ ॥

উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনর হইতে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, (বল) কৃমি ও খর্ব্ব (দারু বা দরু বা দার্ব্ব বা দর্ব্ব)। শিবির চারিটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, (শরীর) কৈকেয় ও মদ্রক।

তিতিক্ষুর একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহার নাম—উষদ্রথ (রুষদ্রথ)। উষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপাঃ, সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হইলেন। এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা, পাঁচটী ক্ষত্রিয়কুমার উৎপাদন করিলেন। এই ক্ষত্রিয়বালকেরা (বলির ক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া) সকলেই বালেয় নামে বিখ্যাত হইলেন।[১] ইঁহাদের নাম——অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র।

* নর ইত্যত্র বল ইতি, খর্ব্ব ইত্যত্র দারু, দরু, দার্ব্ব, দর্ব্ব ইতি চ পুস্তকান্তরেষু নামান্তরম্।

† সুবীর ইত্যত্র শরীর ইতি পাঠান্তরম্।

১। বলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ তৎপত্নীর গর্ভে। ক্ষেত্র শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও পরকীয় বীজে সন্তান হইল তথাপি ক্ষেত্র বলির অধিকৃত বলিয়া সন্তান বলিরই অধিকৃত হইল সুতরাং তাহারা বালেয় নামে বিখ্যাত হয়। পূর্ব্বকালে সন্তান না হইলে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া তদ্দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইবার রীতি প্রচলিত ছিল। অর্থ দান করাতে বীজ ক্রয় করা সিদ্ধ হইত।

তন্নামসন্ততিসংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥২॥

অঙ্গসুতঃ পারঃ,* ততো দিবিরথঃ,† তস্মাৎ ধর্ম্ম-রথঃ, ততঃ চিত্ররথঃ। রোমপাদসংজ্ঞো যস্য পুত্রো দশরথো জজ্ঞে। যস্মৈ অজপুত্রো দশরথঃ শান্তাং নাম কন্যামনপত্যায় দুহিতৃত্বে যুযোজ ॥৩॥

রোমপাদাচ্চ তুরঙ্গঃ, তস্মাচ্চ পৃথুলাক্ষঃ, তত-শ্চম্পঃ। যশ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥ ৪ ॥

অঙ্গের বংশীয়েরা অঙ্গ নামে, বঙ্গের বংশীয়েরা বঙ্গ নামে, কলিঙ্গের বংশীয়েরা কলিঙ্গ নামে, সুহ্মের বংশীয়েরা সুহ্ম নামে এবং পুণ্ড্রের বংশীয়েরা পুণ্ড্র নামে বিশ্রুত হইল। পরে ইঁহা-দের নামানুসারে ইঁহাদের অধিকৃত পাঁচটী দেশ ঐ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[২]

অঙ্গের পুত্র পার, (পালন) পার হইতে দিবিরথ, (দিব্যরথ) দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ, ধর্ম্মরথ হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে রোমপাদ উৎপন্ন হইলেন। রোমপাদের আর একটী নাম দশরথ। দশরথের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই। অজ রাজার তনয় দশরথ এই দশরথকে অপুত্র দেখিয়া শান্তা নাম্নী স্বীয় তনয়াকে তাঁহার পুত্রিকা করিয়া দিলেন।[৪]

* পার ইত্যত্র পালন ইতি বা পঠনীয়ম্।

† দিব্যরথ ইতি নামান্তরম্।

এইরূপে পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। তৎকালের লোকে ইহা ধর্ম্ম বলিয়াই মান্য করিত। এমন কি নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তানার্থ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত না করিলে পাপস্পর্শ হইত। পরশুরাম যখন সমুদায় ক্ষত্রিয় সংহার করিয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণ সংসর্গে সন্তান প্রসব করাতে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়দিগের আবির্ভাব হইল।[২]

চম্পাস্য হর্য্যঙ্গঃ, ততো ভদ্ররথঃ, বৃহদ্রথঃ, বৃহৎকর্ম্মা চ। বৃহৎ-কর্ম্মণশ্চ বৃহদ্ভানুঃ, তস্মাদ্ বৃহন্মনাঃ, ততো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্তু ব্রহ্মক্ষত্রান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং* বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥৫॥

বিজয়শ্চ ধৃতিং পুত্রমবাপ। তস্যাপি ধৃতব্রতঃ পুত্রোঽভূৎ। ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মণস্তু অধিরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গাং গতো মঞ্জূষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ ॥ ৬ ॥

রোমপাদের দ্বিতীয় পুত্রের নাম তুরঙ্গ। তুরঙ্গের পুত্র পৃথু-লাক্ষ, পৃথুলাক্ষ হইতে চম্প উৎপন্ন হইলেন। এই চম্প চম্পা নাম্নী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪] চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ, হর্য্যঙ্গ হইতে ভদ্ররথ, ভদ্ররথ হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মা হইতে বৃহদ্ভানু, বৃহদ্ভানু হইতে বৃহন্মনা, বৃহন্মনা হইতে জয়দ্রথ, (জয়দ্রথ হইতে ব্রহ্মক্ষত্র, ব্রহ্মক্ষত্র হইতে তালজঙ্ঘ) উৎপন্ন হইলেন। এই জয়দ্রথ (বা তালজঙ্ঘ) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী সূতজাতীয়া পত্নীতে বিজয় নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।[৫]

(সূত জাতীয়) বিজয়ের একটী পুত্র হইল। তাহার নাম ধৃতি। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রত হইতে সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মা হইতে অধিরথ উৎপন্ন হইলেন। এই অধিরথ, একদা গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়া মঞ্জূষার মধ্যস্থিত একটী কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

* জয়দ্রথাৎ ব্রহ্মক্ষত্রঃ, ততস্তালজঙ্ঘঃ সম্ভূত্যাং পত্ন্যাম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কর্ণাদ্বৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥৭॥
অতশ্চ পুরোর্ব্বংশং শ্রোতুমর্হসীতি ॥৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই কুমার কুন্তীর অপবিদ্ধ পুত্র*। ইহার নাম কর্ণ।[৬] কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইঁহারা অঙ্গের বংশীয়।[৭] অতঃপর পুরুর বংশাবলী শ্রবণ কর।[৮]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

৬। মঞ্জুষা——পেটক। মাতা কলঙ্কভয়ে বা অন্য কারণে প্রসব করিয়াই যে সন্তানকে পরিত্যাগ করে, তাহার নাম অপবিদ্ধ পুত্র।৬

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

পুরোর্জ্জনমেজয়ঃ পুত্রঃ, তস্যাপি প্রচিন্বান্, প্রচিন্বতঃ প্রবীরঃ,* তস্মান্মনস্যুঃ, মনস্যোশ্চাভয়দঃ,† তস্যাপি সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তস্য সম্পাতিঃ, সম্পাতেরহম্পাতিঃ, ততো রৌদ্রাশ্বঃ। ঋতেয়ুঃ,-কৃতেয়ুঃ,-কক্ষেয়ুঃ,-স্থণ্ডিলেয়ুঃ,-ধৃতেয়ুঃ,-জলেয়ুঃ,--স্থলেয়ুঃ,--সন্ততেয়ুঃ,-ধনেয়ুঃ,-বনেয়ুঃ,-নামানো ‡ রৌদ্রাশ্বস্য দশাত্মজা বভূবুঃ॥ ১॥

পরাশর কহিলেন। পুরুর পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্, প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীর হইতে মনস্যু, মনস্যু হইতে অভয়দ, অভয়দ হইতে সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্ন হইতে বহুগব, বহুগব হইতে সম্পাতি, সম্পাতি হইতে অহম্পাতি, অহম্পাতি হইতে রৌদ্রাশ্ব উৎপন্ন হইলেন। রৌদ্রাশ্বের দশটী পুত্র

---

* প্রচিন্বান্, প্রচিন্বতঃ প্রবীর ইতি পাঠান্তরম্।

† মনস্যোশ্চ ভয়দ ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ ধৃতেয়ুরিত্যত্র ঘৃতেয়ু রিতি, ধনেয়ুরিত্যত্র ধর্ম্মেয়ুরিতি, বনেয়ুরিত্যত্র রমেয়ুরিতি পাঠান্তরম্।

ঋতেয়ো-রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুম্ অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রানবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ, তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরৈলিনঃ, ততো* দুষ্মন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ। দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ। যন্নামহেতুর্দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে।

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥ ২॥

উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ধৃতেয়ু, (ব্রতেয়ু) জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, (ধর্ম্মেয়ু) ও বনেয়ু, (রমেয়ু)।[১] ঋতেয়ুর একটী পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম রন্তিনার। রন্তিনারের তিনটী পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্ব হইতে মেধাতিথি উৎপন্ন হইলেন। এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

তংসুর পুত্র ইলিন (ঐলিন)। ইলিন হইতে দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দুষ্মন্তের পুত্রের নাম ভরত। ভরত, রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। (দুষ্মন্ত গর্ভবতী শকুন্তলাকে

* ইলিনশ্চ তংসোঃ পুত্রো বভুব। ইলিনস্য ইতি বা পাঠঃ।

১। এই মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষ্য, মনুভাষ্য ও অন্যান্য অনেকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি যদিও ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন, তথাপি কর্ম্মানুসারে ইঁহার বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কএক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিতও এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।১

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব ! যমক্ষয়াৎ ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ৩ ॥
ভরতস্য চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রাঃ ইত্যভিহিতাস্তন্মাতরো জঘ্নুঃ পরিত্যাগভয়াৎ ॥ ৪ ॥

পরিত্যাগ করাতে আকাশবাণীতে) দেবগণ যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই (সেই গর্ভসম্ভূত কুমারের) ভরত এই নাম হইয়াছে। (শ্লোকার্থ যথা)—মাতা ভস্ত্রা স্বরূপ অর্থাৎ চর্ম্মময় আধারবিশেষ। পুত্র পিতারই অধিকৃত। যিনি পুত্র উৎপাদন করেন, তিনিই পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। অতএব দুষ্মন্ত ! পুত্রের ভরণ (প্রতিপালন) কর। শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না।[২]

নরনাথ ! ঔরস পুত্র, পিতাকে যমালয় হইতে দেবলোকে প্রেরণ করে। তুমি এই শকুন্তলাতে গর্ভাধান করিয়াছ। শকুন্তলা সত্য বাক্যই বলিতেছে। ৩

ভরতের পত্নীদিগের গর্ভে নয়টী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। (সম্রাট্ ভরত পুত্র দর্শন করিয়া) বলিয়াছিলেন যে, ইহারা আমার অনুরূপ হয় নাই। রাজমহিষীরা এই কথা শুনিয়া, পাছে

২। হরিবংশে কথিত আছে, মেধাতিথির একটী কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যার নাম ইলা। তংসু স্বীয় সোদরের প্রপৌত্রী এই ইলাকে বিবাহ করিলেন। ইলা নারী হইয়াও বিদ্যাবতী ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ইনি নিয়ত বেদ পাঠ করিতেন। বায়ুপুরাণে ও মৎস্য পুরাণে কথিত আছে যে, যমের কন্যার নাম ইলিনা। তংসু ইলিনাকে বিবাহ করেন। তংসু হইতে ইলিনার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম ইলিন। লিপিকর প্রমাদে অনেক প্রাচীন পুস্তকে ইলিন এই নামের পরিবর্ত্তে ঐতিল, এইরূপ রূপান্তর হইয়াছে।২

ততোঽস্য পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎস্তোম-যাজিনো দীর্ঘতমসা পার্ষ্ণ্যপাস্ত-বৃহস্পতি-বীর্য্যাদুতথ্য-পত্নী-মমতা-সমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ * পুত্রো মরুদ্ভি-র্দত্তঃ ॥ ৫ ॥

তস্যাপি নামনির্ব্বচনশ্লোকঃ পঠ্যতে ॥ ৬ ॥

রাজা (ব্যভিচারাশঙ্কায় তাঁহাদিগকে) পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে সেই কুমারদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।[৪] এইরূপে সম্রাট্ ভরতের পুত্রোৎপত্তি নিষ্ফল হওয়াতে তিনি পুত্রার্থী হইয়া মরুৎস্তোম যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভস্থিত দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক পদদ্বারা বৃহস্পতির বীর্য্য নিঃসারিত হওয়াতে (ভূমিতে) ভরদ্বাজ নামে যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই পুত্র আনিয়া মরুদ্গণ, সম্রাট্কে প্রদান করিলেন।[৫] এস্থলে ঐ ভরদ্বাজ নামের ব্যুৎপাদক একটী শ্লোক পঠিত হইয়াথাকে। (যথা)[৬]—

* ভরদ্বাজাখ্যো নাম ইতি বহুষু পুস্তকেষু পঠ্যতে।

৫। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম উতথ্য। উতথ্যেরপত্নীর নাম মমতা। এক দিন বৃহস্পতি কামাভিভূত হইয়া বল পূর্ব্বক মমতার ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। এই সময় মমতা গর্ভবতী ছিলেন। যে সময় রেতঃস্খলন হয়, সে সময় গর্ভস্থ বালক বিবেচনা করিল যে, এই গর্ভে আর একটী সন্তান উৎপন্ন হইলে আমার স্থানসঙ্কোচ ও কষ্ট হইবে। গর্ভস্থ বালক এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া পদাঘাত দ্বারা সেই শুক্র গর্ভ হইতে অপসারিতাকরিল। শুক্র নিঃসৃত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। মহর্ষি বৃহস্পতির বীর্য্য ত ব্যর্থ হইবার নহে; সুতরাং সেই ভূমিতেই একটি অপূর্ব্ব কুমার উৎপন্ন হইল। তখন বৃহস্পতি কোপাবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ বালককে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি জন্মান্ধ হইবে। এই শাপে সেই গর্ভস্থ ঋষিকুমার দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত অন্ধ হইয়াছিলেন। ৫

৬। ব্যুৎপাদক অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভরদ্বাজ এই নামের ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ) অবগত হইতে পারা যায়। ৬

মূঢ়ে! ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে!।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্॥৭॥ ইতি।
ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ, ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ॥ ৮॥

বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ*। বৃহৎক্ষত্র-মহাবীর্য্য-নর-গর্গাদ্যাভবন্মন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সংকৃতিঃ, সংকৃতে-রুচিরধী-রন্তিদেবৌ†। গর্গাচ্ছিনিঃ, ততো

(মমতা কহিলেন) বৃহস্পতে! দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন এই শিশুকে তুমি পালন কর। (বৃহস্পতি কহিলেন) মূঢ়ে! এই বালক, তুমি ও আমি, দুই জন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে তুমিই ভরণ পোষণ কর। পিতা ও মাতা (বৃহস্পতি ও মমতা) পরস্পর এই কথা বলিয়া (সন্তানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক) চলিয়া গেলেন। ইহাতেই সেই বালক ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[৭]

ভরতের পুত্রোৎপত্তি বিতথ হওয়াতে মরুদ্গণ, ঐ ভরদ্বাজকে আনিয়া তাঁহার পুত্র করিয়া দিলেন। এই নিমিত্তই ঐ ভরদ্বাজ বিতথ নামে বিখ্যাত হন।[৮] বিতথের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম ভবন্মন্যু (ভুমন্যু)। ভবন্মন্যুর অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ প্রভৃতি।

নরের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম সংকৃতি। সংকৃতির দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—রুচিরধী (গুরুধি) ও রন্তিদেব।

* ভুমন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† গুরুধী-রন্তিদেবৌ ইতি বা পাঠঃ॥

গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ* ॥৯॥

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণ-পুষ্করিণৌ† কপিলশ্চ, পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাদ্বিপ্রতামুপজগাম। বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ়-দ্বিমীঢ়-পুরুমীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ।‡ অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥

গার্গের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।[৯]

মহাবীর্য্য হইতে উরুক্ষয় নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। উরুক্ষয়ের তিনটী পুত্র জন্মে; তাহাদের নাম ত্রয্যারুণ, পুষ্করী (পুষ্করিণ্য) ও কপিল (কপি)। এই তিন পুত্রই 'পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই হস্তীই হস্তিনাপুর নামে নগর স্থাপন করেন। হস্তীর তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় (পুরমীঢ়)। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্ব হইতে মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মেধাতিথির বংশীয়েরাও

* শিনিরিত্যত্র শিনিবিতি, শৈন্যা ইত্যত্র শৈল্যা ইতি পাঠান্তরম্।

† ত্রয্যারুণ-পুষ্করিণ্যৌ ইতি বা পাঠঃ।

‡ পুরুমীঢ় ইত্যত্র পুরমীঢ় ইতি পাঠান্তরম্।

গার্গ্য অর্থাৎ গর্গবংশীয়। শৈন্য অর্থাৎ শিনির বংশে সমুৎপন্ন। ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ৯

অজমীঢ়স্যান্যঃ পুত্রো বৃহদিষুঃ, বৃহদিষোর্বৃহদ্বসুঃ*, ততশ্চ বৃহৎকর্ম্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ। ততোঽপি বিশ্বজিৎ, ততশ্চ সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব-কাশ্য-দৃঢ়ধনু-র্ব্বৎস-হনু-সংজ্ঞাঃ সেনজিতঃ পুত্রাঃ। রুচিরাশ্বতঃ পৃথুসেনঃ, তস্মাৎ পারঃ, পারাৎ নীপঃ। তস্যৈকশতং পুত্রাণাম্, তেষাং প্রধানঃ কাম্পিল্যাধিপতিঃ সমরঃ ॥ ১১ ॥

কাণ্বায়ন নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।[১০] অজমীঢ়ের আর একটী পুত্রের নাম বৃহদিষু। বৃহদিষুর একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম বৃহদ্বসু। বৃহদ্বসুর পুত্র বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মা হইতে জয়দ্রথ, জয়দ্রথ হইতে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ হইতে সেনজিৎ উৎপন্ন হইলেন। সেনজিতের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের নাম—রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ, বৎস ও হনু।

রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের পুত্র নীপ, নীপের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই এক শত পুত্রের মধ্যে কাম্পিল্য নগরের অধিপতি সমরই সর্ব্বপ্রধান।[১১]

---

* বৃহদ্ধনুরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

১০। কেহ কেহ বলেন, হস্তিনাপুর এক্ষণে দিল্লী ও পরিক্ষিৎ গড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু ইহার এক বিংশতি অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, পরিক্ষিতের বংশীয় রাজা নৃচক্ষুর অধিকার কালে হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হওয়াতে নৃচক্ষু, কৌশাম্বী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এক্ষণেও দিল্লীর সমীপবর্ত্তী গঙ্গার গর্ভে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাতে হস্তিনা পুর যে গঙ্গার গর্ত্তে গিয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। ১০

১০। অজমীঢ় হইতে আজমীর হইয়াছে।

সমরস্যাপি পার-সম্পার-সদশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুকৃতিঃ, সুকৃতের্বিভ্রাজঃ, ততশ্চানুহঃ। স চ শুকদুহিতরং কীর্ত্তিং নামোপযেমে॥ ১২॥

অনুহাৎ ব্রহ্মদত্তঃ, ততো বিশ্বক্সেনঃ, তস্যোদকসেনঃ, ততো ভল্লাটঃ, তস্যাত্মজো দ্বিমীঢ়ঃ, দ্বিমীঢ়স্য যবীনর-সংজ্ঞঃ, তস্যাপি ধৃতিমান্, ততঃ সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ সুপার্শ্বঃ, ততঃ সুমতিঃ, ততশ্চ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ কৃতোঽভূৎ। যং হিরণ্য-

সমরের তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রত্রয়ের নাম—পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে সুকৃতি, সুকৃতি হইতে বিভ্রাজ, বিভ্রাজ হইতে অনুহ উৎপন্ন হইলেন। এই অনুহ, শুকের কন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[১২]

অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, ব্রহ্মদত্ত হইতে বিশ্বক্সেন, বিশ্বক্সেন হইতে উদকসেন, উদকসেন হইতে ভল্লাট, ভল্লাট হইতে দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ় হইতে যবীনর, যবীনর হইতে ধৃতিমান্, ধৃতিমান্ হইতে সত্যধৃতি, সত্যধৃতি হইতে দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমি হইতে সুপার্শ্ব, সুপার্শ্ব হইতে সুমতি, সুমতি হইতে সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ হইতে কৃত নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হিরণ্যনাভ, ইঁহাকে

১২। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে, পরাশর-পুত্র ব্যাস হইতে অরণীতে শুকদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুকের ভগিনীর নাম পীবরী। শুক হইতে বেদব্যাস-দুহিতা পীবরীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণের নাম কৃষ্ণ, গৌরপ্রভু, শম্ভু, ভূরিশ্রুত ও জয়। কন্যাটীর নাম কীর্ত্তিমতী। কীর্ত্তিমতী যোগিনী ও যোগমাতা ছিলেন। রাজা অনুহ এই কীর্ত্তিমতীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্তের জন্ম হয়। হরিবংশেও প্রায় অবিকল এইরূপ কথিত আছে।

নাভো যোগমধ্যাপয়ামাস। যশ্চতুর্ব্বিংশতিং প্রাচ্যসামগানাং চকার সংহিতাঃ॥ ১৩॥

কৃতাচ্চোগ্রায়ুধঃ। যেন প্রাচুর্য্যেণ নীপক্ষয়ঃ কৃতঃ॥ ১৪॥

উগ্রায়ুধাৎ ক্ষেম্যঃ, তস্মাৎ সুবীরঃ, তস্য নৃপঞ্জয়ঃ, ততো বহুরথঃ। ইত্যেতে পৌরবাঃ। অজমীঢ়স্য নীলিনী নাম পত্নী। তস্যাং নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, * ততশ্চক্ষুঃ, ততো হর্য্যশ্বঃ, তস্মাৎ মুদ্গল-সৃঞ্জয়-বৃহদিষু-প্রবীর-কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণা-

যোগাভ্যাস করাইয়াছিলেন। এই কৃত, প্রাচ্যসামগদিগের চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[১৩]

কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ। এই উগ্রায়ুধ নীপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।[১৪] উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুবীর, সুবীর হইতে নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয় হইতে বহুরথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহারা পুরুবংশীয় রাজা।

অজমীঢ়ের আর এক পত্নীর নাম নীলিনী। অজমীঢ় হইতে নীলিনীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার নাম নীল। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তি হইতে সুশান্তি, সুশান্তি হইতে পুরুজানু, (পুরজানু) পুরুজানু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্য্যশ্ব উৎপন্ন হইলেন। হর্য্যশ্বের পাঁচটী পুত্র। তাঁহাদের নাম—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। হর্য্যশ্ব বলিয়াছিলেন যে, আমার এই পাঁচটী পুত্র, আমার রাজ্যের অন্তর্গত পাঁচটী

*পুরজানুরিতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

য়ালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভিহিতাঃ, অতস্তে পাঞ্চালাঃ॥ ১৫ ॥

মুদ্গালাচ্চ মৌদ্গাল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গালাৎ বৃদ্ধশ্বঃ,* বৃদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসো-ঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ।.শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দো-ঽভবৎ। শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে। সত্যধৃতেস্তু বরাপ্সরসমুর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শর-স্তম্বে পপাত ॥ ১৬ ॥

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ অভবৎ। মৃগয়ামুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্ট্বা কৃপয়া জগ্রাহ ॥ ১৭ ॥

দেশ শাসন করিতে সমর্থ হইবে। হর্য্যশ্ব এই কথা বলিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহার রাজ্য ও তৎপুত্রেরা পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[১৫] মুদ্গাল হইতে মৌদ্গাল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়ের অংশ। মুদ্গালের পুত্র বদ্ধশ্ব (বৃদ্ধশ্ব বা বদ্ধ্যশ্ব) বদ্ধশ্ব হইতে দিবোদাস ও অহল্যা, এই দুইটী পুত্র ও কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। শরদ্বান্ হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ উৎপন্ন হইয়াছেন। শতানন্দের পুত্রের নাম সত্যধৃতি। এই সত্যধৃতি ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন। তিনি একদা উর্ব্বশী নাম্নী প্রধান অপ্সরাকে দর্শন করিয়া (মদন-পরতন্ত্র হইলেন।) তখন তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইল।[১৬] তাহা দুই ভাগ হইয়া পড়াতে দুইটী সন্তান জন্মিল। একটী কুমার ও একটী কুমারী।

এই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি

বদ্ধশ্ব ইতি বদ্ধ্যশ্ব ইতি বা পাঠান্তরম্।

ততঃ স কুমারঃ কৃপঃ, কন্যা চাশ্বত্থাম্নো জননী কৃপী দ্রোণপত্ন্যভবৎ। দিবোদাসস্য মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়োশ্চ্যবনো নাম রাজা, চ্যবনাৎ সুদাসঃ, ততঃ সৌদাসঃ সহদেবঃ, তস্যাপি সোমকঃ, ততো জন্তুঃ শতপুত্রজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ, পৃষতাৎ দ্রুপদঃ, তস্মাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তস্মাৎ ধৃষ্টকেতুঃ। অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষনামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার ॥ ১৮ ॥

ঐ পুত্র ও কন্যাকে অবলোকন করিয়া কৃপাপরতন্ত্র হৃদয়ে উভয়কে গ্রহণ করিলেন।[১৭] (রাজা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন," বলিয়া) পুত্রের নাম কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী হইল। এই কৃপীই পরে দ্রোণের পত্নী হন ও অশ্বত্থামাকে প্রসব করেন।

দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ু হইতে চ্যবন নামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস বা সহদেব, সহদেব হইতে সোমক উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সোমকের একশত পুত্র হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠের নাম জন্তু ও কনিষ্ঠের নাম পৃষত: পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু উৎপন্ন হইলেন।

অজমীঢ়ের আর একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই কুরু, স্বীয় নাম অনুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। পরে (দেব প্রসাদে) ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[১৮]

সুধনু র্জহ্নু পরিক্ষিৎ-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ, তস্মাৎ চ্যবনঃ, চ্যবনাৎ কৃতকঃ, ততশ্চোপরিচরো বসুঃ। বৃহদ্রথ-প্রত্যগ্র-কুশাম্ব-মাবেল্ল-মৎস্য-প্রমুখা বসোঃ পুত্রাঃ সপ্তাজায়ন্ত। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্, তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা, তস্য চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয়জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো নাম। তস্মাৎ সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, *

কুরুর অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম——সুধনুঃ, জহ্নু, পরিক্ষিৎ প্রভৃতি। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতক, কৃতক হইতে উপরিচর বসু উৎপন্ন হইলেন। উপরিচর বসুর সাতটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম——বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল, মৎস্য প্রভৃতি।

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্র হইতে ঋষভ, ঋষভ হইতে পুষ্পবান্, পুষ্পবান্ হইতে সত্যধৃত, সত্যধৃত হইতে সুধন্বা, সুধন্বা হইতে জন্তু উৎপন্ন হইলেন। বৃহদ্রথের আর একটী পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম জরাসন্ধ। জরাসন্ধের যখন জন্ম হয়, তখন দ্বিখণ্ড কুমার প্রসূত হইয়াছিল। পরে জরানাম্নী রাক্ষসী এই খণ্ডদ্বয়ের সন্ধি (সন্ধান) অর্থাৎ সংযোগ করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহার নাম জরাসন্ধ হইয়াছে।

জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেব হইতে সোমাপি, সোমাপি

---

* সোমাশ্ব ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ। ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, চতুর্থেঽংশে ঊনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

হইতে শ্রুতশ্রবার উৎপত্তি হইয়াছিল। ইঁহারা মগধ দেশের রাজা ছিলেন। ১৯

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ঊনবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

১১। রাজা বসু কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ভীত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং কল্পবৃক্ষের কুসুম দ্বারা গ্রথিত এক ছড়া মালা দিয়া কহিলেন, ইহা ধারণ করিলে তোমার শরীরে কোন অস্ত্র বিদ্ধ হইবে না। পরে দিব্য স্ফটিকময় বিমান দিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্য হইয়াও এই দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে পরিভ্রমণ করিবে। তুমি, উপরি বিচরণ করাতে উপরিচর নামে বিখ্যাত হইবে। মহাভারত, আদি।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

পরিক্ষিতো জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

জহ্নোস্তু সুরথো নামাত্মজো বভূব ॥ ২ ॥

তস্য বিদূরথঃ, বিদূরথস্য সার্ব্বভৌমঃ, সার্ব্বভৌমাৎ জয়সেনঃ, তস্মাৎ আরাবী, ততশ্চ অযুতায়ুঃ, অযুতায়োরক্রোধনঃ, তস্মাৎ দেবাতিথিঃ, ততশ্চ ঋক্ষোঽন্যঃ ॥৩॥

ঋক্ষাৎ ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলীপাৎ

পরাশর কহিলেন। (কুরুকুমার) পরিক্ষিতের চারিটী পুত্র। তাঁহাদের নাম—জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। [১]

(কুরুকুমার) জহ্নুর একটী পুত্র হইল। তাহার নাম সুরথ। [২] সুরথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌম হইতে জয়সেন, জয়সেন হইতে আরাবী, আরাবী হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি, দেবাতিথি হইতে দ্বিতীয় ঋক্ষ, [৩] ঋক্ষ হইতে ভীমসেন, ভীমসেন হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে প্রতীপ উৎপন্ন হইলেন। প্রতী-

প্রতীপঃ, তস্যাপি দেবাপি-শান্তনু-বাহ্লীক-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। দেবাপির্বাল্য এবারণ্যং বিবেশ ॥ ৪ ॥

শান্তনুরবনীপতিরভবৎ *। অয়ঞ্চ তস্য শ্লোকঃ পৃথিব্যাং গীয়তে ॥

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ।
শান্তিঞ্চাপ্নোতি যেনাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥৫॥

তস্য শান্তনো-রাষ্ট্রে দ্বাদশ বর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ ॥ ৬ ॥

ততশ্চ অশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা ব্রাহ্মণান্ অপৃচ্ছৎ, ভোঃ! কস্মাৎ অস্মিন্ রাষ্ট্রে দেবো ন বর্ষতি?

পের তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের নাম——দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যাবস্থাতেই বন গমন করিলেন।[৪] শান্তনু ভূপতি হইলেন। ইঁহার বিষয়ে অদ্যাপি একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে।[৫] যথা—

রাজা শান্তনু, যে যে জীর্ণ ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে লোকে প্রধান শান্তি অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্তিরূপ কল্যাণ লাভ করিয়াছিল, বলিয়া তিনি শান্তনু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।[৫]

এই শান্তনুর রাজ্যে দেবরাজ দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ করিলেন না।[৬] যখন এই রাজা দেখিলেন যে, সমুদায় রাজ্য নষ্ট হইতেছে, তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ কিজন্য

* শান্তনুস্তু মহীপালোঽভবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

কো মমাপরাধঃ ? ইতি। তে তম্ ঊচুঃ অগ্রজস্য তেহ-র্হেয়মবনিস্ত্বয়া ভুজ্যতে, পরিবেত্তা ত্বম্, ইত্যুক্তঃ স পুনস্তান্ অপৃচ্ছৎ, কিং ময়া বিধেয়মিতি। তে তম্ ঊচুঃ, যাবৎ দেবাপির্ন পতনাদিভির্দোষৈরভিভূয়তে, তাবৎ তস্যার্হং রাজ্যং, তদলমেতেন তস্মৈ দীয়তাম্, ইত্যুক্তে তস্য মন্ত্রিপ্রবরেণ অশ্মসারিণা তত্রারণ্যে তপস্বিনে* বেদবাদ-বিরোধ-বক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥ ৭ ॥

এই রাজ্যে বৃষ্টি করিতেছেন না ? আমার কি অপরাধ হইয়াছে ? ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কহিলেন, ন্যায়ানুসারে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য এই রাজ্য তুমি ভোগ করিতেছ, অতএব তুমি পরিবেত্তা।* ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে শান্তনু পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য ? ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, যে পর্য্যন্ত দেবাপি পতিত হওয়া প্রভৃতি কোন দোষে অভিভূত না হন, সে পর্য্যন্ত এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। অতএব এ রাজ্যে তোমার অধিকার নাই, তুমি ইহা তাঁহাকেই প্রদান কর। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ কহিলে শান্তনুর প্রধান মন্ত্রী অশ্মসারী, বেদবাদের বিরুদ্ধবাদী কতকগুলি লোককে সেই অরণ্যে তপস্বী দেবাপির নিকট প্রেরণ করিলেন। ৭ তাহারা অতি সরল-হৃদয় রাজকুমারের

* তত্রারণ্যে তপস্বিনঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

৭। দোষশূন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রে বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠকে পরিবেত্তা, জ্যেষ্ঠকে পরিবিন্ন ও ঐ বিবাহের নাম পরিবিত্তি বা পরিবেদন বলে। এরূপ বিবাহে বর কন্যা পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই পাপী ও নিরয়গামী হন। ৭

তৈরপি অতিঋজুমতের্মহীপতিপুত্রস্য বুদ্ধির্বেদ-বিরোধ-মার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত* ॥ ৮ ॥

রাজা চ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্ন-পরিবেদন-শোক-স্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রণীকৃত্য অগ্রজরাজ্যপ্রদানায় অরণ্যং জগাম। তদাশ্রমম্ উপগতাশ্চ তমবনীপতি-পুত্রং দেবাপিমুপতস্থুঃ। তে ব্রাহ্মণা বেদবাদানু-বদ্ধানি বচাংসি রাজ্যমগ্রজেন কর্ত্তব্যমিত্যর্থবন্তি তম্ ঊচুঃ। অসাবপি বেদবাদবিরোধি-যুক্তিদূষিতমনেক-প্রকারং তানাহ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুম্ ঊচুঃ, আগচ্ছ ভো রাজন্! অলমত্রাতিনির্বন্ধেন, প্রশান্ত এবাসাবনাবৃষ্টিদোষঃ, পতিতোঽয়মনাদি-কাল-মহিত--বেদবচন-দূষণোচ্চারণাৎ। পতিতে চ অগ্রজে নৈব পরিবেদ্যং ভবতি, ইত্যুক্তঃ শান্তনুঃ স্বপুরম্ আগত্য রাজ্যমকরোৎ। বেদবাদ-বিরোধি-বচনোচ্চারণ-দূষিতে চ জ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাবখিল-শস্য-নিষ্পত্তয়ে†

মনকে বেদবিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করিল।৮ এ দিকে রাজা শান্তনু, ব্রাহ্মণ-বাক্যানুসারে পরিবেদন-জনিত শোকে অনুতপ্ত-হৃদয় হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা রাজকুমার দেবাপির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা, জ্যেষ্ঠেরই রাজ্য

* বেদবাদ-বিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ইতি বা পাঠঃ।

† জ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ দেবাজ্ঞয়াখিলশস্যনিষ্পত্তয়ে ইতি বা পঠনীয়ম্।

ববর্ষ ভগবান্ পর্জ্জন্যঃ। বাহ্লীকস্য সোমদত্তঃ পুত্রো-ঽভূৎ॥ ৯॥

সোমদত্তস্যাপি ভূরি-ভূরিশ্রবঃ-শলসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ* পুত্রাঃ। শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গায়ামুদারকীর্ত্তিরশেষ-শাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মঃ পুত্রোঽভূৎ। সত্যবত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-

শাসন করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ক বেদবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেবাপিও বেদবাদ-বিরুদ্ধ যুক্তি-বহির্ভূত অনেকপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ শান্তনুকে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যা-গমন কর; এ বিষয়ে নির্বন্ধাতিশয়ে প্রয়োজন নাই। সেই অনাবৃষ্টির কারণস্বরূপ দোষ তিরোহিত হইয়াছে। চিরকাল পূজিত ও সম্মানিত যে বেদবাক্য, তাহার প্রতি দোষারোপ করাতে ইনি পতিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পতিত হয়, তাহা হইলে পরিবেদন-জন্য দোষ ঘটে না। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আদেশ করিলে শান্তনু, স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বেদবাদ-বিরুদ্ধ-বচনোচ্চারণ বশতঃ পতিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বর্ত্তমান থাকিতেও (রাজসিংহাসনারূঢ় শান্তনুর রাজ্যে) নিখিল শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ পর্জ্জন্য জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বাহ্লীকের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম সোমদত্ত। ৯
সোমদত্তের তিনটী পুত্র হইল। তাহাদের নাম—ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল (শল্য)। শান্তনু হইতে সুরনদী গঙ্গার গর্ভে অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ উদারকীর্ত্তি ভীষ্ম জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। শান্তনু, সত্যবতী নাম্নী মহিষীতে আর দুইটী কুমার উৎপাদন করিয়া-

* শল্যসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

বিচিত্রবীর্য্যৌ পুত্রাবজনয়ৎ শান্তনুঃ। চিত্রাঙ্গদস্তু বাল এব চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্ব্বেণাহবে বিনিহতঃ। বিচিত্রবীর্য্যোঽপি কাশিরাজতনয়ে অম্বিকাম্বালিকে উপযেমে। তদুপভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চত্বমগমৎ। সত্যবতী নিয়োগাচ্চ মৎপুত্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মাতুর্ব্বচনমনতিক্রমণীয়ম্ ইতি বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডূ তৎপ্রহিত-ভুজিষ্যায়াঞ্চ বিদুরমুৎপাদয়ামাস ॥১০॥

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধানং* পুত্রশতং (গান্ধার্য্যাম্) উৎপাদয়াস। পাণ্ডোরপ্যরণ্যে

ছিলেন। ঐ কুমারদ্বয়ের নাম— চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ বাল্যাবস্থাতেই চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক সংগ্রামে বিনিহত হইয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য, কাশিরাজের দুইটী কন্যা বিবাহ করিলেন। এই দুইটী কন্যার নাম - অম্বিকা ও অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্য্য অপরিমিত রূপে ঐ দুই রাজকন্যা উপভোগ করাতে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর মদীয় পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সত্যবতীর নিয়োগানুসারে, মাতৃবাক্য অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া ঐ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, এই দুইটী কুমার উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তিনি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী কর্ত্তৃক প্রেরিত দাসীর গর্ভে আর একটী পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রের নাম বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইল। তাহাদের নাম—দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি। অরণ্যমধ্যে মৃগের শাপদ্বারা পাণ্ডুর

---

* দুঃশাসনাদি ইতি বা পাঠঃ।

মৃগশাপোপহত-প্রজননসামর্থ্যস্থ * ধর্ম্ম-বায়ু-শক্রৈর্যুধিষ্ঠির-ভীমসেনার্জ্জুনাঃ কুন্ত্যাং, নকুল-সহদেবৌ চ অশ্বিভ্যাং মাদ্র্যাং পঞ্চ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। তেষাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ। যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, ভীমসেনাৎ সুতসোমঃ, শ্রুতকীর্ত্তিরর্জ্জুনাৎ, শতানীকো নকুলাৎ, শ্রুতকর্ম্মা সহদেবাৎ। অপরে চ পাণ্ডবানামাত্মজাঃ। তদ্‌যথা, যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরাৎ দেবকং পুত্রমবাপ। হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাৎ পুত্রমবাপ। কাশী চ ভীমসেনাদেব সর্ব্বত্রগং পুত্রমবাপ। সহদেবাচ্চ বিজয়া সুহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্ত-

সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হওয়াতে তদীয় প্রথম মহিষীতে ধর্ম্ম বায়ু ও মহেন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের উৎপত্তি হইল। পরে তাঁহার দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারযুগল হইতে নকুল ও সহদেব জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই রূপে পাণ্ডুর পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হন।

এই পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী কুমার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক, সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হন। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডবদিগের আর কএকটী পুত্র হইয়াছিল। যথা—যুধিষ্ঠির হইতে যৌধেয়ীর গর্ভে দেবক নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ভীমসেন হইতে কাশীর গর্ভে সর্ব্বত্রগ নামে পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে।

* প্রজননাসামর্থস্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

বতী। করেণুমত্যাঞ্চ* নকুলোঽপি নিরমিত্রমজীজনৎ।
অর্জুনস্যাপ্যুলূপ্যাং নাগকন্যায়ামিরাবান্ নাম পুত্রোঽভূৎ। মণিপুরপতি-পুত্র্যাঞ্চ† পুত্রিকাধর্ম্মেণ বভ্রুবাহনং নাম পুত্রমজীজনৎ॥ ১১॥

সুভদ্রায়াঞ্চার্ভকত্বেঽপি যোঽসাবতিবল-পরাক্রম-সমস্তারাতিরথ-বিজেতা সোঽভিমন্যুরজায়ত। অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুম্বশ্বত্থাম-প্রযুক্ত-

সহদেব হইতে বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র নামে কুমার উৎপন্ন হয়। নকুল হইতে করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে পুত্র জন্মে। অর্জ্জুন হইতে উলূপী নাম্নী নাগকন্যার গর্ভে ইরাবান্ নামে সন্তান জন্মিয়াছিল। এই অর্জ্জুন, মণিপুর-পতির কন্যার গর্ভে পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে বভ্রুবাহন নামে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১১

এই অর্জ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল। এই অভিমন্যু বাল্যাবস্থাতেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বিপক্ষ-গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

কুরুকুল ক্ষয় হইলে অভিমন্যু-সহবাস-সম্ভূত উত্তরার গর্ভে

---

* করেণুমত্যাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† মণিপুরপতিপুত্র্যাম্ ইত্যন্যে পঠন্তি।

১১। যে কন্যার পিতা এরূপ সংকল্প করিয়া রাখে যে, আমার পুত্র নাই, এই কন্যাই আমার পুত্রস্বরূপা, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, সে আমার ঔরস পুত্রের সদৃশ হইবে, সেই কন্যার নাম পুত্রিকা। পুত্রিকার পুত্র হইলে জন্মদাতার পিণ্ড দান করিতে পারে না, বিষয়াধিকারীও হয় না। সে তাহার মাতুলের সদৃশ হইয়া মাতামহের শ্রাদ্ধ করে ও মাতামহেরই ধনাধিকারী হয়। এই রূপে কৃত পুত্রের নাম পুত্রিকাপুত্র॥ ১১

ব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকল-সুরাসুর-বন্দিত-চরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণ-মানুষরূপ--ধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ জজ্ঞে ॥ ১২ ॥

যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তীতি।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরিক্ষিতের জন্ম হইল। এই পরিক্ষিৎ, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা গর্ভমধ্যেই ভস্মীকৃত হইয়াছিলেন। পরে সমুদায় দেবগণ ও দৈত্যগণ যাঁহার চরণযুগল বন্দনা করেন, যিনি স্বেচ্ছানুসারে, মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবানের অনুগ্রহে পুনর্জ্জীবিত হন।[১২] এই পরিক্ষিৎ এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে অখণ্ড ভূমণ্ডল অখণ্ডিত প্রভাবে শাসন করিতেছেন।[১৩]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ, তস্যাপি জনমেজয়-শ্রুত-সেনোগ্রসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি ॥১॥

তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি। যোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ বেদমধীত্য কৃপাদস্ত্রাণ্যবাপ্য বিষয়বিরক্তচিত্ত-বৃত্তিশ্চ শৌনকোপদেশাদাত্ম-বিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্স্যতি ॥ ২ ॥

অতঃপর আমি ভবিষ্য রাজগণের বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে যিনি রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার চারিটী পুত্র হইবে। ঐপুত্র চতুষ্টয়ের নাম—জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন।[১] জনমেজয়ের যে পুত্র হইবে, তাহার নাম শতানীক। শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক কৃপের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরিশেষে বিষয় হইতে বিরক্তচিত্ত হইবেন। পরে ইনি শৌনকের উপদেশানুসারে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন।[২]

১। একবিংশ অধ্যায়ে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ভাবী কুরুবংশ কীর্ত্তিত হইতেছে।১

শতানীকাদশ্বমেধদত্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধিসীমকৃষ্ণঃ, অধিসীমকৃষ্ণাৎ নিচক্ষুঃ *। যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি। তস্যাপ্যুষ্ণঃ পুত্রো ভবিতা। উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ, ততঃ শুচিরথঃ, তস্মাৎ বৃষ্ণিমান্ † ততঃ সুষেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ, সুনীথাদৃচঃ, ততো নৃচক্ষুঃ, তস্যাপি সুখাবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ‡ ততশ্চ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী, মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ, ততো মৃদুঃ, তস্মাৎ তিগ্মঃ, তিগ্মাৎ বৃহদ্রথঃ, তস্মাৎ বসুদানঃ, ততোঽপ্যপরঃ শতানীকঃ ॥ ৩॥

শতানীক হইতে অশ্বমেধদত্তের জন্ম হইবে। অশ্বমেধদত্তের পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণ হইতে নিচক্ষু (নিচক্রু) উৎপন্ন হইবেন। (নিচক্ষুর অধিকার কালে প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হইবে।) হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হইলে এই নিচক্ষু কৌশাম্বী নগরীতে বাস করিবেন।

নিচক্ষু হইতে উষ্ণ, উষ্ণ হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে বৃষ্ণিমান্, (বৃষ্টিমান্ বা বৃস্মিমান্) বৃষ্ণিমান্ হইতে সুষেণ, সুষেণ হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে ঋচ, ঋচ হইতে নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে সুখাবল, (সুখীবল) সুখাবল হইতে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয়, সুনয় হইতে মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয় হইতে মৃদু, মৃদু হইতে তিগ্ম, তিগ্ম হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বসুদান, বসুদান

---

* নিচক্রুঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† বৃষ্টিমান্ ইতি বৃস্মিমান্ ইতি বা পৃথক্ পাঠঃ।

‡ তস্যাপি সুখীবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লুত ইতি বা পাঠ্যন্তাম্।

তস্মাচ্চ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনরঃ, ততশ্চ খণ্ডপাণিঃ *
ততো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষেমকঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।—

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হইতে দ্বিতীয় শতানীক,[৩] শতানীক হইতে উদয়ন, উদয়ন হইতে অহীনর, অহীনর হইতে খণ্ডপাণি, খণ্ডপাণি হইতে নিরমিত্র, নিরমিত্র হইতে ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন। ক্ষেমকের বিষয়ে একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে। যথা—

যে বংশ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপাদক, রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ কুরুবংশ কলিকালে ক্ষেমক নামক রাজাতেই পরিসমাপ্ত হইবে।[৪]

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, একবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

---

* দণ্ডপাণিঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

৩। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন রাজধানী হস্তিনা পুর এক্ষণে দিল্লী ও পরিক্ষিৎ-গড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু দিল্লীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার গর্ভে এক্ষণে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাদ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, হস্তিনাপুর অদ্যাপি গঙ্গার গর্ভেই নিহিত আছে। ৩

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

অতশ্চেক্ষ্বাকবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যন্তে। বৃহদ্বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ* ॥ ১ ॥

তস্মাদ্ গুরুক্ষেপঃ,† ততো বৎসঃ, বৎসাৎ বৎসব্যূহঃ, ততঃ প্রতিব্যোমঃ, তস্যাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ ॥ ২ ॥

ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসূনুর্ভানুরথঃ, তস্যাপি সুপ্রতীকঃ,‡

পরাশর কহিলেন। অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভাবী ভূপালগণের বিবরণ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৃহদ্বলের পুত্রের নাম বৃহৎক্ষণ,[১] বৃহৎক্ষণ হইতে গুরুক্ষেপ, গুরুক্ষেপ হইতে বৎস, বৎস হইতে বৎসব্যূহ, বৎসব্যূহ হইতে প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোম হইতে দিবাকর, দিবাকর হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে ভানুরথ, ভানুরথ হইতে সুপ্রতীক, সুপ্রতীক

* বৃহৎকর্ণ ইত্যপি পঠন্তি।

† তস্মাৎ উরুক্ষয় ইতি বা পাঠাম্।

‡ তস্যাপি সুপ্রতীতাশ্বঃ, তস্যাপি সুপ্রতীক ইতি কচিৎ পাঠঃ।

ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চ অমিত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্ম্মী, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াদ্রণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ শাক্যঃ, শাক্যাৎ ক্রুদ্ধোদনঃ* তস্মাৎ রাতুলঃ, ততঃ প্রসেনজিৎ, ততশ্চ ক্ষুদ্রকঃ,† ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি সুরথঃ, ততশ্চ সুমিত্রোঽন্যঃ, ইত্যেতে চেক্ষ্বাকবো বৃহদ্বলান্বয়াঃ। অত্রানুবংশ-শ্লোকঃ।

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।

হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে কিন্নর, কিন্নর হইতে অন্তরিক্ষ, অন্তরিক্ষ হইতে সুবর্ণ, সুবর্ণ হইতে অমিত্রজিৎ, অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজ হইতে ধর্ম্মী, ধর্ম্মী হইতে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে রণঞ্জয়, রণঞ্জয় হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে শাক্য, শাক্য হইতে ক্রুদ্ধোদন, (ক্রোদ্ধাদন) ক্রুদ্ধোদন হইতে রাতুল, রাতুল হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে কুণ্ডক, কুণ্ডক হইতে সুরথ, সুরথ হইতে দ্বিতীয় সুমিত্র উৎপন্ন হইবেন। এই সকল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদ্বলের সন্তান। এই বংশ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে। যথা—ইক্ষ্বাকুবংশ,

* ক্রুদ্ধোদন ইত্যত্র ক্রোদ্ধাদন ইতি পাঠান্তরম্।

† ক্ষুদ্রবকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজা সুমিত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইবে; কারণ কলিযুগে উক্ত রাজা হইতেই এই বংশের শেষ হয়।

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, দ্বাবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোঽংশঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণামনুক্রমং কথয়ামি ॥ ১ ॥

অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধ-প্রধানা বভূবুঃ ॥২॥

জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান্, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তত্তনয়ঃ সুক্ষত্রঃ, তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাচ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতঃ,

পরাশর কহিলেন। মগধ-দেশীয় বৃহদ্রথবংশোৎপন্ন ভবিষ্য রাজগণের বিবরণ বলিতেছি।[১] এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি মহাবল রাজগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।[২] জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেব হইতে সোমাপি, সোমাপি হইতে শ্রুতবান্, শ্রুতবান্ হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে নিরমিত্র, নিরমিত্র হইতে সুক্ষত্র, সুক্ষত্র হইতে বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মা হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে শ্রুতঞ্জয়, শ্রুতঞ্জয় হইতে বিপ্র, বিপ্র হইতে শুচি, শুচি হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুব্রত,

সুব্রতাৎ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ*, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুব্রত হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে সুশ্রম, (শুশ্রূম) সুশ্রম হইতে দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেন হইতে সুমতি, সুমতি হইতে সুবল, সুবল হইতে সুনীত, সুনীত হইতে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ হইতে রিপুঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন। এই বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণ এক সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন। ৩

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

---

* সুশ্রম ইত্যত্র শুশ্রূম ইতি, সুশ্রবা ইতি চ পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

বিষ্ণুপুরাণম্‌।

চতুর্থোঽংশঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য স্থনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি* ॥ ১ ॥

স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানম *অভিষেক্ষ্যতি। তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতা ততশ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নন্দিবর্দ্ধনঃ, ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমব্দশতং পঞ্চ প্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ২ ॥

পরাশর কহিলেন। বৃহদ্রথবংশীয় শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের স্থনিক নামে এক মন্ত্রী হইবেন। তিনি ঐ প্রভু রিপুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া প্রদ্যোত নামক স্বীয় পুত্রকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। প্রদ্যোতের একটী পুত্র হইবে, তাহার নাম পালক। পালকের পুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, জনক হইতে

---

* স্থনিক ইত্যত্র স্থনীক ইত্যপি পাঠো লভ্যতে।

† প্রদ্যোতন-নামানমিতি প্রাচীনপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

১। কলিকালে চন্দ্রবংশ বর্ণন করিয়া চন্দ্রবংশের পল্লবস্বরূপ ভবিষ্য বৃহদ্রথবংশ কীর্ত্তিত হইতেছে।১

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্রশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা। তৎপুত্রঃ ক্ষেমধর্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্রো বিম্বিসারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দর্ভকঃ, দর্ভকাচ্চোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবর্দ্ধনঃ,* ততো মহানন্দী, ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি দ্বিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি ॥ ৩ ॥

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা ॥৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স

নন্দিবর্দ্ধন উৎপন্ন হইবেন। প্রদ্যোত-বংশীয় এই পাঁচ জন রাজা, একশত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন।[২]

অতঃপর শিশুনাগ (রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবেন।) শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রৌজাঃ, ক্ষত্রৌজার পুত্র বিম্বিসার, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, অজাতশত্রু হইতে দর্ভক, দর্ভক হইতে উদয়াশ্ব, উদয়াশ্ব হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে মহানন্দী উৎপন্ন হইবেন। শিশুনাগ-বংশীয় এই দশ জন ভূপতি তিন শত দ্বিষষ্টি বৎসর রাজত্ব করিবেন।[৩] মহানন্দী হইতে শূদ্রজাতীয় কামিনীর গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহার নাম মহাপদ্ম ও নন্দ। এই নন্দ অত্যন্ত লুব্ধ হইবেন। পরশুরাম যেরূপ সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই নন্দও সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিবেন।[৪] এই সময় অবধি (ভারত ভূমিতে) শূদ্র রাজা

* নন্দবর্দ্ধন ইতি বা পাঠঃ।

চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিত-শাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি ॥৫॥

তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাত্যাদ্যা ভবিতারঃ *। তস্য চ মহাপদ্মস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ, তৎ-পুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥৬॥

তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥৭॥

তস্যাপি পুত্ত্রো বিন্দুসারো ভবিষ্যতি। তস্যাপি

সিংহাসনারূঢ় হইবে। উক্ত মহাপদ্ম সম্রাট্ হইয়া সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাঁহার আজ্ঞা কুত্রাপি প্রতিহত হইবে না।[৫] এই নন্দের অষ্টটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণের নাম সুমাত্য প্রভৃতি। এই অষ্ট সন্তান, নন্দের পশ্চাৎ পৃথিবী-ভোগ করিবেন। নন্দ ও অষ্টসংখ্য নন্দপুত্রগণ, একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। পরে কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ, এই নন্দকে ও তৎপুত্রগণকে সমূলে উন্মূলন করিবেন।[৬]

নন্দবংশের পর মৌর্য্যগণ পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। উক্ত কৌটিল্যই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।[৭] চন্দ্রগুপ্তের একটী পুত্র হইবে, তাহার নাম বিন্দুসার। বিন্দুসার হইতে

* সুমাত্যাদ্যা ইত্যত্র সুমত্যাদ্যা ইতি, সুমালাদ্যা ইতি বা পঠনীয়ম্।

৭। নন্দের উপপত্নীর নাম মুরা। এই মুরা হইতেই মৌর্য্য ও মৌরেয় নাম হইয়াছে। এই মুরার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হইয়াছিল। ৭

অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ *, ততো দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ, ততঃ শালিশুকঃ†, তস্মাৎ সোমশর্ম্মা, তস্মাৎ শতধন্বা, তস্যাপ্যনু বৃহদ্রথনামা ভবিতা। এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরম্। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি ॥৮॥

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি ॥৯॥

অস্যাত্মজোঽগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসু-মিত্রঃ, তস্মাদপ্যাদ্রর্কঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততো ঘোষ-বসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ, ততো ভাগবতঃ ॥১০॥

অশোকবর্দ্ধন, অশোকবর্দ্ধন হইতে সুযশা, সুযশা হইতে দশরথ, দশরথ হইতে সঙ্গত, সঙ্গত হইতে শালিশুক (শালিশূক) শালিশুক হইতে সোমশর্ম্মা সোমশর্ম্মা হইতে শতধন্বা, শতধন্বা হইতে বৃহদ্রথ, উৎপন্ন হইবেন। মৌরেয়বংশীয় এই দশ জন রাজা একশত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিবেন। অতঃপর শুঙ্গগণ পৃথিবীতে রাজা হইবেন।[৮] (মৌরেয় বংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের) সেনাপতির নাম পুষ্পমিত্র। পুষ্পমিত্র আপনার প্রভুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিবেন।[৯] পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, অগ্নিমিত্রের পুত্র সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠ হইতে বসুমিত্র, বসুমিত্র হইতে আদ্রর্ক, আদ্রর্ক হইতে পুলিন্দক, পুলিন্দক

---

* সুশর্ম্ম ইতি নামান্তরম্। † শালিশূক ইতি বা পাঠঃ।

৮। পুষ্পমিত্রও তদবংশীয়েরা শুঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।৮

৯। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে লিখিয়াছেন, পুষ্পমিত্র স্বয়ং রাজ্য করেন নাই। তিনি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।৯

তস্মাৎ দেবভূতিঃ, ইত্যেতে দশ শুঙ্গা দ্বাদশোত্তরং বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি । ততঃ কণ্বানেষা ভূর্যাস্যতি ॥ ১১ ॥

দেবভূতিন্তু শুঙ্গরাজানং ব্যসনিনং, তস্যৈবামাত্যঃ কণ্বো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্তা । তৎপুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্যাপি নারায়ণঃ, নারায়ণস্য সুশর্ম্মা, এতে কাণ্বায়নাশ্চত্বারঃ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি । সুশর্ম্মাণং কণ্বঞ্চ ভৃত্যো বলাৎ শিপ্রকনামা হত্বা অন্ধ্রজাতীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি । ততশ্চ কৃষ্ণনামা তদ্ভ্রাতা ভূপতির্ভাবী । তস্য শ্রীশান্তকর্ণিঃ,

হইতে ঘোষবসু, ঘোষবসু হইতে বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্র হইতে ভাগবত,[১০] ভাগবত হইতে দেবভূতি উৎপন্ন হইবেন। এই দশ জন শুঙ্গ রাজা একশত দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনন্তর পৃথিবী কণ্বনামক রাজগণের হস্তগত হইবে। শুঙ্গরাজা দেবভূতির মন্ত্রির নাম বসুদেব। বসুদেব কণ্ববংশীয়। তিনি শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূতিকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া, বিনাশ করিয়া স্বয়ং পৃথিবী ভোগ করিবেন। বসুদেবের পুত্রের নাম ভূমিমিত্র। ভূমিমিত্রের পুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা, এই চারি জন কাণ্বায়ন, পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য করিবেন। কাণ্বায়ন বংশীয় শেষ রাজা সুশর্ম্মার শিপ্রক নামে একটী ভৃত্য ছিল। এই শিপ্রক অন্ধ্রজাতীয়। এই শিপ্রক বলপূর্ব্বক সুশর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীপতি হইবেন। তৎপরে কৃষ্ণ নামক তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য শাসন করিবেন। তৎপরে কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, শ্রীশান্তকর্ণির

১২। শাত কর্ণ—উপাধি।১২

তস্যাপি পূর্ণোৎসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ শাতকর্ণিঃ, * তস্মাচ্চ লম্বোদরঃ, তস্মাৎ দিবিলকঃ,† ততো মেঘস্বাতিঃ, ততঃ পটুমান্,‡ ততশ্চ অরিষ্টকর্ম্মা, ততো হালঃ, হালাৎ পত্তলকঃ, ততঃ প্রবিল্লসেনঃ,¶ ততঃ সুন্দরঃ শাতকর্ণী, তস্মাৎ চকোরঃ শাতকর্ণী§ ॥ ১২ ॥

ততঃ শিবস্বাতিঃ, ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান্, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ, তস্মাৎ যজ্ঞশ্রীঃ,‖ ততো বিজয়ঃ, ততঃ চন্দ্রশ্রীঃ, তস্যাপি পুলোমার্চ্চিঃ, এবমেতে ত্রিংশৎ, চত্বার্য্যব্দশতানি ষট্-

পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, পূর্ণোৎসঙ্গের পুত্র শাতকর্ণি, শাতকর্ণির পুত্র লম্বোদর, লম্বোদরের পুত্র দিবিলক, দিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতির পুত্র পোঢ়ুমান্, (পোটুমান্) পোঢ়ুমানের পুত্র অরিষ্ট-কর্ম্মা, অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল, হালের পুত্র পত্তলক, পত্তলকের পুত্র প্রবিল্লসেন, প্রবিল্লসেনের পুত্র সুন্দর শাতকর্ণী, সুন্দর শাত-কর্ণীর পুত্র চকোর শাতকর্ণী,[১২] চকোরের পুত্র শিবস্বাতি, শিব-স্বাতির পুত্র গোমতীপুত্র, গোমতীপুত্রের পুত্র পুলিমান্, পুলি-মানের পুত্র শিবশ্রী শাতকর্ণী, শিবশ্রীর পুত্র শিবস্কন্ধ, শিবস্কন্ধের পুত্র জজ্ঞশ্রী, জজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী, চন্দ্রশ্রীর

---

* শান্তকর্ণিরিতি পাঠান্তরম্।

† তস্মাদিবীলিক ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ ততঃ পটুমান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

¶ প্রবিলসেন ইত্যন্যে পঠন্তি।

§ শাতকর্ণী ইত্যত্র শান্তকর্ণী ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

‖ তস্মাৎ যজ্ঞধীঃ ইতি পাশ্চাত্যঃ পাঠঃ।

পঞ্চাশদধিকানি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি অন্ধ্রভৃত্যাঃ। সপ্তাভীরা দশ গর্দ্দভিলাঃ* ভূভুজো ভবিষ্যন্তি ॥১৩॥

ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ, চতুর্দ্দশ তুখারাঃ† মুণ্ডাশ্চ ত্রয়োদশ, একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি নবনবত্যধিকানি ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ পৌরা একাদশ ভূপতয়োঽব্দশতানি ত্রীণি মহীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৫ ॥

তেষু চ্ছন্নেষু কৈলকিলা যবনা ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তেষাং বিন্ধ্যশক্তিঃ ॥ ১৬ ॥

পুত্র পুলোমার্চি, অন্ধ্রভৃত্য নামে বিখ্যাত এই ত্রিশ জন রাজা চারি শত পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন।

অতঃপর আভীরবংশীয় সাত জন, গর্দ্দভিল বংশীয় দশ জন রাজা হইবেন।[১৩] তৎপরে শকবংশীয় ষোল জন রাজা রাজ্য শাসন করিবেন।

তৎপরে আট জন যবন জাতীয়, চতুর্দ্দশ ব্যক্তি তুখার জাতীয়, ত্রয়োদশ ব্যক্তি মুণ্ড জাতীয়, একাদশ ব্যক্তি মৌনজাতীয় রাজা হইবেন। ইঁহারা ত্রয়োদশ শত নব নবতি ১৩৯৯ বৎসর পৃথিবী-ভোগ করিবেন।[১৪] অনন্তর পৌরজাতীয় একাদশ সংখ্য রাজা তিন শত বৎসর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।[১৫]

পৌরগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইলে কৈলকিলা নগরীজাত

---

*গর্দ্দভিলা ইতি বা পঠ্যতাম্।

† তুখারা ইত্যত্র তুষারা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাৎ বরাঙ্গঃ, কৃতনন্দনঃ, সুষিনন্দিঃ, * নন্দিযশাঃ। শিশুক-প্রবীরৌ চ, এতে বর্ষশতং ষড়্বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি। ততঃ তৎপুত্রাঃ ত্রয়োদশৈব, বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, ততঃ পুষ্পমিত্র-পটুমিত্র-পদ্মমিত্রাস্ত্রয়ো † দশ মেকলাশ্চ সপ্তকোশলায়ন্তু নবৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নৈষধাস্তু তাবন্ত এব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭ ॥

মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি। কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ-ব্রাহ্মণ্যান্ ‡ রাজ্যে স্থাপয়ি-

যবনগণ রাজা হইবেন। এই যবনগণের মধ্যে যিনি সম্রাট্ হইবেন, তাঁহার নাম বিন্ধ্যশক্তি।[১৬]

বিন্ধ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে রামচন্দ্র, রামচন্দ্র হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাঙ্গ, বরাঙ্গ হইতে কৃতনন্দন, কৃতনন্দন হইতে সুষিনন্দি, সুষিনন্দি হইতে নন্দিযশা, নন্দিযশা হইতে শিশুক, শিশুক হইতে প্রবীর উৎপন্ন হইবেন। এই (নয় জন রাজা) এক শত ছয় বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর এতদ্বংশীয় ত্রয়োদশ ব্যক্তি, পরে বাহ্লীকবংশীয় তিন জন, তৎপরে পুষ্পমিত্র, পটুমিত্র (পটুমিত্র) ও পদ্মমিত্র, এই তিন ব্যক্তি, তৎপরে মেকল দেশজাত দশ জন, তৎপরে সপ্তকোশলাদেশ-জাত নয় জন রাজা হইবেন। ইহার পর নিষধদেশীয় নয়জন রাজ্য শাসন করিবেন।[১৭]

মাগধা নগরীতে বিশ্বস্ফটিক নামক এক রাজা নূতন নূতন অনেক-

---

* শিশুনন্দিরিতি বা পাঠঃ।

† পটু ইত্যত্র কটু ইতি বা পঠনীয়ম্।

‡ কটু ইত্যত্র পটু ইতি পাঠান্তরম।

ষ্যত্যুৎসাদ্যাখিলক্ষত্রজাতিম্। নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং, মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলৌড্র (পুরাড্রক-) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্র-তটপুরীঞ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি। কলিঙ্গ-মাহিষিক-মাহেন্দ্র-ভৌমা গুহাং ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈমিষিক কালতোয়ান্ জনপদান্ মণিধারবংশা * ভোক্ষ্যন্তি। স্ত্রীরাজ্য-(ত্রৈরাজ-) মূষিক-জনপদান্ কনকাহ্বয়া ভোক্ষ্যন্তি। সৌরাষ্ট্রাবন্তি-শূদ্রানর্ব্বুদ-মরুভূমি-বিষয়াংশ্চ ব্রাত্যা দ্বিজাভীর-শূদ্রাদ্যাঃ ভোক্ষ্যন্তি। সিন্ধুতট-দার্ব্বী-কোর্ব্বী-চন্দ্রভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছা-

সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিবেন। তিনি নিখিল ক্ষত্রিয়জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীর্য্যে উৎপন্ন বিবিধ জাতি উৎসন্ন করিয়া কৈবর্ত্ত পটু (কটু) পুলিন্দজাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তৎপরে নাগবংশীয় নয় জন ভূপতি পদ্মার সন্নিহিত দেশ ও কান্তিপুরীতে, মাগধবংশীয়েরা মথুরাতে এবং গুপ্তবংশীয়েরা গঙ্গা-সন্নিহিত দেশ ও প্রয়াগে রাজত্ব করিবেন। কোশল, উড্র, তাম্রলিপ্ত ও সমুদ্রতট-সন্নিহিত দেশসমুদায়ে দেবরক্ষিত রাজা হইবেন। কলিঙ্গ, মাহিষিক ও মহেন্দ্র পর্ব্বত-সন্নিহিত দেশীয় রাজগণ, পর্ব্বতের গুহা আশ্রয় করিবেন। মণিধারবংশীয় ভূপাল-গণ, নৈষাদ দেশ, নৈমিষিক দেশ ও কালতোয়দেশের অধিপতি হইবেন। কনক নামে বিখ্যাত রাজগণ, স্ত্রীরাজ্য (ত্রৈরাজ্য) ও মূষিক রাজ্যে আধিপত্য করিবেন। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, আভীর, শূদ্র প্রভৃতি হীনবংশীয় ভূপালগণ, সৌরাষ্ট্র অবন্তি শূদ্র অনর্বুদ মরুভূমি প্রভৃতি দেশ-সমুদায়ের শাসনকর্ত্তা হইবেন। ব্রাত্য ম্লেচ্ছ

---

* মণিধানবংশা ইতি পাঠান্তরম্।

দয়ঃ শূদ্রাঃ ভোক্ষ্যন্তি। এতে চ তুল্যকালাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি। অল্পপ্রসাদাঃ বৃহৎ-কোপাঃ সর্ব্বকালমনৃতাধর্ম্মরুচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধক-র্ত্তারঃ পরস্বাদান-রুচয়োঽল্পসারাঃ উদিতাস্তমিতপ্রায়াঃ স্বল্পায়ুষো মহেচ্ছা অত্যল্পধর্ম্মাশ্চ ভবিষ্যন্তি॥ ১৮॥

তৈশ্চ বিমিশ্রা জনপদাস্তচ্ছীলবর্ত্তিনো রাজাশ্রয়-শুষ্মিনো ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি॥ ১৯॥

ততশ্চানুদিনমল্পাল্পহ্রাসাদ্ব্যবচ্ছেদাৎ ধর্ম্মার্থয়ো-র্জগতঃ সংক্ষেপো ভবিষ্যতি *॥ ২০॥

শূদ্র প্রভৃতি ইতর-জাতীয় ভূপালগণ, সিন্ধুতট, দার্ব্বী, কোর্ব্বী চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর-দেশে রাজ্য ভোগ করিবেন।

শেষোক্ত এই সকল ভূপাল এবং যাঁহারা ইহাঁদের সমকালীন রাজা, তাঁহারা লোকের প্রতি অল্প প্রসন্ন হইবেন। তাঁহাদের ক্রোধ অতীব ভীষণ হইবে। তাঁহারা সর্ব্বদাই অনৃত ব্যবহারে ও অধর্ম্মে রত থাকিবেন এবং স্ত্রী বালক ও গো বধ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহারা পরধন গ্রহণে বিলক্ষণ তৎপর হইবেন। তাঁহাদের সার অতীব অল্প হইবে। তাঁহারা উদিত হইয়াই অস্তমিতপ্রায় হইবেন। তাঁহাদের পরমায়ু স্বল্প হইবে। তাঁহারা মহতী ইচ্ছা করিবেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি অল্প হইবে। [১৮]

ইহাঁরা যে যে দেশের রাজা, তত্তৎদেশীয় জনগণও ইহাঁদের স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন। রাজার আশ্রয়ে কখন ম্লেচ্ছজাতি প্রবল, কখন বা আর্য্যজাতি প্রবল হইয়া (আধিপত্য বিস্তার জন্য) প্রজা-ক্ষয় করিবেন। [১৯] অনন্তর এই জগতে ধর্ম্ম ও অর্থের দিন দিন

* সংক্ষয়ো ভবিষ্যতীতি বা পাঠান্তরম্।

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্দ্ধনমেবাশেষ-ধর্ম্মহেতু-রভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহার-জয়-হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতুঃ রত্নতাম্রভাগিতৈব পৃথিবীহেতুর্ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুঃ লিঙ্গধারণমেবাশ্রমহেতুরন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ ॥২২॥

দৌর্ব্বল্যমেবাবৃত্তিহেতুর্ভয়গর্ভোচ্চারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ ॥২৩॥

দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪॥

স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ সদ্বেশধার্য্যেব পাত্রং দূরায়াতনোদকমেব তীর্থমিত্যেবমনেকদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ব্ববর্ণেষ্বেব যো যো বলবান্

হ্রাস হইয়া নিতান্ত ন্যূনতা হইবে।[২০] তখন ধনই কৌলীন্য-জনক, অর্থই ধার্ম্মিকতার পরিচায়ক, অভিরুচিই দাম্পত্য-সম্বন্ধের প্রয়োজক, মিথ্যাই ব্যবহারাধিকরণে জয়হেতু, কামিনীই ভোগ্য বস্তু, রত্নতাম্র লৌহ প্রভৃতির সত্তাই উত্তম ভূমিত্বের কারণ, যজ্ঞোপবীত ধারণই ব্রাহ্মণত্বের হেতু, চিহ্ন ধারণই আশ্রম ধর্ম্মের লক্ষণ, এবং অন্যায়াচরণই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ হইবে।[২২]

সে সময় দুর্বলতাই জীবিকাভাবের হেতু, ভয় প্রদর্শনই পাণ্ডিত্যের হেতু,[২৩] দানই ধর্ম্মের কারণ, ধনাঢ্যতাই সাধুতার হেতু,[২৪] স্নানই প্রসাধনের হেতু, স্বীকারই দাম্পত্য প্রয়োজক, সুবেশ-ধারী ব্যক্তিই সৎপাত্র ও দূরস্থিত জলই তীর্থ হইবে।

এইরূপে ভূমণ্ডলে বহুল দোষ বদ্ধমূল হইলে যে জাতির মধ্যে যিনি প্রবল হইবেন, তিনিই রাজ্যভোগ করিবেন। রাজগণ

স ভূপতির্ভবিষ্যতি; এবং চাতিলুব্ধ-করভারাসহাঃ শৈলা-নামন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি, মধু-শাক-মূল-ফল-পত্র-পুষ্পাহারাশ্চ ভবিষ্যন্তি। তরু বল্কল-চীর-প্রাবরণাশ্চ তিবহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহা ভবিষ্যন্তি। ন চ কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতি বর্ষাণি জীবিষ্যতি। অনবরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াত্যখিলমেবৈষ জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥২৫॥

শ্রৌত স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে চ কলাবশেষ জগৎস্রষ্টশ্চরাচরগুরোরাদিময়স্যান্তময়স্য সর্ব্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেবস্যাংশঃ সম্ভলগ্রাম-প্রধানব্রাহ্মণ-বিষ্ণুযশসো গৃহে অষ্ট-

সাতিশয় লুব্ধ হইবে বলিয়া প্রজাগণ বিবিধ করের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকা আশ্রয় করিবে। তাহারা ফল মূল শাক পুষ্প পত্র মধু প্রভৃতি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ছিন্ন বস্ত্র বা বল্কল তাহাদের বসন হইবে। তাহারা শীত বাত আতপ বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিবে। তাহাদের অনেক সন্তান হইবে কিন্তু কেহ ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। এইরূপে যখন কলিযুগের শেষ হইয়া আসিবে, তখন অধিকাংশ মনুষ্যই বিনষ্ট হইবে।[২৫]

এইরূপে যখন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সমুদায় ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে ও যখন কলিযুগ শেষ হইয়া আসিবে, তৎকালে, যিনি নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই গুরু, যিনি আদিময়, (যিনি সকলের আদি কারণ স্বরূপ) যিনি অন্তময় (যিনি সকলের সংহারকর্ত্তা) যিনি সর্ব্বময় (যিনি সর্ব্বভূতের

গুণর্দ্ধি-সমন্বিতঃ কল্কিরূপী, জগত্যত্রাবতীর্য্য সকলম্লেচ্ছ-দস্যুদুষ্টাচরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্ন-মাহাত্ম্য শক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥২৬॥

স্বধর্ম্মেষু চাখিলং জগৎ সংস্থাপয়িষ্যতীতি। অনন্ত-রঞ্চাশেষ-কলেরবসানে প্রবুদ্ধানাঞ্চ তেষামেব জনপদা-নামমলস্ফটিক-বিশুদ্ধা মতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥২৭॥

তেষাঞ্চ বীজভূতানামশেষমনুষ্যাণাং পরিণতানা-মপি তৎকালকৃতানামপত্যপ্রসূতির্ভবিষ্যতি ॥২৮॥

তানি চ তদপত্যানি কৃতযুগধর্ম্মানুসারীণি ভবিষ্য-ন্তীতি ॥২৯॥

অন্তরাত্মা) যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি জীবস্বরূপ, সেই বাসুদেবের অংশ কল্কি, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া এই ভূতলে সম্ভল নামক গ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামে বিখ্যাত প্রধান ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় ম্লেচ্ছ, সমুদায় দস্যু ও সমুদায় দুষ্টাচারীদিগকে সংহার করিবেন। তাঁহার শক্তি ও মাহাত্ম্য কোথাও প্রতিহত বা পরিচ্ছিন্ন হইবে না। [২৬]

এই কল্কি, সমুদায় লোককেই স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন। এইরূপে যখন নিঃশেষরূপে কলিযুগের অবসান হইবে, তখন অবশিষ্ট মানবগণ (মোহনিদ্রার অবসানে) প্রবুদ্ধের ন্যায় হইবে। তৎকালে তাহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। [২৭] এই সময় বীজস্বরূপ যে সকল মনুষ্য জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা যদিও পরিণতবয়স্ক, তথাপি তৎকালে তাঁহাদের যে সকল সন্তান হইবে, তাহারা সেই সময়ের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। [২৮] ঐ সকল সন্তান সত্যযুগের ধর্ম্মানুসারী হইবে। [২৯]

অত্রোচ্যতে।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য-বৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥৩০॥
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥৩১॥
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ॥৩৩॥
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।

এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে। যথা—যে সময় চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি, এক রাশিতে থাকিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে মিলিত হইবেন, সেই সময় সত্য যুগের আবির্ভব হইবে। ৩০

মহর্ষে! চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ প্রভৃতি বংশে যে সকল রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বা হইয়াছেন অথবা হইবেন, তাঁহাদের সকলের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। ৩১ রাজা পরিক্ষতের জন্ম অবধি, নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই ১০১৫ এক সহস্র পঞ্চ-দশ বৎসর (বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিই রাজ্য শাসন করিবেন।) ৩২

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ব্ব দিকে যে দুইটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় (তাহাদের নাম পুলহ ও ক্রতু।) এই দুই নক্ষত্রকে (অশ্বিনী প্রভৃতি) যে কোন নক্ষত্রে অবস্থান করিতে দেখা যায়, সেই নক্ষত্রেই সপ্তর্ষিমণ্ডল সৌর একশত বৎসর অবস্থান করেন। ৩৩

তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩৪॥
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥৩৫॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥৩৬॥
গতে সনাতনস্যাংশে বিষ্ণোস্তত্র ভুবো দিবম্।
তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭॥
বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ।
যাতে কৃষ্ণে চকারাথ সোঽভিষেকং পরিক্ষিতঃ ॥৩৮
প্রয়াস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

দ্বিজবর! রাজা পরিক্ষিতের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। তাঁহার দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে। (এই দ্বাদশ শত বৎসর কলির সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।) ৩৪

ব্রহ্মন্! যাদবকুলে সমুৎপন্ন ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ কৃষ্ণ, যে সময় স্বর্গে আরোহণ করিলেন, সেই সময় অবধি কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৩৫ (ভগবান্ কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় যদিও কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি) তিনি যে সময় পর্য্যন্ত পাদপদ্ম দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে সময় পর্য্যন্ত কলি, পৃথিবীতে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ৩৬ সনাতন বিষ্ণুর অংশ কৃষ্ণ, ভূলোক হইতে দেবলোকে গমন করিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৭ কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিলে ঐ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির, (দুর্নিমিত্ত ও) সমুদায় বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া রাজকুমার পরিক্ষিতকে

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩৯॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥৪০॥
ত্রীণি লক্ষাণি বর্ষাণাং দ্বিজ মানুষসংখ্যয়া।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ ॥৪১॥
শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যয়া।
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্ ॥৪২॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৩॥
বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। [৩৮] যে সময় এই সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে, সেই সময় নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সেই সময় অবধি কলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। [৩৯] যে সময় যে দিবস কৃষ্ণ, স্বর্গারোহণ করিলেন, সেই সময় সেই দিবসই কলির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কলিযুগের বৎসরসংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। [৪০]

ব্রহ্মন্! (সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত) এই কলিযুগ মনুষ্যদিগের তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। [৪১] দিব্য বৎসর অনুসারে ইহার পরিমাণ দ্বাদশ শত বৎসর। এই কাল সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলে পুনর্ব্বার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। [৪২]

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে সহস্র সহস্র মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অতীত হইয়াছে। [৪৩] তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি যে যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সংখ্যা

পুনরুক্ত-বহুত্বাত্তু ন ময়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৪৪॥
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ ।
মহাযোগবলোপেতৌ * কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ ॥৪৫॥
কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকৌ হি তৌ ।
ভবিষ্যতো মনোর্ব্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬॥
এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্ব্বসুন্ধরা ।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে ॥৪৭॥
কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে ।
যথৈব দেবাপি মরু সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ ॥৪৮॥

কীর্ত্তন করিতে হইলে অনেক বাহুল্য হয় ও অনেক পুনরুক্তি হইয়া পড়ে, এই জন্য আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম না। [৪৪]

পুরু বংশীয় রাজা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মরু, ইহাঁরা দুইজন মহাযোগ বলে কলাপ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। [৪৫] যখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারা নগরীতে আসিয়া ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্ত্তক হইবেন। এই দুই জন রাজা, ভাবী মনুবংশের বীজস্বরূপ রহিয়াছেন। [৪৬] মনুপুত্রগণ, এইরূপ ক্রম অনুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর, এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। [৪৭] সম্প্রতি যেমন দেবাপি ও মরু যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপে এতদ্বংশীয় কোন কোন রাজা কলিকালে (ভাবী সত্যযুগের) বীজ স্বরূপ হইয়া ভূতলে অবস্থান করেন। [৪৮]

এই তোমার নিকট রাজগণের বংশ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

---

* মায়াযোগবলোপেতৌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

এষ তূদ্দেশতো * বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া।
নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি ॥৪৯॥
এতে চান্যে চ ভূপালা যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে।
কৃতং মমত্বং মোহান্ধৈর্নিত্যেহনিত্যকলেবরৈঃ ॥৫০
কথং মমেয়মচলা মৎপুত্রস্য কথং মহী।
মদ্বংশস্যেতি চিন্তার্ত্তা জগ্মুরন্তমিমে নৃপাঃ ॥৫১॥
তেভ্যঃ পূর্ব্বতরাশ্চান্যে তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে।
ভবিষ্যাশ্চৈব যাস্যন্তি তেষামন্যে চ যেহপ্যনু ॥৫২॥
বিলোক্যাত্মজয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যগ্রান্ নরাধিপান্।

সমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতে হইলে শত জন্মেও সমাপ্তি হয় না।[৪৯] উল্লিখিত সমুদায় ভূপতিগণ ও অনুল্লিখিত অন্যান্য সমুদায় ভূপতিগণ, স্বয়ং ক্ষণধ্বংসী দেহ ধারণ করিয়াও মোহান্ধ হইয়া কল্পান্তস্থায়ী এই পৃথিবীমণ্ডলে অতীব মমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[৫০] এই পৃথিবী কিরূপে আমার, আমার, পুত্রের ও আমার বংশীয়দিগের সম্বন্ধে অচলা হইয়া থাকিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই এই সমস্ত রাজা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৫১] যে সকল রাজা ইঁহাদের পূর্বে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের পূর্ব্বেও রাজা হইয়াছিলেন, এবং যে সকল রাজা ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবী শাসন করিবেন, যে সকল রাজা উক্ত ভবিষ্য রাজগণের পরেও রাজা হইবেন, তাঁহারাও ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানবলীলা সংবরণ করিবেন।[৫২]

বসুন্ধরা শরৎকালে ভূপালগণকে আপন আপন জয়ের নিমিত্ত

---

* এষাং তূদ্দেশত ইতি বা পঠনীয়ম্।

পুষ্পপ্রহাসৈঃ শরদি হসতীব বসুন্ধরা ॥৫৩॥
মৈত্রেয় পৃথিবী-গীতা-শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥৫৪॥

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেষ নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন ফেনসধর্ম্মাণোঽপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥৫৫॥
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্ ॥৫৬
ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্ ॥ ৫৭॥

উদ্যোগ ও যুদ্ধযাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া পুষ্পবিকাস দ্বারা যেন হাস্যই করিয়া থাকে।[৫৩] মৈত্রেয়! এ স্থলে পৃথিবী-গীতার কএটী শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি অসিত, ধর্ম্মপরায়ণ জনকের নিকট এই সমস্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।[৫৪]

পৃথিবী কহিলেন। রাজগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও কিজন্য ঈদৃশ মোহে অভিভূত হন যে, তাঁহারা জল-বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী হইয়াও (আপনাদিগকে চিরজীবীর ন্যায়) বিশ্বাস করেন।[৫৫] তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মজয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। পরে ক্রমশঃ ভৃত্যগণকে পৌরগণকে ও পরিশেষে শত্রুগণকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।[৫৬] তাঁহারা বিবেচনা করেন, আমরা এই রীতিক্রমে ক্রমে ক্রমে সসাগরা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তায় আসক্ত থাকাতে তাঁহারা জানিতে পারেন না যে, মৃত্যু

সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতম্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥ ৫৮ ॥
উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা* ।
তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাৎ জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ ॥৫৯॥
মৎকৃতে পিতৃপুত্ত্রাণাং ভ্রাতৄণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ † ।
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাধৃতচেতসাম্ ‡ ॥৬০॥
পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষ।
মমান্বয়স্যাপি চ সাশ্বতেয়ম্।

তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে।[৫৭] আত্মজয় হইতে যদি ক্রমশ সমুদ্রাবরণা পৃথিবী বশতাপন্ন হয়, তাহা হইলে ত ইহা সামান্য ফল লাভ হইল, কারণ আত্মজয়ের অপর ফল পরম-পুরুষার্থ মুক্তি। (যোগীর ন্যায় আত্মজয় করিয়া অনিত্য বিষয় স্পৃহা থাকাতে আত্মজয়ের প্রধান ফল পরম পুরুষার্থ মুক্তিতে বঞ্চিত হওয়া সামান্য নির্ব্বোধের কর্ম্ম নহে।)[৫৮]

পূর্ব্বপুরুষগণ যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতাও যাহা লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই, রাজগণ মূঢ়তা হেতু সেই পৃথিবীকেই জয় করিতে ইচ্ছা করেন ও আমার আমার বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন।[৫৯] আমার অর্থাৎ এই পৃথিবীর নিমিত্ত পিতার সহিত, পুত্রের সহিত ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার কারণ সাতিশয় মোহ ও মমতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না।[৬০]

যে যে রাজা এই পৃথিবীতে কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া

* উৎসৃজ্য পূর্ব্বজাতা যাং যাং নাদায় গতঃ পিতা ইত্যপি পাঠঃ।
† ভ্রাতৄণাং চাপিবিগ্রহাঃ, ইতি বা পাঠঃ।
‡ মমত্বাদৃতচেতসাম্ ইতি পঠনীয়ম্।

যো যো সুতো হ্যত্র বভূব রাজা
কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥ ৬১ ॥
দৃষ্ট্বা মমত্বাদৃতচিত্তমেকং*
বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং
হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥ ৬২ ॥
পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনাং
বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ
পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥৬৩॥

পশ্চাৎ কাল কবলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই-রূপ দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, ইহাতে অন্য কাহারো অধিকার নাই এবং ইহা আমারই বংশীয়-দিগের হস্তে স্থিরতর রূপে নিহিত থাকিবে।[৬১] এক ব্যক্তি আমার জন্য মমতাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া পশ্চাৎ আমাকে (পৃথিবীকে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও তদ্বংশীয় অপর ব্যক্তির হৃদয়ে অস্মৎসম্বন্ধীয় মমতা কিপ্রকারে স্থানপ্রাপ্ত হয়, (বুঝিতে পারি না।)[৬২] যে সকল মূঢ় ভূপতি, দূত-মুখদ্বারা বিপক্ষ ভূপতিকে এই কথা বলে যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, তুমি শীঘ্র ইহা পরিত্যাগ কর, তাহাদের কথায় আমার হাস্যের উদয় হয় এবং তাহাদের প্রতি দয়াও উদিত হইয়া থাকে।[৬৩]

* মমত্বাধৃত চিত্তমেকম্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।

পরাশর উবাচ।

ইত্যেতে ধরণীগীতা-শ্লোকা মৈত্রেয়! যৈঃ শ্রুতৈঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্যস্তং যথা হিমম্ ॥৬৪॥
ইত্যেষ কথিতঃ সম্যঙ্‌মনোর্ব্বংশো ময়া তব।
যত্র স্থিতিপ্রবৃত্তস্য বিষ্ণোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥৬৫॥
শৃণুয়াদ্য ইমং ভক্ত্যা মনুবংশমনুক্রমাৎ।
তস্য পাপমশেষং বৈ প্রণশ্যত্যমলাত্মনঃ। ৬৬॥
ধনধান্যর্দ্ধিমতুলাং প্রাপ্নোত্যব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রুত্বৈবমখিলং বংশং প্রশস্তং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥৬৭॥
ইক্ষ্বাকুজহ্নুমান্ধাতৃ-সগরাবিক্ষিতান্ রঘূন্।
যযাতি-নহুষাদ্যাংশ্চ জ্ঞাত্বা নিষ্ঠামুপাগতান্।

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! এই সমুদায় ধরণী-গীতার শ্লোক (তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।) ইহা শ্রবণ করিলে, উষ্ণ বস্তুর উপর নিহিত হিমের ন্যায়, সমুদায় মমতা দূর হইয়া যায়।[৬৪] এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মনুবংশ কীর্ত্তন করিলাম। এই বংশে যে সকল রাজা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ।[৬৫]

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক এই মনুবংশ শ্রবণ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় ও তাঁহার সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইয়া থাকে।[৬৬] প্রশস্ত সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সমুদায় শ্রবণ করিলে মানবগণ অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া ধন ধান্য প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়।[৬৭]

ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত, রঘু, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি রাজগণ সকলেই কালকবলে পতিত হইয়াছেন। এই

মহাবলান্ মহাবীর্য্যাননন্তধনসঞ্চয়ান্।
কৃতান্ কালেন বলিনা কথাশেষান্ নরাধিপান্।
শ্রুত্বা ন পুত্রদারাদৌ গৃহক্ষেত্রাদিকে তথা
দ্রব্যাদৌ চ কৃতপ্রজ্ঞো মমত্বং কুরুতে নরঃ ॥৬৯॥
তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ ॥৭০॥
পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকান্
অব্যাহতো যোঽরিবিদারি-চক্রঃ।
সকালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ
ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ ॥৭১॥

সকল রাজা মহাবল ও মহাবীর্য্য ছিলেন। ইঁহারা অসঙ্খ্য ধন-সঞ্চয় করেন। বলবান্ কাল, এই সকল রাজাকেও নামমাত্রাব-শেষ করিয়াছে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সকল রাজার বিবরণ শ্রবণ করিয়া ও জ্ঞাত হইয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে, পরিজনবর্গে এবং ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্রব্য সমুদায়ে মমতা করেন না।৬৯

যে কল মহাপুরুষ, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত তপোনু-ষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাঁহারা বহুসঙ্খ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন, অতিশয় বলবান্ অতিশয় বীর্য্যশালী সেই সমস্ত ব্যক্তিও কালক্রমে নাম-মাত্রাবশেষ হইয়াছেন।৭০ যাঁহার চক্র শত্রুগণকে বিদারিত করিত, যিনি অব্যাঘাতে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতেন, সেই পৃথুও, যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত

যঃ কার্ত্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ
স এব সঙ্কল্প-বিকল্পহেতুঃ ॥ ১২ ॥
দশাননাবিক্ষিতরাঘবাণা-
মৈশ্বর্য্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
ভ্রূভঙ্গপাতেন ধিগন্তকস্য ॥ ১৩॥
কথাশরীরত্বমবাপ যদ্বৈ
মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্ত্তী।

শাল্মলি-তুলা নষ্ট হয়, তাহার ন্যায় কালরূপ পবনদ্বারা অভিহত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন।[১১]

যে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, সমুদায় দ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রু-মণ্ডলী সংহার করিয়া রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইলে তিনি সঙ্কল্প ও বিকল্পের হেতু হন অর্থাৎ কেহ কেহ প্রত্যয় করেন যে, কার্ত্তবীর্য্য নামে একজন রাজা ছিলেন, কেহ বা বলেন যে, কার্ত্তবীর্য্য নামে কোন ভূপতি ছিলেন কি না? সন্দেহস্থল।[১২] দশানন, রাঘব, অবিক্ষিত প্রভৃতি ভূপালগণ, যে অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য্যও, কালের ভ্রূভঙ্গদ্বারা অল্পকালমধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে. অতএব (ক্ষণবিধ্বংসী ঈদৃশ) ঐশ্বর্য্যে ধিক্।[১৩] এই পৃথিবীতে মান্ধাতা নামে যে সম্রাট্ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কেবল কথামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পরন্তু কোন্

শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধু-
র্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ ॥৭৪॥
ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো
দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক্ব নু তে ন বিদ্মঃ ॥৭৫॥
যে সাম্প্রতং যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ
প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোগ্রবীর্য্যাঃ ।
যে তে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ
সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্ব্বে ॥৭৬॥
এতদ্বিদিত্বা ন নরেণ কার্য্যং
মমত্বমাত্মন্যপি পণ্ডিতেন ।

সাধু ব্যক্তি এক্ষণে ঈদৃশ মন্দমতি আছেন যে, ঐ মান্ধাতার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি, এমন কি আপনারও প্রতি, মমতা প্রকাশ করিতে পারেন।[৭৪]

ভগীরথ, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাম, লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনকেই মহীপতি হইয়াছিলেন, সত্য, এ কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু তাঁহারা যে এক্ষণে কোথায়, তাহা আমরা কিছুই জানি না।[৭৫] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে সকল রাজা এক্ষণে রাজ্য শাসন করিতেছেন, যাঁহারা পরে পৃথিবীর রাজা হইবেন, এবং যে সকল রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল মহাবীর্য্য ভূপতিগণও সকলেই কালক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূপতিগণের ন্যায় নামমাত্রাবশেষ হইবেন।[৭৬] এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি, পুত্র কন্যা ক্ষেত্র

তিষ্ঠন্তু তাবত্তনয়াত্মজাদ্যাঃ
ক্ষেত্রাদয়ো যে তু শরীরতোঽন্যে ॥৭৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থোঽংশঃ।

প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর প্রতি মমতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আপনার প্রতিও মমতা করেন না।৭৭

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ চতুর্বিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

চতুর্থ অংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকা।

তৃতীয়াংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অংশদ্বয়েন সৃষ্ট্যাদিদ্বিসপ্তভুবনোক্তিভিঃ। অধ্যারোপ্য নিষিদ্ধং তদ্‌রাজদ্বিজসদুক্তিভিঃ॥ তৃতীয়েঽংশে মনুব্যাসধর্ম্মাদ্যাঃ স্থিতি-হেতবঃ। বর্ণ্যন্তেঽত্র নিষেধায় কৌরব্যপৃতনা যথা॥ তত্রাপি প্রথমেঽধ্যায়ে সপ্ত মন্বন্তরাণি তু। ভবন্ত্যতানি কথিতান্যবতারা হরেরপি॥ বৃত্তকীর্ত্তনপূর্ব্বকং মন্বন্তরাণাং স্বরূপং পৃচ্ছতি, কথিত ইতি চতুর্ভিঃ॥ ১॥ ইহ বারাহকল্পে। যথাক্রমমিত্যনেন ক্রম-প্রাপ্তং। বর্ত্তমানমপি মন্বন্তরং জ্ঞেয়ম্॥২॥ কল্পস্য আদৌ স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরন্তু কথিতং প্রথমাংশে দেবা যামাখ্যা ঋষয়ো মরীচ্যাদয়ঃ। চকারাদিন্দ্রো যজ্ঞঃ, মনুপুত্রৌ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কথিতৌ॥ ৮॥ দেবর্ষীন্ দেবান্ ঋষীংশ্চ তৎসুতান্ মনুপুত্রান্॥ ৯॥ পারাবতা-স্তুষিতাশ্চ দেবগণৌ। বিপশ্চিৎসংজ্ঞো দেবেন্দ্রঃ॥১০॥ উত্তমম্ উত্তম-সম্বন্ধি মন্বন্তরম্। উত্তম এবৌত্তমিঃ॥ ১২॥ দ্বাদশকাঃ দ্বাদশানাং দ্বাদশানাম্ একৈকো গণঃ ইত্যেবমেতে পঞ্চ গণাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪॥ সপ্তবিংশতিকাঃ সপ্তবিংশতীনাং গণাঃ॥ ১৫॥ ১৬॥ শত-সজ্ঞোপলক্ষণঃ শতক্রতুঃ। তত্র তামসে মন্বন্তরে যে সপ্তর্ষয়ঃ তেষাং নামানি মে শৃণু ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৭॥ জ্যোতির্দ্ধামেত্যন্বর্থকং নাম॥১৯॥ রৈবতো নাম নামত ইতি নামপ্রসিদ্ধো নামতঃ সংজ্ঞয়ৈব নতু রেবতপুত্রঃ॥২০॥ প্রত্যেকং চতুর্দশভূতা এতে গণাঃ॥ ২২॥ ২৭॥ বসুমান্ লোকবিশ্রুত ইতি বিশেষণদ্বয়ম্। পৃষধ্রশ্চৈব বসুমান্

বৈর্য্যবান্ বশিষ্টশাপে জ্ঞাতেঽপি ক্ষোভাভাবাৎ। লোকবিশ্রুতঃ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন মুক্তিপ্রাপ্তেঃ। তথা সতি নব পুত্রা মহাবলা ইতি নবত্বম্ উপপন্নং ভবতি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ এবং তর্হি মনুপুত্র-দেবেন্দ্রর্ষিভিঃ পঞ্চভিরেব জগতঃ পালনে সিদ্ধে কৃতং বিষ্ণোঃ পালকত্বেন? ইত্যাশঙ্ক্য, সর্ব্বেম্বপি মন্বন্তরেষু পালনে প্রবৃত্তঃ, বিষ্ণোরধিষ্ঠাতৃত্বং দর্শয়তি, বিষ্ণুশক্তিরিত্যাদিনা যাবৎ অধ্যায়-সমাপ্তি। দেবত্বেন যজ্ঞাদিরূপদেবতাভাবেন বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা শক্তিঃ তস্য বিষ্ণোঃ অংশেন স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে আকূত্যাং মাতরি যজ্ঞসংজ্ঞঃ উৎপন্নঃ জজ্ঞে বভূবেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথমে অন্তরে অবসরে ব্রহ্মণো মানসঃ যঃ উৎপন্নোরুচিঃ তস্মাৎ পিতুঃ যজ্ঞে ইতি ॥৩৬॥ উক্তমেব অর্থং বিষ্ণুপদনিরুক্ত্যা দর্শয়ন্ মন্বাদিষু চ তদাবেশমাহ যস্মাদিতি দ্বাভ্যাম্। মহাত্মনঃ শক্ত্যা স্বরূপভূতয়া প্রবেশনাৎ প্রবেশনার্থাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং তৃতীয়েঽংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়ে সপ্ত মন্বাদীন্ বক্ষ্যন্নাদৌ রবেঃ সুতঃ। যথা সাবর্ণিরভবৎ ইতিহাসং তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ ॥ ২ ॥ ছায়াং বিম্বতুল্যাম্ স্বসদৃশীমন্যাং স্ত্রিয়ং সূর্য্যতেজঃসহিষ্ণুং নির্ম্মায় ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণে যুযোজ, স্বয়ঞ্চ তপসে যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ অত্র মনুং সাবর্ণিম্। তপতীং সম্বরণস্য রাজ্ঞো ভার্য্যাম্ ॥৪॥ ছায়ৈব সংজ্ঞারূপেণ স্থিতা ছায়াসংজ্ঞা। সা কদাচিৎ স্বাপত্যত্রয়স্নেহ-বতী আত্মনি পাদপ্রহারোদ্যতায় যমায় পাদস্তে পতত্বিতি শাপং

দদৌ। তদাতিনির্দয়ত্বমালক্ষ্য নেয়মসৌ সংজ্ঞা কিন্তু অন্যেয়ং সংজ্ঞেতি যমসূর্য্যয়োর্বুদ্ধিরভূদিত্যর্থঃ ॥৫॥ ততশ্চাতিনির্বন্ধং পৃষ্টয়া তয়া নাহং সংজ্ঞা কিন্তু তস্যাশ্ছায়েতি আখ্যাতে বিবস্বান্ সূর্য্যঃ সমাধিনোত্তরকুরুস্বরূপেহশ্বীং বড়বারূপাং তপসি স্থিতাং সংজ্ঞাং দদৃশে দদর্শ। ততঃ সোহপি বিবস্বানশ্বরূপধরস্তস্যামশ্বিনৌ দেবৌ রেবতঞ্চেতি ত্রয়মজীজনৎ। রেতসোহন্ত ইতি রেবতনামনিরুক্তিঃ ॥ ৭ ॥ ভ্রমিং চক্রাকারং তক্ষযন্ত্রম্। তেজসো বিশাতনং কৃতবান্। অষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতয়ত যতোহব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥ ধনদস্য শিবিকামস্ত্রম্ ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বজস্য শ্রাদ্ধদেবস্য সবর্ণঃ মনুরিতি সমান-বর্ণত্বাৎ সূর্য্যপুত্রত্বাৎ তুল্যরূপত্বাদ্বা ॥ ১৩ ॥ বিংশকঃ বিংশতি-সঙ্খ্যাকঃ ॥ ১৬ ॥ অদ্ভুতসংজ্ঞঃ ইন্দ্রঃ ॥২১॥ সুক্ষেত্রাদয়ঃ ব্রহ্মসাবর্ণিপুত্রাঃ ॥ ২৭ ॥ উক্তানাং মন্বাদীনাং কৃত্যভেদানাহ, চতুর্যুগান্ত ইতি। কলৌ বেদানাং বিপ্লবে উচ্ছেদে জাতে দিবিষ্ঠা মহর্ষয়ো ভুবমেত্য কৃতযুগাদৌ তানেব সংপ্রবর্ত্তয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥ বেদপ্রবর্ত্তনমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রবর্ত্তনমাহ, কৃত ইতি। স্মৃতেঃ ধর্ম্মশাস্ত্রস্য মনুসংজ্ঞস্য তত্তদৃষিপ্রবর্ত্তিতানাং স্মৃতীনামুপলক্ষণমেতৎ। তত্তন্মন্বন্তরে যে দেবাঃ কীর্ত্তিতাস্তে তন্নামানঃ তত্তন্মন্বন্তরে যজ্ঞভুজো ভবন্তি। যাবৎ মন্বন্তরং মন্বন্তরসমাপ্তিপর্য্যন্তম্ ॥৪৫॥ অন্যেহপি মন্বাদয়স্তন্মন্বন্তরাধিকারিণ এব ইত্যাহ, মনুরিতি ॥ ৪৭ ॥ তাবৎ প্রমাণা চ নিশেতি তদা সূর্য্যাদিপরিস্পন্দরূপকালোপাধ্যভাবেহপি ভগবতো যোগনিদ্রারূপমায়োপাধিপরিচ্ছিন্নস্য কালস্য তাবত্ত্বং জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মেতি দিবা ব্রহ্মরূপধরো যঃ স এব ভগবান্ রাত্রৌ শ্রীনারায়ণরূপেণ শেষাহৌ অনন্তনাম্নি সর্পে শেতে ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥ এবমেব সর্ব্বকল্পমন্বন্তরাদিস্থিতিং সপ্রপঞ্চমমাহ, ততঃ প্রবুদ্ধ ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়-সমাপ্তি ॥ ৫১ ॥ স্থিতয়ে যো ব্যাপারঃ স এব লক্ষণম্ উপাধির্যস্য সঃ ॥ ৫৩ ॥ উপসংহরতি, এবমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৮ ॥ অত্র বা অন্যত্র বা কল্পাদৌ তস্মাৎ ব্যতিরেকি যৎ ভূতাদি, তন্নাস্তি, কিন্তু ভেদ

কল্পনাশূন্যো ভগবানেবাস্তীত্যেষ এব সদ্ভাবঃ পরমার্থঃ কথিত ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
তৃতীয়েঽংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্থিতিহেতুপ্রসঙ্গেন মুনেঃ প্রশ্নানুসারতঃ। বেদব্যাসস্তৃতীয়েঽত্র সপ্রপঞ্চানুবর্ণ্যতে ॥ বেদব্যস্তিং প্র[illegible] তাৎপর্য্যমনুবদতি, জ্ঞাতমিতি। যথা সর্ব্বং জগৎ বি[illegible] পরং ন বিদ্যতে। যথা চ বিষ্ণৌ তিষ্ঠতি, বিষ্ণোঃ সকাশ[illegible]তি, তথা ত্বত্তো ময়া জ্ঞাতম্। অনেন সর্ব্বোঽপিকারকাদ[illegible]াবুপলক্ষ্যতে ॥ ১॥ যথা বেদা ব্যস্তা ইতি প্রকারপ্রশ্নঃ ॥ ২ ॥ যস্মিন্ যস্মিন্নিত্যধিকরণ-প্রশ্নঃ। যো য ইতি কর্ত্তৃপ্রশ্নঃ। শাখাভেদানিতি শাখাসংখ্যানাম্নোঃ প্রশ্নঃ ॥৩॥ তত্র তাবৎ শাখাভেদানাং সঙ্খ্যাতো নামতশ্চ বিস্তারো বক্তুমশক্য ইত্যাহ, বেদক্রমস্যেতি ॥ ৪ ॥ অধিকরণকর্ত্তৃস্বরূপপ্রশ্ন-য়োরুত্তরমাহ, দ্বাপর ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ বীর্য্যমুৎসাহঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং বলঞ্চ গ্রহণসামর্থ্যমল্পমবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥ নন্ অপর এব বেদব্যাসাঃ, কথং ভগবান্ বেদভেদান্ করোতি? ইত্যাশঙ্ক্য, সর্ব্বে ভগবত্তনব ইত্যাহ যয়েতি ॥ ৭ ॥ অত্র তাবৎ অতীতানাগতমন্বন্ত-রাণাং ব্যাসান্ অতিবিস্তরত্বেন উপেক্ষ্য বৈবস্বতে মন্বন্তরে ব্যতী-তান্ ব্যাসান্ ভাবিনঞ্চৈকং তথা শাখাভেদাংশ্চ বক্তুমাহ যস্মি-ন্নিতি ॥ ৮ ॥ অষ্টাবিংশতির্ব্যাসা ব্যতীতা নিবৃত্তাধিকারা জাতা ইত্যর্থঃ, বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ১০ ॥ প্রজাপতির্মনুঃ, "দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে। ব্রহ্মা মনুমুবাচেদং বেদান্ ব্যস্য প্রজাপতে ॥" ইতি বায়ূক্তেঃ। ইত এব বচনাৎ দ্বাপরাদিষ্বিত্যত্র

দ্বাপর আদির্যেষাং তেষু দ্বাপরাণাং সন্ধ্যাংশেষ্বিত্যর্থঃ কল্প্যতে। শান্তনুসমকালং সত্যবত্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোৎপত্তিপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥ ২০ ॥ ইদানীং বেদবিভাগং বক্ষ্যমাণঃ প্রথমং তাবৎ প্রণবাবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মণো বেদাবির্ভাবং দর্শয়িতুমাহ ধ্রুবমিতি। ধ্রুবং বেদাদীনাং প্রকৃতিভূতং ওঁমিত্যেবং রূপং ব্যবস্থিতমেকমক্ষরং ব্রহ্মেত্যভিধী-য়তে। তত্র হেতুমাহ, বৃহত্ত্বাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপব্রহ্মাত্মকত্বাৎ বৃংহণ-ত্বাৎ বেদাদীনাং কারণত্বাৎ আবির্ভাবকর্ত্তৃত্বাদিতি যাবৎ। “যস্মা-দুচ্চার্য্যমাণ এব বৃংহতি বৃহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ। ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি গীতোক্তেশ্চ ॥ ২১ ॥ তস্যৈব ব্যাপকত্বং প্রতিপাদয়ন্ ব্রহ্মপ্রকাশকত্বং ব্রহ্মত্বেন প্রকাশত্বং ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং প্রণমতি প্রণবেতি। ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যাহৃতিত্রয়ং নিত্যং প্রণবাবস্থিতমীর্য্যতে। তেন ব্যাহৃতিত্রয়াত্মকং যদিত্যর্থঃ। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণমিতি প্রথমার্থে দ্বিতীয়া। এতদ্বেদচতুষ্টয়াত্মকঞ্চ যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে প্রণবাখ্যায় নম ইতি ॥ ২২ ॥ এবং বাচকপ্রণব-প্রণামানন্তরং তদ্বাচ্যং ব্রহ্ম প্রণমতি জগত, ইতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যৎকারণসংজ্ঞিতং মহতশ্চ পরমং গুহ্যং মুখ্যং কারণং তস্মৈ সুব্রহ্মণে পূজিতগুণাধিষ্ঠাত্রে ব্রহ্মণে নম ইত্য-ন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তদেব বিশিনষ্টি, অগাধং পূর্ব্বপরকালাবধিরহিতম্ অপারং সর্ব্বগতম্ অক্ষয্যং ক্ষয়িতুমশক্যং জগতঃ সম্মোহনং তমো-গুণঃ, তস্যায়মালয়ঃ। কিঞ্চ সম্প্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং সত্ত্বরজোগুণাভ্যাং পুরুষস্য যোঽর্থো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ স প্রয়োজনং কার্য্যং যস্য তৎ ॥ ২৪ ॥ তদেবাহ, সাঙ্খ্যজ্ঞানং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানং তদ্বতাং নিষ্ঠা প্রাপ্যং স্থানম্। শমঃ অন্তঃকরণব্যাপারোপরমঃ, দমঃ বাহ্যে-ন্দ্রিয়ব্যাপারোপরমঃ, স এব আত্মা স্বভাবো যেষাং তেষাং গতিঃ আত্মানাত্মবিবেককারণং যত্তদব্যক্তমতীন্দ্রিয়ম্ অমৃতম্ অবিনাশি প্রবৃত্তং ব্রহ্মপরিণামবদ্ব্রহ্ম শাশ্বতং বস্তুতঃ সদৈকরূপতয়া বর্ত্ত-মানম্ ॥ ২৫ ॥ প্রধানং মহদাদিকার্য্যকর্ত্তৃত্বেন প্রতীয়মানম্। যদ্বা

প্রধীয়তে আধীয়তে বিশ্বমিহেতি প্রধানম্ আত্মযোনিঃ, অনন্য-কার্য্যং স্বতঃসিদ্ধমিতি যাবৎ। গুহায়াং হৃদয়কুহরে প্রকাশমানং সত্ত্বং যস্য তৎ শস্যতে বেদাদিষু। অবিভাগঃ নির্ভেদম্ পুংস্ত্বমার্ষম্। শুক্রং দীপ্তিমৎ স্বয়ম্প্রভম্ ইতি যাবৎ। অক্ষরম্ অপক্ষয়শূন্যম্। বহুধাত্মকং বহুপ্রকারোপাধিকম্ ॥ ২৬ ॥

যদেবম্ভূতং তথাপি পরমব্রহ্মণে কূটস্থপরিপূর্ণায় তস্মৈ প্রণব-গম্যায় নিত্যং নমো নম ইতি ভক্ত্যাতিশয়ো দ্যোত্যতে ॥ ২৭॥ ইদানীং বাচ্যবাচকপ্রণবব্রহ্মণ এব অভেদবিবক্ষয়া ব্যাহৃত্যাদিরূপতামাহ, যদ্রূপমিতি, সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। বাসুদেবস্য যৎ প্রণবাখ্যং রূপমেতদভেদমপি ত্রিধা ব্যাহৃতিরূপেণ ভূরাদিলোকত্রয়রূপেণ চ ভেদো যস্য তৎ। তত্র হেতুমাহ স প্রভুঃ প্রণবাত্মা বাসুদেব এব বিভিন্নাভির্বুদ্ধিভিঃ ভিদ্যতে ভিন্নতয়া প্রতীয়তে। দৃশ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিরিতি পাঠে বিষমদৃষ্টিভিঃ সর্ব্বভূতেম্বভেদোঽসৌ দৃশ্যতে অতঃ ভেদমপি তৎস্বরূপম্। ত্রিধা ভিদ্যতে ইতি ত্রিধা ভেদং জ্ঞানাত্মভিন্নং ত্রিধা ভিন্নস্তু ভূরাদ্যাত্মনেত্যর্থঃ ॥২৮॥ কিঞ্চ ঋগাদিময়ঃ ঋগ্বেদাদি-রূপঃ ঋগাদিসারঃ প্রণবস্তদাত্মা চ শরীরিণাং বেদবিভাগকর্ত্তৃণামাত্মা চ স এব ॥ ২৯ ॥ প্রণবাখ্যবাসুদেবস্য সর্ব্বাত্মত্বং নিবেদয়তি, স ভিদ্যত ইতি। স এব বেদময়ঃ, স এব ভিদ্যতে, ঋগাদিরূপেণ বহুভির্বেদৈঃ সশাখম্ অনেকপ্রকারকশাখাকং বেদমাত্মানমেব তত্তৎপ্রণেতৃরূপঃ সন্ স এব করোতি, স এব সমস্তশাখারূপশ্চ। তত্র হেতুভূতবিশেষণত্রয়মাহ, জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্ত ইতি। তেন অনন্তশাখারূপত্বং তৎপ্রণেতৃত্বঞ্চোপপদ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবিপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং তৃতীয়েঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টাবিংশে দ্বাপরেঽত্র নান্যত্রাপি প্রসঙ্গতঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নে-নৈব বেদা ব্যস্তা ইতীর্য্যতে ॥ আদ্য ঈশ্বরাদুদ্ভূতশ্চতুষ্পাদ ঋগাদি-চতুর্ব্বেদসমূহরূপঃ শতসাহস্রসম্মিত ইত্যর্থঃ। ততঃ প্রবৃত্তোঽয়ং কৃৎস্নো যজ্ঞো দশগুণঃ দশবিধঃ, অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্য-পশুসোমা ইতি পঞ্চবিধঃ, স এব প্রকৃতিবিকৃতিভেদেন দশবিধ ইতি। যদ্বা গৃহ্যোক্তৈঃ পঞ্চযজ্ঞৈঃ সহ দশবিধত্বম্ ॥ ১ ॥ অত্র মন্ব-ন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে দ্বাপরে চতুষ্পাদমেকং সন্তং বেদং চতুর্দ্ধা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বরূপেণ পৃথগ্‌ব্যভজৎ। প্রভুঃ ঈশ্বরঃ অবতাররূপঃ ॥ ২ ॥ তৈঃ পূর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ ময়া চ ষড়্‌বিংশে বেদা ব্যস্তাঃ ॥৩॥ তৎ তস্মাৎ অনেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃতেন বেদবিভাগেন দৃষ্টান্তেন চতুর্যুগেষু সর্ব্বেষ্বপি বেদবিভাগান্ পূর্ব্বৈঃ কৃতান্ অবধারয় জানীহি ॥ ৪ ॥ তদেবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসস্য মুখ্যত্বমুক্ত্বা তত্র হেতুমাহ কৃষ্ণেতি, অতঃ অস্মিন্ মন্বন্তরে অষ্টাবিংশে এব দ্বাপরে ভারতাবির্ভাব ইতি গম্যতে ॥৫॥ বেদপারগান্ বেদস্য পারং গন্তুং সমর্থান্ ॥৭॥ ঋগ্বেদ-শ্রাবকমিতি সমাসস্থমপি শ্রাবকপদমগ্রেঽনুকৃষ্য যোজ্যং পারগ-মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৮ ॥ ইতিহাসপুরাণয়োরিতি "আর্যাদি-বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্। ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যা-দ্ভুতধর্ম্মযুক্ ॥" সর্গাদিপঞ্চলক্ষণং সর্গাদ্যবতারভেদবিবক্ষয়া দশ-লক্ষণঞ্চ ॥ ১০ ॥ এক আসীদিতি যাজুর্বেদিকাধ্বর্য্যবক্রিয়াবাহুল্যাৎ প্রধানকর্ম্মণশ্চ যাজনস্য তদ্বিহিতত্বাৎ যজুঃপ্রাধান্যাদেবমুক্তম্ "যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমযুঞ্জত। যাজনাদ্ধি যজর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥" ইতি বায়ূক্তেঃ। হোত্রোপলক্ষিতাশ্চত্বার ঋত্বিজশ্চত্বারো হোতারঃ। তৈঃ অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম চাতুর্হোত্রম্, তৎ

যস্মিন্নভূৎ। জাতং তেন চতুর্দ্ধা বিভক্তেন বেদেন যজ্ঞম্ অকরোৎ প্রবর্ত্তিতবান্ ॥ ১১ ॥ চাতুর্হোত্রমেবাহ, আধ্বর্য্যবমিতি ॥ ১২ ॥ চতুর্দ্ধা ভেদমাহ, তত ইতি। ততঃ বেদরাশেঃ যজুংষ্যুদ্ধৃত্যেত্যনুষঙ্গঃ। সামভির্গীতাত্মকৈরুদ্ধৃতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি শান্তি-পুষ্ট্যাদীনি ॥১৪॥ বেদা এব পাদপাঃ তেভ্যঃ কাননং শাখাপ্রশাখা-সন্ততিঃ এব কাননমিতি বা ॥ ১৫ ॥ প্রথমম্ ঋগ্বেদপাদপং দ্বিধা বিভেদ ॥১৬॥ বাস্কল এব বাস্কলিঃ স্বার্থে ইন্ ॥১৭॥ বাস্কলয়ে দত্তায়াঃ শাখায়াঃ অবান্তরশাখাস্তে বৌধ্যাদয়ো জগৃহুঃ ॥ ১৮ ॥ তস্য পৈল-শিষ্যস্য ইন্দ্রপ্রমতেঃ শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং পুত্রান্ শিষ্যাংশ্চ ক্রমাৎ যযৌ ॥ ২০ ॥ বেদমিত্রাখ্যঃ শাকল্প ইন্দ্রপ্রমতি-সংহিতাম্ অধীতবান্। ততশ্চ স এব তস্যাঃ পঞ্চ সংহিতাশ্চকার। তাশ্চ শিষ্যেভ্যঃ মুদ্গলাদিভ্যো দদৌ ॥২১॥ শাকপূর্ণিস্তু ইন্দ্রপ্রমতি-শিষ্যস্তৎসংহিতায়াঃ সংহিতাত্রিতয়ং নিরুক্তং চ বেদশব্দনির্বচন-রূপম্ অকরোৎ ॥ ২৩ ॥ তচ্চ সংহিতাত্রিতয়ং ক্রৌঞ্চাদিভ্যঃ অদাৎ। চতুর্থো নিরুক্তকৃৎ নামেতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ২৪ ॥ অনু-শাখাঃ অবান্তরশাখাঃ। বাস্কলিঃ পৈলশিষ্যঃ। তিস্রঃ সংহিতা-শ্চক্রে ইত্যুক্তং স এবান্যাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্। অপর এব সাকল্পসতীর্থো বাস্কলিঃ, তচ্ছিষ্যাঃ কালায়নিপ্রমুখাস্ত্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং তৃতীয়েঽংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমেঽথ যজুঃশাখাঃ কথ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ। সেতিহাসং তৈত্তিরীয়ং বাজিশাখাপ্রবর্ত্তনম্। সপ্তবিংশৎ সপ্তবিংশতিঃ যজুষঃ প্রধানশাখাঃ। ব্রহ্মাণ্ডে তু একাধিকশতমধ্বর্যুশাখা আপস্তম্বোক্তা

উক্তাঃ ॥১॥ যজুঃশাখান্তরাণামুৎপত্তিং বক্তুং শিষ্যান্তরমাহ, যাজ্ঞবল্ক্যস্তিতি ॥২॥ তস্মাদেব শাখাদ্বয়প্রবৃত্তিং বক্তুম্ ইতিহাসমাহ, ঋষিরিতি, অদ্য অস্মৎসমাজে য ঋষির্নাগমিষ্যতি তস্যোতঃ সপ্তরাত্রৎ ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতীতি যঃ সময়োঽভূৎ তং বৈশম্পায়ন এবাতিক্রান্তবানিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥৪॥ স্বস্রীয়ং স্বস্রুঃ সুতং পদা স্পৃষ্টং সন্তম্ অঘাতয়ৎ। ঋষিশাপবশাৎ পদা স্পৃষ্টমাত্রোঽসৌ মমারেত্যর্থঃ ॥৫॥ সমর্থেনান্যেন মহাপাতকে কৃতেঽন্যেন কথং তৎপ্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতীদং ন বিচার্য্যং কিন্তু তথা সাক্ষাদ্বধে শাস্ত্রোক্তমুখ্যপ্রকারেণ মদর্থং ব্রতং চরতেত্যর্থঃ ॥ ৬॥ বিপ্রাবমনাক! বিপ্রাবমন্তঃ! ॥৭॥ সর্ব্বান্ শিষ্যান্ প্রত্যুক্তে তন্নিষিধ্য ময়ৈব কার্য্যমিত্যুক্তত্বাদাজ্ঞাভঙ্গকারিণেত্যুক্তম্ ॥ ৮॥ মমাপি ত্বয়া গুরুণা অলং, ত্বত্তো ময়া যদধীতং তদিদমিতি ছর্দনমনুচকার ॥১০॥ ছর্দিতানাং সাক্ষাদ্‌ গ্রহণমনুচিতমিতি তিত্তিরাঃ পক্ষিণো ভূত্বা জগৃহুঃ, ততো হেতোস্তে তৈত্তিরীয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥ ততোঽন্যেষাং চরকাধ্বর্য্যুসংজ্ঞাং নির্ব্বক্তি, ব্রহ্মহত্যাব্রতমিতি ॥ ১৩ ॥ ততোঽসৌ সূর্য্যং স্তুত্বা তৎপ্রসাদাল্লব্ধৈর্যজুর্ভিঃ কাণ্বাদ্যাঃ পঞ্চদশ শাখাঃ কৃতবানিতি দর্শয়ন্নাহ, যাজ্ঞবল্ক্যোঽপীত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১৪ ॥ বিমুক্তেঃ দ্বারা ত্রয়ীধামবতে ত্রয়ীরূপতেজঃশালিনে ॥ ১৫ ॥ অগ্নীসোমভূতায় অতো জগতঃ কারণাত্মনে। তদেবাহ, ভাস্করায় আতপবৃষ্টিদ্বারা জগৎকারণমিতি ভাবঃ। তদুপপাদয়তি তেজো বিভ্রত ইত্যগ্নিরূপত্বম্। সৌষুম্নং বিভ্রত ইতি সোমরূপত্বম্। উক্তঞ্চ, "সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিতস্তেন চন্দ্রমা ইতি ॥ ১৬ ॥ কলাকাষ্ঠাদিকালো জ্ঞায়তে যেন তথাভূতঃ আত্মা যস্য তস্মৈ ধ্যেয়ায় সর্ব্বেষাং ধ্যানার্হায় ধীমহীতি। গায়ত্রীলিঙ্গাৎ "পরমাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তদ্রূপিণে ওঁকাররূপিণে ইতি বা ॥১৭॥ সুধামৃতেন সুধৈব অমৃতম্ অমরণসাধনত্বাৎ তেন তৃপ্তাত্মনে তর্পকায়। ধৃতাত্মনে ইতি পাঠে ধারয়িত্রে ॥ ১৮ ॥ হিমাদীনাং যা

বৃষ্টিঃ তৎকর্ত্তা। হেমন্তবর্ষাগ্রীষ্মাখ্যত্রিকালরূপায় বেধসে স্রষ্ট্রে ॥১৯॥ সত্ত্বধামধরঃ সত্ত্বমূর্ত্তিধরঃ। সত্যধামধর ইতি পাঠে সত্যম্ অবাধিতং ধাম তেজো ধরতীতি পচাদ্যচ্ ॥ ২০ ॥ সৎকর্ম্ম রাত্রিসন্ধ্যোত্তর-কালবিহিতং যৎ কর্ম্ম তদ্যোগ্যঃ ॥ ২১ ॥ পূর্ব্বোক্তমেবার্থং বিধি-মুখেনাহ, স্পৃষ্ট ইতি ॥ ২২ ॥ ভক্ত্যতিশয়েন পূর্ব্বোক্তৈঃ পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রণমতি নমঃ সবিত্র ইতি ॥ ২৩ ॥ হিরণ্ময়ং তেজোময়ম্। কেতবঃ বেদময়াঃ অশ্বা অমৃতধায়িনঃ অমৃতাহারাঃ। "উদুত্যং জাতবেদসমিত্যাদি ঋগর্থ উক্তঃ। হিরণ্ময়ে রথ ইতি পাঠে কেতবঃ রশ্ময়ঃ। অমৃতং জলং, তদ্ধাতারঃ। বহন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ অযাতয়ামসংজ্ঞানি অন্যৈরনভ্যস্তানি ॥ ২৭ ॥ বাজিনঃ সমাখ্যাতাঃ বাজিরূপসূর্য্যপ্রোক্তসংহিতাধ্যায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সাম্নোঽথাথর্ব্বণঃ শাখাভেদাঃ পৌরাণিকা অপি। অধ্যেতারশ্চ কর্ত্তারস্তেষাং ষষ্ঠে নিরূপিতাঃ ॥ তস্য জৈমিনেঃ। অস্য জৈমিনি-পুত্রস্য সুমন্তোঃ। তৌ জৈমিনেঃ পুত্রপৌত্রৌ জৈমিনিনা। বিভক্তা-মেকৈকাং সংহিতাং স্বস্বকালেঽধীতবন্তৌ ॥২॥ তৎসুতঃ সুমন্তুসুতঃ তং সংহিতাভেদম্ ॥ ৩ ॥ সুকর্ম্মণঃ শিষ্যাবাহ, হিরণ্যনাভ ইতি। কৌশল্য ইতি হিরণ্যনাভবিশেষণং যে পঞ্চদশ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ সংহিতা হিরণ্যনাভেন দত্তাস্ত এব উদীচ্য সামগাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪ ॥ যৈরপরৈর্দ্বিজোত্তমৈস্তাবত্যস্তেষাং গৃহীতৃণাং সংখ্যয়া সঙ্খ্যাতাঃ সংহিতা হিরণ্যনাভাদ্ গৃহীতাঃ তে প্রাচ্যসামগা উচ্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ॥৫

পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যানাহ, লোকাক্ষিরিতি । তস্তৈঃ তচ্ছিষ্য-প্রশিষ্যাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ হিরণ্যনাভস্য উদীচ্যসামগশিষ্যমধ্যে কৃতি-নামা শিষ্যঃ ॥৭ ॥ তৈঃ কৃতিনাম্নঃ শিষ্যৈঃ ॥৮ ॥ দেবদর্শঃ স্বসংহিতাং চতুর্ধা চক্রে, তাস্তু মৌদ্গাদয়ঃ চত্বারো জগৃহুরিত্যর্থঃ ॥১১ ॥ পথ্যকৃতাস্তিস্রঃ সংহিতা জাজল্যাদয়ো জগৃহুঃ, যৈঃ স্বসংহিতা ভিন্না কৃতাঃ ॥১২॥ সৈন্ধবাঃ সৈন্ধবায়নশিষ্যাঃ মুঞ্জকেশা ইতি বভ্রোরেব নামান্তরং তচ্ছিষ্যা দ্বিধা দ্বিঃপ্রকারা ভিন্না বেদাঃ স্বস্ব-সংহিতা যৈঃ তে তথা । সংহিতাভেদানাহ, নক্ষত্রকল্প ইতি । বেদানাং সংহিতানাঞ্চ কল্প ইত্যন্বয়ঃ । তত্র নক্ষত্রকল্পো নক্ষত্রাদিপূজাবিধিঃ বেদকল্পো বৈতালিকব্রহ্মত্বাদিভিঃ সংহিতাকল্পঃ সংহিতাবিধিঃ ॥ ১৪ ॥ আঙ্গীরসকল্পঃ অভিচারাদিবিধিঃ শান্তি-কল্পঃ অশ্বগজাদ্যষ্টদশমহাশান্ত্যাদিবিধিঃ ॥১৫ ॥ আখ্যানাদিভিঃ সহ পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে ব্যাস ইতি শেষঃ । তত্র স্বষ্টোপলব্ধ-কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে গাথা পিতৃপৃথিব্যাদিগীতাঃ কল্প-শুদ্ধিঃ বারাহাদিকল্পনির্ণয়ঃ ॥১৬ ॥ সুমত্যাদয়স্তস্য রোমহর্ষণস্য ষট্ শিষ্যাঃ তৎকৃতাঃ ষট্ সংহিতা জগৃহুঃ ॥১৮ ॥ কাশ্যপাদিভি-স্ত্রিভিঃ কৃতাস্তিস্রঃ । অকৃতব্রণ এব কাশ্যপঃ কাশ্যপেনাপ্যকৃত-ব্রণ ইতি বায়ুনোক্তেঃ । রোমহর্ষণিকা চ অন্যা রোমহর্ষণেন পুনঃ সঙ্ক্ষেপেণ কৃতা ॥১৯॥ এতাষাং সংহিতানাং চতুষ্টয়েন সারোদ্ধার-রূপমিদং বিষ্ণুপুরাণং মুনে ! মৈত্রেয় ! ময়া কৃতমিতি শেষঃ ॥২০ ॥ ব্যাসকৃতানি অষ্টাদশপুরাণান্যাহ, আদ্যমিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ । কেচিৎ তু সংহিতানাং চতুষ্টয়েন ইদমাদ্যং ব্রাহ্মমুচ্যতে ইতি বদন্তি ॥ ২১ ॥ উক্তেম্বষ্টাদশপুরাণেষু কিমেতৎ পুরাণং ত্বয়া কথ্যত, ইত্যাহ, যদেতদিতি । ময়া যদেতৎ তব কথ্যতে তদেবানাগতাখ্যানেন পদ্মপুরাণানন্তরং ব্যাসেন কৃতমিত্যর্থঃ । যথাহ মাৎস্যে, "বরাহ-কল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাশরঃ । যান্ প্রাহ ধর্ম্মানখিলাংস্তদুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥" ইত্যেবমেব ব্রহ্মাদিকথিতং ব্যাসেন নিবদ্ধং ব্রহ্ম-

পুরাণাদি কথ্যতে। বিষ্ণুপুরাণঞ্চ ক্বচিৎ দশসাহস্রং ক্বচিদষ্টসাহস্রমিত্যাদিবিকল্পেঽপি অত্র ষট্সাহস্রমেব ব্যাখ্যায়তে॥২৩॥ অস্য বৈষ্ণবসংজ্ঞায়াং হেতুমাহ সর্গে চেতি ॥২৫॥ পুরাণানাং বেদোপবৃংহনত্বেন ধর্ম্মবেদতদ্ধেতুত্বাৎ ধর্ম্মবিদ্যাস্থানেষু চতুর্দশস্বন্তর্ভাবমাহ, অঙ্গানীতি। অঙ্গানি—শিক্ষাকল্পজ্যোতিশ্ছন্দোনিরুক্তব্যাকরণানি ষট্। চতুরশ্চত্বারঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং মন্বাদিপ্রোক্তস্মৃতিশাস্ত্রম॥ ২৮॥ কেবলং দৃষ্টার্থবিদ্যাস্থানমায়ুর্ব্বেদাদিচতুষ্কং ব্রুবন্ ধর্ম্মবিদ্যাস্থানৈঃ সহাষ্টাদশবিদ্যাস্থানান্যাহ আয়ুরিতি। আয়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গচিকিৎসাশাস্ত্রং ধন্বন্তরিপ্রোক্তম্। ধনুর্ব্বেদো ভৃগুপ্রোক্তশ্চতুর্বিধ আয়ুধসন্ধানমোক্ষাদিবিষয়ঃ। গান্ধর্ব্ববেদো ভরতমুনিপ্রণীতো নৃত্যগীতাদিবিষয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং বার্হস্পত্যাদিনীতিশাস্ত্রম্। পূর্ব্বোক্তাশ্চতুর্দশেত্যষ্টাদশবিদ্যা ইতি ॥২৯॥ বেদশাখাপ্রসঙ্গাৎ কর্ত্তৄণামষ্টর্ষীণাং ভেদানাহ, জ্ঞেয়া ইতি ॥৩০॥ উপসংহৃতি ইতীতি। প্রসঙ্খ্যাতাঃ সঙ্খ্যায়া, প্রোক্তাঃ শাখাভেদাশ্চ নাম উক্তাঃ। ভেদহেতুঃ পুরুষাণামল্পপ্রজ্ঞত্বাদিঃ ॥৩১॥ শাখানাং পুরুষপ্রণীতত্বেন বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং স্যাদিত্যত আহ, প্রাজাপত্যেতি। কল্পাদৌ প্রজাপতিনা দৃষ্টা শ্রুতিঃ। নিত্যৈব ইমে তু শাখাভেদাস্তস্যা এব বিকল্পাস্তগ্রহণসৌকর্য্যার্থমবান্তরভেদা ন ত্বপূর্ব্বাঃ পুরুষৈঃ কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
তৃতীয়েঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বেদশাখাপ্রণয়নমুক্তং কর্ত্রাদিভেদতঃ। অথ তান্ত্রিকধর্ম্মশ্চ সেতিহাসোঽত্র বর্ণ্যতে। ভূতলাদিপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গাদনুবর্ণ্যতে। সদ্গতিস্তৎস্বজনস্তুনাং ভগবদ্ধর্ম্মসঙ্গতঃ। উক্তমভিনন্দনশ্রুতিস্মৃতি-

সারভূতং ধর্ম্মং পৃচ্ছতি যথাবদিতি সপ্তভিঃ ॥১॥ পাতালবীথীঃ ভূবিবরপংক্তীঃ। সপ্ত লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ। এতৎ সপ্তদ্বীপাদিরূপং সর্ব্বম্ ॥৩॥ অয়মেব প্রশ্নঃ প্রষ্টব্যোঽর্থে। নকুলেন ভীষ্মং প্রতি পৃষ্টস্ততশ্চ স ভীষ্মস্তং প্রতি যৎ প্রাহ তচ্চ শৃণুষ্ব ॥ ৮ ॥ স কালিঙ্গকো দ্বিজো মামুবাচ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ পৃষ্ট ইতি ॥ ৯ ॥ তেন জাতিস্মরেণ ইদমিদং বর্ত্তমানমেতদর্থশ্রেণং লক্ষণং ভবিষ্যতীতি চ কালিঙ্গকস্থানে যদাখ্যাতং তেন চ কালিঙ্গকেন মহ্যং যথোক্তং তথৈব তদভূৎ হে বৎস নকুলেত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ শ্রদ্দধানমনোযুক্তেন স কালিঙ্গকো দ্বিজো ভূয়ঃ পুনঃ পৃষ্টঃ সন্ জাতিস্মরবাক্যং যদ্‌যদাহ তদন্যথা ব্যভিচারি ময়া ন দৃষ্টমিত্যতিবিশ্বাসার্থমুক্তম্ ॥১১॥ প্রকৃতমাহ, একদেতি। তস্য জাতিস্মরস্য মুনেঃ ॥১২॥ তদেবাহ জাতীতি। তং সংবাদং সংবাদবিষয়ার্থম্ ॥১৩॥ তমেবাহ, স্বপুরুষমিত্যাদিভিঃ সোঽন্যলোক্য ইত্যন্তৈরেকবিংশত্যা শ্লোকৈঃ। পাপিজনানয়নায় উদ্যতং পাশহস্তং স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য বিষ্ণুভক্তান্ পরিত্যজ্যান্যানানয়েতি স্বপ্রতাপভঙ্গভিয়া অতিরহস্যতয়া চ কর্ণমূলে বদতি স্ম ॥১৪ ॥ ন বৈষ্ণবানাং প্রভুরিত্যত্র হেতুমাহ, অহমিতি। প্রজাসংযমনাৎ যম ইতি সংজ্ঞয়া লোকহিতাহিতে শুভাশুভফলদানার্থে ধাত্রা নিযুক্তোঽপি হরিরেব গুরুস্তদ্বশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ, যতো মমাপি সংযমনে দণ্ডে বিষ্ণুঃ প্রভবতি। হিতায় স নিযুক্ত ইতি পাঠে দণ্ডোঽপি পাদক্ষয়ণার্থতয়া হিত এব তস্মাদপি ॥১৫॥ তত্র হেতুমাহ, কটকেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। কটকো বলয়ঃ। কর্ণিকা কর্ণভূষণম্। কটকাদিভেদৈর্নানারূপৈঃ কার্য্যৈরুপলক্ষিতমপি অভেদং কারণাত্মনা একমেবেষ্যতে যথা তথৈক এব জগৎকারণভূতো হরিঃ সুরাদিভেদৈরুদীর্য্যতে ॥১৬ ॥ কিঞ্চ ভেদস্য মায়োপাধিকত্বান্মায়ানাশে তু বিষ্ণুরেক এব ইত্যাহ, ক্ষিতীতি। অনিলোদ্ধৃতাঃ ক্ষিতিজলপরমাণবো যথা অনিলস্যান্তে অবসানে ধরিত্র্যাদিনা সহৈকতাং যান্তি তথা

গুণানাং কলুষেণ কালুষ্যেণ ক্ষোভেণ যে সুরাদয়ো জাতাঃ অস্তে গুণক্ষোভোপরমে তেন বিষ্ণুনা সহৈকতাং যান্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥ তর্হি যমস্যাপি নিয়ন্তুর্ভক্তিঃ কথং মনুষ্যসাধ্যেত্যত আহ, হরিমিতি। পরমার্থতঃ সর্ব্বাত্মত্বেন হরিং যঃ প্রণমত্যপি তং পরিত্যজ্য ব্রজ। যদ্বা হরিপ্রণতিমাত্রেণ পরমার্থতঃ তমপগতসমস্তপাপবন্ধমিত্যন্বয়ঃ। অনেন দৃষ্টান্তেন ভক্তসংসর্গিণোঽপি ত্যাজ্যা ইত্যুক্তং যেঽন্যে চ পাপাঃ পদমাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তীতি শুকোক্তেঃ ॥১৮ ॥ সমস্তস্য ধাতুঃ পালকস্য॥১৯॥ উচ্চৈরতিশয়েন শিতং শুদ্ধং রাগাদিশূন্যং মনো যস্য তং বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধি। ভক্তৌ হেতুং বদন্ তং বিশিনষ্টি ন চল তীতি হরেরাজ্ঞেয়মিতি বুদ্ধ্যা নিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মতো যো ন চলতি তম্। ভক্তেশ্চিহ্নান্যাহ, সমমতিরিতি ॥২০॥ তেষ্বপ্যস্তমোহে মনসি সততং কৃতজনার্দ্দনমতীব ভক্তমবৈহি। কিংবিশিষ্টং কলৌ বর্ত্তমানস্য যস্য তৎকৃতেন পাপমলেনাত্মা বুদ্ধির্ন মলিনীকৃতস্তম্ ॥২১॥ ন হরতীতি যদুক্তং তৎ বিশেষমাহ, কনকমিতি কনকমপি রহস্যপি দৃষ্ট্বা পরস্বং তৃণমিব যঃ সমবৈতি জিঘৃক্ষাবিমুখো ভবতীত্যর্থঃ। অথচ ভগবতি অনন্যচেতাঃ ভবতি তম্ ॥২২ ॥ সিতমনসমিতি বিশেষণং যদুক্তং তদেব কশব্দাভ্যাং স্পষ্টয়তি। স্ফটিকেতি। স্ফটিকগিরিশিলেব অমলঃ তুহিনময়ূখশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মিপুঞ্জে মৎসরাদিদোষস্য বিষ্ণুভক্তেশ্চ বিরোধোক্ত্যা তদ্দোষরহিতস্যৈব বিষ্ণুভক্তত্বমিত্যুক্তং ভবতি॥২৩॥ তদেব বিধিমুখেন বিবৃণোতি বিমলমতিরিতি। শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য অখিলানাং সত্ত্বানাং মিত্রভূতঃ অস্তে নিরস্তে মানমায়ে গর্ব্বালীকে যেন সঃ ॥২৪ ॥ তস্য প্রসন্নতৈব চিহ্নমিত্যাহ, বসতীতি। উক্তমর্থমর্থান্তরন্যাসেন সমর্থয়তি, ক্ষিতিরসমিতি। শালপোতো বালতরুঃ শালতরুঃ চারুতয়া সুকুমারতয়ৈব রম্যং ক্ষিতিরসং স্বস্যান্তর্যথা কথয়তি অনুমাপয়তি এবং সর্ব্বভূতেষু সৌম্যতয়া বিষ্ণুভক্তোঽপি বিষ্ণুং হৃদি বসন্তং সূচয়তীত্যর্থঃ ॥২৫॥ কিঞ্চ যমনিয়মেতি, অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ শৌচ-

সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ, ধনাদিসম্পৎসমুৎসিক্তো মনসঃ উল্লাসো মদঃ, আত্মনি পূজ্যবুদ্ধির্মানঃ, পরশুভদ্বেষো মৎসরঃ ॥২৬॥ অপগতকল্মষত্বমেবাহ, হৃদীতি। অসি স্থানে, অপীতি কচিৎ পাঠঃ। তৎ তর্হি অঘানাং পাপানাং বিঘাতকর্ত্তা হরিস্তেন ভিন্নং নাশিতং সদঘং কথং ভবতি, বলবদ্বিরোধিনি সত্যপরং ন তিষ্ঠতীত্যর্থান্তরেণ স্পষ্টয়তি কথমিতি ॥ ২৭ ॥ ইদানীমভক্তলক্ষণান্যাহ হরতীতি চতুর্ভিঃ ॥২৮॥ সতাং বিনিন্দাং কুরুতে সন্তমর্থং ন দদাতি। যদ্বা সন্তং বিষ্ণুং তদ্ভক্তং বা ন যজতি ন পূজয়তি ন চ তস্মৈ দদাতি ॥ ২৯ ॥ পরমসুহৃদাদিষু শঠমতিঃ সন্নর্থতৃষ্ণাং করোতি অর্থাৎ তেভ্য এবার্থং গৃহীতুং বাঞ্ছতি, যদ্বা পরমসুহৃদাদৌ তেষাং নিমিত্তমন্যায়েনাপ্যর্থতৃষ্ণাং করোতি ॥ ৩০ ॥ অনার্য্যৈঃ বিশালো দীর্ঘকালো যঃ সঙ্গস্তেন মত্তঃ। অনার্য্যবিশালেতি পাঠে নীচৈঃ দুঃশীলৈশ্চ যঃ সঙ্গস্তেন মত্ত ইত্যর্থঃ ॥৩১॥ উক্তমভক্তচিহ্নং ভক্তচিহ্নমাহ, সকলমিতি ॥৩২ ॥ তন্নামকীর্ত্তনং তদেকশরণতা চৈকান্তভক্তচিহ্নমিত্যাহ, কমলনয়নেতি ॥ ৩৩ ॥

দূরতরেণ ত্যজেতি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ, বসতীতি। তস্য দৃষ্টিপাতং যাবচ্চক্রভ্রমণাদতস্তচ্চক্রেণ প্রতিহতে বীর্য্যবলে যস্য তস্য তব মম চ তদ্দৃষ্টিপাতবিষয়ে পাপিজনানয়নেঽপি ন গতিরস্তি স পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠবাসার্হঃ নাস্মল্লোকযোগ্যঃ ॥৩৪ ॥ মম মহ্যং তেন জাতিস্মরেণ। কুরুবর ! হে ভীষ্ম ॥ ৩৫ ॥ তস্য বশীকর্ত্তুং ন সমর্থাঃ। কেশবালম্বনঃ কেশবাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যমগীতা সমাপ্তা।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বিষ্ণোরারাধনোপায়ো নিজধর্ম্মপ্রসঙ্গতঃ। সগরৌর্ব্বীয়সংবাদং নবাধ্যায়ৈর্নিরূপ্যতে ॥ যথা যৎপ্রকারেণ ধর্ম্মেণ ॥১॥ বিষ্ণোরারাধনপরৈরাজ্ঞানুষ্ঠানতৎপরৈঃ ॥ ২ ॥ স্বর্গেভ্যঃ ব্রহ্মলোকাদিপদম্ ॥ ৬ ॥ যাবৎ যৎসঙ্খ্যাকং ভূরি স্বল্পং বেতি প্রমাণতঃ ॥৭॥ বর্ণাশ্রমাচারবতেত্যধিকারিবিশেষণাৎ বেদোক্ততদবিরুদ্ধপুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবানেব তত্রাধিকারী ন বিগীতাচারঃ। অন্যঃ শ্রুত্যুক্তধর্ম্মপরিত্যাগেন তদ্‌ব্রতধারণশ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপঃ পন্থা ন ভবতি ॥ ৯ ॥ যজ্ঞান্ যষ্টব্যান্ ইন্দ্রাদীন্ যজন্ বিষ্ণুং যজতি যং কঞ্চ ন জপন্ বিষ্ণুমেব জপতি অন্যং ঘ্নন্ বিষ্ণুমেব হন্তি ॥১০॥ যতঃ পূজ্যবধ্যাদিসর্ব্বস্বরূপো বিষ্ণুস্তস্মাৎ তদাজ্ঞয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ যাগাদীন্ সদাচারাংশ্চ কুর্ব্বতা বিষ্ণুরারাধ্যতে তোষ্যতে। সদাচারঃ অবিগীতশিষ্টাচারঃ ॥১১॥ উক্তমর্থমেবাধিকারিদর্শনপূর্ব্বকং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ১২ ॥ তত্র সাধারণধর্ম্মানাহ, ষড়্‌ভিঃ পরস্যাপবাদং সমক্ষনিন্দাং বৈশূন্যং পরোক্ষে রহোদোষকথনম্ ॥ ১৩ ॥ ন হন্তি ন প্রাণান্ বিয়োজয়তি। প্রাণিনো জঙ্গমানন্যান্ দেহিনঃ স্থাবরান্। এতেষাং নিয়মেনাক্রিয়মাণানাং ধর্ম্মত্বেন হরিতোষণত্বাৎ চিত্তশোধকত্বম্ ॥১৫॥ ইদানীং হরিতোষকান্ সাধারণধর্ম্মানাহ, বর্ণেতি। তিষ্ঠংস্তিতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ। তেষু স্থিতিস্তদনুষ্ঠানমারাধয়নহেতুরিত্যর্থঃ ॥১৯॥ তৎ তর্হি তান্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রবীহীত্যর্থঃ ॥২০॥ তত্র ব্রাহ্মণস্যাবশ্যকান্ ধর্ম্মানাহ দানমিতি। দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ নিত্যোদকী নিত্যং স্নানতর্পণাদিকৃৎ যথাধিকারমৌপাসনাগ্নেস্ত্রেতাদীনাং বা পরিগ্রহঃ ॥২২॥ ধনোপার্জ্জননিয়মানাহ, বৃত্ত্যর্থমিতি। প্রতিগ্রহাদানং প্রতিগ্রাহ্যস্য গবাদেরাদানং গ্রহণং গুর্বর্থং গুরোরর্থো যস্মিন্ তৎ শুক্লার্থাদিতি পাঠে তু শুক্লঃ শুদ্ধঃ অর্থো যস্য

তস্মাদ্বিপ্রাদেঃ। "ক্রমাগতং প্রীতিদায়ং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া। অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুল্কমুদাহৃতম্" ইতি বিষ্ণুবচনাৎ। শুল্কার্থমিতি পাঠে শুল্কধনোপার্জ্জননিমিত্তমিত্যর্থঃ। তত্রাপি ন্যায়তঃ কালপুরুষাদিপ্রতিগ্রহং বিনা দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ॥২৩॥ গ্রাবে ইতি। গ্রাবে পাষাণে পারক্যে পারকীয়ে রত্নে বাস্য ব্রাহ্মণস্যেত্যুপলক্ষণম্। পত্ন্যাম্ ঋতৌ চাভিগমঃ শস্যতে শ্রুত্যাহভ্যনুজ্ঞায়তে ন তু নিয়ম্যতে। "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইতি শ্রুতৌ পরিসংখ্যায়া উক্তত্বাৎ পরিসঙ্খ্যানিয়ময়োর্ভেদাৎ। তথাহি ভট্টপাদঃ, "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসঙ্খ্যেতি গীয়তে॥" ইত্যস্যার্থঃ—স্বর্গোপায়ভূতজ্যোতিষ্টোমস্যাত্যন্তমপ্রাপ্তস্য প্রাপণং বিধিঃ। যথাগ্নিষ্টোমেন যজেতেত্যাদিঃ। পাক্ষিকপ্রাপ্তৌ সত্যামপ্রাপ্তাংশস্য পরিপূরণায় নিয়মেন প্রাপণং নিয়মবিধিঃ। যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যত্র বিতুষীকরণস্যাবহননেন নখনিকৃন্তনাদিনা চ প্রাপ্তস্য নখনিকৃন্তনাদিপক্ষেহপি অবহননস্যাপ্রাপ্তস্যাংশস্য নিয়মেন প্রাপণং বিধেয়স্য তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ প্রাপ্তিযোগ্যতায়াং অন্যতরনিবৃত্তয়ে পুনঃ প্রাপণং পরিসঙ্খ্যা। যথা "পঞ্চপঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইতি। অত্র পঞ্চনখভক্ষণাদের্লোকত এব প্রাপ্তস্য অজ্ঞাতত্বাভাবাৎ। তত্র স্মৃতেরজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বলক্ষণস্য প্রামাণ্যস্য অসম্ভবেন স্বার্থত্যাগাৎ পঞ্চাতিরিক্তপঞ্চনখভক্ষণনিষেধাদিরূপান্যার্থকল্পনং যুক্তম্ তত্র উক্তরূপপ্রামাণ্যসত্ত্বাৎ তদনুরোধেন রাগতঃ প্রাপ্তস্য বাধোহপি ন্যায্য এব। অত এব ন স্বার্থত্যাগান্যার্থকল্পননিষেধপ্রতিযোগিপ্রাপকপ্রমাণবাধলক্ষণদোষত্রয়বত্ত্বম্, এবং শ্রৌতোদাহরণেহপি ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্ত ইত্যত্র ঋতুফলসাধারণাশ্বমেধসম্বন্ধিনঃ পশো রশনাং গৃহীতবন্ত ইত্যেবমর্থকস্য মন্ত্রস্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যলক্ষণালিঙ্গেনাশ্বরশনাদানে গর্দ্দভাদিরশনাদানে চোভয়ত্র শ্রুত্যনুমানদ্বারা প্রাপ্স্যতঃ প্রাগেবাশ্বরশনা-

দানে মন্ত্রবিনিয়োগলক্ষণস্য শ্রুত্যর্থস্য অপ্রাপ্তস্য সত্ত্বেন শ্রুতের-প্রাপ্তপ্রাপকত্বলক্ষণপ্রামাণ্যসম্ভবাৎ ন তদনুরোধেন স্বার্থত্যাগস্তত-শ্চান্যার্থকল্পনাপ্রাপ্তবাধশ্চ নাস্তীতি ন দোষত্রয়গন্ধোঽপি, তর্হি অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বলক্ষণপ্রামাণ্যস্য সর্ব্বত্রাবিশেষাদপূর্ব্বনিয়মপরি-সঙ্খ্যাবিধীনাং কো ভেদ ? ইতি চেৎ, ন, প্রমাণান্তরাযোগ্যে উপায়ে পূর্ব্ববিধিঃ, পাক্ষিকপ্রাপ্তে নিয়মবিধিঃ শ্রুত্যপেক্ষয়া বিলম্বিতপ্রত্যায়কপ্রমাণেনোভয়প্রাপ্তিযোগ্যতয়া পরিসংখ্যাবিধি-রিতি পূর্ব্বমেবোক্তত্বাৎ। অথাপূর্ব্ববিধিবৎ পরিসঙ্খ্যা বিধেরপি অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বেন চরিতার্থত্বাদন্যনিবৃত্তিঃ ফলং ন স্যাদিতি চেন্ন, লিঙ্গেন প্রাপ্স্যতোঽর্থস্য শ্রুত্যা পূর্ব্বপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যাদন্য-নিবৃত্তিরূপফলস্যাবশ্যকত্বাৎ। তথাপি শ্রুত্যা অশ্বরশনাদানে বিনিযুক্তস্য মন্ত্রস্য পশ্চাল্লিঙ্গেন বিনিয়োগাসম্ভবাদন্যনিবৃত্তিঃ সুতরাং সিদ্ধেব রশনৈব পরিসঙ্খ্যাফলম্। অপূর্ব্ববিধেস্তু অগ্নিষ্টো-মাদিষু প্রবৃত্তিজননস্য সম্ভবান্নান্যফলাকাঙ্ক্ষেতি। অত এব ভট্ট-পাদাঃ স্বয়ম্ আহুঃ তত্র বার্ত্তিকে, "অজ্ঞাতবিধিরেবায়ম্ অতো মন্ত্রস্য নিশ্চিতঃ। পরিসঙ্খ্যাফলেনোক্তা ন বিশেষঃ পুনঃ শ্রুতেঃ॥" ইতি পরিসঙ্খ্যান্যনিবৃত্তিঃ ফলমিত্যর্থঃ। তৎ কুত ইত্যত্রাহ, "ন বিশেষঃ পুনঃ শ্রুতেঃ" ইতি লিঙ্গজন্যভবিষ্যৎপুনঃশ্রবণস্য তৎ প্রথম-ভবশ্রুতিজন্যশ্রবণস্য প্রবৃত্তিলক্ষণফলমাত্রে বিশেষাভাবাৎ শ্রুতি-জন্যশ্রবণস্যান্যনিবৃত্তিরূপফলমস্তোবেত্যেব কল্পনীয়মিত্যর্থঃ। কেচিৎ তু ভট্টমতে পরিসঙ্খ্যায়াঃ স্মার্ত্তোদাহরণং নাস্তীতি বদন্তি, তন্ন "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" ইত্যাদিষু উক্তপ্রকারেণ দোষত্রয়া-ভাবাৎ পরিসঙ্খ্যোদাহরণত্বেঽপি অদোষাৎ ভেদেনৈব পরিসঙ্খ্যা-লক্ষণস্য সামান্যেনোক্তত্বাচ্চ। এবমৃতৌ ভার্য্যামুপেয়াদিত্যত্র ঋতু-কালানৃতুকালয়োর্নিত্যবৎ প্রাপ্ততয়া অপ্রাপ্তাংশপূরণলক্ষণফলা-ভাবান্নিয়মবিধ্যসম্ভবেন পরিসঙ্খ্যৈব। তর্হি, "ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি। ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং পচ্যতে নাত্র

সংশয়ঃ॥" ইতি দোষশ্রবণং ন স্যাৎ। নৈষ দোষঃ মনসি কামে সত্যপি তস্যাংদ্বেষাদিনা তামনুপগচ্ছতো দোষশ্রবণোপপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ। "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা" ইত্যাদিশুকোক্তেশ্চ ॥২৫॥ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানাহ, দানাদীতি চতুর্ভিঃ ॥২৬॥

শস্ত্রাজীবো যুদ্ধজীবিকা তস্য ক্ষত্রিয়স্য প্রথমে কল্পে পক্ষে পৃথিবীপালনং কর্ম্মাভিধীয়ত ইতি শেষঃ ॥২৭॥ অত্র হেতুঃ ধরিত্রীতি। ভবন্তি নৃপতেরংশাঃ, "পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়তঃ পরিপালয়ন্" ইত্যাদিস্মৃতেঃ স্বয়মেকেনানুষ্ঠিতধর্ম্মাৎ প্রতিপালিতবিপ্রাদ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মষষ্ঠাংশো ভূয়ানিতি ভাবঃ ॥২৮॥ বর্ণানাং সংস্থা মর্য্যাদা তাং করোতীতি তথা। বর্ণসংস্কারক ইতি পাঠে সংস্কারকো গুণাধানকর্ত্তা॥ ২৯॥ বৈশ্যধর্ম্মানপ্যাহ, পাশুপাল্যমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩০॥ শূদ্রাণামপ্যাহ, দ্বিজাতীতি। দ্বিজাতিসংশ্রয়ং ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষালক্ষণং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তৎপারতন্ত্র্যঞ্চ স্বধর্ম্মঃ। তেন দ্বিজশুশ্রূষালব্ধেনাত্মপোষণং মুখ্যম্। আপদি তু ক্রয়বিক্রয়ৈর্বাণিজ্যলব্ধৈস্তদসম্ভবে তক্ষাদিকারুকর্ম্মোদ্ভবেন দ্রব্যেণ পোষণং শূদ্রস্য। "দ্বিজশুশ্রূষয়া জীবন্ন হীয়তে" ইতি শুকোক্তেঃ॥ ৩২॥ পাকযজ্ঞৈর্বৈশ্বদেবাখ্যৈঃ। "নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ন হাপয়েৎ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ। পিত্র্যাদিকং শ্রাদ্ধাদি, তেন দ্বিজশুশ্রূষালব্ধেন দ্রব্যেণ কুর্ব্বীত ॥৩৩॥ পুনঃ সর্ব্বেষাং সাধারণধর্ম্মানাহ, ভৃত্যাদি ইতি। অক্ষরদ্বয়াধিকৈঃ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ এতে পরিগ্রহাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং সামান্যলক্ষণা ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। পরিগ্রহোঽর্থসংপাদনম্ ॥৩৪॥ দয়াপরদুঃখপ্রহরণেচ্ছা। তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। অনভিমানিতা আত্মনি শ্রেষ্ঠত্বাদ্যভিমানশূন্যতা। সত্যং যথার্থকথনম্। শৌচম্, "মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্" তৎ দ্বিবিধম্ "শরীরং পীড্যতে যেন সুশুভেনাপি কর্ম্মণা। অত্যন্তং তৎ ন কুর্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে॥" ইত্যনায়াসঃ। মঙ্গলম্ "শিরঃ

সপুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ” ইত্যুক্তম্। মৈত্রী সর্ব্বমিত্রভাবেন বর্ত্তনম্। অস্পৃহা প্রাণযাত্রামাত্রনিমিত্তাদন্যত্রানভিলাষঃ। ‘অত্যুক্ষাৎ সঘৃতাদন্নাদচ্ছিদ্রাচ্চৈব বাসসঃ। অপরপ্রেষ্যভাবাচ্চ ভূয় ইচ্ছন্ পতত্যধঃ॥’ ইতি। অকার্পণ্যং যথাশক্তি দানম্ অনসূয়া গুণেষু দোষারোপাভাবঃ॥ ৩৬॥ উক্তরীত্যা বৈশ্যশূদ্রকর্ম্মপ্রাপ্তৌ তন্নিষেধমাহ, এতয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ, ব্রাহ্মণস্যাপ্যুপলক্ষণম্॥৩৮॥ উভাভ্যাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভ্যাম্। ব্রাহ্মণেনাপি, অত্র শক্তস্য মুখ্যকল্পনির্ব্বন্ধঃ। অশক্তস্যানুকম্পাশ্রয় এব কর্ম্মসঙ্করং বৃত্ত্যোর্ব্যতিকরম্॥৩৯॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকম্। আশ্রমধর্ম্মান্ বক্তুং প্রতিজানীতে ইতীতি॥ ৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নিরুচ্য হরিতোষার্থান্ বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ। তত্তদাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ নবমেঽত্র নিরূপিতাঃ॥ ১॥ ব্রতানি “প্রাজাপত্যং তথা সৌম্যমাগ্নেয়ং বৈশ্বদেবিকম্” ইত্যাদীনি মধুমাংসবর্জ্জনাদীনি চ চরতা কুর্ব্বতা বেদো গ্রাহ্যঃ॥ ২॥ স্থিতে ঊর্দ্ধীভূতে গুরৌ শিষ্যস্তিষ্ঠেৎ ঊর্দ্ধীভবেৎ, তথা আসতি আসীনে নীচৈঃ হীনভাবেনাসীত, প্রতিকূলমেতদ্বিপরীতং ন কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ তেনৈবোক্তঃ পঠেৎ, ন তু শীঘ্রাধ্যাপনায় গুরুং নিযুঞ্জীত॥ ৫॥ আচার্য্যেণাবগাহিতা অম্ভোঽবগাহেত। কল্যং কল্যং প্রাতঃ প্রাতঃ॥ ৬॥ গৃহীতো গ্রাহ্যো গ্রহণার্হো বেদো যেন সঃ। নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ দত্তগুরুদক্ষিণঃ॥ ৭॥ বিধিনা ব্রাহ্মাদিনা স্বকর্ম্মণা যাজনাদিনা॥৮॥ নিবাপেন পিণ্ডদানাদিনা পিতৄনিতি পিতৃযজ্ঞো দর্শিতঃ। যজ্ঞে-

র্দেবানিতি দেবযজ্ঞঃ। অতিথীনন্নৈরিতি মনুষ্যযজ্ঞঃ। মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরিতি ব্রহ্মযজ্ঞঃ। অপত্যেন প্রজাপতির্মিতি প্রসঙ্গাদ্গৃহস্থস্যাবশ্যকং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তম্॥ ৯ ॥ বলিকর্ম্মণা ভূতানীতি ভূতযজ্ঞঃ। বাক্সত্যেন সত্যবচনেন। বাৎসল্যেনেতি পাঠে দাতৃত্বেনোপকর্ত্তৃত্বেন বা ॥ ১০ ॥ অটন্তি ভ্রাম্যন্তি ॥ ১২ ॥ অনিকেতাঃ অগৃহাঃ। অনাহারাঃ আহারার্থং সঞ্চয়রহিতাঃ। যত্রসায়ং তত্রৈব গৃহং যেষাং তে। প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ, যোনির্ম্মাতা সস্নেহমন্নদানাদিনা দেহপোষকত্বাৎ ॥১৩॥ অতস্তেষাং গৃহাগতানাং স্বাগতোক্তিপূর্ব্বকং মধুরং প্রিয়ং বক্তব্যম্ ॥১৪॥ স ভগ্নাশোঽতিথিস্তস্মৈ পাপং দত্ত্বেতি নিত্যকর্ম্মরূপাতিথিপূজাভাবেন প্রত্যবায়োৎপত্তেঃ। পুণ্যমাদায়েতি তৎপূজাজন্যপুণ্যানুৎপত্তেরেবমুপচর্য্যতে ॥১৫॥ অহঙ্কার আত্মন্যুৎকর্ষবুদ্ধিঃ। দম্ভো লাভাদ্যর্থং ধর্ম্মাচরণম্। পরিতাপো বৃথাদত্তমিত্যনুতাপঃ। উপঘাতঃ প্রতিঘাতঃ তাড়নং বা। পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা ॥১৬॥ সর্ব্ববন্ধৈর্বিমুক্তঃ সন্ ॥১৭॥ কৃতং কৃত্যং গৃহোচিতং যেন সঃ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বাতিথিঃ সর্ব্বাতিথিপূজকঃ। অতিথিরজ্ঞাতপূর্ব্বঃ ॥১৯॥ ত্রিসবনং ত্রিকালস্নানং অভ্যাগতোঽজ্ঞাতপূর্ব্বঃ ॥২১॥ বন্যস্নেহেন ইঙ্গুদীতৈলাদিনা। তপস্যতস্তপশ্চরতঃ ॥২২॥ জয়েৎ প্রাপ্নুয়াৎ ॥২৩॥ চতুর্থমাশ্রমং স্থানং বিশ্রামহেতুঃ ॥২৫॥ ত্রৈবর্গিকান্ ধর্ম্মার্থকামহেতুভূতান্ আরম্ভান্ লৌকিকবৈদিকোদ্যোগান্ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠাং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥২৬॥ একরাত্রস্থিত্যাদাবপি বিশেষমাহ তথেতি ॥২৮॥ বিগতাঃ শান্তা নির্ব্বাণা অঙ্গারা যস্মিন্। ভুক্তবন্তো জনা যস্মিন্ তস্মিন্ কালে প্রশস্তাঃ শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো বর্ণা যে তেষাম্। ২৯ ॥ ভিক্ষান্নভক্ষণ এবোপাসনামাহ, কৃত্বেতি। অগ্নিহোত্রং পূর্ব্বং হূয়মানং বহ্নিং শরীরসংস্থং কৃত্বা প্রাজাপত্যেষ্ট্যনন্তরমাত্মন্যগ্নীনাধায় ভিক্ষারূপৈর্হবির্ভিঃ স্বমুখে কুণ্ডস্থানীয়ে শারীরং প্রাণাদিযুক্তং জাঠরমগ্নিমুদ্দিশ্য চিতাগ্নিনা জাঠরোঽগ্নির্ভুঙ্ক্তে নাহমিতি চিতাচৈতন্যেনাগ্নিনা অনুসন্ধানেন যো জুহোতি স

লোকানর্থাদগ্নিহোত্রিণাং ব্রজতীত্যুপাসনাফলোক্তিঃ। যদ্বা লোক্যত ইতি লোকো ব্রহ্মৈব বহুত্বমবিবক্ষিতম্। চিত্তাগ্নিনেতি পাঠে ॥৩২॥ ইদানীমাশ্রমপালনস্য পরমফলমাহ, মোক্ষেতি। স্বস্মিন্ ব্রহ্মণি সঙ্কল্পিতমিদং বিশ্বমিতি বুদ্ধিযুক্তঃ ব্রহ্মৈব লোকস্তম্, অনিন্ধনং বিধূমং যথা জ্যোতির্বিধূমমিত্যাদিশ্রুতেঃ। দ্বিজাতিরিতি পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তস্য বিপ্রস্যোক্তিঃ। "গতিস্তুর্য্যাশ্রমে নাস্তি বাহুজো-রুজয়োঃ কচিৎ। তুর্য্যাশ্রমে গতিঃ প্রোক্তা মুখজানাং স্বয়ম্ভুবা॥" ইতি দত্তাত্রেয়োক্তেঃ। ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাদিতি যমসংবর্ত্ত-বৌধায়নবচনাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পুংসঃ ষোড়শসংস্কারৈর্ব্বর্ণাশ্রমনিবেশনম্। অতস্তানাহ দশমে বাহুল্যেন দ্বিজাতিষু॥ চত্বার আশ্রমা এব চাতুরাশ্রম্যং তদ্ধর্ম্মঃ কথিতঃ। এবঞ্চাতুর্বর্ণ্যক্রিয়াঽপি পুংসঃ ক্রিয়াং ষোড়শসংস্কার-রূপাম্॥ ১ ॥ নিত্যামহরহঃ ক্রিয়মাণাং প্রত্যবায়পরিহারফলাম্। নৈমিত্তিকীং রাহুদর্শনাদৌ নিমিত্তে সতি বিহিতানামকরণাৎ প্রত্যবায়প্রদাম্। কাম্যাং কামায় হিতাং অগ্নিষ্টোমাদিকাম্ ॥২॥ নিত্যনৈমিত্তিকাশ্রিতমিতি কাম্যস্যাপ্যুপলক্ষণম্॥৩॥ জাতস্য পুত্রস্য জাতকর্ম্ম চ আদিক্রিয়াকাণ্ডং চ জন্মনঃ প্রাচীনং গর্ভাধানপুংসবনা-দিক্রিয়াসমূহং পিতা কুর্ব্বীত ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্, "গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা" ইতি ॥৪॥ দ্বিজন্মনাং ব্রাহ্মণানাং যথাবৃত্তি যথোপচারং দৈবং দেবসম্বন্ধি কর্ম্ম পিত্র্যং পিতৃসম্বন্ধি কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অভ্যুদয়শ্রাদ্ধোক্তেন বিশেষেণ প্রদক্ষিণোপচারা-

দিনা দৈবপিত্র্যশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তদেবাহ, দধ্নেতি। দৈবেন করাগ্রেণ ॥ ৬ ॥ প্রাজাপত্যেন কনিষ্ঠামূলেন। তদুক্তম্, "কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ। প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ ॥" ইতি অশেষবৃদ্ধিকালেষু কন্যাপুত্রবিবাহেষ্বিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণেষু ॥ ৭ ॥ দশমেঽহনি অতীত ইতি শেষঃ। তচ্চাশৌচান্তোপলক্ষণম্। অত্রৈব কালান্তরমপ্যাহ যথা, "নামধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব। দ্বাদশ্যামথবা রাত্র্যাং মাসে পূর্ণে তথাপরে ॥" ইতি। দেবপূর্ব্বং কুলদেবতানামপূর্ব্বকং কুলদেবতাসম্বদ্ধং নাম কুর্য্যাদিতি শঙ্খোক্তেঃ। নরাখ্যং পুরুষবাচকম্। তত্র প্রান্তে শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্। যথা সোমশর্ম্মা ইন্দ্রবর্ম্মা চন্দ্রগুপ্তঃ শিবদাসঃ ইত্যাদি ॥৮ ॥ অর্থহীনং ডিত্থাদি। অপ্রশস্তং দেশভাষায়াং লজ্জাবহম্। অপশব্দং গুহ্যকেশাদি। জুগুপ্সং বীভৎসরূপম্। সমাক্ষরং দ্ব্যক্ষরচতুরক্ষরাদি নাম কুর্য্যাৎ ॥১০॥ অতিদীর্ঘং বহ্বক্ষরং হ্রস্বমল্পাক্ষরং প্রবণাক্ষরং লক্ষন্তরাক্ষরম্ ॥১১ ॥ অনন্তরসংস্কারৈর্নিষ্ক্রমণান্নপ্রাশনচূড়োপনয়নাখ্যৈঃ সংস্কৃতঃ সন্ যথোক্তং গুরুশুশ্রূষাদিলক্ষণং বিধিমাশ্রিত্য ॥১২ ॥ মধ্যে নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যমাহ, ব্রহ্মচর্য্যেণেতি। বা গার্হস্থ্যানিচ্ছায়ামিত্যর্থঃ। কালং কুর্য্যাৎ নয়েৎ ॥১৪॥ বৈখানসো বানপ্রস্থঃ। ইচ্ছয়া আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ। যাবজ্জীবং মমায়মেবাশ্রম ইতি যদি পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং তদা তত্রৈব তিষ্ঠেৎ, নাশ্রমান্তরং গচ্ছেৎ। এতচ্চ দৃঢ়বৈরাগ্যাভাবে দ্রষ্টব্যম্। তত্রাপি দৃঢ়বিরক্তৌ তু যতিঃ স্যাদেব। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥১৫ ॥ বর্ষৈরেকগুণামিতি যবীয়স্যা এবোপলক্ষণম্ অন্যথা সাঙ্গবেদাধ্যয়নাসক্তস্য স্মৃত্যনুমিতাষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাবধিকব্রহ্মচর্য্যস্য ত্রিংশদ্বর্ষাদূর্দ্ধং বিবাহে "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা" ইতি নিন্দিতরজস্বলাবিবাহাপত্তেঃ। "অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। অতিকেশাং কেশগ্রস্তাম্। অকেশাং নিষ্কেশপ্রায়াম্ ॥১৬॥ নিসর্গতো গর্ভাবস্থায়ামেব। অবিশুদ্ধাং পাত-

কাদিদুষ্টাম্ । সরোগাং সহজরোগাম্ । অকুলজাং দুষ্কুলাম্। অতি-রোগিণীমুৎকটরোগিণীম্ ॥১৭॥ দুষ্টাং শূদ্রাদিসংবর্দ্ধিতাম্। দুষ্ট-বাচাটাং বহুবিরুদ্ধদুর্ভাষিণীম্ । ব্যঙ্গিনীং পিতৃতো মাতৃতশ্চ কুষ্ঠিনীং কুষ্ঠিপিতৃমাতৃজামিত্যর্থঃ। শ্মশ্রুণেব ব্যঞ্জনং পুংস্ত্বব্যঞ্জকং তদ্-যুক্তাম্ ॥১৮॥ ক্ষামবাক্যাং স্বভাবত এবাবসন্নবচনাম্ । অনিবদ্ধে-ক্ষণাং পক্ষ্মভিরসংবৃত্তেক্ষণাং নিবিদ্ধেঽপি অনিরুদ্ধদর্শনাং বা নিদ্রা-য়ামপি অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রামিতি বা। বৃত্তাক্ষীং বর্ত্তুলনয়নাম্ ॥১৯॥ যস্যা হসন্ত্যাঃ গণ্ডয়োঃ কূপকৌ গর্ত্তৌ ভবতস্তাং নোদ্বহেৎ। তাদৃ-শীমিতি পুনর্নিষেধোঽতিদোষখ্যাপনায়। কচিৎ পুস্তকেঽয়মর্দ্ধ-শ্লোকো নাস্ত্যেব। হসন্ত্যাশ্চৈব জায়তে ইতি পাঠে একবচনমার্ষম্ ॥২০॥ পাণ্ডুকরজাং শ্বেতনখাম্ ॥ ২১ ॥ সংহতে ভ্রুবৌ যস্যাস্তাম্ ॥ ২২ ॥ করালমুখীং দন্তুরাস্যাম্। পঞ্চমীমিতি। মাতৃপক্ষাৎ মাতৃসন্তানাৎ পঞ্চমীং পিতৃপক্ষাৎ পিতৃসন্তানাৎ সপ্তমীং বিহায়েতি শেষঃ। "পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধ্বং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা" ইতি বচনাৎ। তথাচ মাতরমারভ্য তৎপিতৃপিতামহাদিগণনায়াং পঞ্চমপুরুষসন্তান-বর্ত্তিনী মাতৃপক্ষে পঞ্চমীত্যুচ্যতে। সন্তানভেদেঽপি যতঃ সন্তান-ভেদমাদায় গণয়েৎ যাবৎপঞ্চম ইতি। এবং পিতৃপক্ষসপ্তমীতি জ্ঞে-য়ম্। তাং নোদ্বহেৎ ততঃ পরামুদ্বহেদিত্যর্থঃ ॥২৩ ॥ তমেব ন্যায্যং বিধিং দর্শয়িতুম্ অষ্টৌ বিবাহানাহ, ব্রাহ্ম ইতি। যথা, "ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা। যজ্ঞস্য ঋত্বিজে দৈব আদায়া-র্ষস্তু গোদ্বয়ম্। সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ। আসুরো দ্রবিণাদানাৎ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ। রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ ॥" ইতি ॥ ২৫ ॥ এতেষামিতি। যদাহ দেবলঃ, "আদ্যা বিবাহাশ্চ চত্বারো ধর্ম্ম্যাস্তোয়প্রদানিকাঃ। অশুল্কা ব্রাহ্মণার্হাশ্চ তারয়ন্তি দ্বয়োঃ কুলম্। গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ রাজ্ঞ আসুরো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ প্রথিতো-ঽষ্টমঃ ॥" ইতি। অন্ত্যং পৈশাচম্ ॥২৬॥ সমুদ্বহেৎ কুর্য্যাৎ। এষা

পূর্ব্বোক্তলক্ষণা সম্যক্ বিধিবৎ ঊঢ়া সতী মহাফলং দদাতি। এতৎ সম্যগূঢ়ং মহাফলমিতি পাঠে এতদ্গার্হস্থ্যমূঢ়ং প্রতিপাদিতং সদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

গর্ভাধানাদিনা পুংসঃ সংস্কৃতস্য কৃতিং ব্রুবন্। একাদশে সদাচারান্ প্রাহ শ্রীহরিতোষণান্ ॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং তৃতীয়ে মুহূর্ত্তে। অর্থঞ্চাস্য ধর্ম্মস্যাবিরোধিনম্ ॥৫॥ তয়োর্ধর্ম্মার্থয়োর্দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় দুষ্টাদুষ্টবিনাশনিবৃত্তয়ে। তাদর্থ্যে চতুর্থীত্যত্রার্থশব্দস্য নিবৃত্তেরপি বাচকত্বাৎ। যদ্বা বিনাশমপনেতুমিত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি চতুর্থী। যথা রঘৌ বনং গন্তুমিত্যর্থে "বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাম্" ইতি। দুষ্টাদুষ্টবিনাশায়েতি পাঠঃ সুগমঃ। ত্রিবর্গে সমদর্শিতা পরস্পরাবিরোধেন ভবত্বিতি সমষ্টিঃ ॥৬ ॥ ধর্ম্মমপীতি ব্যাঘ্রচৌরাদিসমাক্রান্ততীর্থগমনাদি অসুখোদর্কং দুঃখোত্তরফলকং লোকবিদ্বিষ্টং সৌত্রামণ্যাদৌ সুরাগ্রহাদি ॥৭ ॥ কল্যমুষসি মৈত্রং মিত্রাধিষ্ঠিতপায়ুকৃতং মলোৎসর্গাদি গ্রামান্নৈঋর্ত্যাং তদসম্ভবেষু আবসথাৎ দূরে ॥৮ ॥ গৃহাঙ্গণে সদাসঞ্চারদেশে ॥ ৯ ॥ আত্মচ্ছায়ামিতি। এতান্ পুরস্কৃত্য ন মেহেত ইত্যর্থঃ ॥১০॥ লেপসম্ভবাং গৃহলেপনগতাম্ ॥১৫ ॥ অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ কীটাদ্যুপহতাম্ অণুপ্রাণ্যবপন্নামিতি পাঠে অণুভিরতিসূক্ষ্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাং যুক্তামিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ একাদ্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭ ॥ সহশৌচমুক্ত্বা বক্তব্যাচমনপরিভাষামাহ, অচ্ছেন

অনাবিলেন আচামেত্তেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বার্দ্ধমাহ, মৃদমিতি । ভূয়ো মৃদমাদদ্যাৎ ॥১৮॥ তয়া নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচঃ সন্ পুনঃ পাদাবভ্যুক্ষ্য সলিলং ত্রিঃ পিবেদিত্যন্বয়ঃ । মুখং দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥১৯॥ শীর্ষণ্যানি শিরঃস্থানি খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি আলভেৎ স্পৃশেৎ হৃদয়ঞ্চাপ্যসংজয়ন্ ইতি পাঠে মৌনীভূত্বেত্যর্থঃ। অত্র বিশেষমাহ, দক্ষঃ "প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতম্ । সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততো মুখম্ । সংহতাভিস্ত্রিভিঃ পূর্ব্বমাস্যন্তু সমুপস্পৃশেৎ । অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠতো নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ। সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ"॥২০॥ অথ প্রাতঃস্নানস্য মলাপকর্ষণরূপস্য শৌচোক্তৌ চ উক্তপ্রায়ত্বাৎ । নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্র ইতি পূর্ব্বং সংক্ষেপেণোক্তত্বাৎ সন্ধ্যোপাসনহোমাদীনাঞ্চ সূর্য্যোদয়াস্তময়প্রসঙ্গেনোক্তত্বাৎ তদুপরিতনং ক্রিয়াকাণ্ডমাহ, আচান্ত ইতি॥২১॥ সোমসংস্থা অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ সপ্ত। হবিঃসংস্থা অগ্ন্যাধেয়াদ্যাঃ। পাকসংস্থাঃ অষ্টকাদ্যাঃ। যথাহ গোতমঃ, অষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধম্। শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রাশ্বযুজীতি সপ্ত পাকসংস্থাঃ, অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাস্যাগ্রয়ণং চাতুর্ম্মাস্যানি নিরূঢ়পশুবন্ধসৌত্রামণী চেতি * সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থাঃ। অগ্নিষ্টোমেত্যগ্নিষ্টোম উক্থষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রম্, আপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইতি ॥২৩॥ মাধ্যন্দিনীয়স্নানতর্পণান্যাহ, নদীতি। দেবখাতো মনুষ্যাদিকৃতো হ্রদঃ। স্নায়ীত স্নায়াৎ। কূপেষু কলসাদিভিরুদ্ধৃতেন তোয়েন ভুবি তত্তটভূমৌ স্নায়াৎ। তদসংভবে নদ্যা উদ্ধৃতেন শীতলোদকেন গৃহ এব স্নায়াৎ। তত্রাপ্যশক্তৌ উষ্ণোদকেন তত্রাপ্যশক্তৌ মন্ত্রস্নানাদি কুর্য্যাদিত্যন্যস্মৃতিভ্যো জ্ঞেয়ম্ ॥২৫॥ তেষাং দেবাদীনাং তীর্থেন পূর্ব্বোক্তেন ॥২৬ ত্রিরপ ইতি শাখাভেদব্যবস্থিতমিদম্। তত্র ভূর্দেবান্ ভুবর্দেবান্ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামীতি এবং ত্রিরপো বর্জয়েৎ দদ্যাৎ তথর্ষীণামপি

ভূরাদিপদযোগেন ত্রিবপো দদ্যাৎ প্রজাপতিং তর্পয়ামীতি সকৃৎ ॥ ২৭ ॥ পিতৃণামিতি ভূরাদিপদযোগেন সামান্যপিতৃণং তৎপ্রয়োগং বিনা স্বপিতৃণাঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পৈত্রেণ তীর্থেন তর্জ্জনীমূলেন কাম্যং ফলবিশেষার্থম্ ॥ ২৯ ॥ "হে ব্রহ্মন্! ভাস্বদাদিরূপায় তুভ্যং নমঃ" ব্রহ্মভাস্বত ইতি পাঠে বেদৈঃ প্রকাশমানায়েত্যর্থঃ। জগৎসবিত্রে। বিশ্বজনকায়, কর্ম্মদায়িনে কর্ম্মপ্রবর্ত্তকায় ॥ ৩৯ ॥ অপূর্ব্বমনন্যপ্রকৃতিকম্ অগ্নিহোত্রং ব্রহ্মাদিপঞ্চাহুতিকং দেবযজ্ঞাখ্যং হবির্হোমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বমিতি পাঠে প্রোক্ষণপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ভূতযজ্ঞমাহ, তচ্ছেষং হুতশেষং মণিকে জলাধারসন্নিধৌ অদ্ভ্যঃ পর্য্যন্যায় চ ক্ষিপেৎ। পৃথ্বীপর্য্যন্যাদ্ভ্য ইতি পাঠান্তরম ॥ ৪২ ॥ গৃহস্থ দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে ব্রহ্মণঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রাচ্যাদিষু গৃহস্থেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ধন্বন্তরিবলিং নির্ব্বপেৎ ইত্যন্বয়ঃ। তদেবং গৃহদেবতাকো বলিরুক্তঃ, ইদানীং তদিতরদেবতাকাং বলিমাহ. বৈশ্বদেবমিত্যাদিনা ভুবি মানবা ইত্যন্তেন বিশ্বেদেবাদয়ো দেবা উদ্দেশ্যা যত্র বলৌ তং ততঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ তদেবাহ, বায়ব্যে কোণে বায়বে বলিং প্রক্ষিপেৎ। বায়বে ইতি পাঠে বীপ্সয়া সমস্তাসু দিক্ষু বায়বে বায়ুমুদ্দিশ্য প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ। ততো দিশাং, প্রাচ্যৈ দিশে, দক্ষিণস্যৈ দিশে, ইত্যাদিনা বলিং ক্ষিপেৎ ॥ ৪৬ ॥ মধ্যে ব্রাহ্মণাদিত্রয়াণাম্ উত্তরতঃ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য, ইত্যাদিনা বলিং ক্ষিপেৎ, দক্ষিণতো ভূতপত্যাদীনামিতি ॥ ৪৭ ॥ যেষামন্নং নাস্তি যেষাঞ্চ সত্যপ্যন্নে নাত্র সিদ্ধিঃ পাকসাধনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ চতুর্দ্দশ ইতি এষ দেব ইত্যাদি শ্লোকোক্তঃ কীটপতঙ্গান্তঃ চতুর্দ্দশসংখ্যাকো ভূতগণঃ। স্বার্থে ডপ্রত্যয় আর্ষঃ। যদ্বা দৈবমষ্টবিধং, তৈর্য্যগ্যোন্যঞ্চ পঞ্চবিধং মানুষঞ্চৈকবিধমিতি চতুর্দ্দশো ভূতগণঃ, তত্র স্থিতা অখিলা ভূতসংঘাস্তত্তদবান্তরবিশেষাঃ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যপ্যবান্তরবাক্যসমাপ্ত্যা পৃথক্

পৃথক্ বলিদানং প্রতীয়তে তথাপীত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদিতি বাচনিকমেবৈকবলিদানমিতি ॥ ৫৪ ॥ অপাত্রাঃ শ্রাদ্ধাযোগ্যাঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্। তেষাঞ্চ ভুবি দদ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥ গোদোহমাত্রং ঘটিকা-চতুর্থাংশম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্র তস্মিন্ কালে ॥ ৫৭ ॥ অতিথিলক্ষণ-মাহ, অজ্ঞাতেতি। নৈকগ্রামনিবাসিনম একগ্রামস্থভিন্নম্ ॥ ৫৯ ॥ নিত্যত্বার্থমপূজনে নিন্দামাহ। অকিঞ্চনাদিগুণবিশিষ্টমতিথিমসং-পূজ্য তক্তমন্নং ভুঞ্জন্ ভুঞ্জানোঽধোগচ্ছতি ভোক্তুকামমিতি পাঠে অতিথের্বিশেষণম্ ॥ ৬০ ॥ স্বাধ্যায়াদিকমপৃষ্ট্বা চরণং বেদাবান্তর-শাখাম্ আচারং বা অপৃষ্ট্বা অভ্যাগতমতিথিম্ ॥ ৬১ ॥ পিত্রর্থং নিত্যশ্রাদ্ধার্থং আশয়েৎ ভোজয়েৎ। বিদিত আচারঃ সংভূতিঃ কুলঞ্চ যস্য। পঞ্চযজ্ঞিয়ং পঞ্চযজ্ঞকারিণম্ ॥৬২॥ অন্নাগ্রং ভোজ-নাদ্যনবশিষ্টম্। অত্র চোক্তম্ "গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ভিক্ষা অগ্রং গ্রাস-চতুষ্টয়ম্। অগ্রাণ্যেব তু চত্বারি হন্তকারং প্রচক্ষ্যতে ॥" মনুষ্যে-ভ্যো হন্তেতি মন্ত্রেণোপকল্পিতমন্নং হন্তকারোপকল্পিতম্। নিবা-পভূতং পৃথক্কল্পস্থাপিতম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যেতেঽতিথয় ইতি অজ্ঞাত-কুলনামানমিত্যাদিনা তং মন্যে অভ্যাগতং গৃহীতাস্তেনোক্ত একঃ, পিত্রর্থান্নভোক্তা চাপরঃ, হন্তকারসংপ্রদানঞ্চান্য ইতি ত্রয়ঃ। পূর্ব্বমাশ্রমাধ্যায়োক্তাশ্চ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণো ভিক্ষবো ভিক্ষা-জীবিনশ্চেত্যেকো বর্গঃ, ইত্যেতাংশ্চতুরঃ পূজয়ন্ মনুষ্যযজ্ঞরূপা-দৃণাম্মুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥ নিন্দার্থবাদেনাতিথিপূজায়া আবশ্যকত্বমুপসং-হরতি, অতিথিরিতি ত্রিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ স্ববাসিনী কৃতবিবাহা পিতৃ-গৃহস্থা কন্যা, চরমং পশ্চাৎ গৃহী ভুঞ্জীত ॥৬৯॥ অস্নাতাশী ত্রিবিধ-স্নানহীনঃ সন্ ভোজনশীলঃ অজপী গায়ত্র্যাদিমন্ত্রজপহীনঃ। বালা-দিতঃ প্রথমং ভুঞ্জানঃ। শকৃৎ পুরীষং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৭১ ॥ প্রসঙ্গাৎ ভোজনপ্রকারমাহ, তস্মাদিত্যাদিনা প্রাণাপ্যায়নায়েত্যন্তেন ॥৭২॥ অরিষ্টমশুভাদৃষ্টং তস্য শান্তিঃ বৈরিপক্ষাণামুৎপন্নযোগানামভি-চারিকা বিনাশশীলা ॥৭৩॥ প্রাঙ্‌মুখ উদঙ্‌মুখো বা ভুঞ্জীত ॥ ৭৭ ॥

আসন্দী দারুময়ং ত্রিপদাদি। অদেশে কুৎসিতে স্থানে, অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে। আকাশ ইতি পাঠে অনাবৃতে। অগ্রমগ্নয়ে দত্ত্বা পরিশিষ্টস্যান্নস্যাগ্রং কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা চ ন ভুঞ্জীত পরিশিষ্টস্যান্নস্যাগ্রং নাগ্নৌ ক্ষিপেদিতি বিধিঃ ॥৮০॥ মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ভুঞ্জীতেত্যনুষঙ্গঃ। শুষ্কং জলোপসেকং বিনা পূকং শাকাদিকং সক্তাদিকং বিনেতি শেষঃ॥৮১॥ হরীতকেভ্যঃ অপক্বলেহ্যাদিভ্যঃ বাদরিকেভ্য ইতি পাঠে তু বদরবিকারেভ্য ইত্যর্থঃ। গুড়পক্বেভ্যঃ লড্ডুকাদিভ্যঃ। গুড়ভক্ষেভ্য ইতি পাঠে স এবার্থঃ। উদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি ॥ ৮২ ॥ নাশেষং নিঃশেষং ন ভুঞ্জীত ॥৮৩॥ তন্মনাঃ অন্নে দত্তচিত্তঃ সন্ ॥৮৪॥ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ন ত্যজতি, সর্ব্বদা তদ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ অনিন্দ্যমনিষিদ্ধং মহামৌনং সঙ্কেতাদিরহিতম্ ॥ ৮৬ ॥ মূলতঃ কফোণিপর্য্যন্তম্ ॥ ৮৭ ॥ পবনেরিতো বহ্নির্নভসা দত্তাবকাশং ময়া ভুক্তমন্নং জরয়তু। ততশ্চান্নরসেন পার্থিবং দেহধাতুম্ আপ্যায়য়ত্বিতি ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চভূতান্নগ্রহপ্রার্থনং মে মৎসম্বন্ধিনাং ভূম্যাদীনাং বলায়ান্নমস্তু ॥ ৯০ ॥ অরোগো রোগাভাবঃ ॥ ৯২ ॥ বিষ্ণুর্যথা সমস্তদেহাদিষু প্রধানভূতো ময়োপাস্যতে, তেনোপাসনেন সত্যেন পরমার্থতোঽপি সত্যভূতেনান্নম্ আরোগ্যদং সৎ পরিণামমেত্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ এবং বিষ্ণুরত্তেত্যাদাবপি যোজ্যম্ ॥ ৯৪ ॥ সচ্ছাস্ত্রাদীতি আদিশব্দেন ক্রীড়াদেরপি পরিগ্রহঃ। অতএব বিশিনষ্টি, সন্মার্গাদ্যবিরোধিনেতি ॥৯৬॥ সন্ধ্যোপাস্তৌ বিশেষমাহ, দিনেতি। তথাচ স্মৃতিঃ, "প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রাম্ উপাসীত যথাবিধি। সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥" ইতি ॥ ৯৭ ॥ সূতকং জন্মনিমিত্তমশৌচম্। অশৌচং শাবং, বিভ্রমো বৈচিত্ত্যং, আতুরমাতুরত্বং রোগকৃতং, ভীতিরপায়াদ্যাশঙ্কা তেভ্যোঽন্যত্র ॥ ৯৮ ॥ সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যস্মিন্ সুপ্তে সূর্য্য উদেতি, সূর্য্যেণ ত্যক্তো যস্মিন্ সুপ্তে সূর্য্যোঽস্তমেতি। আতুরভাবাদিতি সূতকাদেরুপলক্ষণম্। প্রায়শ্চিত্তীয়তে পাতকী ভব-

তি ॥৯৯॥ বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈশ্বদেবকর্ম্মফলসিদ্ধ্যর্থম্। পত্নীমন্ত্রং বিনা বলিং হরেৎ পত্ন্যা সার্দ্ধং বলিং হরেদিত্যপি পাঠঃ কুত্রাপি ॥ ১০২ ॥ তত্রাপি সায়মপি ॥ ০৩ ॥ প্রহ্বঃ প্রহ্বত্বং প্রণাম ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥ সূর্য্যেণাস্তং গচ্ছতা উঢ়ঃ প্রাপিত ইব সূর্য্যাস্তমনান্তরমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ শয়নং কমলাদি। প্রস্তরঃ বটতৃণাদি. মহী স্থলমাত্রমপি ॥ ১০৭ ॥ অস্ফুটিতামবিদীর্ণাং গজদন্তময়ীং তদভাবে দারুময়ীমপি ॥ ১০৮ ॥ স্বপতঃ প্রাচ্যাং যাম্যাযাঞ্চৈব শিরঃ সদা শস্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১০ ॥ ইদানীং বিশিষ্ট যোষিদ্গমনমাহ, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। ঋতাবিতি পুংনামর্ক্ষাণি দশ অশ্বিনী-কৃত্তিকা-রোহিণী-পুনর্ব্বসু-পুষা-হস্ত-অনুরাধা-শ্রবণ পূর্ব্বভাদ্রপদা-উত্তরভাদ্রপদা চ। জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু। ঋতুকালমারভ্য ষষ্ঠ্যষ্টম্যাদিষু রাত্রিষু। তত্রাপি জ্যেষ্ঠাসু বৃদ্ধাসু উত্তরোত্তরং শুভাস্বিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ অস্নাতাম্ অকৃতর্ত্তুস্নানাম্। রজস্বলাং চতুর্থরাত্রিপ্রভৃত্যনুপরতরজস্কাং অনিষ্টামনুপজাতেচ্ছাম্ অপ্রশস্তাং পরিবাদাদিদূষিতাম্ ॥ ১১২ ॥ অদক্ষিণাম্ অননুকূলাম্ অন্যকামাম্ অন্যপুরুষাভিলাষিণীম্। এভির্বক্ষ্যমাণৈশ্চ দৈর্যুতঃ পুরুষো ব্যবায়ং ব্রজেদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥১১৩॥ অন্যযোনৌ অশ্বাদিযোনৌ। অযোনৌ মুখাদৌ ঔষধং বৃষাবাজীকরণরসায়নাদি দেবাদীনামাশ্রমে গেহে স্থিতঃ। আশ্রয়ীতি পাঠে স এবার্থঃ ॥ ১১৮ ॥ অধন্যো ধনহানিকৃৎ ॥ ১২১ ॥ যদা মনসা ন গচ্ছেৎ তদা বাচা তদভিলাষঃ কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। পরস্ত্রীব্যবায়িনামস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি, কৃমিকীটাদিযোনিষু পরিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥ পরদারেষু গতিঃ গমনং যস্য স পুংসাং মধ্যে সীদতি। উভয়ত্র ইহ পরত্র চ। তদেবাহ, মৃত ইতি ভীতিদেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য নিশীথান্তং নিরূপিতাঃ। সদাচারা দ্বাদশে তু তএবানিয়মেরিতাঃ। প্রায়েণ তু গৃহস্থানাং ত্রিবর্গপরচেতসাম্। দৃষ্টাদৃষ্টপ্রধানানাং সদ্ধর্ম্মাণামিহোক্তয়ঃ ॥১॥ অনুপহতে অভগ্নে প্রশস্তা বিষ্ণুক্রান্তা দূর্ব্বাদয়ঃ ॥ ২ ॥ প্রস্নিগ্ধাঃ অরুক্ষাঃ প্রসিদ্ধা ইতি পাঠে অলঙ্কৃতাঃ কেশা যস্য ॥ ৩ ॥ অন্যশ্রিয়ং বৈরঞ্চ নাভিলষেৎ। নদ্যাদীনাং কূলচ্ছায়াম্ ॥ ৫ ॥ বিদ্বিষ্টাদিভিঃ সহ মৈত্রীং ন কুর্ব্বীত। বহুভির্বৈরং যস্য। অতিকীটকৈরত্যন্তং কীটবৎ পীড়কৈঃ। কীকটৈরিতি পাঠে কুদেশস্থৈরিত্যর্থঃ। বন্ধকী বেশ্যা। ক্ষুদ্রঃ অল্পলাভোৎসিক্তঃ। অনৃতকথো মিথ্যাবাদী ॥ ৬ ॥ শঠঃ কুটিলঃ ॥ ৭ ॥ জলৌঘস্য বেগমগ্নে। অন্যস্মিন্ অনবতীর্ণে নাবগাহেৎ ন প্রবিশেৎ। প্রদীপ্তং অগ্নিনাক্রান্তম্ ॥ ৮ ॥ ন কুক্ষীয়াম্লোৎকিরেৎ। অসংবৃতমুখো জৃম্ভাদি ন কুর্য্যাৎ ॥ ৯ ॥ ন মৃদনায়াম্ন মর্দ্দয়েৎ অমেধ্যোঽশুচিঃ সন্ জ্যোতীংষি সূর্য্যাদীনি শস্তানি ব্রাহ্মণাদীনি নাভিবীক্ষেত। জ্যোতীংষ্যমেধ্যাশস্তানীতি পাঠে জ্যোতীংষি চক্ষুঃপ্রতিকূলানি অমেধ্যানি পুরীষাদীনি অশস্তানি অমঙ্গলানি ॥ ১১ ॥ শবং চকারাৎ তদ্গন্ধঞ্চ ন হুংকুর্য্যাৎ ন জুগুপ্সেৎ। তত্র হেতুঃ। শবগন্ধো হীতি বিশ্বস্যাগ্নীষোমাত্মকত্বেনাগ্ন্যংশে উষ্মণি প্রাণেন সহ গতেঽবশিষ্টস্য দেহস্য শবস্য গন্ধঃ সোমজ ইতি "অগ্নিরূষ্মা রসঃ সোমঃ শরীরং তন্ময়ং যতঃ" ইতি বচনাৎ ॥ ১২ ॥ পূজ্যা গুরুপ্রভৃতয়ঃ ॥ ১৪ ॥ জৃহ্মান্ কুটিলান্ ন রোচয়েৎ নেচ্ছেৎ ব্যালান্ দুষ্টমৃগান্ সর্পান্ বা নোপসর্পেত তৎসংমুখং ন গচ্ছেৎ ॥ ১৬ ॥ অতীব জাগরাদীন্ ন চ সেবেত নাভ্যসেৎ। স্থানং গতিনিবৃত্তিম্ আসনমুপবেশনং শয্যাম্

ইতি শয়নব্যবায়য়োরুপলক্ষণম্ ব্যায়ামং শ্রমম্ ॥ ১৭ ॥ অবশ্যায়ং হিমম্॥১৮॥ উপস্পৃশেৎ আচামেৎ। মুক্তকচ্ছঃ মুক্তপশ্চাদঞ্চলঃ॥১৯॥ দ্বিজবাচনিকে পুণ্যাহবাচনে ॥ ২০॥ ইষ্যতে যথা কথঞ্চিদনুমন্যতে ন বিধীয়তে ॥ ২২ ॥ তদেবাহ নেতি ন কলিং কলহম্ ॥ ২৩ ॥ পূজ্যানামভিমুখং পাদং ন নয়েৎ ন প্রসারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ অপসব্যমপ্রদক্ষিণম্। বিপরীতান্ অমঙ্গল্যান্ প্রদক্ষিণং ন কুর্য্যাৎ ॥২৬॥ সিংহাণকং কঠিনঃ শ্লেষ্মা ক্ষুতমিতি কেচিৎ। মহাজনে মহাজনসমীপে ॥ ২৯ ॥ ঈর্ষুরসহিষ্ণুঃ তাশ্চ যোষিতো নাধিকুর্য্যাৎ কুত্রাপ্যধিকারিণীর্ন কুর্য্যাৎ। তাস্বিতি পাঠেঽন্তঃপুরাধিকারং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ সাধূনেব বহুশ্রুতান্ উপাসীত নেতরান্। কালে সময়োচিতম্ ॥ ৩২ ॥ বিদ্যাদিবৃদ্ধানাং বিনয়স্তৎকর্ত্তৃকশিক্ষা তদন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ যুগমাত্রং হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ দোষহেতূন্ উক্তান্ অনুক্তাংশ্চ ॥ ৪০ ॥ পাপেঽপরাধিনি অপাপঃ অদ্রোগ্ধা পরুষভাষিণি প্রিয়ভাষী ॥ ৪১ ॥ যে কামাদীনাং ন গোচরে নাস্পদং ভবন্তীত্যর্থঃ। অনুভাবৈঃ সত্যাদিস্বভাবৈর্ধৃতা "সত্যেনোত্তম্ভিতা ভূমিঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥ উপদেশসারমাহ প্রাণিনামিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশেঽথ শ্রাদ্ধানি সনিমিত্তান্যবর্ণয়ন্। প্রেতক্রিয়াস্তথা তাসু যথার্হমধিকারিণঃ। পিতুঃ পুত্রজন্মকালে সন্নিহিতস্য ॥ ১ ॥ সব্যক্রমাৎ প্রদক্ষিণক্রমেণ। নান্যমানসঃ অন্যস্মিন্ উৎপন্নপুত্রাদৌ মানসং যস্য সঃ। শ্রাদ্ধসময়ে তাদ্বশো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কায়েন

প্রজাপতিতীর্থেন ॥ ৩ ॥ সর্ব্বর্দ্ধীর্দর্শয়তি কন্যাপুত্রেতি ॥ ৫ ॥ পুত্রস্যাদিমুখদর্শনে প্রথমতো দর্শনে। তচ্চ জন্মকালে সন্নিহিতস্যৈব পিতুস্তথৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৬ ॥ স্নানৈঃ স্নানসাধনৈঃ সচেলাঃ পূর্ব্বধৃতবস্ত্রসহিতা এব স্নাতাঃ ॥ ৮ ॥ অমুকায়েতি নামগোত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥ গোভিঃ সমং গবাং প্রবেশসময়ে। এতচ্চ দিবাদাহবিষয়ম্। কটধর্ম্মান্ প্রেতকৃত্যানি প্রস্তরস্তৃণশয্যা ॥ ১০ ॥ অনুদিনং যাবদশৌচং ভক্তম্ ওদনম্ অতঃ পিষ্টাদিবর্জ্জনমায়াতি। অমাংসমিত্যুক্তের্মাংসব্যতিরিক্তানুজ্ঞা ॥ ১১ ॥ বিপ্রভোজনম্। এতচ্চ সপিণ্ডসমানোদকবিষয়ং সপিণ্ডাদিভেদশ্চ কূর্ম্মোক্তঃ "সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে। সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে" ইতি ॥ ১২ ॥ সর্ব্বক্রিয়াণামুপাসনং পঞ্চযজ্ঞাদীনাম্ ॥ ১৫ ॥ বালেঽজাতদন্তে দেশান্তরস্থ ইতি সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বং সদ্যঃশৌচং সংবৎসরাভ্যন্তরে তু অশৌচান্তে শ্রুতে ত্রিরাত্রম্। দেশান্তরন্তু "মহানদ্যন্তরং যত্র গিরির্বা ব্যবধায়কঃ। বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে তদ্দেশান্তরমিষ্যতে" ইতি। এতচ্চ মাতাপিতৃব্যতিরিক্তবিষয়ম্। তদুক্তম্। "পিতরৌ চেন্মৃতৌ স্যাতাং দূরস্থোঽপি হি পুত্রকঃ। শ্রুত্বা তদ্দিনমারভ্য দশাহং সূতকী ভবেৎ" ইতি। মুনৌ যতৌ। ইচ্ছাত ইতি বিশেষণাদনিচ্ছয়া মৃতে যথোক্তমশৌচাদি কার্য্যম্। "যদি কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়েতাগ্ন্যুদকাদিনা। তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কর্ত্তব্যা চোদকক্রিয়া ॥" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৭ ॥ মৃতো বন্ধুঃ সপিণ্ডো যস্য তৎকুলস্যান্নং দশাহং ন ভোক্তব্যম্। তৎকুলস্য তদন্নভোক্তুশ্চ যাবদশৌচং দানাদি নিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥ এতৎ পূর্ব্বোক্তদশাহঃ ॥ ১৯ ॥ আদ্যমেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধমাহ অযুজ ইতি। একং ত্রীণীত্যেবং বিষমসংখ্যান্। আদৌ অশৌচানন্তরং প্রথমেঽহনি। অন্ত ইতি পাঠে অশৌচান্ত ইত্যর্থঃ। "আদ্যমেকাদশেঽহনি" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥ দ্বিজভোজনাদনন্তরং বর্ণৈর্বিপ্রাদিভির্বার্য্যাদ্যাঃ ক্রমাৎ প্রষ্টব্যাঃ ততস্তে শুধ্যেরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণাদিভিশ্চতুর্ভির্বর্ণৈশ্চত্বারি ক্রমাৎ প্রষ্টব্যানীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধ্যানন্তরমেব নিজধর্ম্মার্জ্জনৈর্জীবেৎ জীবিকার্থং নিজধর্ম্মেণোপার্জ্জনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ অতঃ প্রথমমাসাৎ পরং প্রতিমাসং মৃততিথৌ যাবদব্দম্ আহ্বানমাবাহনম্ আদিশব্দেনাগ্নৌ করণাদিক্রিয়া দৈবনিয়োগো বৈশ্বদেববিপ্রামন্ত্রণঞ্চ তদ্রহিতম্ ॥ ২৩ ॥ ভুক্তবৎসু বহুষু অযুজো ভোজয়েদিত্যুক্তত্বাৎ প্রেতায়ৈক এব পিণ্ডো দেয়ঃ ॥ ২৪ ॥ প্রশ্নশ্চাভিরতিরিতি অভিরম্যতামিতি যজমানোক্তৈর্দ্বিজৈরভিরতাঃ স্ম ইতি বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অক্ষয্যমমুকস্যেতি একোদ্দিষ্টবিশেষবিষয়মেতৎ। উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জ্জনেঽভিরম্যতামিতি বদেৎ। ভূয়স্তে অভিরতাঃ স্ম ইতি স্মৃতেঃ ॥২৫॥ তস্মিন্ কালে পূর্ণে সংবৎসরে তৎসপিণ্ডীকরণম্ ॥২৬॥ পাত্রচতুষ্টয়স্য বিনিয়োগমাহ পাত্রং প্রেতস্যেতি ॥২৭॥ শ্রাদ্ধধর্ম্মৈঃ স্বধাকারাদিভিস্তৎপূর্ব্বান্ সপিণ্ডীকৃতঃ পূর্ব্বো যেষাং তাংস্ত্রীন্ পূজয়েৎ। চতুর্থস্তু নিবর্ত্ততে তস্মাৎ তৃতীয়াৎ পুরুষাণাং নাম গৃহ্ণীতি শ্রুতেঃ ॥ ২৯ ॥ মুখ্যানুকল্পভাবেন ক্রিয়াকর্ত্তৄন্ আহ, পুত্র ইতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ ॥৩০॥ পূর্ব্বোক্তানামেব স্ত্রীভিঃ মুখ্যানুকল্পাভাবেন ক্রিয়া কার্য্যা ইত্যর্থঃ। সংঘাতঃ সার্থঃ পাত্রিকসমুদায়ঃ। তত্র মৃতস্য তদন্তর্গতৈঃ প্রেতক্রিয়া কার্য্যেত্যর্থঃ। সমানপ্রবরসমানশাস্ত্রাদিরূপঃ সংঘাত ইতি কেচিৎ ॥৩২॥ উৎসন্না বন্ধবো ঋক্থানি চ যেষাং তেষাম্। উৎসন্নবন্ধুরিক্থাদিতি পাঠে উৎসন্নবন্ধোঃ প্রেতস্য রিক্থাদিত্যর্থঃ। কর্ত্তৃব্যবস্থাং বক্তুং ক্রিয়াত্রৈবিধ্যমাহ পূর্ব্বা ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ আদাহাদ্দাহপূর্ব্বাবধিকাশ্চ তা বার্য্যায়ুধাদিস্পর্শাদিরন্তো যাসাং তাশ্চ তথা। যদ্বা আসমন্তাদ্দহ্যন্তেঽস্মিন্নিত্যাদাহং শ্মশানং তেন প্রেতদাহো লক্ষ্যতে। আদাহঞ্চ বার্য্যায়ুধাদিস্পর্শশ্চ আদ্যন্তৌ যাসাং তাঃ। দাহাদ্যাশৌচান্তভবাঃ পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্র পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ পিত্রাদিভিরপি যথার্হং কর্ত্তব্যাঃ ॥ ৩৫ ॥ পুত্রাদ্যৈরেবোত্তরাঃ মধ্যমাস্তু উভয়ৈর্যথাসম্ভবং কর্ত্তব্যা ইতি গম্যতে ॥ ৩৭ ॥ মৃতাঽহনি চেতি

চকারাদষ্টকাদিষু পার্ব্বণবিধিনা চেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদুত্তরক্রিয়াবাহুল্যাদুত্তরক্রিয়া যাঃ তাঃ তৎকালবিধীন্ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রাদ্ধং তৎফলকালাংশ্চ নিত্যকাম্যাদিভেদতঃ। চতুর্দশে তু কল্পাংশ্চ তৎফলান্যন্ববর্ণয়ৎ। তত্র তাবদুত্তরক্রিয়াণাং কালান্ বর্ণয়িষ্যন্ শ্রাদ্ধপ্রশংসামাহ ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥ প্রতিমাসং কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশ্যাং দর্শশ্রাদ্ধং কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। অষ্টকা আগ্রহায়ণ্যাদূর্দ্ধ্বং তিস্রঃ কৃষ্ণাষ্টম্যস্তাসু ॥ ৩ ॥ শ্রাদ্ধার্হং দ্রব্যং বিশিষ্টঞ্চ দ্বিজমাগতং বিজ্ঞায়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ সমস্তেষু রাশিষু অর্কে গচ্ছতি সতি ইতি সর্ব্বসংক্রান্তীনাং শ্রাদ্ধকালত্বস্যোক্তত্বাৎ অয়নে বিষুবে চেতি পৃথক্ শ্রুতিঃ ফলাতিরেকার্থা ॥ ৫ ॥ ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কাম্যানি নবশস্যাগম ইতি। এতচ্চ ব্রীহিযবব্যতিরিক্তবিষয়ম্। তয়োর্নিত্যশ্রাদ্ধনিমিত্তত্বাৎ ॥ ৬ ॥ মৈত্রমনুরাধা ॥ ৭ ॥ রৌদ্রমার্দ্রা ॥ ৮ ॥ বাসবং জ্যেষ্ঠা, অজৈকপাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদা, বারুণং শতভিষা, এতেষু নক্ষত্রেষ্বমাবাস্যা পিতৄণাং দেবানাঞ্চ তৃপ্তিং কর্ত্তুমিচ্ছতাং পুংসাং দুর্লভা। ইচ্ছতেতি পাঠে স এবার্থঃ ॥ ৯ ॥ নন্বমাবস্যাশ্রাদ্ধত্বান্নিত্যত্বৈব তৎকথমেতেষু ফলশ্রুতিরিত্যত আহ, নবস্বিতি। গোদোহেনাপঃ প্রণয়েৎ পশুকামস্যেতিবৎ নক্ষত্রগুণযোগাদ্যা ফলবিধিরিত্যর্থঃ। নিত্যাৎ পৃথগেতানি শ্রাদ্ধানীতি বা ॥ ১০ ॥ ঐলায় পুরূরবসে ॥ ১১ ॥ পঞ্চদশী মাঘ ইত্যত্র কৃষ্ণপক্ষ ইত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১২ ॥ এতা যুগাদ্যাঃ ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বোক্তৈরেব বারুণাদিনক্ষত্রৈর্যুক্তা মাঘামাবস্যা অতিশ্রেষ্ঠেত্যাহ, মাঘাসিতে ইতি ত্রিভিঃ। পূর্ব্বন্তু এতৈ-

র্নক্ষত্রৈর্যুতা সামান্যা অমাবাস্যেতি বিশেষঃ ॥১৬॥ পিতৃণামর্চ্চনং কৃত্বা আত্মনো দুরিতং নিহন্তি নাশয়তি ॥১৯॥ বর্ষামঘাতৃপ্তিমিতি অপরপক্ষমঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে তৃপ্তিং প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥২০॥ চিত্তং বিশুদ্ধং শস্তং দ্রব্যং চিত্তঞ্চ বিশুদ্ধং বিত্তশাঠ্যহীনম্ ॥২১॥ এতদেব পিতৃগীতৈঃ স্পষ্টয়তি, পিতৃগীতা ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। অন্নচিত্তবিত্তাদিপঞ্চকপ্রাশস্ত্যে পিতৃগীতায়াম্ শ্লোকান্ শৃণু ॥২২॥ আমপক্বং ধান্যমানমিতি বা পাঠঃ। তত্তু পুরুষাহারমাত্রম্ ॥২৬॥ গবাহ্নিকম্ একস্যা গোরেকাহতৃপ্তিজনকং তৃণাদি ॥২৯॥ কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ নির্ধনত্বখ্যাপনার্থমূর্দ্ধবাহুঃ ॥৩০॥ বিত্তং স্বর্ণরজতাদি ইতরৎ ধনঞ্চ নাস্তি। তৎপ্রত্যয়ার্থং ময়া ভুজৌ মারুতস্য বর্ত্মনি আকাশে ক্ষিপ্তৌ ॥৩১॥ ভাবাভাবপ্রয়োজনং বিত্তস্য ভাবেঽভাবে চ প্রয়োজনং পিতৃতৃপ্তিহেতু প্রয়োগম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
তৃতীয়েঽংশে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি কৃত্যান্ বিধীনত্র শ্রাদ্ধীয়ান্ ব্রাহ্মণানপি। ভোক্তুঃ কর্ত্তুশ্চ বর্জ্যানি প্রাহ পঞ্চদশে মুনিঃ। অথ পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগান্ বক্ষ্যন্ প্রথমং শ্রাদ্ধীয়ান্ ব্রাহ্মণানাহ, ব্রাহ্মণানিতি ত্রিভিঃ। যদ্গুণান্ যৈর্গুণৈর্যুক্তান্ ॥ দ্বিতীয়কঠিকস্থাস্ত্রয়োঽনুবাকাস্ত্রিণাচিকেতাঃ। তদধ্যায়ী তদনুষ্ঠাতা চ ত্রিণাচিকেতঃ। মধুবাতা ইতি ত্র্যৃচাধ্যায়ী তদ্ব্রতশ্চ ত্রিমধুঃ। ব্রাহ্মণেনমান্ ইত্যাদ্যনুবাকত্রয়াধ্যায়ী তদ্ব্রতশ্চ ত্রিসুবর্ণঃ। ষট্ অঙ্গানি যস্য তং বেদমধীতে বেত্তি বা ষড়ঙ্গবিৎ ॥১॥ বেদবিৎ বেদার্থবিচারকঃ। শ্রোত্রিয়স্তদর্থানুষ্ঠাতা। যোগী যোগাভ্যাসী। মূর্দ্ধানং দিব ইত্যাদ্যগ্নিশেষগীতং জ্যেষ্ঠ-

সাম, তদ্গাতা জ্যেষ্ঠসামগঃ। আহবনীয়াদিত্রয়ঃ সভ্যাবসথ্যৌ বহ্নৌ এতে পঞ্চাগ্নয়ঃ তেম্বভিরতস্তদুপাসকঃ॥ যদ্বা বেদান্তোক্ত-দ্যু-পর্জন্য-পৃথিবী-পুরুষ-যোষিদ্রূপ-পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসকঃ॥ ২॥ এতেষু মুখ্যানুকল্পভেদমাহ, এতানিতি। এতান্ প্রথমশ্লোকোক্তান্ জ্যেষ্ঠসামগান্॥ প্রথমং মুখ্যকল্পে নিমন্ত্রয়েৎ। অনন্তরান্ ঋগাদীন্ অনুকল্পেষু॥৪॥ এতেষামসম্ভবে নিষিদ্ধগ্রহণার্থং নিষিদ্ধানাহ, মিত্রধ্রুগিতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। কুনখী নিসর্গতঃ কুৎসিতনখঃ। শ্যাবদন্তঃ স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্তঃ। অগ্নিবেদোজ্ঝঃ অধিকারী শক্তশ্চ-সন্। অগ্নিহোত্রবেদাভ্যাসত্যাগী। সোমং সোমলতাং বিক্রীণীতে স তথা॥ ৫॥ অভিশস্তঃ সত্যেনাসত্যেন বা মহাপাতকিত্বেনাভি-যুক্তঃ। স্তেনশ্চৌরঃ। পিশুনঃ নিভৃতে পরদোষবক্তা। গ্রামযাজকঃ সাধারণানাং যাজয়িতা, গ্রামার্থপুষ্টো বা। ভৃতকাধ্যাপকঃ বেতনে-নাধ্যাপকঃ তেনাধ্যাপিতশ্চ॥ ৬॥ পরপূর্বা পরস্মৈ যা দত্তা তস্যা অপরঃ পতিঃ। মাতাপিত্রোরপাতিত্যাদাবপি উজ্ঝকঃ উপেক্ষকঃ। বৃষলীসূতিপোষ্টা শূদ্রাপত্যপোষকঃ। দেবলকঃ "দেবার্চ্চনপরো বিপ্রো বিত্তার্থী বৎসরত্রয়ম্। অসৌ দেবলকো নাম হব্যকব্যেষু গর্হিতঃ॥" ইত্যুক্তঃ। কেতনং নিমন্ত্রণম্॥ ৭॥ ইদানীং প্রয়োগমাহ প্রথমেঽহ্নি পূর্বেদ্যুঃ। পৈত্রদৈবিকান্ এতে পৈত্র্যা এতে দৈবিকা ইতি কল্পয়েৎ। যদ্বা পিতৃদেবসম্বন্ধিনঃ। অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈ-রিতি নিয়োগাৎ॥৮॥ কল্পয়িত্বা চ তথা কুর্য্যাদিত্যাহ তত ইতি॥৯॥ মহান্তং দোষমাহ, শ্রাদ্ধ ইতি। নিযুক্তঃ পূর্ব্বদিনে ভুক্ত্বা চ পর-দিনে ব্যবায়ী এবং কর্ত্তাপি॥১০॥ অনিমন্ত্রিতানপি যতীন্ দ্বিজান্ ভোজয়েৎ। যতিত্বেনৈব পূর্বোক্তদোষাভাবাদিতি ভাবঃ॥ ১১॥ তাংশ্চ সর্ব্বান্ পাদশৌচাদিনা পূজয়েৎ॥১২॥ পিতৄ নাম যুজো যুগ্মান্ দেবানাং যুগ্মানিচ্ছয়া বা যথাশক্তি ভোজয়েৎ। উভ-য়েষাম্ একমেকঞ্চ বা॥ ১৩॥ তন্ত্রং বেতি পিতৃমাতামহশ্রাদ্ধয়ো-রেকমেব বৈশ্বদেববিধানমিত্যর্থঃ॥ তন্ত্রন্ত্বনুদ্দেশ্যানুষ্ঠানসাম্যে সতি

সজাতীয়ানেককার্য্যকরম্ অমাবাস্যায়াং তীর্থপ্রাপ্তাবেকশ্রাদ্ধমিব ॥১৪॥ উভয়ার্থকান্ পিতৃমাতামহীয়বৈশ্বদেবার্থকান্ পিতৃমাতামহবর্গশ্রাদ্ধীয়ানুদঙমুখানিতি বান্বয়ঃ। ভোজয়েৎ ভোজনার্থমুপবেশয়েৎ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ তয়োঃ পিতৃমাতামহবর্গয়োঃ ॥ ১৬ ॥ দ্বিধাকৃতান্ দ্বিগুণীকৃতান্। বিশংস্তস্ত্বেতি মন্ত্রপূর্ব্বম্ অতএব বিশ্বদেবাবাহনেঽপি মন্ত্র আয়াতি ॥ ১৯ ॥ তদা প্রাপ্তাতিথিভোজনে হেতুমাহ দ্বাভ্যাং যোগিন ইতি ॥ ২২ ॥ ব্যঞ্জনং শাকাদি। ক্ষারং লবণাদি তদ্বর্জ্জম্ ॥ ২৪ ॥ বৈবস্বতায় যমায়েতি পৃথগাহুতিঃ শাখিভেদব্যবস্থিতা ॥ ২৫ ॥ অক্রুধ্যতা চাত্বরতা চ ভক্তিতো দেয়ম্। অক্রুধ্যতেতি পাঠে তত্র কার্য্যেত্যধ্যাহৃত্য পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥ মম পিত্রাদয়স্তৃপ্তিং প্রয়াস্তিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বেণ ব্যঞ্জনাদিসহিতেন অন্নেন পিণ্ডান্ দদ্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ চোক্ষেষু সমীচীনেষু লেপভুজঃ পিতৄণাং চতুর্থাদ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥ পিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুষ্ঠু স্বধেত্যাশিষা যুক্তাম্। এতদাশীঃপ্রার্থনানন্তরং দক্ষিণাং দদ্যাদিত্যতো দক্ষিণাপি পিতৃপূর্ব্বৈবায়াতি ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চ পশ্চাদ্বিসর্জ্জয়েদিত্যনেন বিসর্জ্জনমপি পিতৃপূর্বকমিত্যতোঽন্যৎ সর্বং দেবপূর্বমেবেত্যর্থাদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ ইমমেবার্থং বৈশ্বদৈবতন্ত্রপক্ষেঽপ্যাহ, আপাদেতি। পাদপ্রক্ষালনাৎ প্রভৃতি দেবার্থানাং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বং প্রথমং কুর্য্যাৎ। ততঃ পিতৃবর্গাণাং ততো মাতামহবর্গাণাম্ ইতি। বিসর্জ্জনন্ত্বিতি দক্ষিণায়া উপলক্ষণং পূর্বমেবোক্তত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥ পূজ্যৈর্ম্মানৈ্যর্ভৃত্যৈর্ব্বন্ধুভিশ্চ সহ ভুঞ্জীত ॥৪৮॥ দৌহিত্রো দুহিতুঃ সুতঃ। কুতপোঽষ্টমো মুহূর্ত্তঃ। দৌহিত্রমিতি পাঠে দৌহিত্রং ঘৃতবিশেষঃ। "অমাবাস্যাগতে সোমে যা চ খাদতি গোস্তৃণম্। দৌহিত্রী সা মতা তস্যা ঘৃতং দৌহিত্রমুচ্যতে।।" ইতি। দৌহিত্রং খড়্গপাত্রমিতি কেচিৎ। কেচিত্তু কুতপমপি ছাগলোমজং কম্বলমাহুঃ। রজতস্য কথাসন্দর্শনাদিকমপি। পবিত্রং রাজতং রজতাক্তং বা পিতৄণাং পাত্রমুচ্যতে। "রজতস্য তথাদানং দর্শনং নাম

চেষ্যতে" ইতি মৎস্যবায়ুক্তেঃ ॥ ৫০ ॥ বিশ্বেদেবাদয় আপ্যায়ন্তে কুলঞ্চাপ্যায়ত ইতি ॥ ৫২ ॥ সোমাধারঃ পিতৃগণঃ অগ্নিষ্বাত্তা-দেরধিকারিকো গণঃ সোমাধারঃ সোমোপজীবিত্বাৎ। যোগাধার-শ্চন্দ্রমাস্তেষামেব যোগবলেন পুনশ্চন্দ্রস্যাপ্যায়নাৎ। তথাচ হরি-বংশে। "এতেঽস্মৎপিতরস্তাত! যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ। আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন বৈ।" তথা বায়ুঃ "শ্রাদ্ধে প্রীতাঃ পুনঃ সোমং পিতরো যোগমাশ্রিতাঃ। আপ্যায়-য়ন্তি যোগেন ত্রৈলোক্যং তেন জীবতি॥" তস্মাৎ শ্রাদ্ধে যোগি-নিমন্ত্রণং শস্তমিতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়ে-ঽংশে শ্রাদ্ধকল্পো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সদাচারপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেনাথ ষোড়শে দ্রব্যাণি শ্রাদ্ধযোগ্যানি তথাযোগ্যানি চাদিশৎ ॥ তত্র শ্রাদ্ধে দেয়দ্রব্যপ্রশংসা, হবিষ্যৈ-র্ব্রীহ্যাদিভিঃ। মৎস্যাদীনাং নবানাং মাংসৈশ্চ প্রত্যেকমেকৈক-মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ। পিতরস্তৃপ্তিং প্রয়ান্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। ব্রীহ্যাদিভিরেকমাসং মৎস্যমাংসৈর্দ্বৌ মাসাবিত্যেবং দশমাসান্তং মৎস্যামিষে মাংসত্বোপচারঃ। এণো হরিণবিশেষঃ। রুরুঃ পৃষতঃ তদীয়ৈর্গবয়ো গোসদৃশঃ পশুরারণ্যকঃ॥ ১ ॥ উরভ্রো মেষঃ তদী-য়ৈশ্চ। গব্যন্তু পয়ঃ পায়সং বা। "সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়-সেন চ" ইতি স্মৃতেঃ। মাংসমধ্যপাঠাৎ মাংসমেবেত্যন্যে তত্তু যুগান্তরীণমিত্যবধেয়ম্। বাধ্রীণসমাংসৈস্তু নিত্যং সর্ব্বকালং তৃপ্যন্তি বাধ্রীণসঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধঃ। যথা ত্রিঃ পিবন্ত্বিন্দ্রিয়ং ক্ষীণং শ্বেতং

বৃদ্ধমজাপতিম্। বাধ্রীণসন্তু তং প্রাহুর্যাজ্ঞিকাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥”
ইতি জলপানে যস্য মুখবৎ কর্ণৌ চ জলং স্পৃশতঃ স ত্রিপিবঃ।
যদ্বা কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ। স বৈ বাধ্রীণসঃ
প্রোক্ত ইত্যেষা নৈগমী শ্রুতিরিতি। ২॥ তজ্জন্মপিতৃতুষ্টিদং সৎ
তস্মিন্ জন্মনি পিতৃণামৃণাদুত্তীর্ণ ইত্যর্থঃ॥৪॥ প্রশান্তিকা দেব-
ধান্যানি আরণ্যব্রীহিসদৃশা ইতি কেচিৎ। শ্যামাকা দ্বিবিধাঃ
শ্বেতাঃ কৃষ্ণাশ্চ বন্যৌষধিপ্রধানা বক্ষ্যমাণাঃ॥৫॥ প্রিয়ঙ্গবঃ কং-
গবঃ, ব্রীহয়ঃ শরৎপক্কানি ধান্যানি। নিষ্পাবাঃ শিম্ব্যঃ। কোবিদা-
রারক্ষাস্তৈশ্চ তত ফলানি লক্ষ্যন্তে সর্ষপাঃ শ্বেতাঃ॥৬॥ বর্জ্জ্যানাহ,
অকৃতাগ্রয়ণমিত্যাদিনা পর্য্যুষিতমিত্যন্তেন। নবশস্যাগমে সাগ্নে-
র্বিহিতা ইষ্টিরাগ্রয়ণম্, তত্র কৃতং যন্ন তৎ। রাজমাষান্ অকৃষ্ণ-
মাসান্ অণূন্ সূক্ষ্মশালীন্॥৭॥ গৃঞ্জনং হরিতমূলকং পলাণ্ডুং
লশুনভেদং পিণ্ডমূলকং পিণ্ডাকারমূলকম্। এতেনান্যমূলকাভ্য-
নুজ্ঞা আয়াতি, গান্ধারং শাকভেদঃ কাঞ্জিকং বা। করম্ভাণি অবি-
কসিতা লাজাঃ শাকভেদ ইত্যেকে। ঔষরাণি ঊষরভূমিজাতানি॥৮॥
নির্যাসা বৃক্ষরসা আরক্তাঃ স্বভাবতঃ। প্রত্যক্ষলবণানি চক্ষুর্দৃশ্য-
লবণানি। যচ্চ বিহিতমপি বাচা ন শস্যতে নিন্দ্যত ইত্যর্থঃ॥৯॥
অনুৎসৃষ্টম্ অপ্রতিষ্ঠিতকূপাদিভবম্ গৌর্যত্র ন তৃপ্যতে স্বল্পমি-
ত্যর্থঃ॥১০॥ একশফা বড়বাদ্যাঃ। আবিকং মেষসম্বন্ধি। মার্গং
হরিণীসম্বন্ধি॥১১॥ ষণ্ডাদিভিস্ত্রয়োদশভির্বীক্ষিতে শ্রাদ্ধে দেবাঃ
পিতরশ্চ ন ভুঞ্জতে ষণ্ডো নপুংসকম্ অপবিদ্ধো মহাজনপরিত্য-
ক্তঃ। পাষণ্ডী বৈদিককর্ম্মপরিত্যাগী। রোগী মহারোগী। কৃকবাকুঃ
কুক্কুটঃ। শ্বা কুক্কুরঃ। নগ্না অগ্রিমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণাঃ॥১২॥ উদক্যা
রজস্বলা, সূতকং জননাশৌচম্। অশৌচং মরণনিমিত্তম্ তদ্যুক্তঃ।
মৃতহারঃ শবনির্হরণবৃত্তি॥১৩॥ পরিশ্রিতে সর্ব্বতঃ পরিবৃতে॥১৪॥
পূতি দুর্গন্ধি কেশকীটাদিভিরুপপন্নং যুক্তম্। অবপন্নমিতি পাঠে
দূষিতমিত্যর্থঃ। অভিষবৈঃ কঞ্জিকৈঃ। পর্য্যুষিতং পক্কং রাত্র্য-

স্তরিতম্। এতৎ সর্বমন্নং পিতৄনুদ্দিশ্য ন দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রদ্ধা-সমন্বিতৈঃ পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্দত্তং তদন্নঞ্চ তে পিতরো যদাহারা যাদৃশাহারযোগ্যা জাতাস্তদাহারতামুপৈতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কলাপো হিমবৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবিশেষঃ, তস্যোপবনে ইক্ষ্বাকোরিক্ষ্বাকুং প্রতি পিতৃভির্গীতা ॥ ১৭ ॥ অপি দুর্ঘটত্বমাহ ॥ ১৮ ॥ বর্ষাসু ভাদ্রপদে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশীং প্রাপ্য ॥১৯॥ গৌরীমষ্টবর্ষাম্। "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥" ইতি স্মৃতেঃ। তামুদ্বহেৎ স্বীকুর্য্যাৎ। উদ্বাহয়েৎ ইতি বা পাঠঃ। "গৌরীং দদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং যাতি রোহিণীম্। কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাম্ ॥" ইতি সংবর্ত্তোক্তেঃ। নীলঃ স্মৃত্যুক্তঃ। "লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ। শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥" ইতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
তৃতীয়েঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

এবং নবভিরধ্যায়ৈস্ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রপঞ্চিতাঃ। ব্যতিরেকে ত্বনর্থা-প্তির্দ্বয়েনেহ নিরূপ্যতে ॥ তত্র সপ্তদশে দেবৈঃ স্তুতো বিষ্ণুরজী-জনৎ। মায়ামোহং যতো মগ্না দৈত্যা নগ্নাশ্চ জগ্মিরে ॥১॥ বর্ণানাম্ আবৃতিঃ পরিধানম্ ॥ ৫ ॥ কিঞ্চ যতঃ সৈব সংবরণমপি প্রাবরণম্ উত্তরীয়মিতি যাবৎ। অতস্তৎপরিত্যাগে পরিধানোত্তরীয়হীন ইব নগ্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ এতদেব স্পষ্টীকর্ত্তুমিতিহাসং প্রস্তৌতি, ইদঞ্চেতি ॥৭॥ দেবাশ্চাসুরাশ্চ যোদ্ধারো যস্মিন্ তৎ ॥৯॥ লোকা-নামীশস্য বিষ্ণোঃ ॥১১॥ প্রসূতানি জাতানি। প্রভূতানীতি পাঠে

বৃদ্ধিং গতানি ॥ ১২ ॥ যদ্যপি তব যাথার্থ্যং তত্ত্বম্ উক্তীনাং বচসাং গোচরে বিষয়ে নৈব বর্ত্ততে তথাপি অরাতিকৃতেন বিধ্বংসেন পরাভবেন বিধ্বস্তং নাশিতং বীর্য্যং প্রভাবো যেষাং তে বয়ং যস্মাৎ ভবার্থিনঃ কল্যাণার্থিনঃ স্বমত্যনুরূপং স্তোষ্যামঃ ॥১৩ ॥ তত্র প্রথমং বিশ্বরূপেণ সগুণং স্তুবন্তি, ত্বমুর্ব্বীত্যাদিনা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নম ইত্যন্তেন। সমস্তং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যমন্তঃকরণম্। তস্যাঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥১৪ ॥ স্থানং দেশঃ, দেশে কালে চ তস্মিংস্তস্মিন্নানাভেদযুক্তং বিশ্বং তবৈকমেব বপুরিত্যর্থঃ ।। ১৫ ।। তত্র তব রূপমধ্যে প্রথমং সর্গেণ বিশ্বোপকারায় যৎ তব রূপং তস্মৈ নমঃ ।।১৬ ।। বয়মেব তব যৎ স্বরূপং তস্মৈ নমঃ ।। ১৭ ।। অমম্বোধি বিবেকশূন্যম্ ।। ১৮ ।। যস্মিন্ যক্ষরূপে নাড্য ইন্দ্রিয়নাড্যো হৃদয়নাড্যো বা নাতিজ্ঞানবহা নাতিজ্ঞানক্ষমাঃ। নাট্যস্তিমিতেতি পাঠে নাট্যেন স্তত্যাদিনা। তত্র হেতুস্তিমিততেজসি অল্পসত্ত্বে ।। ১৯ ।। অসিতং তমোময়ম্।। ২০ ।। স্বর্গস্থাঃ স্বর্গার্হা যে ধর্ম্মিণঃ যজমানাস্তেষাং যঃ সদ্ধর্ম্মো যাগাদিস্তস্য যৎ ফলং স্বর্গাদি তস্যোপকরণং প্রাপকং ধর্ম্মাখ্যমদৃষ্টসংজ্ঞং যদ্রূপং তস্মৈ নমঃ।। ২১ ॥ গমনাদিষু গমনীয়াদিষু অসংসর্গিণী যা সংসর্গশূন্যা গতির্গত্যাদি তদুক্তম্ সিদ্ধা হি জলাগ্ন্যাদিষু গচ্ছন্তস্তিষ্ঠন্তো বা ন সংগচ্ছন্তে ।। ২২ ।। অতিতিক্ষা অক্ষমা ধনং সর্ব্বস্বং যস্য। উপভোগবশমিতি পাঠে উপভোগেঽপি তৃপ্তিরহিতম্ ॥ ২৩ ॥ অদোষং রাগাদিহীনম্ ঋষিরূপম্। ঋষ্যাকৃতিরাত্মা দেহো যস্য তস্মৈ তব রূপায় নমঃ ॥ ২৪ ॥ যৎ কালাত্মকং তে রূপং ভূতানি ভক্ষয়তি তস্মৈ নমঃ ।। ২৫ ।। রুদ্রাত্মকন্তু রূপং ভক্ষয়িত্বা নৃত্যতীতি শেষঃ ।। ২৬ ।। রজসো বৃত্ত্যা যৎ কর্ম্মণাং কারকাত্মকং কর্ত্তৃস্বভাবং তস্মৈ নরাত্মনে মনুষ্যাত্মনে নমঃ ।। ২৭ ।। অষ্টাবিংশদ্বধোপেতমিতি পাঠে, একাদশ ইন্দ্রিয়বধাঃ, নব তুষ্টিবধাঃ অষ্টৌ সিদ্ধিবধা ইতি প্রথমেঽংশে বিবৃতাঃ ।। ২৮ ।। জগতঃ সিদ্ধিবর্ত্তনং ব্রহ্মাদিভেদৈর্যদ্ভেদি ভিন্নম্। ষড়্ভেদীতি পাঠে,

বৃক্ষগুল্মলতাবীরুৎতৃণত্বক্‌সারাত্মনা ষড়্‌ভেদি। মুখ্যাত্মনে বৃক্ষাত্মনে॥ ২৯॥' তব সর্বস্যাদেঃ কারণস্য যদ্রূপং তির্য্যঙ্মনুষ্যদেবাদীত্যন্বয়ঃ॥৩০॥ ইদানীং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রণমন্তি, প্রধানাদিময়াদস্মাদ্বিশ্বরূপাদন্যৎ পরমং রূপম্‌ অতএব যদন্যতুল্যং ন ভবতি নিরুপমং তস্মৈ নমঃ॥ ৩১॥ পূর্বোক্তমেব দর্শয়ন্তঃ প্রণমন্তি, শুক্লাদীতি ত্রিভিঃ। শুক্লত্বাদীনাং ক্রিয়তাং নিষেধমুক্ত্বা সর্ব্ববিশেষণনিষেধমাহ, অগোচর ইতি॥ ৩২॥ পরমপদাত্মবতঃ পরমং পদং ব্রহ্মৈবাত্মা স্বরূপং যস্যাস্তি তস্য॥ ৩৪॥ তব শরণার্থিনোঽস্মান্‌ দৈত্যেভ্যস্ত্রাহীতি তং হরিমূচুরিত্যন্বয়ঃ॥ ৩৬॥ স্থিতৌ স্থিতিনিমিত্তং স্থিতস্য ব্রহ্মণোঽধিকারস্য যে যাবন্তঃ পরিপন্থিনস্তে সর্ব্বে মম বধ্যা ইত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
তৃতীয়েঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইহোচ্যন্তে হতা দৈত্যা মায়ামোহবিমোহিতাঃ। নগসংসর্গদোষেণৈক্যা শৈব্যাশতধনুঃকথাঃ॥১॥ শ্লক্ষ্ণং মনোহরম্‌॥২॥ ঐহিকম্‌ ইহলোকভোগ্যং পারত্র্যং পরলোকভোগ্যম্‌॥ ৩॥ এবং ধর্ম্মমগ্রে বক্ষ্যমাণম্‌। অসংবৃতমুদ্ঘাটিতম্‌॥ ৫॥ অর্হঃ যোগ্যঃ। এতস্মাদপরো ধর্ম্মঃ ন পরো ন শ্রেষ্ঠঃ॥ ৬॥ এবংপ্রকারৈর্বাক্যৈঃ, যুক্তিদর্শনং শুষ্কতর্কবাদঃ, তেন বর্দ্ধিতৈঃ। চর্চ্চিতৈরিতি বা পাঠঃ। অপাকৃতা দূরীকৃতাঃ॥ ৭॥ বেদমার্গাপাকরণমেব সপ্তধা দর্শয়তি, সার্দ্ধদ্বাভ্যাং ধর্ম্মায়েতি॥ ৮॥ অনৈকান্তবাদং ফলব্যভিচারিকারণবাদং ভেদাভেদবাদং বা দর্শয়তা ইত্যেবং স্বধর্ম্মান্‌ ত্যাজিতা ইত্যুপসংহারঃ॥১০॥ আর্হতানাং নামনিরুক্তিমাহ অর্হতেতি॥১১॥

সম্প্রদায়প্রবৃত্তিমাহ ত্রয়ীতি ॥ ১২ ॥ আর্হতমতমুক্ত্বা বৌদ্ধমত-মাহ পুনশ্চেতি সপ্তভিঃ। রক্তেত্যেতদাচরপ্রদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥ অত্র হি বিজ্ঞানময়ং বুদ্ধিময়মিত্যাদিনা যোগাচারাণামাত্মখ্যাতিবাদ উক্তঃ ॥ ১৬ ॥ অনাধারমিতি মাধ্যমিকমতশূন্যখ্যাতিপক্ষোক্তিঃ। ভ্রান্তিজ্ঞানঞ্চ তদর্থশ্চ তৎপরং তন্নিষ্ঠম্ ॥ ১৭ ॥ এবং বুধ্যতেত্যত্র পুনরুক্তির্বৌদ্ধপদনিরুক্ত্যর্থা ॥ ১৮ ॥ অন্যপাষণ্ডপ্রকারৈর্লোকায়তিকমতভেদৈঃ ॥ ২১ ॥ ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথামপি তত্যজুঃ ॥২২ ॥ ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু কেচিৎ বিনিন্দাং বেদানামিতি। চক্রুরিতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥ নিন্দামেব কুতর্কস হিতামাহ নৈতদিতি। হিংসা পরপীড়া ধর্ম্মায়েতি যদ্বচনম্ "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদিরূপং তন্ন যুক্তিসহং যতঃ " ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি " ইতি শ্রুত্যৈব তন্নেষ্যতে চেষ্যত ইতি তু পাঠঃ সুগমঃ ॥ ২৪ ॥ সম্যাদিসমিদ্রূপং কাষ্ঠং বহ্নৌ হুতঞ্চেৎ ইন্দ্রেণ ভুজ্যতে তৎ তর্হি বরং শ্রেষ্ঠঃ পশুঃ যতোঽসৌ কাষ্ঠাৎ কোমলপত্রভুক্ ॥২৫॥ যজ্ঞে হতস্য পশোঃ স্বর্গাতিশ্চেৎ তর্হি যজমানেন স্বর্গাত্যর্থং স্বপিতা কিং ন হন্যতে ? ॥ ২৬ ॥ অন্যেন শ্রাদ্ধে অন্নং ভুক্তম্ অন্যস্য তৃপ্তয়ে চেজ্জায়তে তর্হি প্রবাসিনোঽন্নং ন বহেয়ুঃ কিন্তু স্বগ্রামস্থিতঃ পুত্রাদিস্তমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধং দদ্যাৎ ॥ ২৭ ॥ ততো নির্যুক্তিকং কেবলং পৃথগ্জনশ্রদ্ধেয়মেতদ্-যজ্ঞাদিবিষয়ং বচঃ, অতো যুষ্মাকমত্রোপেক্ষৈব যুক্তা ॥২৮॥ নম্বাপ্তবাদে বেদে কথম্ উপেক্ষা? তত্রাহ,ন হীতি। নহি আপ্তবাদাঃ স্বভাবতঃ কেচন বর্ত্তন্তে, কিন্তু যদেব যুক্তিমদ্বচনং তন্ময়া অন্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈশ্চ গ্রাহ্যম্। যুক্তিশ্চ পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদবাদেষু নাস্তীতি ভাবঃ ॥২৯॥ তেষাং মধ্যে ॥৩০॥ গার্হস্থ্যং পরিত্যজ্য বানপ্রস্থঃ পরিব্রাড় বা যো ন জায়তে স চ নগ্নঃ ॥৩৬॥ নগ্নস্য তৎসংসর্গিণশ্চ দোষমাহ, নিত্যানামিত্যাদিনা যদেভিরবলোকিতমিত্যন্তেন। বিহিতং নিত্যং পততি পাপবান্ ভবতি ॥৩৭॥ এবং পক্ষক্রিয়াহানের্হেতোঃ প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। এবং মাসাদিক্রিয়া-

হানাবধিকং প্রায়শ্চিত্তং জ্ঞেয়ম্ ॥৩৮॥ তস্য সংবৎসরক্রিয়ালোপ-কর্ত্তুঃ ॥ ৩৯॥ অত্র পৃথিব্যাম্ ॥ ৪১॥ গৃহাদিভিঃ সঙ্করং সংসর্গম্ ॥৪২॥ সহাস্যামেকত্র স্থিতিম্। সাহায্যমিতি পাঠে পরস্পরং সম্ভাষাদিসমানক্রিয়াত্বং সংবৎসরং কুর্ব্বতঃ তেন নগ্নেন তুল্যত্বং জায়তে ॥ ৪৩॥ ইদানীং ভোজনাদীনি যুগপৎ ক্রিয়মাণানি সদ্যঃ-পাতহেতব ইত্যাহ অথেতি ॥৪৪॥ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতোমুখং বিমুখং যান্তি যে তে নগ্নসংজ্ঞাং যান্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬॥ সঙ্করো গৃহাদিষু আস্যা স্থিতিঃ ॥ ৪৭॥ কৃতং শ্রাদ্ধমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০॥ তত্র পাষণ্ডালাপদোষং দর্শয়িতুম্ ইতিহাসমাহ, শ্রূয়তে চেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি ॥ ৫১॥ তস্য রাজ্ঞশ্চাপাচার্য্যস্য ধনুর্ব্বিদ্যাগুরোরসৌ পাষণ্ডী সখেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৩॥ তেনাপচারেণ নগ্নসংসর্গেণ পাপেন। তদেবাহ, উপোষিতেন রাজ্ঞা পাষণ্ডসম্ভাষ আলাপঃ ॥ ৬১॥ সর্ব্বস্মিন্নর্থে বিজ্ঞানমবাধিতজ্ঞানং তেন সংপূর্ণা স্বভাবতঃ পূর্ণা সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৬২॥ তয়া কাশিরাজসুতয়া তৃপা বিনিবারিতঃ সন্ ॥ ৬৩॥ দাক্ষিণ্যাদ্গুরোঃ সখেতি সদ্ভাবাৎ ললিতং প্রীতি-সম্ভাষণং স্মর্য্যতাং যেন ভবান্ মম চাটুকারো জাত ইত্যর্থঃ। চাটুঃ প্রীতিচেষ্টা ॥ ৬৮॥ মরুপ্রপতনং গিরিশৃঙ্গাৎ পাতং নিরুদক-দেশে মহাপথগমনং বা। শার্গালীং শৃগালসম্বন্ধিনীং যোনিম্ ॥৭১॥ বৃকং বনশ্বানং ক্ষুদ্রব্যাঘ্রং বা ॥ ৭৬॥ যদা আত্মা দেহমুক্তস্তদা গৃধ্রতাং গতঃ। এনং গৃধ্রম্ অবাপ রোধয়ামাস চ ॥ ৭৮॥ আত্মা রাজ-দেহঃ স্মর্য্যতাম্। ত্যজ্যতামিতি পাঠে আত্ম। গৃধ্রদেহঃ। অয়ং যেন দোষেণ ॥৭৯॥ উপলভ্য জ্ঞাত্বা প্রাপ্য চ ॥ ৮০॥ বলিং করম্। বলিভুক্ উপহারপিণ্ডভুক্ ॥ ৮১॥ তজ্জাতিভোজনৈর্ম্ময়ূরজাতি-ভোজনৈর্ভক্ষ্যৈঃ ॥ ৮৩॥ আত্মনঃ পতিং স্বয়ংবরে বরয়ামাসেত্যুক্ত্বা পতিব্রতয়া স্বস্য পত্যুঃ জ্ঞাতস্য তত্রাপি স্বয়ম্বরবিষয়ে বরণে স্ত্রীপুরু-ষয়োর্জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাবেঽপি দোষাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৮৮॥ ঐন্দ্রান্ লোকান্ অতীত্য কামদুহঃ কামদুঘান্ লোকান্ প্রাপ ॥৯৩॥ তাম্

অশ্বমেধাবভৃথস্নানজাং সিদ্ধিং পাষণ্ডিসংসর্গজপাপক্ষয়পুণ্যবৃদ্ধি-রূপাম্‌ ॥ ৯৪ ॥ ইদানীং কৈমুতিকন্যায়েন পূর্বোক্তমেব প্রায়শ্চিত্ত-মাহ, ক্রিয়াহানিরিতি ॥ ৯৭ ॥ যৈঃ ত্রয়ী' ত্যক্তা তেষাং দর্শনাৎ সূর্য্যং পশ্যেদিতি কিং পুনর্ব্বাচ্যং পরান্নভোজিভিঃ পাষণ্ডান্নভো-জিভিঃ ॥ ৯৮ ॥ পাষণ্ডাদয়ঃ সর্বে বেদবিরুদ্ধা এব, যদাহুঃ। "ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডো বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ"। 'যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরাধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ। প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্‌ ব্রতম্‌। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্‌। ত্যক্তো-পরোধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ। সন্দেহকৃদ্ধেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু সহেতুকঃ। অর্ব্বাগ্‌দৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ ॥" ইতি। বাঙমাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ। তৈঃ সম্ভাষণমপি ন কুর্য্যাৎ ॥ ৯৯ ॥ যদা চৈবং তদা পূর্বোক্তৈঃ পাপিভিঃ সহ সংপর্কঃ সহভোজনাদি-রূপো দূরাদ-পাস্তো নিষিদ্ধঃ, সহাস্যাপি নিষিদ্ধা। কিং বহুনা সর্ব্বাত্মনা তান্‌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১০০॥ নগ্নপাষণ্ডিনোঃ পূর্বদোষমনুবদন্‌ উপসংহরতি, এত ইতি দ্বাভ্যাম ॥ ১০১ ॥ সর্বেষাং তেষাং সামান্যদোষম্‌ আহ পুংসামিতি। বৃথৈবেতি বিশেষণাদথর্ব্বশিরঃপ্রোক্তং শৈবপাশু-পতব্রতাদ্যঙ্গভূতজটাধারণাদ্যনুমন্যতে, অমোঘাশিনাং দেবতা-তিথ্যাদিপূজাং বিনা অন্নভোক্তৃণাম্‌ অখিলশৌচৈর্বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচৈর্নিরাকৃতানাং বর্জ্জিতানাং ভোয়প্রদানাদিভ্যো মায়ামোহেন বহিষ্কৃতানামিতি। তপসোঽপি স্তুতিঃ শ্রেষ্ঠৈত্যাবিষ্ণুর্বন্‌ সুরে-তরান্‌। তপস্বিভিরতান্‌ দেবৈঃ স্তুতো বিষ্ণুরমূমুহৎ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং তৃতীয়েঽংশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োঽংশঃ।

বিষ্ণুপুরাণটীকা।

চতুর্থোঽংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। ধর্ম্মোপধর্ম্ময়োঃ পূর্ব্বমুক্তয়োরনুবর্ণ্যতে। মনু-বংশশ্চতুর্থাংশে প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ॥ নেদিষ্টবংশং প্রথমেঽকথয়দ্ যত্র রৈবতঃ। রেবতীং হলিনে প্রাদাৎ স্বসুতাং দ্রুহিণাজ্ঞয়া॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকং মনুবংশং পৃচ্ছতি, ভগবন্নিতি। গুরুণা ত্বয়া আখ্যাতম্॥১॥ বীর উৎসাহবান্, শূরঃ পরাভিভাবী, ব্রহ্মা আদির্মূল-কারণং যস্য সঃ। মানবো বৈবস্বতস্য মনোঃ সংবন্ধী। তত্র প্রথমং বংশস্মরণাদিফলমাহ। ব্রহ্মাদ্যমিতি॥৩॥ ব্রহ্মাণ্ডতো ব্রহ্মা প্রাগ্-ভূব। কিংবিশিষ্টঃ? জগতামাদিমূলকারণং স্বয়ঞ্চানাদিঃ স্রষ্ট-কারণশূন্যঃ। ভগবদ্বিষ্ণুময়স্য ভগবদ্বিষ্ণোর্মূর্ত্তিঃ। মূর্ত্তিরূপং পরিচ্ছিন্নং স্বরূপম্। হিরণ্যস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য গর্ভরূপশ্চেত্যর্থঃ॥৪॥

তত্র তাবৎ "অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষস্য দুহিতা তাং দেবা অনু-জায়ন্ত" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধাং বংশানুপূর্ব্বীমাহ, ব্রহ্মণ ইতি। দক্ষস্য অদিতিঃ, কন্যেতি শেষঃ। নাভাগনেদিষ্টেতি, নাভাগস্য পিতা নেদিষ্ট ইত্যর্থঃ। কচিন্নেদিষ্টস্যৈব দিষ্টঃ ইত্যপি সংজ্ঞা॥৫॥ ইষ্টিঞ্চ পুত্রোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব চকার। যথাহ বায়ুঃ "অকরোৎ পুত্র-কামস্তু মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ। অনুৎপন্নেষু নবসু পুত্রেষ্বেতেষু সুব্রত!" ইতি॥৬॥ সুদ্যুম্নস্য প্রথমং কন্যাত্বাৎ রাজ্যানর্হত্বং দর্শয়ন্নাহ, তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি মনুপত্ন্যা কন্যার্থং প্রার্থিতস্য হোতুরপচারাৎ কন্যাসঙ্কল্পরূপাদপহৃতে বিকল্পে জাতে সতি

কন্যাভূৎ। অপকৃষ্টেরিতি পাঠে অপকৃষ্টাৎ হোমাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ ॥৭॥ ঈশ্বরকোপাদিতি, মহাদেবঃ কিল ইলাবৃতে পার্ব্বত্যা সহ রমমাণঃ কেনচিন্নিমিত্তেনাশপৎ, যোঽস্মিন্ বনে প্রবেক্ষ্যতি, স যোষিদ্ভবিষ্যতীতি। সুদ্যুম্নস্তং শাপমজানন্ তত্র প্রবিষ্টো যোষিদ্বভূবেতি* ॥ ৮ ॥ তস্যাং স্ত্রিয়াং পুরূরবসমুৎপাদয়ামাসেত্যতঃ সূর্য্যবংশএব চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ সূচিতঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিংশ্চ জাতে পরমর্ষিভির্ভগবান্ যথাবদিষ্টঃ, ব্যবহারত ইষ্ট্যাদিময়ঃ বস্তুতস্তু কিঞ্চিন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥ স্ত্রীপূর্ব্বকত্বাৎ পূর্ব্বং স্ত্রীত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ পৃষধ্রস্যাপি রাজ্যানর্হত্বং প্রসঙ্গাদাহ, পৃষধ্র ইতি। বশিষ্ঠেন গোরক্ষণে নিযুক্তো রাত্রৌ ব্রজে প্রবিষ্টং ব্যাঘ্রং জিঘাংসুঃ প্রমাদাৎ গাং জঘানেতি গুরুণা শপ্তঃ শূদ্রত্বমবাপেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ অত্র পাঠক্রমো ন বিবক্ষিতঃ, সূচীকটাহন্যায়েনাল্পস্য পূর্ব্বকথনাদিত্যত আহ, করূষাদিতি ॥ ১৪ ॥ নেদিষ্টপুত্রো নাভাগো বৈশ্যতাং গতঃ। "নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ" ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ তস্য চ পুত্রোৎপত্তেরুত্তরকালমেব বৈশ্যত্বপ্রাপ্ত্যা তৎপুত্রস্য ভলন্দনস্য ক্ষত্রিয়ত্বম্ অবিরুদ্ধমেব। অতএব তদন্বয়স্য মরুত্তস্য চক্রবর্ত্তিত্বং সংগচ্ছতে। অবিক্ষেরেব কচিদবিক্ষিদিত্যপি নাম ॥ ১৬ ॥ অমাদ্যৎ সোমপানেনাতিতৃপ্ত্যা হৃষ্টো বভূবেত্যর্থঃ। মরুতো দেবাঃ পরিবেষ্টারঃ অন্নাদিপরিবেশকাঃ ॥ ১৭ ॥ অভিতানং গেয়বিশেষঃ। দিব্যং দিবি ভবং পৃথিব্যাং তদভাবাৎ। গান্ধর্ব্বং গন্ধ-

* মহাদেবঃ কিল ইলাবৃতে পার্ব্বত্যা সহ রমমাণঃ (আসীৎ)। তদা তবং দ্রষ্টুম্ আগতান্ মুনীন্ আলক্ষ্য (ভবান্যা) কুপিতয়া সলজ্জমঙ্গীয়ত। অথ তেষু তয়োরতপ্রসঙ্গং দৃষ্ট্বা সহসা নির্যাতেষু ভবানীমনুনয়ন্ (ভবঃ) কোপাৎ শাপমদাৎ, অতঃপরং যোঽস্মিন্ বনে প্রবেক্ষ্যতি, স যোষিদ্ ভবিষ্যতি ইতি। এবং স্থিতে কদাচিৎ মৃগয়াসক্তঃ সুদ্যুম্নস্তং শাপমজানন্ তত্র প্রবিষ্টো যোষিদ্ বভূব ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৮ ॥

র্ব্বাণাং কর্ম্ম গীতম্। গান্ধারমিতি পাঠে গান্ধারগ্রামবহুলম্ ॥ ২০ ॥
ত্রয়ো মার্গাঃ ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারাখ্যাশ্চিত্রদক্ষিণবর্ত্তিকাখ্যা বা
তেষাং পরিবর্ত্তৈরাবর্ত্তৈরনেকেষাং যুগানাং পরিবৃত্তির্যথা ভবতি
তথা অনেকযুগপরিবৃত্তি তিষ্ঠন্নপি তৎ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তমিব মেনে
ইত্যর্থঃ। পরিবর্ত্তীতি পাঠে গান্ধর্ব্ববিশেষণম্ ॥ ২১ ॥ অবনতশিরাঃ
চিন্তয়ৈবাবনতমুখঃ। অবনতশিরসমিতি পাঠে রৈবতবিশেষণম্ ॥২২॥
অস্য রৈবতস্য মনোরষ্টাবিংশতিতমং চতুর্যুগং গতপ্রায়ম্ ॥২৩॥
একাকিনা দেয়মিত্যত্র হেতুমাহ, ভবত ইতি ॥ ২৪ ॥ কন্যায়া বরা-
ভাবাদুৎপন্নসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বং চিন্তিতেভ্যোঽন্যেভ্যোঽপ্যয়-
মেব বরঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বদন্ বলদেবায় কন্যাং দেহীত্যাহ, ন হ্যাদি-
মধ্যান্তমিতি দশভিঃ। পূর্ব্বযচ্ছব্দানাং স বিষ্ণুঃ ধরিত্র্যাং স্বাংশেনা-
বতীর্ণ ইত্যষ্টমেনান্বয়ঃ। আদিমধ্যান্ত্যজ্ঞানহেতুঃ কারণতয়া সর্ব্ব-
গতস্য স্বরূপং তত্ত্বং পরং স্বভাবম্ অসাধারণং ধর্ম্মসারং বলম্ ॥২৬॥
যস্য বিভূতেরবতাররূপায়াঃ পরিণামস্য সদ্ভাববিকারস্য কালো
ন হেতুঃ। অত্র হেতুঃ অজন্মেতি ॥ ২৭ ॥ যস্যাচ্যুতস্য প্রসাদাদহং
ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকরো ভূতঃ। ক্রোধাচ্চান্তকারী রুদ্রঃ, মধ্যে চ
যস্মাৎ স্থিতিহেতুঃ পুরুষো বিষ্ণাখ্যো ভূতঃ ॥ ২৮ ॥

তর্হি কিং পরমপুরুষো ন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা কিন্তু ভবদাদয়এব
ইত্যত আহ, মদ্রূপমিতি। অনন্তবপুঃ শেষমূর্ত্তিঃ ॥২৯॥ শক্রাদী-
ত্যাদিশব্দাৎ স্থিতিহেতবো জ্ঞেয়াঃ। পঞ্চমহাভূতরূপেণাপি পাল-
কত্বমাহ, পাকায়েতি সার্দ্ধেন ॥ ৩০ ॥ তর্হি কিং সৃজ্যাদয়স্ততো
ভিন্না ইত্যাশঙ্ক্য স্রষ্ট্রাদীননূদ্য সৃজ্যাদিভিঃ সহাভেদেনাহ, যঃ
সৃজ্যত ইতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বাত্মনো বিশ্বস্য অন্তকারী সংহ্রিয়তে চ।
অস্য স্রষ্ট্রাদিত্রয়স্য সৃজ্যাদিত্রয়স্য চ যঃ পৃথক্ শুদ্ধচিদ্রূপঃ।
পৃথগ্ যস্যেতি পাঠে যস্মাৎ পৃথগন্যো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ অস্মিন্
জগত্যাশ্রিতঃ এতদ্ব্যাপ্য স্থিতঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥ অপ্যোজসোঽপ্যসামর্থ্যান্ ॥ ৩৬ ॥ অন্যরূপাং

কৃষ্ণেন সমুদ্রাৎ দ্বাদশযোজনপরিমিতাং ভূমিং গৃহীত্বা বিশ্বকর্ম্ম-দ্বারা অন্যথানির্ম্মিতত্বাৎ। সীরধ্বজায় হলিনে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থাংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

ধৃষ্টাদিমনুপুত্রাণাং বংশাংস্তচ্চরিতানি চ। দ্বিতীয়ে তৎপ্রসঙ্গেন সৌভর্য্যাখ্যানমুক্তবান্ ॥ রৈবতস্য ভ্রাতৃশতমধ্যে কিন্তাবৎ কোঽপি রাজা নাভবদিত্যাশঙ্ক্যাহ, যাবচ্চেতি। পুণ্যজনসংজ্ঞা ইতি বিশেষণং সোপালম্ভং রাক্ষসজাতিবিশেষপরং বা ॥১॥ এতে ক্ষত্রপ্রসূতা ইতি। এতে রথীতরস্য প্রবরা গোত্রজাঃ ক্ষত্রপ্রসূতাঃ ক্ষত্রিয়া অপ্রজস্য রথীতরস্য ভার্য্যায়ামঙ্গিরসা জাতত্বাৎ। তথাপি তয়োর্যোগাৎ পুনরঙ্গিরসো ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ, অতঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ইক্ষ্বাকুনামনিরুক্তিপূর্ব্বকং তস্য বংশমাহ। ক্ষুবতঃ ক্ষুতং কুর্ব্বতঃ মনোর্ঘ্রাণতঃ। পুত্রশতস্যৈকাধিকপুত্রশতস্য প্রবরাঃ ॥৩॥ বিকুক্ষেরেব শশাদসংজ্ঞাং বক্তুমাহ, স চেতি। উৎপাদ্য ক্রিয়াদিকং বিনা স্বয়ং মৃগান্ হন্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ এবং শশাদোঽয়মিতি গুরুণোক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

পরঞ্জয় এব ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপেতি বক্তুমিতিহাসমাহ, ইদঞ্চেত্যাদিনা সংজ্ঞামবাপেত্যন্তেন। ইদঞ্চান্যৎ তস্য নামেতি শেষঃ ॥৭॥ সকলং জগদেব পরং শ্রেষ্ঠম্ অয়নমাশ্রয়ো যস্য নারায়ণস্য সর্ব্বান্তর্যামিত্বাৎ তদর্থং তন্নিষ্পত্তয়ে ॥ ৮ ॥ অবতীর্য্য প্রবিশ্য কার্য্যঃ অবশ্যং বিধেয়ঃ উদ্যোগো যুদ্ধারম্ভো যেন পরঞ্জয়েন স তথাবিধঃ

কার্য্যঃ সম্পাদ্যঃ ॥ ৯ ॥ সাহায়কং সাহায্যম্ ॥১০॥ বাঢ়ং তথেত্যন্বী-প্সিতম্ অনুমতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বিপ্লুষ্টা দগ্ধাঃ ॥ ১২ ॥ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং সমাপ্তায়াম্ ॥ ১৩ ॥ সুপ্তাংশ্চ নোত্থাপয়ামাস, শয়ানং ন প্রবোধয়েদিতি নিষেধাচ্চ ॥ ১৪ ॥ অত্রৈতৎকলসস্থে জলে পীতে সতি ॥ ১৫ ॥ মুনীনাং প্রভাবাদেব ন মমার ॥১৬॥ কং ধাস্যতি ? পাতব্যস্তনাভাবাৎ ॥ ১৭ ॥ যাবদিতি। সাকল্যে মেরোঃ সর্ব্বতঃ সূর্য্যস্য উদয়াস্তমনোপলক্ষিতং সর্ব্বং মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমধিষ্ঠেয়দেশ উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

মান্ধাতুঃ কন্যাবংশং স্বল্পত্বাদত্যাশ্চর্য্যত্বাচ্চ প্রথমং বক্তুং সৌভরিচরিতমুচ্যতে, বহ্বৃচ ইত্যাদিনা। দ্বাদশাব্দরূপং কালং ব্যাপ্য ॥১৯॥ ললিতং ক্রীড়াসুখম্ ॥২০॥ নির্ব্বেষ্টুকাম উদ্বোঢ়ুকামঃ। মা প্রণয়ং বিভাংক্ষীঃ প্রণয়ভঙ্গং মাকার্ষীঃ ॥২২॥ অর্থিতদানে যা দীক্ষা সঙ্কল্পঃ তত্র কৃতং ব্রতম্ অর্থিবৈমুখ্যাভাবরূপং যেন কুলেন তৎ ॥ ২৩ ॥ যদ্যস্মাৎ প্রার্থনাভঙ্গাদ্ভয়ং শঙ্কা তস্মাদ্ যদতিদুঃখং তস্মাদ্বিভেমি, তস্মাৎ ত্বমেকাং কন্যাং প্রযচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪॥ যস্মৈ কস্মৈচিদবশ্যং যা কন্যা দেয়া তয়া যদি নোঽস্মাকং কৃতার্থতা স্যাৎ, তর্হি কিং ন লব্ধং ? লাভাভাবঃ কিং স্যাৎ ? কিন্ত্বস্মাকং লাভঃ স্যাদেব। যদ্বা তর্হি ত্বয়া কিং ন লব্ধং মন্মনোরথপূরণমেব তব মহান্ লাভ ইত্যর্থঃ। ন লব্ধেতি পাঠে সা কন্যা কিং ন লব্ধা ? লব্ধৈবেতি সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ ॥ ২৫ ॥ প্রত্যাখ্যানোপায়মেব দর্শয়তি, বৃদ্ধোঽয়মিত্যাদি। এতৎ সংচিন্ত্য অমুনা রাজ্ঞা এবমভিহিতম্ ইত্যন্বয়ঃ ॥২৬॥ তত্র প্রতীকারং বিচিন্ত্য স্বগতমাহ, এবমিতি ॥২৭॥ কন্যান্তঃপুরস্য রক্ষকো বর্ষধরঃ ষণ্ডঃ ॥২৮॥ তৎ তদা কন্যায়াশ্ছন্দ ইচ্ছায়াং পরিপন্থানং প্রাতিকূল্যং নাহং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম্, ইত্যাকর্ণ্যেতীতি শব্দঃ ইত্যঙ্গীকৃতম্ ইত্যাকর্ণ্যেতি কাকাক্ষিগোলকবদুভয়ত্র যোজ্যঃ। এবমগ্রেঽপি। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংরম্ভক্রিয়া অহমহমিকা তয়া ॥ ২৯ ॥

তামেবাহ, অলং ভগিন্য ইতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টাহমস্য পত্নীতি শেষঃ। উপশমং ব্রজ, এতদর্থং যত্নং মা কুরু ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥ বিহন্যসে বিহংসি বিঘাতং কিং কুরুষে। কলিঃ কলহঃ॥ ৩১॥ অতিহার্দ্দাৎ স্নেহাৎ। কন্যানামেবং পত্যর্থং কলহোঽনুচিত ইতি বিনম্রমূর্ত্তিরাচষ্ট॥ ৩২॥ সোপবনাঃ উপবনসহিতাঃ, পরিচ্ছদাঃ ভোগোপকরণানি॥ ৩৩॥ তচ্চ বিশিষ্টপ্রাসাদরূপং কার্য্যং তথৈবানুষ্ঠিতং দর্শিতবান্॥ ৩৪॥ আসাঞ্চক্রে অবস্থিতবান্॥ ৩৫॥ আগতা অতিথয়ঃ অনুগতভৃত্যাদয়শ্চ তান্॥ ৩৬॥ স্ফুরন্ত্যোঽংশুমালা যস্যাস্তাম্॥ ৩৭॥

প্রবৃত্তো যঃ স্নেহস্তেন যানি নয়নাম্বূনি তান্যেব গর্ভে যয়োস্তাদৃশে নয়নে যস্য সঃ। প্রবৃত্তস্নেহাম্বুগর্ভনয়ন ইতি পাঠে প্রবৃত্তস্নেহেনাম্বুগর্ভে নয়নে যস্য ইতি বিগ্রহঃ॥ ৩৮॥ প্রোৎফুল্লানি যানি পদ্মানি তদাকরভূতা জলাশয়াশ্চ। ভোগো ভক্ষ্যাদেরুপভোগোঽনুলেপনাদেঃ॥৩৯॥ পরিতোষো দুহিতৄণাং সুখেন, যোগৈশ্বর্য্যেণ চ বিস্ময়ঃ, তয়োর্নির্ভরেণ বিবশং হৃদয়ং যস্য সঃ। কৃতা পূজা যেন সঃ। অব্রবীৎ স্তুতিরূপাঞ্চ পূজামকরোদিত্যর্থঃ॥ ৪০॥ কিয়দেতৎ? ইতোঽপ্যধিকং সংভাব্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪১॥

তত্র তেষু পুত্রেষু॥ ৪২॥ মমতাকৃষ্টত্বমেবাহ, অপ্যেত ইতি। অনুদিনং কালস্য সংপত্তিরাধিক্যং তস্যাবৃত্তিরনুবর্ত্তনং যত্র মনোরথে তমবেত্য জ্ঞাত্বা অচিন্তয়ৎ এতদ্বক্ষ্যমাণম্॥ ৪৩॥ প্রসূতা জাতাপত্যাঃ। তেষাঞ্চ সুতা দৃষ্টাঃ। তস্য পৌত্রবর্গস্য তনয়প্রসূতিম্ অপত্যজন্ম॥ ৪৫॥ মহত্যো বিধিৎসা ইতি কৃত্যেচ্ছাঃ॥ ৪৮॥ একশরীরজন্ম দুঃখং দুঃখহেতুঃ॥ ৪৯॥ এষাম্ ঋদ্ধিস্তস্য তপসোঽন্তরায়ো বিঘ্নঃ। মুষিতো বঞ্চিতঃ॥ ৫১॥ আরূঢ়ো জাতঃ যোগঃ সমাধির্যস্য সঃ॥ ৫২॥

ইদানীং পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিরপি জনস্য পরিজনস্য দুঃখৈর্দুঃখী, যথাহং ন ভবিতা তথা চরিষ্যে॥ ৫৩॥ অতিপ্রমাণং মহ-

তাং মহীয়াংসং প্রমাণং জ্ঞাপকমতিক্রম্য বর্ত্তমানং স্বপ্রকাশত্বাদিতি বা। সিতম্ বদ্ধং জীবরূপেণ, অসিতঞ্চ তদ্বিপরীতমীশ্বররূপেণ ॥ ৫৪ ॥ অশেষেত্যজসি সর্ব্বশক্তৌ অব্যক্তং প্রধানং বিস্পষ্টং মহদাদি তে তনুরূপাধির্যস্য তস্মিন্ ভূয়োঽভবায় পুনর্জ্জন্মাভাবায় ॥৫৫॥ যস্মাদন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি তমাশ্রয়ং শরণমেমি গচ্ছামি ॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থাংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ে সৌভরেঃ সিদ্ধির্মান্ধাতৃতনয়ান্বয়ঃ। বর্ণ্যতে সগরস্যাপি চরিতং রিপুঘাতিনঃ ॥ পরিপক্কা রাগাদিহীনা মনোবৃত্তির্যস্য সঃ ভিক্ষুর্যতিরভবৎ ॥১॥ ভগবতাশেষকর্ম্মকলাপমাসজ্য সমর্প্য অচ্যুতপদমবাপেতি সম্বন্ধঃ। পরবতাং পরম্ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" ইত্যুক্ত্যা পরবতামিন্দ্রিয়াদীনাং পরমাত্মরূমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ রাজবংশপ্রস্তাবে উক্তসৌভরিচরিতস্যাসঙ্গতিম্ অপাকরোতি, ইত্যেতদিতি ॥৩॥ অতঃ অতঃপরম্ ॥ ৪ ॥ অম্বরীষস্য যুবনাশ্বপ্রপিতামহসনামা, যতো হরিতাঙ্কারিতা অঙ্গিরসো দ্বিজা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ। অথ হরিতানামার্ষেয় আঙ্গিরসাম্বরীষ-যুবনাশ্বশ্চেতি প্রবরপাঠাৎ ॥ ৫ ॥

ইদানীং মান্ধাতৃতনয়স্য পুরুকুৎসস্য বংশং বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি, রসাতল ইত্যাদিনা বরং দদুরিত্যন্তেন। মুনেঃ কশ্যপ-

পত্ন্যাঃ পুত্রাশ্চিত্রসেনাদ্যাঃ। অপহৃতানি প্রধানরত্নানি আধিপত্যঞ্চ যেষাং তান্যক্রিয়ন্ত ॥ ৬ ॥ তৈর্ভগবান্ স্তুত ইতি শেষঃ। অর্থাৎ তেষাং স্তবশ্রবণেন উন্মীলিতে উদ্ভিন্নে পুণ্ডরীকে ইব নয়নে যস্য। জলশয়নঃ ক্ষীরাব্ধিশায়ী। ঐকপদ্যপাঠে, জলশয়নরূপা যা নিদ্রা তস্যা অবসানাৎ। অবসানে ইতি বা পাঠঃ। বিবুদ্ধঃ সন্। অপি কিং গন্ধর্ব্বেভ্যো যস্তুয়ং তদুপশমমেষ্যতীতি, প্রণিপত্য তৈরভিহিতো ভগবান্ মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসঃ পুত্রস্তমহমনুপ্রবিশ্য গন্ধর্ব্বানুপশমং নয়িষ্যামীত্যাহেত্যন্বয়ঃ। নয়তেরিড়াগম আর্ষঃ। নেষ্যামীতি বা পাঠঃ ॥ ৭ ॥

নর্ম্মদাং স্বভগিনীং পুরুকুৎসস্য ভার্য্যাম্। "নর্ম্মদা ভ্রাতৃভির্দ্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ। তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া॥" ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৮ ॥ আপ্যায়িত আত্মা দেহো বীর্য্যঞ্চ বলং যস্য সঃ ॥ ৯ ॥ অত্র চ নামগ্রহণপ্রকারে পুনর্নর্ম্মদেত্যাদি অহ্নি নিশি বা উচ্চার্য্যম্ গর্ভগৃহে অন্যত্র বা অন্ধকারে প্রবেশে বাপি সর্পৈর্ন দশ্যতে ॥ ১০ ॥ কৃতানুস্মরণং নর্ম্মদাস্মরণপূর্ব্বকং অন্নাদি ভুঞ্জানস্য ॥ ১১ ॥ পুরুকুৎসস্য সন্ততিং বক্ষ্যন্ তদুপযুক্তং বরদানমাহ, পুরুকুৎসায়েতি ॥ ১২ ॥

অপ্রোক্ষিতভক্ষণ-গুরুধেনু-বধ-পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘন-রূপৈস্ত্রিভিঃ শঙ্কুভিরিব হৃদি ব্যথাহেতুভিস্ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ। তথাচ হরিবংশে "পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দ্দোগ্ধ্রীবধেন চ। অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ॥ এবং ত্রীণ্যস্য শঙ্কূনি তানি দৃষ্ট্বা মহাযশাঃ। ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন স স্মৃতঃ॥" ইতি। পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রুদ্ধেন পিত্রা শপ্তশ্চাণ্ডালতামুপাগতশ্চ। বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং কলত্রাদিপোষণনিমিত্তং সাক্ষাৎ চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহারায় বন্যন্যগ্রোধে বটবৃক্ষে ববন্ধ ॥ ১৩ ॥ তৎ শ্রুত্বা পরিতুষ্টেন স্বর্গমারোপিতস্ত্রিশঙ্কুঃ ॥ ১৪ ॥ অন্তর্ব্বত্ন্যা গর্ভিণ্যাঃ ॥ ১৫ ॥

গরো বিষম্। বৃদ্ধভাবাজ্জরায়া হেতোঃ ॥১৬॥ চক্রবর্ত্তীতি আশংসায়াং সিদ্ধবন্নির্দ্দেশঃ। সাহসেঽবিচারিতকর্ম্মণি। অধ্যবসায়িনী নিশ্চয়বতী ॥১৭॥ তৎকুলগুরুং সগরকুলগুরুম্ ॥ ১৮ ॥ অনুস্থৈতেরনুগতৈঃ। অনুমৃতৈরিতি পাঠে, অনু পশ্চাৎ দেহত্যাগলক্ষণমরণবদ্ভিরলং ত্বয়া পুনর্হতৈরলমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ জীবন্মৃতত্বং বিবৃণোতি, এতে চেতি। "যঃ স্বধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বিপ্রৈশ্চৈব বহিষ্কৃতঃ। স জীবন্নেব লোকেঽস্মিন্ মৃত ইত্যভিধীয়তে ॥" ইতিস্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥ অস্খলিতম্ অপ্রতিহতং চক্রং সৈন্যমাজ্ঞা বা যস্য সঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

কপিলঃ সাগরান্ ষষ্টি-সহস্রাণি যথাদহৎ। সৌদাসং রক্ষোভাবশ্চ তথা তুর্য্যেঽনুবর্ণ্যতে ॥ কশ্যপদুহিতেতি। কশ্যপস্য মরীচিপুত্রস্য বিনতাতনয়ায়া ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ১॥ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ ॥ ২ ॥ অপবৃত্তো দুর্বৃত্তঃ, অতীতবাল্যো গতবালত্বঃ। তত্র বাল্যে অতীতেঽপি তদেব দুষ্টং চরিতং যস্য তম্ ॥ ৪ ॥ অনুচক্রুঃ অনুস্থতাঃ ॥ ৫ ॥ অপধ্বস্তা নিরাকৃতাঃ যজ্ঞাদয়ঃ সন্মার্গাঃ যস্মিন্ তথাভূতে জগতি সতি। তদর্থং যজ্ঞাদিলোপরূপমর্থম্ ॥৬॥ ভগবন্নিত্যাদিনা আর্ত্তস্বরূপকথনম্ ॥ ৭ ॥

অধিষ্ঠিতং সংরক্ষিতম্ ॥৮॥ ততোঽনন্তরং তত্তনয়াঃ সগরতনয়াঃ। অতিনির্ব্বন্ধেন খুরচিহ্নানুসারেণ বসুধাতলং বিবিশুরিতি পূর্ব্বোক্তস্যৈব বিশতের্ব্বচনবিপরিণামেনান্বয়ঃ। তেষাঞ্চৈকৈকো যোজনং

যোজনমেকৈকং যোজনং চখান গর্ত্তঞ্চকার ইত্যর্থঃ। চখ্নুরিতি পাঠে তত্তনয়া ভুবস্তলং চখ্নুরিত্যেকং বাক্যম্। তত্রেয়ন্তামাহ। একৈকঃ অর্থাৎ তেষামেব যোজনং যোজনং চখানেত্যন্যদ্বাক্যম্ ॥৯॥ অপঘনে অপগতমেঘে ॥ ১০ ॥ ঈষৎ পরিবর্ত্তিতং তির্য্যক্‌কৃতং যদেকং লোচনং তেন কিঞ্চিৎ বিলোকিতাঃ সন্তো বিনেশুঃ ॥১১॥ কপিলেন নিগিরন্তেন যৎ স্বদেহজং তেজস্তেন দগ্ধাম্ ॥ ১২ ॥ হে পুত্র! তব পৌত্রো গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ইড়াগমশ্ছান্দসঃ। ভুবমিতি তত্রার্থাদুক্তম্ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মদণ্ডঃ অচিরাৎ বিনঙ্ক্ষ্যতীতি কপিলোক্তো ব্রহ্মশাপো ব্রাহ্মণবধোদ্যমো বা, তদ্বলেন হতানাং পিতৄণাং পিতৃব্যাণাং স্বর্গায় স্বর্গভোগায় তৎপ্রাপ্তিহেতুং বরং স্বর্গং বব্রে ॥ ১৪ ॥

অভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষূপকারকং স্বর্গপ্রাপকমিতি যৎ তৎ কেবলং মাহাত্ম্যমিতি ন, কিন্তু অপেতপ্রাণস্য মৃতস্যাস্থ্যাদি যত্রোৎসৃষ্টং ক্ষিপ্তং সংস্পৃষ্টং বা অনভিসংহিতমপি শরীরিণং স্বর্গং নয়তীতি যৎ তদপি মাহাত্ম্যমিত্যুক্ত ইত্যন্বয়ঃ। যস্য গঙ্গাজলস্য সম্বন্ধি ভূপতিতমস্থ্যাদি ইতি বা ॥ ১৫ ॥ সাগরং সগরসুতৈঃ খননাৎ বর্দ্ধিতম্ অতএবাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্থাপয়ামাস, তস্মিন্ পুত্রবুদ্ধিং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ ভাগীরথী সংজ্ঞা যস্যাস্তাম্ ॥ ১৭ ॥ নলস্য সহায়ঃ সখা অক্ষহৃদয়জ্ঞঃ দ্যূতাদৌ গণনানিপুণঃ ॥ ১৮ ॥

মিত্রং বশিষ্ঠং প্রতিশপ্তুং সমর্থোঽপি সহতে স্ম, তেন মিত্রসহ নামা ॥১৯॥ তস্যৈব কল্মাষপাদসংজ্ঞাং বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি, যোঽসাবিতি ॥ ২০ ॥ অপমৃগং নির্ম্মৃগম্ ॥২১॥ তয়োর্ব্যাঘ্রয়োঃ ॥২২॥ অতিকরালং দন্তুরং বদনং যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥ প্রতিক্রিয়াং বৈরনির্যাতনম্ ॥ ২৪ ॥ পরিনিষ্ঠিতঃ সমাপিতো যজ্ঞো যেন তস্মিন্ নিষ্ক্রান্তে সতি ॥ ২৫ ॥ অসাবপি রাজাপি ॥ ২৬ ॥

অত্র নরমাংসে লোলুপা সস্পৃহা বুদ্ধিঃ, রাক্ষসো ভবিষ্যসী-

ত্যর্থঃ। বুদ্ধিপদং বিনা লোলুপেতি পাঠে সম্পৃহত্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ তেন রাজ্ঞা মাংসভোজনার্থং ভগবতৈবাভিহিতোঽস্মীত্যুক্তঃ। ময়ৈবাভিহিতমিতি, কিঞ্চ কিমিতি সম্ভ্রমাৎ সমাধৌ তস্থৌ ॥ ২৮ ॥ সমাধিজ্ঞানেনাবগতার্থঃ, রাক্ষসকৃতমেবৈতৎ নাস্যাপরাধ ইতি জ্ঞাতার্থঃ, এতন্মাংসভোজনং দ্বাদশাব্দং ভবতু ইতি নাত্যন্তং ন যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ভগবানস্মদ্‌গুরুরিত্যাদি—সোপপত্তি-বচনেন মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ তচ্ছাপাম্বু বশিষ্ঠশাপার্থং যত্তৎ শস্যরক্ষার্থং নোর্ব্ব্যাম্‌ অম্বুদরক্ষার্থং নাকাশে চ চিক্ষেপ কিন্তু তেন অম্বুনা স্বপাদৌ সিষেচ ॥ ৩০ ॥ ক্রোধশৃতেন ক্রোধাগ্নিতপ্তেন দগ্ধা চ্ছায়া কান্তিঃ যয়োঃ। কল্মাষতাং কৃষ্ণপাণ্ডুতাম্‌ ॥ ৩১ ॥

রাক্ষসভাবমুপেত্য অতএব ষষ্ঠে ষষ্ঠে কালে তৃতীয়দিনান্তে ॥৩২॥ ইদানীং তস্যৈব রাজ্ঞ ঔরসপুত্রাভাবং বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি, একদেত্যাদিনা স্ত্রীসম্ভোগং তত্যাজেত্যন্তেন ॥ ৩৩ ॥ দম্পত্যোঃ প্রধাবিতয়োঃ পলায়িতয়োর্মধ্যে ব্রাহ্মণং জগ্রাহ ॥ ৩৪ ॥ স্ত্রীধর্ম্মো-মৈথুনং তৎসুখাভিজ্ঞঃ ॥ ৩৫ ॥ অন্তং মৃত্যুম্‌ ॥ ৩৬ ॥ দ্বাদশাব্দ-পর্য্যয়ে তং ব্রাহ্মণ্যাঃ শাপং পত্নী স্মারয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অস্খলিতগতিনা দেববিমানেন লঘিমগুণোঽতিশীঘ্রগতিঃ সন্‌ মর্ত্ত্যলোকমুপেত্য ব্রাহ্মণপ্রিয়ত্বাদিনা ধর্ম্মেণ ভগবৎপ্রাপ্তিং প্রার্থয়ন্‌ সমাধৌ যততে স্মেত্যাহ, যথেত্যাদিনা বাসুদেবাখ্যে যুযোজেত্যন্তেন। প্রাপয়েয়ং প্রাপ্নুয়াম্‌ ॥ ৩৮ ॥ মুহূর্ত্তং জীবিতং প্রাপ্য জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্যা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেন। যদ্বা দানং সমর্পণং খণ্ডনমিতি বা প্রবিলাপনমিতি যাবৎ তেনাভিসংহিতা বিষয়ী-কৃতাস্ত্রয়ো লোকা বিষ্ণৌ প্রবিলাপিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ অযাসীৎ প্রাপ্তঃ ॥ ৪০ ॥ তাড়কাদ্যুপাখ্যানঞ্চ রামায়ণপ্রসিদ্ধম্‌ ॥ ৪১ ॥ বীর্য্যং পরাক্রম এব শুল্কং মূল্যং যস্যাস্তাং সীতাং লেভে ॥ ৪২ ॥ কেতুভূতং বিনাশকং, বীর্য্যং প্রভাবঃ, বলং শক্তিঃ। অপাস্তো বীর্য্যবলনিমিত্তোঽবলেপো মদো যস্য তম্‌ ॥ ৪৩ ॥ অগণিতো

রাজ্যাভিলাষোঽভিলষ্যমাণং রাজ্যং যেন। ভ্রাতৃভার্য্যাভ্যাং লক্ষ্মণ-সীতাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৪৪ ॥ অপহৃতকলঙ্কামপি অপগতখেদাম্। রামচরিতসহভাবেন লক্ষ্মণচরিতমপ্যুক্তমেবেতি পৃথক্ নোক্তম ॥ ৪৫ ॥ অতুলবলপরাক্রমৈর্যানি বিক্রমণানি চরিতানি তৈঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রস্রুতঃ তস্য মরোঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামি-কৃতায়াং চতুর্থেঽংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠস্য নিমেঃ শাপাদ্দেহপাতঃ পরস্পরম্। রাজ্ঞস্তস্যৈব বংশোঽপি পঞ্চমে তু প্রপঞ্চ্যতে ॥ নিমিরেব বিদেহ ইতি সংজ্ঞাং বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি, ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসাবিত্যাদিনা নিমেষং চক্রুরিত্যন্তেন ॥ ১ ॥ তদনন্তরমাগতঃ তবাপি ঋত্বিক্ ভবিষ্যামি। তাবৎ প্রতিপাল্যতাং প্রতীক্ষ্যতামিতি বশিষ্ঠেনোক্তে নিমিনা চ বশিষ্ঠভয়াৎ ধর্ম্মবিলম্বানৌচিত্যাচ্চ বশিষ্ঠঃ কিমপি নোক্তঃ ॥ ২ ॥ মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতি যুক্ত্যৈব সমন্বীপ্সিতমনুমতমিতি মত্বা তত্র গত্বা যাগমকরোৎ ॥ ৩ ॥ মামপ্রত্যাখ্যায়েতি পূর্ব্বং মদুক্তরে প্রত্যুত্তরমদত্ত্বৈব। যদ্বা ইন্দ্রযাগাৎ মামনিবার্য্যৈব এতৎ কর্ম্মান্তরং নিমের্মদনুষ্ঠিতপূর্ব্বং পূর্ব্বকর্ম্মবৎ এতৎ কর্ম্মান্তরং মদনুষ্ঠেয়ং গৌতমায় সমর্পিতম্ কর্ম্মণি অন্তরমল্পস্যাবকাশো দত্ত ইতি বার্থঃ। শীঘ্রদেহপাতভয়াদিদং কর্ম্ম আরব্ধমিত্যতো বিদেহ এব ভবতু ইতি শাপং দদৌ ॥ ৪ ॥ মাম্ অসংভাষ্যেতি মাং বিনৈব গৌতমদ্বারা কিমিতি কর্ম্ম কৃতমিতি মাং প্রত্যনুক্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তেজসি বীর্য্যে তেজো লিঙ্গশরীরঞ্চেত ইতি পাঠে স এবার্থঃ। পশ্চাদুক্তো বীর্য্যপ্রপাতো বীর্য্যচ্যুতির্যযোস্তাদৃশয়োঃ ॥ ৬ ॥

মৃতস্য দেহধারণং যজ্ঞসমাপ্তিং বংশপ্রবৃত্তিং চোদ্দিশ্যেতি বক্তুং দেহধারণপ্রকারমাহ, নিমেরিতি॥ ৭ ॥ ছন্দিতঃ বরার্থমিচ্ছাং কারিতঃ॥ ৮॥ আসাম্ অবস্থিতিং কারিতঃ॥ ৯॥ তৎপুত্রস্য সংজ্ঞাত্রয়ং তদ্বংশপ্রবৃত্তিং চ বক্তুমাহ, অপুত্রস্যেতি॥১০॥ জননাৎ মৃতদেহজননাৎ ॥১১॥ সন্তিষ্ঠতে সমাপ্তিং যাতীত্যর্থঃ॥১৩॥ আত্মবিদ্যাশ্রয়িণ আত্মবিদঃ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূর্য্যবংশপ্রসঙ্গেন সোমবংশস্তদন্বয়ে। ঐলোঽপি বর্ণ্যতে ষষ্ঠে ত্রেতাগ্নির্যেন নির্ম্মিতঃ॥ ১॥ অতিশয়িতং বলং সামর্থ্যং, পরাক্রমঃ শৌর্য্যং, দ্যুতিঃ কান্তিঃ, শীলমাচারঃ, চেষ্টা, দানভোগাদিলীলা। অতিবলাদিভির্যুক্তৈঃ, গুণা গাম্ভীর্য্যাদয়ঃ, অতিগুণান্বিতৈঃ চ অলঙ্কৃতঃ॥ ৪॥ ভগবন্নারায়ণস্য নাভিসরোজিনী নাভিহ্রদঃ তত্র জাতং যদব্জং তদেব যোনিঃ কারণং যস্য তস্য জগৎস্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ পুত্র ইত্যন্বয়ঃ। সোমস্য তারায়াং বুধঃ পুত্র ইতি সোপাখ্যানমাহ, তঞ্চ ভগবানিত্যাদিনা লজ্জাজড়মাহ সোমস্যেত্যন্তেন ॥ ৫ ॥ তৎপ্রভাবাদত্যুৎকৃষ্টানামোষধ্যাদীনামাধিপত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ এনং সোমং মদ আবিবেশ॥ ৬॥ মদ এবাবলেপো দোষস্তস্মাৎ॥৭॥ পার্ষ্ণিগ্রাহঃ সহায়ঃ॥ ৮॥ সকাশাৎ সমীপত উপলব্ধা বিদ্যা যেন সঃ॥ ৯॥ যতো যত্র। বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যং সহায়ো যস্য স শক্রোঽভবৎ সহায় ইতি শেষঃ। তারকাময় ইতি নামনির্বচনং তারকানিমিত্ত ইতি॥ ১১॥

দেবাসুরাহবক্ষোভেণ ক্ষুব্ধং সোদ্বেগং হৃদয়ং যস্য তজ্জগৎ ॥১২॥ অন্তঃপ্রসবাং গর্ব্ভিণীম্ ॥ ১৩ ॥ পতিব্রতা পত্যুঃ ছন্দানুসারিণী, সোমেন বলাদাহিতং গর্ভমুৎসসর্জ্জ। ইষীকাস্তম্বে মুঞ্জগুচ্ছে ॥ ১৪ ॥ আচিক্ষেপ অভিভূতবান্ ॥ ১৫ ॥ মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্র ইত্যাদিবচনাৎ পিতুরেব পুত্রঃ মাতৈব পুত্রজনকং বেত্তি চেত্যতোঽস্য কঃ পিতেতি তারামেব পপ্রচ্ছুরিতি ॥ ১৬ ॥ মন্থরবচনা অতিবিলম্বিতবাক্ ॥ ১৭ ॥ আত্মজ ঔরসঃ ॥ ১৮ ॥ স্ফুরন্তী উচ্ছ্বসিতয়োর্বিকসিতয়োরমলয়োঃ কপোলয়োর্গণ্ডয়োঃ কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১৯ ॥ বুধ ইলায়াং যথা পুরূরবসং জনয়ামাস তথা প্রাগেবোক্তম্. স পুরূরবা উর্ব্বশ্যাং ষট্ পুত্রান্ জনয়ামাস ইতি বক্তুং কথামাহ। পুরূরবাস্ত্বিত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি, অতিরূপং স্বং ধনং যস্যাস্তি তম্ উর্ব্বশী দদর্শ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ মানং গর্ব্বমপহায় উপতস্থে অভজৎ ॥২১॥ কান্তিঃ শোভা, সৌকুমার্য্যং মার্দবং, লাবণ্যমঙ্গসুন্দরত্বং, বিলাসঃ অঙ্গচেষ্টাসু তাৎকালিকো বিশেষঃ, অতিশয়িতাঃ স্বস্মিন্নধিকীকৃতাঃ সকললোকস্ত্রীণাং কান্ত্যাদয়ো গুণা যয়া তাম্ ॥ ২২ ॥ এবমুভয়ং তৎ মিথুনরূপং তন্মনস্কম্ অন্যোন্যাসক্তচিত্তমভূৎ। তদেবাহ, নান্যান্যস্মিন্ দৃষ্টির্যস্য, পরিত্যক্তং সমস্তমন্যৎ প্রয়োজনং যেন তৎ ॥২৩॥ প্রাগল্ভ্যাদসংকোচাৎ ॥ ২৪ ॥ লজ্জয়া অবখণ্ডিতং ব্যক্তাব্যক্তং শিথিলং বা যথা স্যাদেবং প্রাহ। লজ্জাখণ্ডিতমিতি পাঠে তু স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৫ ॥ শাপাবসানে যদি গন্ধর্ব্বা মাং নেতুমিচ্ছন্তি তদা সময়ভঙ্গাপরাধমারোপ্য গমিষ্যামীতি সময়ং করোতি, ভবত্ত্বেবমিতি ॥ ২৬ ॥ পুরূরবসা, আখ্যাহি সময়মিতি পৃষ্টা উক্তা সতী সময়মব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ উরণকো মেষঃ ॥ ২৮ ॥ গন্ধর্ব্বৈঃ সময়ভঙ্গেন উর্ব্বশ্যা নির্গমং দর্শয়ন্নাহ, বিনা চোর্ব্বশ্যেত্যাদিনা তৎক্ষণাদেবাপক্রান্তেত্যন্তেন ॥ ২৯ ॥ শয়নাভ্যাসাচ্ছয়ননিকটাৎ ॥ ৩০ ॥ গমনে হেতুঃ, অপবৃত্তোঽপগতঃ সময়ঃ স্থিতিহেতুর্যস্যাঃ সা ॥ ৩১ ॥

পুনরুর্ব্বশীসঙ্গমাদায়ুঃপ্রভৃতিপুত্রোৎপত্তিং তল্লোকপ্রাপ্ত্যপা-

যাগ্নিঞ্চ বক্তু্মাহ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি। অম্ভোজ-যুক্তে সরসিরুহে। জায়ে! তিষ্ঠ, মনসি বিষয়ে ঘোরে! নির্দ্দয়ে! বচসি বাঙ্মিশ্রণার্থং তিষ্ঠ। যদ্বা বচসি তিষ্ঠ, মদ্বচনং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ইত্যাদ্যনেকপ্রকারং সূক্তমিতিপদং বেদস্থসূক্তত্বসূচনার্থম্। অসূক্তমিতি পাঠে উন্মত্তপ্রলপিতমিত্যর্থঃ। এতেন "হয়ে জায়ে মনসি তিষ্ঠ ঘোরে বচসি মিশ্রাণবাবহৈ তু" ইত্যাদ্যষ্টাদশর্চে তয়োঃ সংবাদাত্মকে ঋগ্বেদোক্তসূক্তে পুরূরবসো বাক্যানি সূচিতানি ॥ ৩৩ ॥ আহ চোর্ব্বশীত্যনেনোর্ব্বশ্যাঃ "প্রতিবচনানি "পুরূরবো মা মৃথা মাপ্রবসো মা ত্বা বৃকাসো অশিবা বাস উক্ষন্। ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি শালা বৃকাণাং হৃদয়ান্যেততা" ইত্যাদীনি সূচিতানি। অন্তর্ব্বত্নী গর্ভিণ্যহমিদানীং মৎসম্ভোগাসম্ভবাদ-ব্দান্তে ত্বয়া আগন্তব্যমিত্যাদ্যুক্তেন সাম্না প্রহৃষ্টঃ সন্ স্বপুর-মাজগাম। পুরুষোৎকর্ষ উৎকৃষ্টঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্ব-কালমিতি স্পৃহা সফলা ভবেদিত্যর্থঃ। আস্যেতি পাঠে আস্যা স্থিতিঃ। মনুষ্যলোকে তথাসম্ভবাৎ স্বর্গএবায়মানীয়তামিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ আয়ুষং আয়ুর্নামানম্. একামেকৈকাং নিশাম্। এবং বারংবারং পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ব্ভমবাপ। কেচিত্তু চতসৃভিরপ্স-রোভিঃ স্ববিভূতিভিঃ সহ স্বয়ঞ্চ পুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমবাপেতি ব্যাচ-ক্ষতে ॥ ৩৬ ॥ অস্মৎপ্রীত্যা তুভ্যং সর্ব্বে বরদা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ নান্যদস্মাকমিত্যাদি রাজা চাহেত্যন্বয়ঃ। অন্যদপ্রাপ্যং নাস্তীত্যত্র হেতুঃ। বিজিতেত্যাদি ইত্যুক্তে ইত্যত্রেতি শব্দঃ পূর্ব্বাপরয়োঃ সম্বধ্যতে ॥ ৩৮ ॥ উর্ব্বশীলোকপ্রাপ্তিশ্চ অগ্নিহোত্রসাধ্যেত্যগ্নি-স্থালীং দদুঃ ॥৩৯॥ আম্নায়ানুসারী বেদবিধৌ দত্তচিত্তঃ গার্হপত্যাহব-নীয়দক্ষিণাগ্নিরূপেণাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা মনোরথমুদ্দিশ্য কৃত্বা ॥ ৪০ ॥ শমীগর্ভাশ্বত্থমথনাদুত্থিত এবাগ্নিরগ্নিহোত্রোপযুক্ত ইতি দর্শয়ন্নাহ, অন্তরটব্যামিতি। যদ্যপ্যগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা উর্ব্বশীলোকমুদ্দিশ্য যজেথা ইত্যেবং গন্ধর্ব্বৈরুক্তং ন ত্বিয়মুর্ব্বশীতি তথাপি মোহবশাৎ পুরু-

রবা উর্ব্বশীয়মিত্যবগত্য ইদানীমচিন্তয়দিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ শমীগর্ভং শম্যা গর্ভে স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ এবমেব যথা চিন্তিতমেব স্বপুর-মুপগতোঽরণীং চকার ॥৪৩॥ গায়ত্র্যক্ষরসঙ্খ্যান্যঙ্গুলানি ব্যাপ্যারণির-ভবদিতি গায়ত্রীং পঠতা তদক্ষরসংখ্যাকাঙ্গুলপ্রমাণা অরণিঃ কাম্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥ ইহ হোমে অভিসংহিতবান্ কামিতবান্। অগ্নিবিধিনাঽগ্ন্যুৎপাদনেন ॥ ৪৫ ॥ ত্রেতা অগ্নিত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আদাবমাবসোবংশঃ সপ্তমেঽল্পতয়োচ্যতে। তত্র জহ্ন্বাদি-রাজর্ষির্দৌহিত্রাদ্ভার্গবো হরিঃ। তস্য পুরূরবসঃ ষট্ পুত্রা অভবন্ ॥১॥ অথৈনং জহ্নুং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ, ততস্তাং মুমোচ। ততো দুহিতৃত্বে অনয়ৎ ইত্যধ্যাহারেণ যোজনীয়ম্। অমূর্ত্ত-রয়ামাবসব ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩ ॥ আত্মনা স্বয়মেবেন্দ্রঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ ॥ ৪ ॥ তদেবাহ, গাধিরিতি। কন্যায়াঃ শুল্কং মূল্যম্ ॥ ৬ ॥ তেনাপি ঋচীকেন অশ্বতীর্থং কান্যকুব্জে গঙ্গা-প্রদেশবিশেষঃ, তত্রোৎপন্নং জাতম্, তেন পথোৎপাতমিতি বা উপলভ্য প্রাপ্য ॥ ৭ ॥ তৎপ্রসাদিতঃ সত্যবত্যা প্রসাদিতঃ তন্মাত্রে সত্যবত্যা মাত্রে দাতুং ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে তদর্থম্ ॥ ৮ ॥ এব ভবত্যা অয়মপরস্তন্মাত্রোপযোজ্যো ভক্ষণীয় ইত্যুক্ত্বা কুশা-দ্যর্থং বনং যযৌ ॥ ৯ ॥ আত্মনো জায়ায়া ভ্রাতৃগুণেষু সর্ব্বো নাতীবাদৃতো ভবতি। মম মহৎ হি যস্মাৎ ॥ ১০ ॥ কিয়ৎপ্রয়ো-জনমিতি শেষঃ। ইত্যুক্ত্বা সতী স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী, স্বয়ঞ্চ

মাতৃচরুঃ ভুক্তবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥ সত্যবতীমৃষিরপশ্যৎ, রৌদ্রক্রপামিতি শেষঃ ॥১৩॥ মাত্রে সৎকৃতঃ। মাতৃসৎক ইতি পাঠে মাতুঃ সন্মাত্রসম্বন্ধীত্যর্থঃ। স্বার্থে কঃ। মুনিরপ্যাহ, এবমস্ত্বিতি ॥ ১৫ ॥ আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি ন্যায়াৎ মুনিবরবশাচ্চ পুত্রে চরুফলাভাবেন, ন চেৎ পুত্রেষু পৌত্রেম্বিতি ন্যায়াচ্চ তৎফলং পৌত্রে জাতমিতি ভাবঃ ॥১৬॥ ভার্গবঃ ভৃগুবংশোদ্ভবঃ শুনঃশেফঃ পিতৃবিক্রীতো নরমেধে হরিশ্চন্দ্রপরীবর্ত্তেন কৃতপশুভাবোঽপি স্তুতৈর্দেবৈর্বিশ্বামিত্রস্য দত্তঃ পুত্রো দেবরাতনামা পুত্রোঽভবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ততশ্চান্যে মধুচ্ছন্দাদয়ঃ পুত্রা ঔরসা বভূবুঃ ॥ ১৭ ॥ এবং ভার্গবস্য শুনঃশেফস্য কৌশিকগোত্রত্বং দেবরাতপ্রবরত্বঞ্চ উক্তম্, অন্যেষাং চৌরসানাং মধুচ্ছন্দাদিপ্রবরত্বমিতি প্রবরভেদাৎ বহূনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈবাহ্যানি ন তু সমানপ্রবরেষু। এতচ্চ গোত্রান্তরেম্বপি তুল্যম্। তথাহি "এক এব ঋষির্যত্র প্রবরেম্বনুবর্ত্ততে। তাবৎ সমানগোত্রত্বমন্যত্র ভৃগ্বঙ্গিরোঽগণৎ ॥" ইতি সূত্রকারোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থেঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

আয়ুষঃ পঞ্চপুত্রেষু ক্ষত্রবৃদ্ধস্য সন্ততিঃ। অল্পা প্রোক্তাষ্টমে যত্র জাতো ধন্বন্তরির্হরিঃ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতা তদ্বংশে চত্বারো বর্ণা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংসিদ্ধানি মর্ত্ত্যধর্ম্মরহিতানি কার্য্যকরণানি দেহেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। সকলসম্ভূতিষু সর্ব্বেষু জন্মসু অশেষজ্ঞানবিৎ সকলশাস্ত্রজ্ঞঃ ॥ ২ ॥ অতীতসম্ভূতৌ ক্ষীরাব্ধের্জন্মনি ॥ ৩ ॥ অষ্টধেতি।

অষ্টপ্রকারমায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। অষ্টাঙ্গমিতি বা পাঠঃ। তদুক্তং "কায়বালগ্রহোঽর্দ্ধা চ শল্যং দংষ্ট্রং জরা বিষম্। অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহুশ্চিকিৎসা যেষু সংস্থিতা॥" যদ্বা "শল্যং, শলাকা, ভূতবিদ্যা, কায়শুদ্ধিশ্চ, অঙ্গং তন্ত্রং, রসায়নং, বাজীকরণং, কুমারতন্ত্রম্," ইত্যষ্টধা ॥৪॥ প্রতর্দ্দনস্যৈব শত্রুজিৎ বৎস ইত্যাদ্যাশ্চতস্রঃ সংজ্ঞা নিরুক্তি, তেন চেত্যাদিনা গ্রথিত ইত্যন্তেন ॥ ৫ ॥ তেন দিবোদাসেনাত্মপুত্রঃ প্রতর্দ্দনঃ বৎস বৎসেত্যুপলালনেনাভিহিতস্ততো বৎসসংজ্ঞোঽভবৎ ॥৬॥ কুবলয়নামানং কুং পৃথিবীং বলয়তি বেষ্টয়তীতি পরিবর্ত্তনেনাহ্বা ভ্রমতীতি তথা তন্নামানমশ্বং লেভে ইতি কুবলয়াশ্বসংজ্ঞা ইতি ॥ ৭॥ ষট্‌ষষ্টিসহস্রবৎসরং যাবদলর্কাদপরো ন যুবা তাবৎ কালং চালর্কাদন্যো মেদিনীং ন চ বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ ভার্গভূমেঃ সকাশাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তির্জাতা ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থেঽংশেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

রজেঃ পুত্রশতঞ্চেন্দ্রাৎ পাতিতং বর্ণ্যতে পদাৎ। রম্ভোঽনপত্যো নবমে ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ঃ পুনঃ॥ আয়ুঃপুত্রস্য ক্ষত্ররদ্ধস্য বংশমুক্ত্বা তদ্ভ্রাতুরজের্ব্বংশমাহ, রজেরিতি। রজেঃ পুত্রশতপঞ্চকস্য পুত্রা নাভবন্নিতি বক্তুং কথাং প্রস্তৌতি, দেবাসুরেতি ॥১॥ ন বয়মন্যথা ভবানিন্দ্র ইতীদানীং বদিষ্যামঃ, সিদ্ধে কার্য্যেঽন্যথা প্রহ্লাদমিন্দ্রং করিষ্যামঃ কিন্তু সর্ব্বদাস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদ ইত্যুক্ত্বা নির্গতেষু সমস্বীপ্সিতমনুমতম্ ॥২॥ ভয়ত্রাণদানাদিতি "অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥" ইত্যুক্তেঃ। ভবানিতি পদাবৃত্তির্বাক্যভেদাৎ ॥ ৩ ॥ অনেকবিধানি

চাটূনি প্রিয়াণি বাক্যানি গর্ভে যস্যাঃ সা প্রণতিঃ বৈরিপক্ষাদপি বৈরিপক্ষস্থিতস্যাপি অনতিক্রমণীয়া বৈরিণা প্রণয়াদুক্তমনুমন্তব্যং, কিং পুনর্ভবাদ্বশেনেতি ভাবঃ ॥৪॥ পিতুশ্চ স্বং পুত্রাণাং ভবতীতি স্মৃত্যুক্তাচারাদ্রাজ্যমিন্দ্রত্বমাত্মপিতুঃ পুত্রত্বমাপন্নমিন্দ্রং যাচিতবন্তঃ ॥ ৫ ॥ বহুতিথে দীর্ঘকালে অপহৃতং ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগশ্চ যস্য সঃ ॥ ৬ ॥ কিমকর্ত্তব্যং কর্ত্তুমশক্যং স্যাদিতি যোজ্যম্, ত্বয়ৈব স্ববুদ্ধ্যা ত্বয়া ক্লৈব্যং কৃতং ময়ি জ্ঞাপিতে উপায়েন রজিরেব স্বর্গাৎ পাতিতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বস্য ক্ষত্ররদ্ধস্যায়ুঃপুত্রস্য বংশ উক্তঃ, তস্যৈব বংশান্তরমাহ, ক্ষত্ররদ্ধেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি ॥৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

দশমে নাহুষস্যাথ যযাতের্ব্বংশ উচ্যতে। উদ্গীতেয়েহ সর্ব্বেষাং বৈতৃষ্ণ্যমুপজায়তে॥ উপযেমে দেবযানীং ব্রাহ্মেণ শর্ম্মিষ্ঠাং গান্ধর্ব্বেণেত্যবধেয়ম্ ॥ ১ ॥ অনুবংশো বংশমনুগতঃ শ্লোক ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কাব্যশাপাদিতি। শর্ম্মিষ্ঠায়াং দাস্যাং যযাতিনা পুত্রোৎপাদনং দেবযান্যা কথিতং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য শুক্রস্য শাপাদকালে জরাং যযাতিরবাপ ॥ ৩ ॥ প্রসন্নশুক্রবচনাদিতি পুনঃ প্রসন্নশুক্রস্য যদ্বচনং, যস্মিন্ জরাং সংক্রাময়িষ্যসি, তস্মিন্ স্থাস্যতি, তদীয়ং যৌবনঞ্চ আপ্স্যসীতি, তস্মাজ্জরাং সংক্রাময়িতুমর্থাদ্যৌবনঞ্চাদাতুং যদুমুবাচ। বয়সা যৌবনেন ॥৫॥ চচার বুভুজে ॥ ৬ ॥ বিশ্বাচ্যা অপ্সরসা ॥ ৭ ॥ উপভোগতস্তদ্বাসনাতঃ। অতিরম্যান্ বিষয়ান্ অতীব মেনে অতিশয়েনাভিলষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ততশ্চ নির্ব্বেদাৎ

কামনিবৃত্তিপ্রকারমাহ, ন জাত্বিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নিঃ॥ ৯॥ যদিতি তৃষ্ণাপূর্ত্তেরশক্যতয়া দুঃখহেতুত্বাৎ দোষ-দৃষ্টিং কুর্ব্বন্ তাং ত্যজেদিতি ভাবঃ॥১০॥

তর্হি বিষয়ত্যাগে কথং সুখপ্রাপ্তিস্তত্রাহ, যদা সর্ব্বভূতেষু বিষয়েষু ভাবং গুণাধ্যাসং পাপকং রাগাদিজনকং ন কুরুতে কিন্তু তেষু ভৌতিকত্বেন সমদৃষ্টিস্তদা, ঈপ্সিতালাভজন্যদুঃখাভাবাৎ সর্ব্বা দিশঃ সুখময্যঃ, দুঃখাভাবে সুখত্বোপচারাৎ॥ ১১॥ ননু সা দুস্ত্যজেতি চেৎ? সত্যং দুর্ম্মতিভির্দুস্ত্যজামপি দোষদৃষ্টিপরশ্চেৎ ত্যক্তুং শক্নোতীত্যাহ, যা দুস্ত্যজেতি। সুখেনাভিপূর্য্যত ইতি পূর্ব্বোক্তস্যানুবাদঃ॥ ১২॥ দোষদৃষ্টিং দর্শয়ন্ তৃষ্ণায়াঃ কাল-তোঽপি দুষ্পূরতামাহ, জীর্য্যন্তীতি দ্বাভ্যাম্॥ ১৩॥ পূর্ব্বোক্তং নিগময়ন্ কর্ত্তব্যমধ্যবস্যতি, তস্মাদিতি। এতাং তৃষ্ণাম্॥ ১৪॥ মণ্ডলিনঃ খণ্ডদেশাধিপান্॥ ১৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থেঽংশে দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্যদোর্বংশো নিরূপ্যতে। যত্রাসুরসুরাদ্যাত্মা হরিরাবিরভূৎ স্বয়ম্॥ একাদশেঽর্জ্জুনস্তত্র কার্ত্তবীর্য্যোঽনুবর্ণ্যতে। যোগেনৈশ্বর্য্যমত্তোঽসৌ রামেণ বিনিপাতিতঃ॥ অংশেনেতি। লীলাগৃহীতমূর্ত্ত্যপহিতত্বাদংশ ইবাংশস্তেন স্বরূপেণাবততার॥১॥ স্বয়ন্তু নিরাকৃতি ব্রহ্মৈব। নরাকৃতীতি বা পাঠঃ॥ ২॥ অনষ্টদ্রব্যতা চ তদ্রাজ্যেঽভবদিত্যত্রাতীতকালো ন বিবক্ষিতঃ যত ইদানীমপি তন্নামাখ্যানেন দ্রব্যপ্রাপ্তেঃ। "অনষ্টদ্রব্যতা চৈব তব নামাভি-

কীর্ত্তনাৎ” ইতি কূর্ম্মোক্তেঃ ॥৩॥ মাহিষ্মত্যাং পূর্য্যাং দিগ্বিজয়ার্থ-মাগতো রাবণস্তেনার্জ্জুনেন বদ্ধ্বা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিত ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতেন? নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়ায়াং যন্নিপানমতিপানং তেন যো মদো মত্ততা তদাকুলেন। এবং হি হরিবংশে জলক্রীড়া-সক্তার্জ্জুন—বাহুসহস্রবদ্ধনর্ম্মদাপ্রতিস্রোতঃপ্রসরাপ্লুতস্বশিবিরো রাবণঃ তদভিভবায় প্রবৃত্তোঽর্জ্জুনেন বদ্ধ্বা স্বনগরে স্থাপিত ইতি।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশে ক্রোষ্টুসংজ্ঞস্য যদুপুত্রস্য সন্ততিঃ। বংশকৃদ্বর্ণ্যতে যত্র জ্যামঘঃ স্ত্রীজিতাগ্রণীঃ। চতুর্দ্দশ মহান্তি রত্নানি যস্য সঃ। রত্নানি চাত্র স্বস্বজাতিশ্রেষ্ঠানি ধর্ম্মসংহিতোক্তানি “চক্রং রথো মণিঃ খড়্গশ্চর্ম্মরত্নঞ্চ পঞ্চমম্। কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈব প্রাণহীনানি চক্ষতে। ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ। পত্ত্যশ্বৌ কলভাশ্চেতি প্রাণিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ চতুর্দ্দশেতি রত্নানি সর্ব্বেষাঞ্চক্রবর্ত্তিনাম্” ॥১

জ্যামঘস্য বন্ধ্যাপতেঃ অপুত্রস্য ভার্য্যাবশ্যত্বমেব পুত্রপ্রদমা-সীদিতি বক্ষ্যন্ কথামাহ, অত্রাদ্যাপীতি যাবৎসমাপ্তি। অধিষ্ঠানং নিবাসম্ ॥৩॥ লোলঞ্চঞ্চলম্ আয়তঞ্চ দীর্ঘং লোচনযুগলং যস্য কন্যারত্নস্য তৎ। আকুলবিলাপঞ্চ তদ্বিধুরং বন্ধুবিমুক্তঞ্চ। অনুরাগস্যানুগতোঽধীনোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সঃ ॥৫॥ উদ্বহানি পরিণেষ্যামি ॥৬॥ শৈব্যয়াহমনুজ্ঞাতঃ সমুদ্বক্ষ্যামীতি নিশ্চিতত্বাৎ শৈব্যানুজ্ঞাভাবে কন্যারত্নস্য সুষাত্বেঽপ্যদোষঃ ॥৭॥ অধিষ্ঠানদ্বারং পুরদ্বারম্ ॥৮॥ ঈষদুদ্ভূতামর্ষেণ স্ফুরন্নধরপল্লবো যস্যাঃ। অনা-লোচিতমবিচারিতমুত্তরবচনং যেন সঃ ॥৯॥ নাহং প্রসূতাপত্য-

বতী, অন্যা চ পুত্রেণ বিশিষ্টা তে পত্নী নাভবৎ। কতমেন সুতেন নিমিত্তেন স্নুষাসম্বন্ধেন উপাধিনা বাচ্যা? অপি তু ন কেনাপীত্যাক্ষেপঃ॥ ১০॥ আত্মনি রাজ্ঞি শৈব্যায়া ঈর্ষ্যাকোপাভ্যাং কলুষিতং ক্ষুভিতং যদ্বচনং তেন মুষিতো বিবেকো যস্য তত্তয়া দুরুক্তম্ অসম্ভাবিতার্থমপি সদ্বচনং তৎপরিহারার্থম্॥ ১১॥ সূর্য্যা নববধূঃ নিরূপিতা কল্পিতা॥ ১২॥ অনন্তরঞ্চ শৈব্যা গর্ভ্ভ-সবাপেত্যন্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ, অতিশুদ্ধা যে লগ্নহোরাংশকাবয়বাস্তেষূক্তং তথাস্ত্বিতি। অস্ত-দেবতয়োক্তমুক্তিস্তেন সহকৃতো যঃ শৈব্যারাজাভ্যাং পুত্রজন্মাত্মকঃ আলাপস্তস্য গুণাৎ সাদ্গুণ্যাৎ। অস্তদেবতাখ্যা কাচিদ্দেবতা হি শুভাশুভবচনং তথাস্ত্বিতি অনুমোদতে, তত্র রাশীনামুদয়ো লগ্নং, রাশেরর্দ্ধং হোরা, রাশের্নবমো ভাগোহংশকঃ, অবয়বঃ দ্বাদশাদিঃ, এতেষু শুভেষু উক্তং কৃতঞ্চাবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৩॥ ন চ বিদর্ভ্ভঃ কথং জ্যেষ্ঠামুপযেমে? জ্যামঘস্য পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতত্বাদিত্যাদুহ্যম্॥ ১৪॥ স্নুষায়াঃ জ্যামঘস্য স্নুষায়াঃ সত্যাঃ পুত্রস্য॥ ১৫॥ সত্বতা এতে বক্ষ্যমাণাস্তদ্বংশ্যাঃ সাত্বতাঃ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেহংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশে জ্যামঘস্য সন্ততৌ সত্বতান্বয়ঃ। স্যমন্তকস্য চাখ্যানং প্রসঙ্গাদনুবর্ণ্যতে। সত্বতস্য ভজিনাদয়ঃ সপ্ত পুত্রা বভূবুঃ॥ ১॥ তদ্বৈমাত্রাঃ তেষাং নিম্ন্যাদীনাং বৈমাত্রাঃ সাপত্নাঃ॥ ২॥ তস্য বভ্রোঃ, চকারাদ্দেবাবৃধস্যাপি শ্লোকো যশো গীয়তে॥ ৩॥ দূরাৎ

দূরে স্থিতং যথা শৃণুমঃ অন্তিকাৎ সমীপে স্থিতমপি প্রত্যক্ষতয়া তথৈব পশ্যামঃ, ন ততঃ কিঞ্চিদপি ন্যূনম্। অতো বভ্রুর্মনুষ্যাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো দেবাবৃধস্তু দেবৈঃ সম ইতি ॥ ৪ ॥ বভ্রোর্দ্দেবাবৃধাদপি তাভ্যামুদ্দিষ্টমার্গেণ পুরুষাস্তৎশিষ্যাঃ ক্রমেণ ষট্ষষ্ট্যাদয়োঽমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ। বভ্রুদেবাবৃধাবিতি পাঠে বভ্রুং দেববৃধঞ্চাসাদ্য ইতি শেষঃ। স এবার্থঃ ॥ ৫ ॥ মৃত্তিকাবতং নাম পুরং তত্র স্থিতা ভূপা মার্ত্তিকাবতাঃ ॥ ৬ ॥ বৃষ্ণেঃ সুমিত্রযুধাজিতৌ পুত্রাবিত্যর্থঃ। ততঃ সুমিত্রাৎ ॥ ৭ ॥ সত্রাজিতঃ প্রসঙ্গাৎ স্যমন্তকোপখ্যানমাহ, তস্যেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি ॥ ৮ ॥ যথাবিশেষমুপলক্ষয়ামি তথা কুর্ব্বিতি প্রথমং বরপ্রার্থনা ॥ ৯ ॥

স্বধিষ্ণ্যং স্বস্থানম্, অমলেন মণিরত্নেন মণ্যুত্তমেন সনাথকণ্ঠতয়া অলঙ্কৃতকণ্ঠতয়া ॥ ১১ ॥ বিশ্রব্ধাঃ নিঃশঙ্কাঃ ॥ ১২ ॥ আত্মনিবেশনে স্বগৃহে চক্রে স্থাপয়ামাস ॥ ১৩ ॥ মণিরত্নেষু মণ্যুত্তমেষু প্রবরং শ্রেষ্ঠং কনকস্রাবকত্বাৎ। ভারপ্রমাণং গণিতশাস্ত্রোক্তম্ "মাষো দশার্দ্ধগুঞ্জঃ ষোড়শমাসো নিগদ্যতে কর্ষঃ। স সুবর্ণশ্চ স্থ বৈস্তৈস্তেরেব পলং চতুর্ভিশ্চ। তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা" ইতি ॥১৪॥ উপসর্গো রোগাদিঃ ॥ ১৫ ॥ তদ্রত্নবরলব্ধং শুভদমপি ভগবল্লিপ্সাভঙ্গাৎ বহ্বনর্থপ্রদং জাতমিতি বক্তুমাহ, অচ্যুতোঽপীতি ॥১৬॥ কৃষ্ণস্যাবগতো রত্নে লোভো যেন সঃ ॥১৭॥ ক্রীড়নং ক্রীড়াসাধনম্ ॥১৮॥ কর্ণাকর্ণি কর্ণে কর্ণে। কর্ণ্যাকর্ণ্য ইতি পাঠে কর্ণপরম্পরয়া ইত্যর্থঃ॥১৯॥ সিংহপদদর্শনেন কৃতা পরিশুদ্ধির্যস্য সঃ। সিংহেনৈব প্রসেনো হতো ন কৃষ্ণেনেতি জনপদেন জ্ঞাতত্বাৎ। তথাপি মণিরত্নলোভাৎ সিংহপদমনুসসার ॥ ২০ ॥ উল্লাপয়ন্ত্যাঃ আকাঙ্ক্ষাজনকং বচনমুল্লাপনং তৎ কুর্ব্বন্ত্যাঃ ॥২১॥ তদেবাহ, সিংহঃ প্রসেনম্ ইতি ॥২২॥ লব্ধঃ স্যমন্তকস্যোদন্তো বার্ত্তা যেন সঃ। লব্ধস্যমন্তকোঽন্তরিতি পাঠে জ্ঞাতঃ স্যমন্তকঃ যেন সঃ,অন্তঃপ্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। জাজ্বল্যমানমতিপ্রকাশমানম্ ॥ ২৩ ॥ তং কৃষ্ণং স্যমন্তক-

স্যাভিলাষসূচকং চক্ষুর্যস্য তম্ ॥২৪॥ তন্নিক্রান্তিং কৃষ্ণনির্গমনং ব্যা-ক্ষেপো বিলম্বঃ । কৃতাধ্যবসায়াঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৫ ॥ উপকৃতক্রিয়া-কলাপং মৃতক্রিয়াসমূহং শ্রাদ্ধাদিকম্ ॥ ২৬ ॥ বলপ্রাণপুষ্টিরভূ-দিতি প্রসঙ্গাৎ শ্রাদ্ধপ্রশংসা উক্তা । তস্মাদবশ্যং শ্রাদ্ধাদিকং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ কিমুতাবনিগোচরৈর্ম্মনুষ্যৈস্তত্রাপি নরা-ণামগম্যবভূতৈরস্পৃষ্টৈঃ ক্রীড়াসাধনৈরস্ত্রৈর্বিবিধৈর্জেতুং ন শক্য ইতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অবনের্ভারস্যাবতারো যস্মাৎ তস্যা-খ্যানমখিলং জন্মাদিসহিতম্ আচচক্ষে আখ্যাতবান্ । যদ্বা ভারাব-তারং কৃতং করিষ্যমাণঞ্চাখ্যাতবান্ ॥ ২৯ ॥ যথা তিলাদিস্নেহ-যুক্তকরেণ মর্দ্দয়ন্ শ্রান্তস্য শ্রমমপনয়তি কশ্চিৎ তথা প্রীত্যাঞ্জিতং মুক্ষিতং যুক্তং যৎ করতলং তস্য স্পর্শনেনৈনং জাম্ববন্তং বিগত-যুদ্ধশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ কন্যাং গ্রাহয়ামাস দত্তবান্ ॥ ৩১ ॥ আত্মশোধনায় লব্ধমপি মণিং রুচিমিধায়াগত ইতি দুর্জ্জনবচন-নিবারণায় ॥৩২॥ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভদ্রং ভদ্রম্ ইত্যানন্দেনাপূরয়ৎ ॥৩৩ প্রসঙ্গাগত-স্যমন্তকাখ্যান-জাম্ববতীবিবাহবৎ, সত্যভামাবিবাহমাহ, সত্রাজিতোঽপীতি । অভূতমলিনং মিথ্যাদূষণঃ ॥৩৪॥ কৃষ্ণে মিথ্যা-দোষারোপে ফলং বক্তুমাহ । তাঞ্চেত্যাদিনা মণিরত্নমপহৃতমিত্য-স্তেন । অভ্যুপপৎস্যামঃ সাহায্যং করিষ্যামঃ । যদি বৈরানুবন্ধমপ্য-চ্যুতঃ করিষ্যতীত্যঙ্গীকৃতম্বাদচ্যুতবলভদ্রাভ্যামুভাভ্যাং বৈরানু-বন্ধে সাহায্যাকরণেঽপি ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণস্যান্যত্র গমনং বিনা সত্রাজিতবধাসম্ভবাৎ তৎপ্রসঙ্গমাহ, জতুগৃহেতি । সর্ব্বজ্ঞোঽপি কৃষ্ণঃ কুল্যার্থমাগতশ্চেত্তর্হি পাণ্ডবা মৃতা এবেতি দুর্য্যোধনস্য তদন্বেষণাদিযত্নশৈথিল্যার্থং কুলোচিতকরণায় বারণা-বতং হস্তিনাপুরং গত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইদানীমর্থলিপ্সিতান্ বহূনর্থান্ বক্ষ্যন্ কৃষ্ণস্য পুনরপি মিথ্যা-ভিযোগমাহ, পিতৃবধামর্ষেত্যাদিনা মারকং প্রাভূদিত্যন্তেন । ... এতৎকর্ত্তুকামহায়ুধা পরিতপঃ ॥৩৭॥ পরিভূতাস্তাকরণেঽপি

ইত্যন্যায়ং ভাবঃ। মদাজ্ঞালঙ্ঘনফলমেতাস্তুশমেব। তস্য চা-পুত্রস্য তন্মণিরত্নং সত্যভামায়া এবেতি মম মন্বিষয়িণী অবস্থাসনা। সত্রাজিতস্য বধে কথং ভগবতোঽবহাসনেত্যত আহ, অনুল্লজ্যোতি। অত্র পাদপস্থানে ভগবান্, পক্ষিস্থানে সত্রাজিতঃ ॥৩৯॥ আবাভ্যামাবয়োঃ ॥৪০॥ ভগবতা চক্রিণা কৃষ্ণেন, সীরিণা বলভদ্রেণ চ সহামরবরাণাং মধ্যে কশ্চিদ্যোদ্ধুং ন সমর্থঃ, ইত্যন্বয়ঃ। ত্রিবিক্রমাবতারে পাদপ্রহারেণ পরিকম্পিতং জগত্রয়ং যেন। প্রবলরিপুচক্রেষু শক্রসৈন্যেষ্বপ্রতিহতং চক্রং যস্য তেন চক্রিণা, সীরিণা চ কিম্ভূতেন? মদমুদিতনয়নাভ্যাং বিলোকিতেনৈব অরিবলং বিনাশয়তীতি তথা তেন, অতিগুরবো মহান্তো বৈরিণ এব বারণাঃ তেষামাকর্ষণেনাবিষ্কৃতো মহিমা যেন তথাবিধঃ উরুর্মহান্ সীরো হলমস্যাস্তীতি তথাভূতেন ॥ ৪১ ॥ স্যমন্তকমণিন্যাসে বিদিতে ভগবান্ জ্ঞাস্যতি, সত্রাজিতবধে অক্রূরস্যাপি সাহায্যমস্তীতি, তস্মাভূদিত্যুক্তং, যদ্যস্তায়ামপীতি ॥ ৪২ ॥ অতুলবেগাম্ অতিশীঘ্রগামিনীং শতযোজনবাহিনীং তাবদত্র একেনাহ্না গন্তুং সমর্থাম্ ॥ ৪৩ ॥ বাহ্যমানা বহনায় প্রের্য্যমাণা ॥ ৪৪ ॥ লোকে হি সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র ধনার্থমবিশ্বাস ইতি দর্শয়িতুং সর্ব্বজ্ঞোঽপি ভগবান্ বলদেবং প্রতি পুনরাহ, অত্রৈবেতি ॥ ৪৫ ॥ তং শ্রীকৃষ্ণমাক্ষিপ্য তিরস্কৃত্য ॥৪৬॥ প্রাসঙ্গিকমাহ, বাবচ্চেতি। অশিক্ষত শিক্ষাম্ অকরোৎ ॥৪৭॥ তদেবং সর্ব্বজ্ঞয়োঃ শ্রীকৃষ্ণবলভদ্রয়োঃ মণ্যর্থে শপথাদিকং ভক্তস্যাক্রূরস্য চ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণায় মণ্যপ্রদানং ধনদোষপ্রদর্শনার্থমেবোক্তম্। বলভদ্রাগমনমাহ, বর্ষত্রয়েতি। সংপ্রত্যায্য শপথাদিনা বিশ্বাস্য ॥৪৮॥ সুবর্ণধ্যানপরঃ এতাবদ্ভিঃ সুবর্ণৈঃ কিং ক্রিয়ত ইতি বিচারপরঃ ॥ ৪৯ ॥ সবনগতৌ দীক্ষিতৌ ॥৫০॥ মরকো জনমারী ॥ ৫১ ॥ অথ রামাদীনাং কৃষ্ণে স্যমন্তকাপহারশঙ্কানিরাসং বক্তুমাহ, অথাক্রূরেত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ৫২ ॥ উরগারিকেতনো গরুড়ধ্বজঃ। যদ্যত ইদং

প্রচুরোপদ্রবাগমনম্ এতন্নিমিত্তমালোচ্য তামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ শ্বফল্কগান্দিন্যোর্মাহাত্ম্যোক্তিস্তৎপুত্রাক্রূরমহিমজ্ঞাপনার্থা ॥৫৪॥ গর্ভে কন্যা পূর্ব্বমাসীদিতি নিশ্চয়ো •জ্যোতিঃশাস্ত্রাদিনা ॥৫৫॥ এবং পূর্ব্বোক্তা গুণা যস্য মিথুনস্য তস্মাৎ ॥ ৫৬ ॥ ইতি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণাতিগুণবত্যক্রূরে ইতো নিষ্ক্রান্তবতি নিমিত্তে সতি অপর-নিমিত্তানুসরণেনালং ব্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কৃষ্ণশ্চিন্তয়ামাসেত্যতো ভগবতস্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য তৎপরামর্ষেণ মণিসম্ভাবনং লোকবৃত্তানুসরণ-মাত্রং ন তত্ত্বতঃ, অন্যথা সমস্তমঙ্গলমূর্ত্তৌ ভগবতি কৃষ্ণে সতি তদরিষ্টদর্শনমপি দুর্ঘটমিতি। তথাহ শুকঃ “ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্। মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্॥” ইতি। তস্মাদেতল্লোকানুসরণং পরপ্রত্যয়েন স্বাপবাদপরিহার-পরমেবেতি ॥৫৮ ॥

অল্পোপাদানং স্বল্পজীবিকাত্রব্যম্। অন্যৎ প্রয়োজনং বিবা-হাদিকমুদ্দিশ্য সমাজং সমুদায়মচীকরৎ কারয়ামাস ॥ ৫৮ ॥ যদর্থং যাদবাঃ সমাহৃতাস্তদুপন্যস্য যুক্তমযুক্তং বেতি পৃষ্ট্বা ॥৫৯॥ দান-পতে! ইতি সম্বোধনং সাকূতম্ ॥৬০॥ ধারণোপক্লেশেন ক্লেশহেতু-নিয়মেন। ভোগেষু অসঙ্গি মানসং যস্য সোঽহং স্বসুখস্য কলাং লেশমপি ন বেদ্মি ॥৬১॥ তর্হি কিমিতি ময়ি নোক্তং? তত্রাহ, এতা-বন্মাত্রং স্বল্পমপি অশেষরাষ্ট্রোপকারকমপি অয়ং ধারয়িতুং ন শক্নোতীত্যশক্তং মাং ভবান্ মংস্যতে ইতি ভিয়া আত্মনা ময়া তুভ্যং নোদিতঞ্চ। অন্যাশেষরাষ্ট্রেতি পাঠেঽস্য রাজ্ঞঃ উগ্রসেন-স্যেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ কনকসমুদ্গকং সুবর্ণসংপুটকম্ ॥ ৬৩ ॥ আস্থানং সভা ॥ ৬৪ ॥

মম বলভদ্রস্যাত্মনা সহ অয়ং মণিঃ সামান্যঃ সাধারণ ইতি অচ্যু-তেন কৃষ্ণেনৈব সমন্বিচ্ছিতঃ স্বীকৃত ইতি হেতোঃ সস্পৃহোঽভবৎ। ইচ্ছের্লিঙ্গধাতোঃ ক্তঃ ॥৬৫॥ চক্রয়োরন্তরাবস্থিতমিব সংশয়িতমা-ত্মানং মেনে। গোচক্রান্তরেতি পাঠে শকটচক্রবলীবর্দ্দান্তর্গতমি-

যেত্যর্থঃ ॥৬৬॥ নান্যস্য এতত্ত্রয়ভিন্নস্য ॥৬৭॥ ততঃ কিমত আহ, এতদিতি। আধারং ধারকমেব হস্তি ॥ ৬৮॥ ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদিতি ব্রহ্মচর্য্যং নৈবাঘটত ইতি কথনার্থং হেতুঃ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি প্রকটেনেতি বলভদ্রসত্যভামাদ্যভ্যসূয়াভাবাৎ। ভক্তে অক্রূরে ভগবতা স্থাপিতমিতি লোকভয়াচ্চ মণিং গুপ্তং ভগবদনুমতমেবাধারয়ৎ। ইদানীমভিশস্তিপরিহারায় স্বয়মেব কেবলং প্রকটীকৃতমক্রূরো ধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

মিথ্যাভিশস্তিক্ষালনাং মিথ্যাভিশাপনিবর্ত্তনোপায়ভূতং হরিচরিতং যঃ স্মরতি, তস্য মিথ্যাভিশাপো ন ভবতি। কৃষ্ণেন স্বভক্তে মণিঃ স্থাপিত ইতি কৃষ্ণাভিযোগপরিহারায় পূর্ব্বং গুপ্তং দধার, অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শতধন্বনা মণৌ সমর্প্যমাণে যদ্যন্তাবস্থায়ামপি নান্যস্য কথয়সি তর্হ্যাদাস্যামীত্যুবাচ, ন তু সর্ব্বজ্ঞ-কৃষ্ণবঞ্চনায়, যজ্ঞকবচ-ধারণঞ্চ যাদবভয়াদেব ন তু কৃষ্ণভয়াৎ, অন্যথা মণিনা সহ সভাপ্রবেশো ন ঘটতে। অতোঽক্রূরে মহাভাগবতে মণিস্পৃহাদিকল্পনমতিমন্দমিত্যুপেক্ষণীয়মিতি ভাবঃ ॥৭১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থেঽংশে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রমাগতা বৃষ্ণিবংশাঃ শৈনেয়াদ্যাশ্চতুর্দ্দশে। বর্ণ্যন্তে শিশুপালস্য সাযুজ্যঞ্চাত্র সূচ্যতে ॥ সত্বতস্য সপ্তমঃ পুত্রো বৃষ্ণিস্তৎপুত্রো অনমিত্রশিনী। তত্রানমিত্রস্য নিঘ্নতঃ তস্য প্রসেন-সত্রাজিতাবিত্যেকো বংশ উক্তঃ। তত্র প্রসঙ্গাগত-স্যমন্তকোদাহরণমুক্তম্, ইদানীমনমিত্রানুজস্যান্যস্য শিনের্ব্বংশ উচ্যতে। অনমিত্রস্যাত্মজ ইত্যা-

দিনা ইতি শৈনেয়া ইত্যন্তেন । শিনের্ব্বংশ্যঃ শৈনেয়াঃ ॥১॥ পুনশ্চান-মিত্রস্য বংশান্তরমাহ, অনমিত্রস্যেত্যাদিনা বহবোঽন্ববয়িত্যন্তেন । চিত্রকস্য শ্বফল্কস্যানুজস্য পৃথুপ্রমুখাঃ পুত্রাঃ ॥ ২ ॥ অন্ধকস্য সাত্বতপুত্রস্য কুকুরাদয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ৩ ॥

তত্র কুকুরস্য বংশমাহ, কুকুরাদিত্যাদিনা উগ্রসেনতনুজা ইত্য-ন্তেন । ভবসংজ্ঞস্যৈব উপনাম চন্দনোদকদুন্দুভিরিতি ॥ ৪ ॥ তনু-জাঃ কন্যাঃ ॥ ৫ ॥ ভজমানস্য সাত্বতপুত্রস্য কৃমিক্রকণহ্বক্ষয় ইত্যেকো বংশ উক্তঃ, ইদানীং তস্যৈব বংশান্তরমাহ, ভজমানাদিত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ৬ ॥ হৃদিকাৎ কৃতবর্ম্ম-শতধনু-র্দ্দেবমীঢুষাদ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ । দেববার্হাদ্যা ইতি পাঠে তু দেবপদেন দেবমীঢুষ ইত্যেবোক্তঃ ॥ ৭ ॥ দেবমীঢুষস্য পুত্রো যঃ শূরস্তস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূদিত্যর্থঃ ॥৮॥ আনকাঃ পটহাঃ দুন্দুভয়ো ভের্য্যঃ ॥৯॥ কানীনঃ কন্যকাবস্থায়াং জাতঃ ॥ ১০ ॥

অনাচারঃ স্বপুত্রাদিদ্বেষঃ, বিক্রমঃ শৌর্য্যং, তাভ্যাং সম্পন্নঃ ॥ ১১ অক্ষতাঃ পূর্ণা বীর্য্যাদিগুণা যস্য সঃ । বীর্য্যং-বলং, শৌর্য্যমুৎসাহঃ, পরাক্রমঃ প্রভাবঃ, সমাক্রান্তাঃ ত্রৈলোক্যেশ্বরা যেন তথাভূতঃ প্র-ভাবো যস্য সঃ ॥ ১২ ॥ বহুকালমুপভুক্তং ভগবৎসকাশাদেবাপ্ত-শরীরপাতোদ্ভব-পুণ্যফলং যেন সঃ ॥ ১৩ ॥ অবান্তরাশ্রয়ভয়াত্তত্র শব্দস্য পুনরুক্তির্ন দোষায় ॥ ১৪ ॥ ভগবদ্দ্বেষাদপি সাযুজ্যমুপপাদ-য়তি, ভগবান্ হীতি । দিব্যত্বেঽপ্যনুপমস্থানং তথা প্রযচ্ছ-তীতি ॥১৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
চতুর্থেঽংশে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হরের্ধ্বনিঃ পঞ্চদশে সংখ্যানুক্তিশ্চ যাদবে। সাযুজ্যং শিশু-পালস্য সোপপত্তিকমুচ্যতে ॥ বিষ্ণুনৈব নিহতত্বাৎ প্রাগ্জন্মন্যেব কিং ন মুক্ত ইতি, হিরণ্যকশিপুত্ব ইত্যাদিপ্রশ্নার্থঃ ॥ ১ ॥ বস্তুশক্ত্যা-ভগবন্নামকীর্ত্তনধ্যানাদিনা ক্ষীণকল্মষস্য তৎসাক্ষাৎকারেণৈবান্যেষা মপি মোক্ষঃ, ততঃ শিশুপালত্বে চ তৎসম্ভবাৎ স মুক্তো নাতঃ প্রাগিত্যুত্তরার্থঃ। সনকাদ্যনুগ্রহাৎ তৃতীয়জন্মন্যেবাবশ্যং ভাবিত্বা-ন্মোক্ষস্য তত্রৈব তদ্ধেতুসম্ভবমাহ, দৈত্যেশ্বরস্যেত্যাদিনা কিমুত সম্যক্ ভক্তিমতামিত্যন্তেন ॥ ২ ॥ রজোদ্রেকেতি সন্ধিরার্ষঃ। নির-তিশয়পুণ্যেত্যাদিরূপা রজস উদ্রেকেণ প্রেরিতা একাগ্রা তন্মাত্র-বিষয়িণী মতির্যস্য সঃ। তদ্ভাবনারূপাৎ যোগাৎ ততোঽবাপ্তবধ এব হেতুর্যস্যাস্তামখিলত্রৈলোক্যমধ্যে আধিক্যধারিণীমতিশয়িতাং ভোগসম্পদমবাপেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

অতস্তস্মিন্ মনসোঽনালম্বনীকৃতেঽবিষয়ীকৃতে পরব্রহ্মভূতে তদা লয়ং সাযুজ্যং নাবাপেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ দশাননত্বেঽপি অস্য দাশ-রথিরূপদর্শনমেব পূর্ব্বমাসীৎ। বিপদ্যমানস্য চ তস্যান্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেবাভূৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্নিশ্চয়োঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ অচ্যুতবিনিপাতনমাত্রাৎ ফলং শ্রেষ্ঠং জন্ম ঐশ্বর্য্যঞ্চাব্যাহতং কেব-লমভূদিতি ॥ ৬ ॥ তদন্তে চ মোক্ষং সহেতুকমাহ, তত্র ত্বিত্যাদিনা লয়মুপযযাবিত্যন্তেন। তত্র শিশুপালত্বে অচ্যুতনাম্নামুচ্চারণমকরো-দিতি সম্বন্ধঃ। কিং বিশিষ্টানাং ভগবন্নামকারণানি কেশিকংসবধ-চক্রধারণাদীনি যান্যভবন্-তৈঃ কারণৈঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তৈঃ কৃতানাং সঙ্কেতিতানাং কেশব-কংসধ্বংসি-চক্রপাণি-প্রভৃতীনাং সংতর্জ্জনং বাক্তাড়নং, তদনেন ভগবন্নামকীর্ত্তনাবৃত্তিরুক্তা ॥ ৭ ॥

সাকারধ্যাননিষ্ঠামাহ, তচ্চ রূপমিতি। তদ্রূপমটনাদিষু আত্মনঃ

শিশুপালস্য চেতসো নৈবাপযযাবিত্যন্বয়ঃ। আত্মনো বুদ্ধেশ্চেতসশ্চ নৈবাপযযাবিতি-চার্থঃ ॥৮॥ ততশ্চ কীর্ত্তনধ্যানাভ্যাং শুদ্ধান্তঃকরণস্য মোক্ষহেতু-সাক্ষাৎকারমাহ, তত ইতি। আক্রোশেষ্বাক্ষেপোক্তিষু ভগবতা অস্তং ক্ষিপ্তং যৎ চক্রং তস্যাংশুমালাভিরুজ্জ্বলম্ ॥ ৯ ॥ শিশুপালমুক্তিং নিগময়তি, এতদিতি। সুরাদিদুর্লভং ফলং মুক্তিরূপম্ ॥ ১০ ॥

শিশুপাল-জন্মপ্রসঙ্গাগতং সমাপ্য প্রকৃতবংশমাহ, বসুদেবস্যেতি। পৌরবী পুরুবংশোদ্ভবেতি রোহিণ্যা বিশেষণম্, অতএব পৌরব্যা ন পৃথগ্বংশকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥ রোহিণ্যাঃ প্রাধান্যেন বলভদ্রাদীন্ বংশানুক্ত্বা অন্যানপি বংশানাহ, ভদ্রাশ্বেতি। আদ্যশব্দেন পিণ্ডারকোষীনরয়োর্গ্রহণম্। অত্র পৌরব্যা ইতি পাঠেঽপি রোহিণীনাম্না ইত্যর্থঃ। এতেষামেব রোহিণ্যাস্তনয়া দশেতি হরিবংশে গ্রহণাৎ। কুলজা বংশাঃ ॥ ১২ ॥ কীর্ত্তিমদাদীনাং প্রাগ্জন্মসংজ্ঞয়ৈব কীর্ত্তনমকৃতনাম্নামেব তেষাং কংসেন হননাৎ ॥ ১৩ ॥ রোহিণ্যাস্তনয়স্য সতো দেবকীপুত্রত্বং বলদেবস্য সমর্থয়িতুমাহ, অনন্তরঞ্চেতি। দেবকীজঠরাদাকৃষ্য রোহিণীজঠরং নীতবতী ॥১৪॥ অনেনোপাধিনা সঙ্কর্ষণসংজ্ঞাং নির্ব্বক্তি, কর্ষণাচ্চেতি ॥ ১৫ ॥

সকলং জগদেব মহাতরুস্তস্য মূলভূতঃ, ভূতা বর্ত্তমানাঃ অতীতাশ্চ ভবিষ্যন্তশ্চ আদিশব্দাৎ তত্তল্লোকবর্ত্তিনো মহান্তশ্চ সকলা যে সুরাসুরাদয়স্তেষাং মনসাপ্যগোচরঃ। অজভবো ব্রহ্মা তৎপ্রমুখৈরীশ্বরাবতাররূপৈঃ অনলপ্রমুখৈঃ দেবৈশ্চ প্রসাদিতো বাসুদেবো দেবকীগর্ভে সমবততার ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ মানঃ সম্মানঃ, অভিমানো মহিমা, তৎপ্রসাদেন বর্দ্ধিতৌ তৌ যস্যাঃ সা যোগনিদ্রা যশোদাগর্ভমধিষ্ঠিতবতী প্রাপ্তা ॥ ১৭ ॥

তস্মিন্ জায়মানে সুপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমিত্যাদি-বিশেষণেন বিশিষ্টং জগদভবদিত্যন্বয়ঃ ॥১৮॥ আসু সর্ব্বাসু অষ্টাযুতানি লক্ষঞ্চেতি। এতেন রুক্মিণ্যাদীনামষ্টপত্নীনাং দশ দশ পুত্রা জ্ঞেয়াঃ।

অন্যাস্মাং যথাসম্ভবং পুত্রা জ্ঞেয়াঃ। অনাদিমানাদিমস্তিস্মঃ ॥ ১৯ ॥ চরিতার্থৌ য়থার্থৌ ॥ ২০ ॥ অষ্টাশীতিলক্ষ্যাধিক-কোটিত্রয়পরিমিতাশ্চাপযোগ্যাস্থ চাপশিক্ষাসু গৃহস্থিতা আচার্য্যাঃ শিক্ষকাঃ। এক আচার্য্যো বহূন্ পাঠয়তীত্যতঃ শিষ্যা অধিকাঃ কৃতবিদ্যা বালাশ্চ ততোঽধিকা ইত্যতো যাদবা অসঙ্খ্যাতা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যত্র যদুকুলে সঙ্খ্যানম্ অযুতানাং লক্ষেণ সহাযুতং দশোত্তরং শতকোটিঃ তদপি শতাধিকমাস্তে অধিকস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ সঙ্খ্যানং নাস্তীতি ভাবঃ। অযুতলক্ষেণাস্তে সদাহুক ইতি পাঠে আহুক উগ্রসেনপিতা অযুতানামযুতঞ্চ তেন দশোত্তরকোটিমিতেন বিশিষ্ট আস্ত ইত্যর্থঃ ॥২২॥ যাদবানামসঙ্খ্যত্বে দুর্জ্জয়ত্বে চ হেতুমাহ, দেবাসুরেতি। দেবাসুরসংগ্রামে দেবৈর্হতা ইত্যর্থঃ ॥২৩॥ একাভ্যধিকং কুলশতং বৃষ্ণি-মধু-সাত্বতেত্যাদিভেদেন ॥ ২৪ ॥ প্রমাণে কার্য্যাকার্য্যনিয়মে প্রভুত্বে পালকত্বে চ নিদেশস্থায়িনঃ বচনস্থা বভূবুঃ। বব্বধুরিতি পাঠে পুত্রপৌত্রৈঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শে তুর্বসোর্ব্বংশো মরুত্তাস্তোঽনুবর্ণ্যতে। যযাতিশাপাৎ দুষ্মন্তং পৌরবং যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ এষ যদোর্ব্বংশঃ এবং যদুবংশং বিস্তরমভিধায় তদনুজস্য তুর্বসোর্বংশমাহ, তুর্ব্বসোরিতি যাবৎসমাপ্তি। যযাতিশাপাদিতি। অত্র যদ্যপি রাজ্যানর্হত্বরূপ এব শাপঃ প্রতী-

য়তে তথাপি তুর্ব্বসুং প্রতি বিশিষ্য সন্তত্যুচ্ছেদলক্ষণঃ শাপোঽপীত এব জ্ঞায়তে ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

দ্রুহ্যোঃ সপ্তদশে বংশঃ সংক্ষেপাদনুবর্ণ্যতে । ম্লেচ্ছানাং য উদীচ্যানামাধিপত্যমথাকরোৎ ॥ জ্যেষ্ঠানুক্রমবশাৎ তুর্ব্বসুকনিষ্ঠস্য শর্ম্মিষ্ঠাপুত্রস্য দ্রুহ্যোর্ব্বংশমাহ, দ্রুহ্যোরিতি ॥১॥ ম্লেচ্ছানামিতি ম্লেচ্ছাধিপত্যকথনাদ্‌যযাতিশাপপরিণামো ম্লেচ্ছভাবঃ সূচিতঃ ॥২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশেঽনুজস্যানোর্ব্বংশঃ সমনুবর্ণিতঃ । প্রাতিলোম্যাৎ সমুৎপত্তের্যোঽসৌ সূতত্বমাগতঃ ॥ বলেঃ ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং জাতত্বাৎ বালেয়ম্‌ ॥১॥

তন্নামেতি তেষামঙ্গাদীনাং নামানি যাসাং সন্ততীনাং তাসাং সংজ্ঞা যেষাং তে বিষয়া দেশা বভূবুঃ ॥ ২ ॥ ততশ্চিত্ররথ ইতি যস্য পুত্রো রোমপাদসংজ্ঞো দশরথো জজ্ঞে যস্মৈ অজপুত্রো দশরথঃ স্বকন্যাং দুহিতৃত্বে যুযোজ, দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ চম্পাং পুরীম্‌ ॥৪॥ প্রাতিলোম্যেন ব্রহ্মক্ষত্রয়োরন্তরালে সঙ্করে সম্ভূতির্জন্ম যস্যাস্তস্যাং সূতায়ামিত্যর্থঃ । "ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ জাতঃ সূতঃ' ইতি

স্মৃতেঃ অতো মাভূদ্বর্ণসঙ্করা ইতি বচনাদ্বিজয়ঃ সূত এব, অতশ্চ কর্ণোঽপি তদ্বংশ্যত্বাৎ সূতত্বেন খ্যাতঃ ॥৫॥

মঞ্জূষাগতং কাষ্ঠপিঞ্জরম্বং পৃথয়া কুন্ত্যা অপবিদ্ধং কন্যাবস্থায়াং জাতত্বাৎ লজ্জয়া পরিত্যক্তং কর্ণং পুত্রমবাপ। "মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা। যং পুত্রং পরিগৃহ্ণীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেতে অঙ্গাঃ অঙ্গবংশ্যাঃ ॥ ৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশে ক্রমপ্রাপ্তঃ পুরোর্বংশো নিরূপ্যতে। দুষ্মন্তাদ্যত্র ভরতো যন্নাম্না ভারতান্বিয়ে ॥ ঋতেষুরিত্যাদিশব্দাঃ প্রথমৈকবচনান্তানুকরণান্যেতানি নামানি যেষামাত্মজানাং তে ইত্যেতে রৌদ্রাশ্বস্যাত্মজা ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥১॥ দুষ্মন্তো মৃগয়ার্থমরণ্যং গতো বিশ্বামিত্রান্মেনকায়াং জাতাং শকুন্তলাং নাম কন্যাং কণ্বাশ্রমে দৃষ্ট্বা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন সঙ্গম্য গর্ভমাধায় স্বপুরং গতঃ সর্ব্বং বিসস্মার। তাঞ্চ জাতপুত্রাং কণ্বপ্রহিতেন শিষ্যেণানীতাং স্মৃত্বাপি লোকাপবাদভয়াদস্বীকুর্ব্বন্তং দুষ্মন্তং প্রতি দেবৈর্গীতোঽয়ং শ্লোকঃ, মাতেতি। ভস্ত্রা চর্ম্মপুটকং, তৎস্থানীয়া মাতা বীর্য্যাধারমাত্রং কিন্তু পিতুর্নিষেকুরেব পুত্রঃ। কিঞ্চ যেন পিত্রা জাতো জনিতঃ স এব পুত্রঃ তদংশভূত-বীর্য্যোপাদানত্বাৎ, আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি বচনাচ্চ। অতঃ পুত্রং ভরস্ব বিভৃহি, শকুন্তলাঞ্চ নির্দ্দোষাং মাবমংস্থা ইতি ভরতনামনিরুক্তিরপি ॥২॥ কিঞ্চ রেতোধাঃ রেতসাং ধীয়তে বিধীয়তে রেতোধাঃ কর্ম্মণ্যসুন্। ঔরসঃ পুত্রোঽন্তকক্ষয়াৎ নরকাৎ তত্রস্থং পিতরমুৎ উন্নয়তি ঊর্দ্ধং স্বর্গং নয়তি। যথা রেতো-

ধাঃ রেতঃসেক্তা তং পুত্রম্ উন্নয়তি। ততঃ কিম্? অত আহ, ত্বং ত্বস্য ভরতস্য রেতোধাঃ রেতঃসেক্তা ইতি সত্যমেবাহ, অতো ভর-স্বেত্যর্থঃ। নামনিরুক্তিরূপৈকার্থপরত্বাৎ শ্লোক ইত্যেকবচনম-বিরুদ্ধম্ ॥৩॥

নৈতে পুত্রা মমানুরূপা মৎসদৃশা ভবন্তীতি ভরতেনোক্তাস্তেষাং মাতরোঽসৎপুত্রমাতৃত্বেন বেণমাতরমঙ্গ ইবাস্মান্ পরিত্যজ্য বনং যাস্যতীতি পরিত্যাগভয়াৎ তান্ পুত্রান্ জঘ্নুর্ঘাতিতবত্যঃ ॥৪॥ বিতথে ব্যর্থে সতি। দীর্ঘতমসেতি। অত্রেয়ং কথা, বৃহস্পতেরগ্র-জস্য উতথ্যস্য মমতাখ্যায়াং ভার্য্যায়াং বৃহস্পতিঃ কামাভিভূতো রেতোঽসৃজৎ। তচ্চ গর্ভং প্রবিশৎ গর্ভস্থিতেন স্থানসঙ্কোচভয়াৎ পার্ষ্ণ্যাঘাতেনাপাস্তং বহিঃ পতিতমপি অমোঘবীর্য্যতয়া ভরদ্বাজ-নামা পুত্রোঽভবৎ। গর্ভস্থশ্চ বৃহস্পতিনা শপ্তোঽন্ধো দীর্ঘতমা নাম্নাভবৎ। স ভরদ্বাজো দেবৈর্দত্তঃ ॥৫॥ তত্র চ ভরদ্বাজনামনি-রুক্তিপরস্তন্মাতাপিত্রোর্ব্বিবাদরূপঃ শ্লোকো দেবৈঃ পঠিতঃ ॥৬॥

মূঢ়ে! মমতে! দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যাং জাতমিমং পুত্রং ভর পুষাণ, এবং ব্রুবন্তং বৃহস্পতিং মমতাহ, হে বৃহস্পতে! ত্বমেবেমং দ্বাজং ভর, ইতি পরস্পরমুক্ত্বা পরিত্যজ্য পিতরৌ মমতা-বৃহস্পতী যদ্‌যস্মাৎ যাতৌ, ততঃ ভরদ্বাজশব্দোক্তের্ভরদ্বাজসংজ্ঞোঽভূদি-ত্যর্থঃ। যাতৌ যদ্দুঃখাদিতি পাঠে বিবদমানাবিত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥৭॥ ভরদ্বাজস্যৈব ভরতপুত্রত্বদশায়াং বিতথনাম্নো নিরুক্তিমাহ, ভর-দ্বাজশ্চেতি। পিতৃভ্যাং গতে সতি মরুদ্ভির্ভৃতোঽপি মরুৎস্তোম-যাগতুষ্টৈস্তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি যতো দত্তস্ততো বিতথসংজ্ঞা-মবাপেত্যর্থঃ ॥৮॥

ততস্তাভ্যাং গার্গ্যাঃ শৈন্যাশ্চ গর্গবংশ্যত্বাচ্ছিনিবংশ্যত্বাচ্চ সমাখ্যাতাঃ ক্ষত্রিয়া এব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ ॥৯॥ অজমীঢ়স্য কণ্বাদিরেকো বংশঃ, বৃহদিষ্বাদিরপরো বংশঃ, নীলাদি-রপরঃ ঋক্ষাদিশ্চাপরঃ ॥১০॥ কাম্পিল্যং নগরং তস্যাধিপতিঃ ॥১১॥

শুকস্য ব্যাসপুত্রস্য দুহিতরং, হরিবংশে তথৈব দর্শনাৎ। তথোক্তম্ "পরাশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ। ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্। স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্য্যাং জনয়িষ্যতি। কৃষ্ণং গৌরপ্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্। কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্॥ ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীমনুহস্য চ॥" ইতি বায়ুপুরাণেঽপীদমেব বচঃ॥১২॥ যঃ কৃতশ্চতুর্ব্বিংশতিং সংহিতাশ্চকার॥১৩॥

নীপাঃ ক্ষত্রিয়বিশেষাস্তেষাং ক্ষয়ঃ কৃতঃ। পঞ্চানাং বিষয়াণাং মদীয়ানাং দেশানাম্॥১৫॥ শরদ্বতো গৌতমাৎ স্কন্নং স্খলিতম্। ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয় ইতি, ক্ষত্রিয়া এব সন্তঃ কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণা বভূবুরিত্যর্থঃ॥১৬॥ কৃপয়েতি নাম নিরুক্ত্যর্থম্॥১৭॥ কুরুণা স্বেনোপলক্ষিতং ক্ষেত্রং দেবপ্রসাদাদ্ধর্ম্মকারণং ক্ষেত্রং চকার॥১৮॥ সকলদ্বয়রূপং জন্ম যস্য জরয়া রাক্ষস্যা সন্ধিতো যোজিতঃ॥১৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশে তু কুরুপুত্রাণাং বংশানাহ পরাশরঃ। যত্র স্বপুত্রসন্তানধৃতরাষ্ট্রাদিসন্ততিঃ॥ কুরোঃ পুত্রাণাং মধ্যে সুধনুষো বংশ উক্তঃ, ইদানীং কুরুপুত্রস্যৈব পরিক্ষিতো বংশ উচ্যতে, পরিক্ষিত ইতি॥১॥ কুরুপুত্রস্যৈব জহ্নোর্ব্বংশমাহ,জহ্নোরিতি॥২॥ পূর্ব্বোক্তাৎ অজমীঢ়পুত্রাদৃক্ষাদন্যঃ॥৩॥ দেবাপের্ব্বংশো নাভবদিত্যাশয়েনাহ, দেবাপিরিতি॥৪॥ যং যং জন্তুং স্পৃশতি, স স যৌবনমেতি, শান্তিঞ্চাপ্নোতি। এতাবতা যৌবনাদিরূপং শং কল্যাণং তনোতীতি শান্তনু-

নামনিরুক্তিরুক্তেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৫॥ প্রসঙ্গাৎ পরিবেদনদোষমাহ, তস্যেত্যাদিনা ন ববর্ষ ভগবান্ পর্জ্জন্য ইত্যন্তেন ॥৬॥

অশ্মসারিণা অশ্মসারিনাম্না স্বয়মেব তপস্বিবেশধারিণঃ প্রয়োজিতাঃ ॥৭॥ অতি-ঋজুমতেঃ যথাশ্রুতার্থগ্রাহিণঃ ॥৮॥ শান্তনোর্ব্বংশমতিবিস্তরেণাগ্রে বক্ষ্যন্ প্রথমং বাহ্লীকবংশমাহ,বাহ্লীকস্যেতি ॥৯॥ মম পরাশরস্য পুত্রঃ মৎপুত্রঃ ভুজিষ্যায়াং দাস্যাম্ ॥১০॥ মণিপূরং নাম নগরং তৎপতেঃ পুত্র্যাং পুত্রিকাধর্ম্মেণ "অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি" কন্যাদাতুর্ব্বাগ্বন্ধেন ॥১১॥ পরিক্ষীণেষু কুরুষ্বিতি ভগবতস্তদ্রক্ষণে পরিক্ষিন্নামনিরুক্তৌ চ হেতুঃ। আত্মেচ্ছামাত্র-কারণেন মানুষরূপং ধর্ত্তুং শীলং যস্য তস্য পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ যজ্ঞে ॥১২॥

সাম্প্রতমিত্যনেন পরিক্ষিদ্রাজ্যকাল এব পরাশরমৈত্রেয়-সংবাদ ইতি গম্যতে। অখণ্ডিতা আয়তিঃ প্রভাবো যত্র তদ্‌যথা স্যাদিতি ক্রিয়া বিশেষণং স্যাৎ প্রভাবেঽপি চায়তিরিত্যমরঃ। আয়তিরুত্তরফলং ধনাদিসম্পৎ, সা অখণ্ডিতা যত্র তদ্‌যথা স্যাদিতি বা ॥১৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশে পুরোর্ব্বংশো ভবিষ্য উপবর্ণ্যতে। ক্ষেমকং প্রাপ্য যঃ সংস্থাং কলাবুপগমিষ্যতি॥ কুরুপুত্র-পরিক্ষিত ইবাস্যাপি জনমেজয়াদি-সংজ্ঞা এব চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥১॥ তস্য জনমেজয়স্য। আত্ম-বিজ্ঞানপ্রবণস্তৎপরঃ ॥২॥ পূর্ব্বোক্তাজ্জনমেজয়পুত্রাদপরঃ শতানীকঃ ॥৩॥ ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য, ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং

ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধমিতি পূর্ব্বং তথোক্তত্বাৎ। সংস্থাং সমাপ্তিম্॥৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সোমবংশে ভবিষ্যাণাং রাজ্ঞামত্র প্রসঙ্গতঃ। দ্বাবিংশে সূর্য্যবংশানাং ভবিষ্যো বংশ উচ্যতে॥ বৃহদ্বলস্যেতি, চতুর্থেঽধ্যায়ে অর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতে যুদ্ধে ক্ষয়মনীয়তেত্যত্র দর্শিতস্তস্যেত্যর্থঃ॥১॥ যত্র যত্র নাম্নাং বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে তত্র কল্পযুগাদি-ভেদেন ব্যবস্থাপনীয়ম্॥২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বার্হদ্রথানাং বংশেঽপি ভবিষ্যানবদন্নৃপান্। অন্ত্যো রিপুঞ্জয়ো যত্র তদন্তে প্রাভবৎ কলিঃ॥ সোম-সূর্য্যবংশয়োর্ভবিষ্যান্ নৃপানুক্ত্বা সোমবংশ-পল্লবভূতানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যানাহ, মাগধানামিতি। তত্র চ সঙ্গত্যর্থং কীর্ত্তিতানামপি জরাসন্ধাদীনামনুবাদং কুর্ব্বন্নযুতায়ুঃপ্রভৃতীন্ ভবিষ্যানাহ, অত্র হীত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি॥২॥ বার্হদ্রথা বৃহদ্রথবংশোদ্ভবাঃ॥৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থেঽংশে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশে কলের্দ্ধর্ম্মসখ্যো ক্ষুদ্রাস্তথা নৃপাঃ। ভূমের্গীতাব-শিক্ষা চ বৈরাগ্যায় নিরূপিতাঃ॥ ইদানীন্তু তদ্বংশ্যানেব ভূভুজঃ কালেনাল্পবলপৌরুষান্ মলীমসান্ দস্যুপ্রায়াংশ্চাহ, যোঽয়মি-ত্যাদিনা সর্ব্বে পৃথিব্যাং ভূভুজো ভবিষ্যন্তীত্যন্তেন ॥১॥ প্রদ্যোতাঃ প্রদ্যোতনামানঃ। অত্র চ রাজ্ঞাং তদ্রাজ্যানাং বর্ষসঙ্খ্যা আয়ুরা-দ্যল্পত্বপ্রদর্শনেন বৈরাগ্যার্থা ॥২॥ শৈশুনাগাঃ শিশুনাগাপ-ত্যানি ॥৩॥ মহাপদ্ম ইতি। কোটিঃ শতগুণং পদ্মং, পদ্মশতগুণং খর্ব্বং, তদ্দশগুণং পুনঃ নিখর্ব্বং, তদ্দশগুণং মহাপদ্মমিহেষ্যতে, ইত্যুক্তেস্তাবৎসঙ্খ্যকস্য সৈন্যস্য ধনস্য বা স্বামী মহাপদ্মো নন্দঃ ॥৪॥ একমেব ছত্রং যস্যাং তাম্ ॥৫॥ নন্দান্ নন্দ-তৎপুত্রাংশ্চ কৌটিল্যঃ কৌটিল্যপ্রধানঃ বাৎস্যায়ন-বিষ্ণুগুপ্তাদি-পর্য্যায়শ্চাণক্যঃ সমুদ্ধরিষ্যতি উন্মূলয়িষ্যতি ॥৬॥

চন্দ্রগুপ্তং নন্দস্যৈব পত্ন্যন্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্য পুত্রং মৌর্য্যাণাং প্রথমম্ ॥৭॥ শুঙ্গাঃ শুঙ্গসংজ্ঞাঃ ॥৮॥ তানেবাহ, পুষ্পমিত্র ইতি, পুষ্পমিত্রঃ শুঙ্গানাং প্রথমঃ ॥৯॥ অনমিত্রাদয়ো নব এবং শুঙ্গা দশ ॥১০॥ কণ্বান্ কণ্বসংজ্ঞনৃপান্ ভূর্যাস্যতি প্রাপ্স্যতি। ততঃ কণ্বা-নেষা ভূর্যাস্যতি ॥ ১১ ॥ কণ্বান্ কথং ভূর্যাস্যতি ? তত্রাহ, দেবভূতি-মিতি। শাতকর্ণীত্যুপনাম ॥১২॥ এতে ত্বন্ধ্রভৃত্যাস্ত্রিংশদিত্য-ন্বয়ঃ ॥১৩॥ আভীরাদ্যা মৌনান্তা একোনাশীতি-রাজান একোন-চতুর্দ্দশ-শতবর্ষাণি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥১৪॥ ততশ্চ পৌরাস্ত্রীণ্যব্দ-শতানি ভোক্ষ্যন্তি। কচিৎ পৌরা ইত্যত্র পুনর্ম্মৌনা ইতি পাঠঃ। তদা আভীরাদিমধ্যগণিতানামপি মৌনানাং ব্যতিরেকেণ পূর্ব্ব-রাজ্যবর্ষসঙ্খ্যা, ইয়ন্তু ততঃ পৃথগেব মৌনানাং রাজ্যবর্ষশতত্রয়-সংখ্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৫॥

কেলিকিলা নগরী তত্র ভবাঃ কৈলকিলাঃ, তেষাং মূর্দ্ধাভি-

যিক্তো· মুখ্যঃ। বিন্ধ্যশক্তির্ম্মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইতি পাঠে ক্ষত্রিয়মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ তেষাং বিন্ধ্যশক্ত্যাদীনাং যথাযথং ত্রয়োদশ পুত্রাঃ, বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, পুষ্পমিত্রাদয়স্ত্রয়ো দশ মেকলা মেকলদেশজাঃ, সপ্তকোশলায়াং নবৈব নৈষধাস্তাবন্তঃ নবৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। মেকলাদিদেশানাং মধ্যে ত্বপ্রসিদ্ধা দেশাস্তত্তদ্দেশীয়া জ্ঞেয়াঃ ॥১৭॥ ক্ষত্রজাতিং ক্ষত্রজাং সঙ্করজাতিম্ উগ্রসূতাদিরূপাম্। এতে তত-স্তৎপুত্রা ইত্যারভ্য শূদ্রা ইত্যন্তাস্তুল্যকালাঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়োঽল্প-প্রসাদত্বাদিবিশিষ্টা ভূভৃতো ভবিষ্যন্তীত্যন্বয়ঃ ॥১৮॥

রাজাশ্রয়েণ শুষ্মিণো বলিনঃ ন তু ধর্ম্মেণ, ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্য-য়েণ ম্লেচ্ছা মধ্যে আর্য্যাশ্চান্তে ইত্যেতদ্রূপেণ ॥১৯॥ জগতি ধর্ম্ম-স্যানুদিনং হ্রাসাদর্থস্য চ ব্যবচ্ছেদাৎ সঙ্ক্ষয়ো ভবিষ্যতি ॥২০॥ রত্নতাম্রভাগিতা রত্নভূত-তাম্রাদিমত্ত্বমেব পৃথিবীহেতুরুত্তমভূমি-ত্বে কারণং নতু পুণ্যতীর্থাদিমত্ত্বম্। উন্নতাম্বুমত্তেতি পাঠে উন্নতে গিরিতটাদাবম্বুমত্ত্বম্ ॥২১॥ বৃত্তিঃ জীবিকা ॥২২॥ ভয়গর্ব্বোচ্চারণং ভয়োপদর্শনপূর্ব্বকমুচ্চারণম্ ॥২৩॥ দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ, নতু যাগাদিঃ। আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪॥

স্বীকরণমেব বিবাহহেতুর্ন তু স্মৃত্যাদ্যুক্ত-বিধিপ্রকারঃ। সদ্বেশধারী দাম্ভিকঃ। কলিযুগে ক্ষয়মশেষং যাতি সতি জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতীত্য-ন্বয়ঃ॥২৫॥ এবং কলেরন্তে কল্ক্যবতারেণ সত্যযুগপ্রবৃত্তিমাহ, শ্রৌত-স্মার্ত্তেত্যাদিনা। আদিময়স্য সর্ব্বকারণরূপস্যান্তময়স্য নিষেধাবধি-ভূতস্য, অতএব সর্ব্বময়স্য নিখিলকার্য্যময়স্য। ততো বিকারাদি-প্রাপ্তাবাহ, ব্রহ্মময়স্য। অষ্টগুণর্দ্ধিসমন্বিতঃ। "অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং বশিতা তথা। যত্র কামাবসায়িত্বং মহিমেতি গুণাষ্টকম্" ইতি প্রোক্ত-গুণযুক্তঃ। অন্যে ত্বন্যথা গুণাষ্টকং বদন্তি। "অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ প্রাকাম্যং কামমেব চেতি ॥২৬॥

প্রবুদ্ধানামিত্যনেন সত্ত্বগুণোদ্রেকো দর্শিতঃ। তেন কালেন কৃতা-

নামাহিতশক্তীনামিত্যর্থঃ ॥২৭॥ তৎকাল কৃতেতি পাঠে প্রসূতে-র্ব্বিশেষণম্ ॥২৮॥ কালস্বভাবাদেব কৃতযুগধর্ম্মানুসারীণি ॥২৯॥ এতৎ সর্ব্বং কস্মিন্ যোগে ভবিষ্যতীত্যপেক্ষায়ামাহ, অত্রোচ্যত ইতি। তিষ্যঃ পুষ্যঃ, চন্দ্রার্কবৃহস্পতীনাং তিষ্যযোগে কৃতং সত্য-যুগং ভবিষ্যতি। যদ্যপি প্রতিদ্বাদশাব্দং কর্কটস্থে বৃহস্পতৌ অমা-বাস্যায়াং ত্রয়াণাং পুষ্যর্ক্ষেণ যোগঃ স্যাৎ তথাপ্যেকরাশৌ সমেষ্য-ন্তীতি সহপ্রবেশোক্তের্নাতিপ্রসঙ্গঃ ॥৩০॥

উক্তং রাজবংশং নিগময়তি, অতীতা ইতি। অনাগতা ভূপালাশ্চ উক্তাঃ ॥৩১॥ অনাগতঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ কিয়ৎকালং স্থাস্যতীত্যপে-ক্ষায়ামাহ, যাবদিতি। পঞ্চদশোত্তরসহস্রবর্ষপর্য্যন্তং শুদ্ধঃ ক্ষত্রিয়-বংশঃ স্থাস্যতি, অনন্তরং নন্দেন সর্ব্বক্ষত্রিয়নাশাদিত্যর্থঃ ॥৩২॥ কলেঃ প্রবৃত্তিং বৃদ্ধিঞ্চ বক্তুং তৎকাললক্ষণমাহ, সপ্তর্ষীণামিতি। প্রাগগ্রং শকটাকারং তারাসপ্তকং সপ্তর্ষিমণ্ডলং, তত্র পূর্ব্বত ঈষাকারেঽগ্রমধ্যমূলেষু মরীচি-সভার্য্যবসিষ্ঠাঙ্গিরসঃ, ততঃ পশ্চিমে খট্বাকারে তারাচতুষ্কে ঐশানাগ্নেয়-নৈর্ঋতি-বায়ব্য-কোণেষত্রি-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতবো যথাক্রমং তত্র যৌ পূর্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ পুলহ-ক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে, তয়োস্তৎপূর্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষি-ণোত্তররেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষন্যতমনক্ষত্রং দৃশ্যতে, তেন তথৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠতি ॥৩৩॥

কাললক্ষণমুক্ত্বা কলিপ্রবৃত্তিমাহ, ত ইতি। তদা সন্ধ্যাসন্ধ্যাং-শাভ্যাং সহ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ পূর্ব্বসন্ধ্যা পূর্ব্বং সন্ধ্যারূপেণ প্রবৃত্তোঽপি সন্ধ্যারূপমতিক্রম্য স্বেন রূপেণ প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥ এতদেব স্পষ্টয়তি, যদৈবেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩৫॥ পৃথ্বী-পরিষঙ্গে ভূমেঃ পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূর্ব্বমপি কলিঃ প্রবিষ্ট ইতি গম্যতে ॥৩৬॥ সাক্ষাৎ কলিপ্রবেশে তু যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ স্বরাজ্যং পরিত্যক্তমিত্যাহ, গত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥ কলেঃ প্রবৃত্তিমুক্ত্বা বৃদ্ধিমাহ, প্রয়াস্যন্তি ইতি ॥৩৮॥ পূর্ব্বোক্তমেব কলিপ্রবেশকাল-

মনুদ্য তৎসঙ্খ্যামাহ, যস্মিন্নিতি ত্রিভিঃ ॥৪০॥ ত্রীণীতি সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশাভ্যাং বিনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪১॥

দিব্যানি দিব্যসঙ্খ্যয়া সঙ্খ্যাতানি সপ্তপঞ্চসঙ্খ্যায়া দ্বাদশাব্দ-শতানীত্যর্থঃ। নিঃশেষেণ তস্মিন্ গতে সতীতি শেষঃ। কৃতং কৃত-যুগম্ ॥৪২॥ ব্রাহ্মণাদিবংশঃ ক্ষত্রিয়বংশশ্চ সকলঃ কিমিতি নোক্তঃ, ইত্যত আহ, ব্রাহ্মণা ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৩॥ কুলে কুলেঽবান্তরকুলেষু নামধেয়ানাং পরিসঙ্খ্যা বহুত্বাৎ সমাননামতয়া পৌনরুক্ত্যাচ্চ নোক্তা ॥৪৪॥ মহাপদ্মাখ্যনন্দাৎ ক্ষত্রিয়াণাং নাশেঽপি পুনঃ প্রবৃত্তিমাহ, দেবাপিরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৫॥ ক্ষত্রস্য প্রবর্ত্তকৌ ভবিষ্যতঃ, যতো মনোর্বংশে সোমসূর্য্যবংশরূপে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬॥ কলেঃ সন্ধ্যায়ামেব ক্ষত্রিয়সত্ত্বাৎ ত্রীণি যুগানি ভুজ্যত ইত্যুক্তম্ ॥৪৭॥ দেবাপি-মরুবদন্যত্রাপি কলৌ ব্রাহ্মণাদীনাং বীজভূতানাং স্থিতিমাহ, কলৌ স্থিতি ॥৪৮॥ বংশকথনস্য বৈরাগ্যে তাৎপর্য্যমাহ, এতে চেতি। ভূমণ্ডলে নিত্যে কল্পান্তস্থায়িনি তদপেক্ষয়া অনি-ত্যানি অস্থিরাণি কলেবরাণি যেষাং তথাভূতৈরপি মমত্বং কৃতম্ ॥ ৫০॥ মোহান্ধত্বমেবাহ, কথং মমেয়মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫১॥ তেভ্যস্তেভ্যঃ পূর্ব্বতরা ইত্যনেনাতীতানাং মোহানবস্থা দর্শিতা, এবং ভবিষ্যা ইত্যনাগতানাং মোহানবস্থা ॥৫২॥ এতদেব পৃথিবীগীতৈঃ প্রপঞ্চ-য়তি, কথমেষা ইতি নবভিঃ। ফেনধর্ম্মাণঃ ক্ষণভঙ্গুরা ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

পূর্ব্বমাত্মজয়মিতি অজিতেন্দ্রিয়াণাং মন্ত্রিভৃত্যাদিজয়াভাবাৎ ॥৫৬॥ কিঞ্চৈবং সর্ব্বমাত্মবশীকুর্ব্বতাং মম ভুবো মণ্ডলং বশং যাতি। যদ্যপি তথাপ্যাত্মনামিন্দ্রিয়াদীনাং জয়াৎ জাতমেতদনিত্যং রাজ্যং কিয়দত্যল্পম্। যস্মাদাত্মজয়ে সতি মুক্তিরত্যন্তং ফলম্ ॥ ৫৮॥ অনিত্যত্বমেবাহ, উৎসৃজ্যেতি পূর্ব্বজাঃ পূর্ব্বেষামিতি বা পাঠঃ ॥৫৯॥ রাজ্যে পিত্রাদিবৈরমপি দোষমাহ, মৎকৃতমিতি ॥৬০॥

কিঞ্চ ময়ি রাজ্ঞাং মমত্ববুদ্ধির্বৃথৈবেত্যাহ, পৃথ্বী মমেতি। অত্র ময়ি যো যো রাজা মৃতো বভূব, তস্য তস্যৈবেয়ং কুবুদ্ধিরাসীৎ, ততঃ

পারমার্থিকফলাভাবাৎ। অন্যত্রেতি পাঠে মৃতঃ স ত্বন্যত্র রাজা বভূব, তস্যাপি বাসনাবশাদিয়মেব কুবুদ্ধিঃ সংসারপ্রদাসীত্যর্থঃ ॥৬১॥ কিঞ্চেদং চিত্রমিত্যাহ, দৃষ্টেতি। ময়ি মমত্বাদৃতচিত্তং সন্তমেব মৃতং দৃষ্ট্বা তদন্বয়স্য হৃদি মৎপ্রভবং মদ্বিষয়ং মমত্বং কথমাস্পদং করোতীতি ॥৬২॥

অপিচ এতেঽতিশোচ্যা ইত্যাহ, পৃথ্বীতি। তেষু মম হাসো ভবতি, মূঢ়ত্বাৎ দয়াভ্যুদৈপেতি মমেতি শেষঃ ॥৬৩॥ চতুর্থাংশস্য শ্রবণফলমাহ, শৃণুয়াদিতি। মনুবংশস্থানাং পুণ্যকীর্ত্তীনাং শ্রবণাৎ পাপক্ষয়ো ধনাদিবৃদ্ধিশ্চ ভবতি ॥৬৬॥ নিষ্ঠাং নাশম্। তাস্তুশানামপি নাশানুসন্ধানাৎ মমতানিবৃত্তিশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥৬৮॥ ন চ তেষাং তপঃপ্রভাবাদ্যভাবাৎ কথাবশেষত্বমিত্যাহ, তপ্তমিতি ॥৭০॥ তানেবাহ, পৃথুরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৭১॥

সঙ্কল্পবিকল্পয়োঃ কেষাঞ্চিৎ সঙ্কল্পস্য তথেতি প্রত্যয়স্য, কেষাঞ্চিদ্বিকল্পস্য কিমাসীন্ন বেতি সন্দেহস্য হেতুর্নিমিত্তং সঙ্কল্পস্য মনসো বিকল্পহেতুঃ ॥৭২॥ উদ্ভাসিতানি দিঙ্মুখানি যৈঃ। উদ্ভাসিতদিগ্বিতানমিতি পাঠে, ঐশ্বর্য্যবিশেষণম্। তেষাং রাবণাদীনামৈশ্বর্য্যম্ অন্তকস্য ভ্রূভঙ্গপাতেন কথং ভস্ম ন জাতং? কিন্তু জাতমেব, তস্মাদৈশ্বর্য্যং ধিক্। যদ্বা কাষ্ঠং দগ্ধমপি ভস্ম ভবতি। ঐশ্বর্য্যং তু ভস্মাপি ন জাতং কিঞ্চিদবশিষ্টমপি কথং ন জাতং, তস্মাৎ ধিক্ ॥৭৩॥ আত্মন্যহঙ্কারাস্পদে দেহেঽপি কিং পুনঃ পুত্রদারাদৌ ॥৭৪॥ ভগীরথাদ্যাঃ সত্যং জাতাঃ কিন্তু ক তে ইতি ন বিদ্মঃ, কালেনাদর্শনং নীতা ইত্যর্থঃ। অত্র রাঘবাদীনাং গ্রহণং লোকদৃষ্ট্যা বৈরাগ্যার্থম্ ॥৭৫॥ তথান্যেঽনুক্তাস্তথাভিধেয়াঃ কথামাত্রাবশেষা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৭৬॥ এতদংশতাৎপর্য্যার্থং সংক্ষিপ্যাহ, এতদিতি। তনয়াদয়স্তিষ্ঠন্তু, মমত্বং সুতরাং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং চতুর্থাংশে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তা চেয়ং চতুর্থাংশটীকা।